হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড-এর

দ্য লেডি অভ ব্লসহোম

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী

ANIK

RIZON

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এই পিডিএফটি BANGLAPDF.NET এর সৌজন্যে নির্মিত।

স্ক্যান+এডিটঃ আদনান আহমেদ রিজন

পিডিএফ তৈরী করা হয় বইপ্রেমীদের সুবিধার জন্যে, যেন সবাই সহজেই বই পেতে,পড়তে,সংগ্রহে রাখতে পারে।
বইটি ভাল লাগলে অবশ্যই হার্ডকপি সংগ্রহ করুন।
লেখক/প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

আপনারা অবশ্যই এই পিডিএফটি শেয়ার করুন, তবে BANGLAPDF.NET এর কার্টেসী ছাড়া শেয়ার না করার অনুরোধ রইল ।

হ্যাপি রিডিং... :)

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

দ্য লেডি অভ ব্লসহোম

রূপান্তর ■ সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-3232-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১১

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

THE LADY OF BLOSSHOLME
By: Henry Rider Haggard
Trans. By: Sayem Solaiman

সেবা প্রকাশনা

নিরানব্বই টাকা

দ্য লেডি অভ ব্লসহোম

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

প্রজাপতি প্রকাশন
ও
সেবা প্রকাশনীর
ক'টি কিশোর ক্লাসিক/অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
সলোমনের গুপ্তধন/রকিব হাসান
শী/নিয়াজ মোরশেদ
রিটার্ন অভ শী/নিয়াজ মোরশেদ
মর্নিং স্টার/নিয়াজ মোরশেদ
নেশা/খসরু চৌধুরী
অ্যালান কোয়াটারমেইন/খসরু চৌধুরী
স্টেলা/খসরু চৌধুরী
এরিক ব্রাইটিজ/খসরু চৌধুরী
চাইল্ড অভ স্টর্ম/কাজী মায়মুর হোসেন
এলিসা/কাজী মায়মুর হোসেন
অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার/কাজী মায়মুর হোসেন
ব্ল্যাক হার্ট অ্যাণ্ড হোয়াইট হার্ট/আসাদুজ্জামান
মুন অভ ইজরাইল/বুলবুল সরওয়ার
বেনিটা/সায়েম সোলায়মান
ক্লিওপেট্রা/সায়েম সোলায়মান
জেস/সায়েম সোলায়মান
রানী শেবার আংটি/সায়েম সোলায়মান
দ্য ভার্জিন অভ দ্য সান/সায়েম সোলায়মান
মন্টেজুমার মেয়ে/কাজী আনোয়ার হোসেন
পার্ল মেইডেন/ইসমাইল আরমান
দ্য পিপল অভ দ্য মিস্ট/ইসমাইল আরমান
মিস্টার মিসন'স উইল/ইসমাইল আরমান

সারভান্তেস/নিয়াজ মোরশেদ
ডন কুইক্সোট

ভিক্টর হুগো
লা মিজারেবল/ইফতেখার আমিন
দ্য ম্যান হু লাফস/শেখ আবদুল হাকিম

চার্লস ডিকেন্স
অলিভার টুইস্ট/নিয়াজ মোরশেদ
আ টেল অভ টু সিটিজ/নিয়াজ মোরশেদ
গ্রেট এক্সপেকটেশানস/নিয়াজ মোরশেদ
ডেভিড কপারফিল্ড/এ.টি.এম শামসুদ্দীন

এমিলি ব্রনটি/নিয়াজ মোরশেদ
ওয়াদারিং হাইটস

মার্ক টোয়েন
পুড্‌নহেড উইলসন/শেখ আবদুল হাকিম
হাকলবেরি ফিন/রওশন জামিল

সার ওয়াল্টার স্কট
রব রয়/কাজী মায়মুর হোসেন
আইভানহো/নিয়াজ মোরশেদ

রাফায়েল সাবাতিনি/কাজী আনোয়ার হোসেন
দ্য ব্ল্যাক সোয়ান
লাভ অ্যাট আর্মস
রূপসী বন্দিনী

ব্রাম স্টোকার
ড্রাকুলা/রকিব হাসান
দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস/ইসমাইল আরমান
লেয়ার অভ দ্য হোয়াইট ওঅর্ম/ইসমাইল আরমান

টমাস হার্ডি/কাজী শাহনূর হোসেন
টেস অভ দ্য ডার্বারভিল
ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড
জুড দ্য অবসকিওর
দ্য মেয়র অভ ক্যাস্টারব্রিজ

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে/নিয়াজ মোরশেদ
আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস

রবার্ট লুই স্টিভেনসন/নিয়াজ মোরশেদ
কিডন্যাপড

ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট/নিয়াজ মোরশেদ
চিলড্রেন অভ দ্য নিউ ফরেস্ট

রাডইয়ার্ড কিপলিং/খসরু চৌধুরী
দ্য জাঙ্গল বুকস

লর্ড লিটন/নিয়াজ মোরশেদ
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই

আলেকজান্দার দ্যুমা/নিয়াজ মোরশেদ
তিন মাস্কেটিয়ার
ম্যান ইন দ্য আয়রন মাস্ক
কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো

এইচ. জি. ওয়েলস/সায়েম সোলায়মান
ডক্টর মরোর দ্বীপ

এক

১৫৩৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর। শীতকাল। শেফটনে, নিজের বিশাল বাড়িতে, ডাইনিং হলের জ্বলং ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে আছেন স্যর জন ফোটরেল। তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি, লাল চেহারায় সাদা দাড়ি। ব্লসহোম অ্যাবি থেকে এই মাত্র একটা চিঠি এসেছে, সেটাই পড়ছেন তিনি মনোযোগ দিয়ে।

পড়া শেষ হলে রাগে বিকৃত হয়ে গেল তাঁর চেহারা, চিঠিটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারলেন মেঝেতে। ইতোমধ্যেই যথেষ্ট মদ গিলেছেন তিনি, পর পর আরও তিন কাপ চালান করে দিলেন পেটে। বিড়বিড় করে গালমন্দ করলেন কিছুক্ষণ, তারপর সজোরে বলে উঠলেন, 'ফাঁসি হোক অ্যাবির অধ্যক্ষটার, নরকে যাক সে! কত বড় সাহস, আমার জমি ফেরত চায়! বলে কিনা, আগের অধ্যক্ষকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে আর হুমকি-ধমকি দিয়ে জোর করে জমি দখল করে নিয়েছিলেন আমার দাদা! গিয়ে ভিকার-জেনারেল ক্রমওয়েলকে ধরেছে ব্যাটা, নিজের ক্ষমতাবলে হুকুম দিয়েছেন ক্রমওয়েল—ফেব্রুয়ারি মাসের দুই তারিখের আগে ওই জমি ফিরিয়ে দিতে হবে অ্যাবির কাছে। ...এই হুকুম জারি করতে কত টাকা ঘুষ খেয়েছেন তিনি কে জানে!'

কাপে আবারও মদ ঢাললেন স্যর জন, গলাধঃকরণ করলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ করেই থেমে দাঁড়ালেন ফায়ারপ্লেসের সামনে,

জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'তুমি খুব চালাক লোক, ক্লেমেণ্ট মন্ডন—স্প্যানিয়ার্ডরা যে-রকম হয় আর কী। যখন রোমে ছিলে তখনই এসব শয়তানি শিখেছ তুমি, তারপর এসেছ এখানে। শুরুতে কিছুই ছিলে না, কেউ তোমাকে চিনতও না, আর আজ তুমি ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষ! পোপের সঙ্গে যদি মতবিরোধ না হতো আমাদের রাজার, তা হলে হয়তো আরও বেশি কিছু হয়ে যেতে। কিন্তু তোমার দেশের লোকদের যা সমস্যা—পেটে মদ গেলে মদের ধাক্কায় গোপন কথা স্রোতের মতো বের হয়ে আসে, তোমারও সে-রকম হয়েছে কয়েকবার; এবং এক বছরও হয়নি আমার সামনে ও-রকম কিছু কথা বলে ফেলেছ তুমি। শুধু আমিই না, আরও সাক্ষী আছে। ওই কথাগুলো ক্রমওয়েলের কানে গেলে আমার জমি আর দখল করতে লাগবে না, উল্টো জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে তোমার।'

দরজার দিকে ঘুরে ষাঁড়ের মতো গলা ফাটিয়ে খাস চাকর জেফরি স্টকসকে ডাকলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরই খুলে গেল দরজা, ভিতরে ঢুকল বলিষ্ঠদেহী লোকটা। ওর পা দুটো কিছুটা বাঁকা, মাথায় উসুখুসু কালো চুল।

'আসতে এত দেরি হয় কেন?' খেঁকিয়ে উঠলেন স্যর জন। 'তোমাকে ডাকি দুপুরে, আর তুমি হাজির হও রাতে—ব্যাপারটা কী?'

'আপনি রেগে আছেন, মনিব। অ্যাবি থেকে এক সন্ন্যাসী এসেছিল আপনার কাছে। সে কি...?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই শয়তানটাই আমার মেজাজ খারাপ করে দিয়ে গেছে। ...যাও, আর কথা বাড়িয়ো না, একটা ঘোড়া প্রস্তত করো। বাইরে যাবো।'

'জী, মনিব। তবে একটা না, দুটো ঘোড়া প্রস্তুত করছি।'

'দুটো? আমি বলেছি একটা। বোকা, আমি কি একইসঙ্গে দুটো ঘোড়ায় চড়বো নাকি?'

'না, তা চড়বেন না। তবে একটা ঘোড়ায় আপনি চড়বেন, আরেকটাতে আমি। বুঝতে পারছি ব্লসহোম অ্যাবিতে যাবেন এখন। কিন্তু সেখানে আপনার সঙ্গে একা দেখা করবেন না অ্যাবির অধ্যক্ষ। তাঁর সঙ্গে থাকবে একের বেশি ধর্মযাজক এবং নাইট উপাধি পাওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এ-রকম একাধিক যুবক। আরও থাকবে কমপক্ষে দশজন সশস্ত্র লোক, যাদেরকে ইদানীং বেশিরভাগ সময়ই দেখা যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে। সুতরাং এই অবস্থায় অন্তত একজন চাকর সঙ্গে নিয়ে গেলে উপকার ছাড়া অপকার হবে না আপনার। নেশার ঘোরে আপনি যদি কোনো ভুলত্রুটি করেন তা হলে তা-ও ধরিয়ে দিতে পারবো, আবার কী ঘটে না-ঘটে সেখানে তার-ও সাক্ষী হতে পারবো।'

'তোমাকে দেখতে মনে হয় বোকা, কিন্তু আসলে মোটেও বোকা না তুমি। যা ভালো বোঝো করো, কিন্তু তাড়াতাড়ি করো। ...দাঁড়াও। আমার মেয়ে কোথায়?'

'লেডি সিসিলি তাঁর পার্লারে আছেন। তাঁকে জানালার পাশে বসে থাকতে দেখেছি; উদাস দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে তুষারপাত দেখছেন তিনি,' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জেফরি।

ওকে নিয়ে দশ মিনিট পর অ্যাবির উদ্দেশে রওয়ানা হলেন স্যর জন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলেন তিন মাইল দূরের অ্যাবিতে। ফাদার মল্ডনের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন। শুনে ঘাবড়ে গেল অ্যাবির সন্ন্যাসীরা, কারণ সময়টা ভালো নয়; ভীত পিঁপড়ার মতো ইতস্তত ছোটাছুটি শুরু করে দিল ওরা, হঠাৎ করে কে হাজির হয়েছে বুঝতে পারছে না। আগন্তুকের পরিচয় জানার পর কিছুটা হলেও কাটল ওদের ভীতি, নামিয়ে দিল টানা সেতু, হুড়কো সরাল সদর-দরজার। নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় এই সেতু তুলে রাখা হয়।

অধ্যক্ষের চেম্বারে গিয়ে ঢুকলেন স্যর জন। আগুনের পাশে দাঁড়ালেন যাতে গরম হয় শরীর। জেফরি দাঁড়িয়ে আছে তাঁর

পিছনেই, হাতে মনিবের লম্বা ক্লোক।

ঘরটা বেশ সুন্দর। ছাদটা কারুকার্যময় চেস্টনাট কাঠের। চারদিকের পাথরের দেয়ালে ঝুলছে দামি ট্যাপেস্ট্রি। সুই-সুতোর সাহায্যে বাইবেলের কিছু কিছু ঘটনা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এসব ট্যাপেস্ট্রিতে। প্রাচ্যদেশীয় উল দিয়ে বানানো দামি রঙিন কার্পেট বিছানো আছে মেঝেতে। আসবাবগুলোও দামি দামি, ডিজাইন দেখলে মনে হয় বিদেশি।

ফাদার যে-টেবিলটা ব্যবহার করেন তার উপর দেখা যাচ্ছে সোনার একটা ক্রুসিফিক্স। একটা ইযেলও আছে, ছাদ থেকে ঝুলন্ত রূপার জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলো পড়ছে সেটার উপর, দেখা যাচ্ছে বিশিষ্ট কোনো ইটালিয়ান চিত্রকরের আঁকা যিশুর-একনিষ্ঠ-সমর্থক ম্যাগডালেনের প্রমাণ-আকৃতির ছবি—অপূর্ব সুন্দর দুই চোখ মেলে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, অজানা কোনো আক্ষেপে একহাতে বুক চাপড়াচ্ছেন।

চারদিকে তাকিয়ে নাক সিটকালেন স্যর জন। বললেন, 'জেফরি, এসব দেখে কী মনে হচ্ছে তোমার? আমার তো মনে হয় এটা কোনো সন্ন্যাসীর কামরা না, বিলাসী কোনো মেয়েমানুষের শয়নকক্ষ। টেবিলের নীচে উঁকি দিয়ে দেখো, আমার মনে হয় ওই মেয়েমানুষটা ব্যবহার করে এ-রকম আরও কিছু জিনিস দেখতে পাবে।' ম্যাগডালেনের ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'ওটা কার ছবি?'

'আমার মনে হয় এমন একজন পাপীর, যে পাপ কাজ ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হতে চায়, মনিব।' সাইডবোর্ডে রাখা লম্বা গলার একটা বোতল দেখাল সে ইঙ্গিতে। 'তবে যে-সন্ন্যাসী এখানে থাকে তার যে মাঝেমধ্যে গলা ভেজানোর ইচ্ছা জাগে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ...আরেকটা কথা, ফায়ারপ্লেসে যে-কাঠ জ্বলছে, তা কিন্তু আপনার বনের গাছ থেকে কাটা।'

'জানলে কীভাবে?'

'দেখে। আপনার বন থেকে আমি এত কাঠ কেটেছি, বলতে গেলে সব গাছ আমার পরিচিত হয়ে গেছে; ওসব গাছের কাঠ দেখামাত্র বলে দিতে পারবো কোন্টা কোন্ গাছের। ফায়ারপ্লেসের পাশে জড়ো করে রাখা লাকড়িগুলো দেখুন। ওগুলোর গায়ের রিংগুলো কেন্দ্রের দিকে যত এগিয়েছে তত কুঞ্চিত হয়েছে। আশপাশের অন্য কোনো জায়গার গাছের লাকড়িতে এ-রকম দেখা যাবে না।'

ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখলেন স্যর জন। রাগে আবারও বিকৃত হয়ে গেল তাঁর চেহারা। 'ঠিকই বলেছ। যখন ছোট ছিলাম, আমার দাদা মাঝেমধ্যে আমাকে নিয়ে যেতেন বনে, দেখাতেন কাঠুরেরা কীভাবে কাট কাটছে, লাকড়ির গায়ে বিশেষ ওই চিহ্নটাও মনে রাখতে বলতেন। ...এই শয়তান সন্ন্যাসীগুলো আমার বনের গাছ চুরি করে এনে পোড়াচ্ছে নিজেদের ঘরে! আমার বনপাল তো আরও বড় শয়তান। নিশ্চয়ই ওকে ভয় দেখিয়ে কাবু করেছে এই লোকগুলো, অথবা ঘুষ দিয়েছে। ফাঁসি হওয়া উচিত সব ক'টার!'

'ফাঁসি হওয়া উচিত মানলাম, কিন্তু আগে অপরাধ প্রমাণ করতে হবে। কাজটা সহজ না...' হঠাৎ পাল্টে গেল জেফরির কণ্ঠ, নিখাদ তোষামুদি শুরু করল সে, 'ঠিকই বলেছেন মনিব, এই চেম্বারটা এককথায় দারুণ! তবে যে পবিত্র মানুষটা এখানে থাকেন তাঁর জন্য আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল। অত বড় মাপের একজন সাধুর জন্য তো, আমার মতে, রূপা দিয়ে বাড়ি বানিয়ে দেয়া দরকার,' বলতে বলতে আনমনে হাঁটতে গিয়ে, অথবা আনমনে হাঁটার ভঙ্গি করতে গিয়ে ধাক্কা খেল স্যর জনের সঙ্গে।

'কানা!' খেঁকিয়ে উঠলেন স্যর জন, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাগ সামলাতে হলো তাঁকে। কারণ একদিকের দেয়ালের ট্যাপেস্ট্রি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন একজন লোক। নিঃশব্দে, কখন যেন এসে

দাঁড়িয়েছেন তিনি সেখানে। লোকটা বেশ লম্বা, হৃষ্টপুষ্ট, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতো তাঁর মাথাটা ন্যাড়া-করা। পরনে ফারের দামি পোশাক। তাঁর সঙ্গে আরও দু'জন লোক। এরাও ন্যাড়া মাথার, তবে এদের পরনে সাধারণ কালো আলখাল্লা।

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!' কোমল কণ্ঠে, বিদেশি উচ্চারণে বললেন ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষ ফাদার ক্লেমেণ্ট মল্ডন, আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে ডান হাত কিছুটা উঁচু করলেন।

'গুড-ডে,' প্রত্যুত্তর দিলেন স্যর জন, আর মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল জেফরি। 'ফাদার, রাতের বেলায় চোরের মতো লোকজনের জিনিসপত্র নিয়ে আসার মানে কী?' জানতে চাইলেন তিনি।

'শেষ বিচারের দিন যে একদিন এভাবেই চুপিসারে হাজির হয়ে যাবে তা মনে করিয়ে দেয়া,' মিটিমিটি হাসছেন ফাদার, তাঁর কণ্ঠ আগের মতোই কোমল। 'তা ছাড়া সত্যি বলতে কী, কাজটার দরকারও ছিল। ...শুনলাম, কাদের নাকি ফাঁসি হওয়া উচিত?'

'আপনার ফায়ারপ্লেসে যে-লাকড়িগুলো জ্বলছে এবং যে-লাকড়িগুলো ঠেস দিয়ে রাখা আছে ফায়ারপ্লেসের পাশে, আমার চাকর বলছে সেগুলো নাকি আমার বন থেকে কেটে আনা হয়েছে। যদি সত্যিই চুরি করে আনা হয়ে থাকে ওগুলো, তা হলে যে বা যারা করেছে কাজটা এবং করতে সাহায্য করেছে, তাদেরকে কি ফাঁসি দেয়া উচিত না?'

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। আপনার বন থেকেই আনা হয়েছে লাকড়িগুলো। তারপরও বলছি, আপনার বনপালের কোনো দোষ নেই। টাকার টানাটানি চলছে আমাদের, তাই ওর কাছ থেকে একরকম চেয়ে এনেছি আমি ওগুলো।'

ঘরের চারদিকে আরও একবার দৃষ্টি বোলালেন স্যর জন। 'এত সব দামি দামি আসবাব—এর নাম টানাটানি? আর ওই টানাটানির কারণেই আপনি কি বাধ্য হয়ে যোগাযোগ করেছেন

ভিকার-জেনারেল ক্রমওয়েলের সঙ্গে? তাঁকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে পরওয়ানা জারি করিয়েছেন যাতে আমার জমি দখল করে নিতে পারেন?' চিঠিটা পকেট থেকে বের করে ছুঁড়ে মারলেন তিনি টেবিলের উপর।

'কর্তব্যের খাতিরেই কাজটা করতে হয়েছে আমাকে,' ফাদারের ধীরস্থির কণ্ঠ বদলায়নি। 'বছরের পর বছর ধরে ওই জমি নিয়ে বিবাদ হয়েছে আপনার পরিবার আর এই অ্যাবির কর্তৃপক্ষের মধ্যে। নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার, অনেক আগে খারাপ একটা সময় পার করতে হয়েছে আমাদের, তখন আপনার দাদা প্রভাব খাটিয়ে ওই জমি দখল করে নেন। তখনকার অধ্যক্ষ বার বার মানা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কথা কানেই তোলেননি তিনি। অ্যাবির জমিজমা তখন কমে গিয়ে অর্ধেকের মতো হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত সবদিক বিবেচনা করে একরকম বাধ্য হয়ে ভিকার-জেনারেলের কাছে বিষয়টা উত্থাপন করেছি আমি, শুনেছি তিনি নাকি অ্যাবির পক্ষে রায় দিতে পেরে খুশিই হয়েছেন।'

'পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো কালে এ-রকম কোনো বিচার কখনও হয়েছে? আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন আপনি, আর আমার কোনো কথা না-শুনে, কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণের দরকার নেই ভেবে আপনার পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন তিনি! এমনকী আমাকে একটাবার ডেকে নেয়ার প্রয়োজনটাও বোধ করলেন না? ...এটা অন্যায়, এটা অবিচার। এত বড় শয়তানি আমি কোনোদিনও সহ্য করবো না।'

'জানি সহ্য করতে পারবেন না আপনি, সহ্য করার ক্ষমতা নেই আপনার। কিন্তু ভিকার জেনারেলের রায়টা আরও একবার মনে করিয়ে দিতে চাই আপনাকে: ব্লসহোম আর তার আশপাশের আট হাজার একর জায়গায় আপনার জমিদারিত্ব সন্দেহযুক্ত। তবে এই জমিদারি এখনই অবৈধ ঘোষণা করা হচ্ছে না।'

'কেন?'

'একশ' বছর আগেও ওই জমি এই অ্যাবির ছিল। তখনকার রাজা নিজে ওই জমি উপহার দিয়েছিলেন অ্যাবিকে। তারপর রাজা আমাদের অধিকার কেড়ে নিয়েছেন—এ-রকম কোনো দলিলপত্র নেই কোথাও।'

'তা-ই নাকি? তা হলে আমার সিন্দুকের মধ্যে আমার দাদা আর অ্যাবির তখনকার অধ্যক্ষ ফ্র্যাঙ্ক ইংহ্যামের সই-করা যে ইণ্ডেঞ্চারটা আছে সেটা কীসের? ওই জমির বদলে, এখন আপনারা যে-জমি ব্যবহার করছেন সেটা যে দিয়েছিলেন আমার দাদা, তা-ও কি ভুলে গেছেন?'

'ভিকার জেনারেলের আজ্ঞা অনুযায়ী, ওই জমি আপনি ভোগদখল করতে পারবেন, তবে তার জন্য ভাড়া দিতে হবে। যদি উত্তরাধিকারী না-থাকা অবস্থায় মারা যান আপনি তা হলে আপনার ভোগদখলের অধিকার আপনাআপনি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক কেউ আপনার উত্তরাধিকারী হয় তা হলে আপনার মৃত্যুর সময়ে এই অ্যাবির যিনি অধ্যক্ষ থাকবেন তিনি ওই জমির দায়িত্ব বুঝে নেবেন। যদি কোনো অধ্যক্ষ না-থাকেন তা হলে সরাসরি রাজার অধীনে চলে যাবে ওই সম্পত্তি।'

শুনে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন স্যর জন। ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে তাঁর চেহারা। ধীরে ধীরে বললেন, 'ওই আজ্ঞা দেখতে চাই আমি।'

'আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও লিখিত হয়নি সেটা। তবে আশা করছি দিন দশেকের মধ্যে হাতে পেয়ে যাবো। তখন দেখাতে পারবো আপনাকে...কী হলো, আপনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন নাকি? এত দূর থেকে এত ঠাণ্ডার মধ্যে এসে এই গরম ঘরের মধ্যে এতক্ষণ থাকার কারণেই কি...? নিম্নমানের মদ আছে আমার কাছে, এক কাপ খেয়ে নিন, কিছুটা হলেও সুস্থ বোধ করবেন।' ইশারা করলেন ফাদার, সাইডবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল একজন যাজক। পানপাত্র পূর্ণ করল বোতল থেকে, তারপর

সেটা নিয়ে এসে দিল স্যর জনের হাতে।

রূপার কাপটা বিমূঢ়ের মতো নিলেন তিনি, চুপ করে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর মদসহ কাপটা সজোরে নিক্ষেপ করলেন ফায়ারপ্লেসের আগুনে। দৌড়ে গেল একজন যাজক, সাঁড়াশি দিয়ে আগুনের ভিতর থেকে বের করে আনল কাপটা।

'দেখা যাচ্ছে, আমি বেঁচে থাকি বা না-থাকি, ক্ষমতার বলে আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে গেছেন আপনারা, মানে যাজকরা—যাঁরা অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে দখল না-করার ব্যাপারে সবসময় উপদেশ দেন সাধারণ মানুষদের। ...আমি মরলেই এখন আপনাদের জন্য লাভ, কাজেই আপনাদের মদ না-খাওয়াটাই আমার জন্য ভালো, কারণ ওতে বিষ মেশানো থাকতে পারে। ...শুনুন ফাদার, আপনার গল্প একবিন্দুও বিশ্বাস হয়নি আমার। কারণ যেভাবেই হোক ভিকার-জেনারেলকে ঘুষ দিয়েছেন আপনি, অথবা অন্য কোনো উপায়ে খুব খুশি করেছেন তাঁকে; তবে যা-ই করে থাকুন লণ্ডনে গিয়ে করেছেন কাজটা, আমি কিছুই টের পাইনি। আগামীকাল ভোরে, আবহাওয়া ভালো হোক অথবা আরও খারাপ হোক, তুষারপাত উপেক্ষা করে লণ্ডনে গিয়ে হাজির হবো আমি। সেখানে আমারও কিছু বন্ধুবান্ধব আছে। তারপর...দেখা যাবে কার জমি কে দখল করে। ...আপনি খুব চালাক লোক, ফাদার, এবং আমি জানি আর দশজনের মতো আপনার ভিতরেও টাকার লোভ আছে, যে-বিলাসী জীবন আপনি যাপন করেন তা করতে আপনারও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার দরকার হয়।'

কিছু বললেন না ফাদার। একদৃষ্টিতে স্যর জনের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

'ভেবেছেন রাজদরবার আপনার পক্ষে, তা-ই না?' বলে চললেন স্যর জন। 'মনে পড়ে, মদের নেশায় আমার হলে বসে কয়েক মাস আগে কী বলেছিলেন...'

'চুপ করুন!' গাম্ভীর্য আর মহত্ত্বের কপট মুখোশ খুলে গেছে ফাদার মন্ডনের, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছেন।'

'আমি বাড়াবাড়ি করছি নাকি আপনি বাড়াবাড়ি করেছেন? রাজা হেনরির ব্যাপারে কী বলেছিলেন সব ভুলে গেছেন? এখন সাধু সাজা হচ্ছে, তা-ই না? ...মনে পড়ে, সে-রাতে সব অতিথি চলে যাওয়ার পর আমার সঙ্গে একা বসে কাপের পর কাপ মদ গিলছিলেন আর বলছিলেন, রাজা নাকি খারেজি—জালিম ও নাস্তিক? তাঁকে নাকি ধর্ম থেকে বহিষ্কার করতে চান পোপ, পারলে সিংহাসনচ্যুত করতে চান। এমনকী, আমার প্রজাদের উপর আমার প্রভাব আছে জেনে আমাকে অনুরোধও করেছিলেন সে-রাতে, আমি যাতে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিই ওদের মধ্যে, ফলে রাজাকে উৎখাত করতে সদলবলে যোগ দিতে পারবে ওরা আপনার সঙ্গে। রাজার বদলে সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলেন জনৈক কার্ডিনালকে। সেই কার্ডিনালের নামটাও কি উচ্চারণ করতে হবে আমাকে?'

রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে ফাদার মন্ডনের। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্যর জনের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

'বলেছিলেন পোপ যাতে আমার ব্যাপারটা দেখেন তারও ব্যবস্থা নাকি করবেন,' মনে হচ্ছে পেটের সব কথা উগড়ে না-দিয়ে থামবেন না স্যর জন, 'কেউ যাতে আমার ক্ষতি করতে না-পারে সে-জন্য দরকার হলে আমাকে স্প্যানিশ রাজার কাছে নিয়ে যেতেও আপত্তি নেই আপনার। মনে আছে?'

'না, মনে নেই। এসব কথা কখনও বলিনি আমি,' সরাসরি অস্বীকার করলেন ফাদার মন্ডন।

দেখে মনে হলো ফাদারের অস্বীকৃতি শুনতেই পাননি স্যর জন। বলে চললেন তিনি, 'আপনার কোনো প্রস্তাবেই রাজি হইনি আমি সে-রাতে। বলেছিলাম, এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করা

আমার পক্ষে সম্ভব না। তারপর থেকে, সত্যি বললে, আমি কিছু ফাঁস করে দিই কি না তার ভয় পেয়ে বসে আপনাকে; এজন্যই আমার ক্ষমতা খর্ব করতে আমার জমি দখল করার চালটা চেলেছেন।'

'সব মিথ্যা। আপনার সব কথা বিদ্বেষপ্রসূত।'

'মিথ্যা? জেনে রাখুন, যথাযথভাবে সব লিখে রাখা হয়েছে, এমনকী আপনার অজান্তে যারা শুনেছিল আপনার কথাগুলো তাদের সইও নিয়ে রেখেছি আমি। সাক্ষীদের মধ্যে একজন এই জেফরি, আমার চাকর। ...কি জেফরি, কথা ঠিক না বেঠিক?'

'জী, মনিব, কথা সত্যি। সে-রাতে যে-ঘরে বসে কথা বলছিলেন আপনারা তার একদিকের দেয়ালের নীচের দিকে কাঠের যে-আলগা আচ্ছাদন আছে তার অপর পাশে ছোট্ট একটা কামরায় ছিলাম আমি। ফাদার মন্ডনকে অ্যাবিতে পৌঁছে দেয়ার জন্য যারা অপেক্ষা করছিল তারাও ছিল আমার সঙ্গে। আমরা সবাই আপনাদের আলোচনা শুনতে পাই। পরে একটা দলিল তৈরি করেন আমার মনিব, তাতে আমরা সবাই স্বাক্ষর করি। ...আমি খ্রিস্টান, সুতরাং মিথ্যা বলা আমাকে শোভা পায় না বলেই মনে করি, যদিও এই সময়ে ওই কথাগুলো এখানে সবার সামনে স্বীকার করে ভুল করলাম কি না বুঝতে পারছি না।'

ফাদার মন্ডনের চোখে চোখ রাখলেন স্যর জন ফোটরেল। 'আগামীকাল লণ্ডনে যাবো আমি। সোজা গিয়ে হাজির হবো রাজদরবারে। আপনার কুকীর্তির সব সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকবে আমার সঙ্গে। তখন বুঝতে পারবেন কত ধানে কত চাল—আমার মতো একজন জমিদারকে তার জমিদারি থেকে উৎখাত করা এত সহজ না।'

ভয়ে শুকিয়ে গেছে ফাদার মন্ডনের চেহারা। রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে তাঁর মসৃণ, জলপাই-রঙা দু'গাল। দেখে মনে হচ্ছে ফাঁসির দড়িটা তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছে কেউ, ফলে এই

অবস্থা। দামি আংটি-পরা আঙুলগুলো কাঁপছে তাঁর, নিজেকে সামলাতে কাছেই দাঁড়িয়ে-থাকা এক যাজকের হাত চেপে ধরলেন তিনি। ওভাবেই ধরে রাখলেন কিছুক্ষণ, তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'স্যর জন, আপনার কি মনে হয়, আপনি পারবেন আমার বিরুদ্ধে ওসব জঘন্য কথা বলতে?'

'কেন পারবো না?'

'যদি বের হতে না-পারেন এই অ্যাবি থেকে? অনেকগুলো পাতাল-কক্ষ আছে এখানে, সশস্ত্র লোক আছে আমার। যদি সবাইকে বলি রাগে মাথা ঠিক রাখতে না-পেরে আমার উপর হামলা করেছিলেন আপনি, তখন বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে আমাকে? অথবা যদি আপনাদের লাশ কোনো একটা পাতাল-কক্ষে লুকিয়ে রেখে দিয়ে আপনাদের এখানে আসার কথাটা বেমালুম চেপে যাই?' স্প্যানিশ ভাষায় কিছু একটা বললেন তিনি তাঁর একজন যাজককে উদ্দেশ্য করে, শুনে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে গেল লোকটা।

মুখ খুলল জেফরি, 'এবার মনে হয় কাজের কথায় এসেছি আমরা।' কোমরে লুকানো ছুরির বাঁটে হাত রাখল সে, খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফাদার আর ঘরের দরজার মাঝখানে।

'হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, জেফরি—গর্ত থেকে বের হওয়ার পথ বন্ধ করে দিলে ইঁদুর ধরতে সুবিধা হয়,' চেঁচিয়ে বললেন স্যর জন। 'শোনো, ফাদার, যদি নিজের ভালো চাও তো সুবোধ বালকের মতো আমাদের দু'জনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো। আমার কাছে একটা তলোয়ার আছে, সুতরাং তোমার কোনো চামচা যদি চালাকি করার চেষ্টা করে তা হলে সবার আগে তুমি মরবে। এবং যদি কোনোভাবে পালাতে পারি তোমার এই অ্যাবি থেকে তা হলে কেন খুন করতে হয়েছে তোমাকে তা রাজাকে বোঝাতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না আমার।'

চুপ করে থেকে পরিস্থিতিটা যাচাই করলেন ফাদার মন্ডন।

বুঝতে পারছেন, যা করার হুমকি দিচ্ছেন স্যর জন, দরকার হলে তা ঠিক ঠিকই করবেন তিনি। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন ফাদার, 'যান, যেভাবে এসেছেন সেভাবেই বের হয়ে যান আপনারা। তবে যাওয়ার আগে জেনে রাখুন, গির্জার অভিশাপ থাকল আপনাদের উপর। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন আপনারা।'

তাঁর চোখে আবারও চোখ রাখলেন স্যর জন, রাগে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। 'ঠিকই বলেছেন, ক্লেমেণ্ট মন্ডন। আপনি আমাদের মতোই অতি সাধারণ একজন মানুষ, ফাদার হওয়ার সামান্যতম যোগ্যতাও আপনার নেই। ওই সাধুতা আসলে আপনার মুখোশ, আপনার মতো মানুষদের ওই মুখোশটার খুব প্রয়োজন। নিজেকে আমি দুধে-ধোওয়া তুলসি পাতা বলবো না, কিন্তু অন্তত আপনার চেয়ে যে আমি ভালো সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আমার। আর যা-ই করি, চেহারায় সাধুতার মুখোশ পরে হাত তুলে কাউকে আশীর্বাদ জানাই না অন্তত। ...ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছি কি না জানি না, তবে মৃত্যু যে আমাদের থেকে খুব বেশি দূরে নেই তা ভালোমতোই বুঝতে পারছি। এ-ও বুঝতে পারছি, ফাঁসির দড়ি অথবা জল্লাদের তলোয়ার থেকে আপনার গলাও খুব বেশি দূরে নেই। আমি যদি মরি তা হলে মরবো সৎ মানুষের মতো, আর আপনি যদি মরেন তা হলে মরবেন কুকুরের মতো। ...এখন, আর কোনো কথা বলবেন না, কোনো চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। যে-দরজা গিয়ে ঢুকেছি আমরা অ্যাবিতে সে-দরজার কাছে নিয়ে যান আমাদের দু'জনকে,' বলতে বলতে খাপ থেকে তরবারি বের করলেন তিনি। 'মনে রাখবেন, এই তরবারি আর কারও না, শুধু আপনার গলা কাটার জন্যই হাতে নিয়েছি। ...জেফরি, তোমার সামনের দিকে খেয়াল রেখো। ...ফাদার, কাকতাড়ুয়ার মতো দাঁড়িয়ে না-থেকে হাঁটা ধরুন।'

দুই

টানাসেতু পার হয়ে আরও কিছু দূর এসে ফাদারকে ছেড়ে দিলেন স্যর জন। অ্যাবির ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন ক্লেমেন্ট মন্ডন। ফিরতি পথ ধরলেন মনিব-ভৃত্য।

চলতে চলতে হঠাৎ করেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন স্যর জন। কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বললেন, 'জেফরি, আরেকটু হলেই খবর হয়ে গিয়েছিল আমাদের। সন্দেহ নেই নিজের লোকদেরকে আমাদের উপর লেলিয়ে দিতেন ফাদার। আমাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলত ওরা, তারপর যখন আমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকতাম তখন হয়তো ওই শয়তান ফাদারের কাছেই আমাদেরকে পাপ স্বীকার করতে হতো!'

তাঁর ঠাট্টায় যোগ দিল না জেফরি। 'ওঁর কাছে আপনার লণ্ডন যাওয়ার খবরটা জানানো কি জরুরি ছিল? কথাটা বলেছেন বলেই তো আমাদেরকে কব্জা করার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠল লোকটা।'

'তোমার কি মনে হয়? আমাদের উপর হামলা চালাতে পারে শয়তানটা?'

'হ্যাঁ, পারে।'

'তা হলে তো মনে হয় রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়া উচিত আমাদের। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোনো উচিত।'

'এর চেয়েও বড় চিন্তার বিষয়—লেডি সিসিলিকে একা রেখে আপনার লণ্ডন যাওয়া উচিত কি না। আপনার বেশিরভাগ লোক

ব্লসহোমের বাইরে আছে, কেউ কেউ আবার ছুটিতে। আর শেফটন হলে আছে মাত্র তিন জন। লেডি সিসিলিকে অরক্ষিত রেখে এভাবে কি চলে যাবেন আপনি লণ্ডনে? নাকি তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন? যদি সঙ্গে নেন তাঁকে, এত ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারবেন তিনি?'

জেফরির একটা প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না স্যর জন। বোঝা গেল যতই হাসিঠাট্টা করুন আসলে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তিনি।

'আমার মনে হয় কিছুদিন অপেক্ষা করলেই ভালো হবে আপনার জন্য,' বলে চলল জেফরি। 'আপনারা লোকেরা ফিরে আসুক, তারপর হলের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে জনা বিশেক লোক সঙ্গে নিয়ে...'

'হ্যাঁ, আর ততদিনে ওই শয়তানটা ক্রমওয়েলের কাছে গিয়ে ওর কান ভারী করুক। ক্রমওয়েল গিয়ে আবার সব বলুক রাজাকে, আর মন্ডনের বদলে আমারই ফাঁসি হোক, নাকি? ...না, না, আগামীকালই লণ্ডনের উদ্দেশে রওনা হবো তোমাকে নিয়ে। অবশ্য তোমার যদি যেতে ভয় লাগে তা হলে একাই যাবো।'

'মানুষ, পাদ্রী বা শয়তান—কাউকেই ভয় পায় না জেফরি স্টকস,' লাল হয়ে গেছে জেফরির দু'গাল। 'নিজের ভালোর জন্য না, আপনার পরিবার আর বাড়ির নিরাপত্তার জন্যই আপনাকে সতর্ক করেছি আমি।'

'জানি। আমার কথায় কিছু মনে কোরো না, আসলে ওই চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে আমার মাথার ঠিক নেই। ...ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, হলে পৌঁছে গেছি প্রায়। ...দেখো, দেখো! তুষারের উপর ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ। আমাদের আগে কে গিয়ে হাজির হয়েছে হলে? তা-ও আবার এত রাতে?'

আকাশে থালার মতো চাঁদ, দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না। ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপগুলো ভালোমতো দেখল জেফরি। তারপর বলল, 'স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটের ঘোড়া। তাঁর ঘোড়ার ক্ষুরের

দাগ ভালোমতোই চিনি আমি। সন্দেহ নেই, লেডি সিসিলির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তিনি।'

'কাজটা করতে নিষেধ করেছিলাম আমি ওকে,' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বললেন স্যর জন।

'নিষেধ না-করাটাই মনে হয় ভালো। পুরুষ-সঙ্গ কামনা করে—এ-রকম মেয়েদের জন্য স্যর হারফ্লিট ভালো একজন সঙ্গী।'

'ছোট মুখে বড় কথা বোলো না,' ধমকে উঠলেন স্যর জন। 'নিজের বাড়িতে আবার কোন্ সর্বনাশ দেখতে হয় আমাকে কে জানে!' বাড়ির যে-দরজাটা আস্তাবল-চত্বরের দিকে খোলে, জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে নিয়ে সেদিকে দৌড়ে গেলেন তিনি। লাগাম ধরে ঘোড়া দুটোকে আস্তাবলে নিয়ে গেল জেফরি।

দরজা দিয়ে ঢুকলে প্রথমেই গ্যালারি, তারপর দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। এরপর হলের সিটিং চেম্বার। স্যর জনের মা'র মৃত্যুর পর থেকে এই চেম্বারটা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করে আসছে তাঁর মেয়ে। ওকে এখানেই পাওয়া যেতে পারে, ভাবলেন তিনি। চওড়া প্যাসেজের একটা টেবিলের উপর লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে দরজার হাতল ধরে মোচড় দিলেন, ঢুকলেন ভিতরে।

ঘরটা বেশ বড়, ফায়ারপ্লেসের আগুন আর দুটো জ্বলন্ত মোমবাতির আলোয় আলোকিত। একপ্রান্তে বেশ বড় একটা জানালা, তার পাশে উঁচু একটা ওক চেয়ারে বসে আছে সিসিলি ফোটরেল—স্যর জনের একমাত্র জীবিত সন্তান। ফায়ারপ্লেসের আগুনের আলো গিয়ে পড়ছে ওর চেহারার উপর। মেয়েটা বেশ লম্বা, সুন্দরী। দুই চোখ নীল, চুল বাদামি, ফর্সা ত্বক। বাচ্চাদের মতো গোলগাল চেহারায় সবসময় ফুটে থাকে দুষ্টুমি আর হাসিখুশি ভাব, কিন্তু এখন কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে আছে সে; কারণ ওর পাশে একটা টুলের উপর বসে বেশ উৎসুক ভঙ্গিতে কথা বলছে এক যুবক।

একনজরেই বোঝা যায়, লম্বাচওড়া ওই যুবক যেমন পেশিবহুল তেমন বলিষ্ঠ। ওর চেহারা মসৃণভাবে কামানো। নাক খাড়া, লম্বা। কালো চুল, কালো চোখ। রমণীমোহন ভাবভঙ্গি। দূর থেকে দেখলে যে-কেউ বুঝবে, প্রেম নিবেদন করছে সে; কিন্তু যার কাছে প্রেম নিবেদন করা হচ্ছে তার খুব একটা আগ্রহ নেই, কারণ চেয়ারে হেলান দিয়ে যতটা সম্ভব সরে বসেছে সে যুবকের কাছ থেকে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ করেই থেমে গেল যুবক, টুল ছেড়ে নেমে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সিসিলির সামনে। মেয়েটা কিছু বুঝে উঠবার আগেই চেপে ধরল ওর একটা হাত, বেশ কয়েকবার চুমু খেল। তারপর, সম্ভবত নিজের সাফল্যে অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে, মুহূর্তের মধ্যে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল মেয়েটাকে এবং হতভম্ব ও নির্বাক স্যর জনের সামনে চুমু খেল মেয়েটার ঠোঁটে।

হয়তো অদ্ভুত কোনো ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সিসিলি এতক্ষণ, এবার ঘোর কাটল ওর, ধাক্কা দিয়ে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে এল যুবকের বাহুবন্ধন থেকে। ভাঙা কণ্ঠে বলল, 'এ কী করলে! ক্রিস্টোফার, তুমি এটা কী করলে? মোটেও ঠিক হয়নি কাজটা।'

'হয়তো,' জবাব দিল ক্রিস্টোফার, 'কিন্তু যতক্ষণ তুমি আমাকে ভালোবাসবে ততক্ষণ কোনো কিছুরই পরোয়া করি না আমি।'

'তুমি করো না, কিন্তু আমি পরোয়া করি, আমাদের দু'বছরের সম্পর্কের প্রথম থেকেই করে আসছি। আমিও তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু ভালোমতোই জানো বাবা কোনোদিনও মেনে নেবেন না তোমাকে। ...দয়া করে চলে যাও এখন, বাবা এসে পড়ার আগেই। তা না হলে আমাদের দু'জনকেই এর জন্য মূল্য দিতে হবে। হয়তো...আমাকে মেয়েদের এমন কোনো আশ্রমে পাঠিয়ে দেবে বাবা যেখানে কোনো পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।'

'না, আমি তা হতে দেবো না। আমি তোমাকে...'

'শয়তান!' খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন স্যর জন। 'কী করবি তুই?'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সিসিলি। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এখনই জ্ঞান হারাবে সে। তীরবিদ্ধ যোদ্ধার মতো টলমল পায়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল ক্রিস্টোফার।

'কী করবি তুই?' আবারও হুঙ্কার ছাড়লেন স্যর জন। 'আমার সামনে আমার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিস, কত বড় সাহস...' ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো দুদ্দাড় করে ভিতরে ঢুকলেন তিনি।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সিসিলি, দৌড়ে পালাতে গিয়ে টের পেল পালানোর রাস্তা নেই। বাবার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য গিয়ে আশ্রয় নিল প্রেমিকের বুকে। শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরল ক্রিস্টোফার। ক্রোধান্ধ স্যর জন ততক্ষণে খামচে ধরেছেন মেয়েকে, একহাতে ওর বাদামি চুল আরেকহাতে ওর এক বাহু ধরে টেনে বের করে আনতে চাচ্ছেন ক্রিস্টোফারের কাছ থেকে।

রেগে গেছে ক্রিস্টোফারও। নিচু, ভয়ঙ্কর গলায় বলল সে, 'ছেড়ে দিন সিসিলিকে। তা না হলে...'

'ছেড়ে দেবো? কে ওকে ধরে রেখেছে? তুই না আমি?'

সিসিলিকে ছেড়ে দিল ক্রিস্টোফার। মেয়েকে একটানে নিজের পাশে নিয়ে গেলেন স্যর জন, তারপর হ্যাঁচকা টানে বের করলেন নিজের তরবারি। 'এবার,' জিঘাংসু দৃষ্টিতে তাকালেন ক্রিস্টোফারের দিকে, 'এই তলোয়ার দিকে তোকে দুই টুকরো করবো।'

'তাতে আপনার মেয়ের মনও দু'টুকরো হয়ে যাবে। পারলে করুন কাজটা, আমার মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না-পেরে আপনার একমাত্র সন্তানও যদি মারা যায় তা হলে ওর কবর দিতে গিয়ে কাঁদতে হবে আপনাকেও।'

'বাবা,' মুখ খুলল সিসিলি, 'আমার কথা শোনো।

ক্রিস্টোফারকে অনেক আগে থেকেই ভালোবাসি আমি। সে-ও আমাকে ভালোবাসে। তারপরও কেন আমাদেরকে আলাদা করতে চাও তুমি? সে কি আমার উপযুক্ত পাত্র না? তা ছাড়া ওর বংশও সম্ভ্রান্ত, সবাই ওকে ভালো বলে জানে। ইদানীং ওকে সহ্য করতে পারো না তুমি, কিন্তু আমাদের সম্পর্কের শুরুতে তো কোনো বাধা দাওনি? তা হলে এতদিন পরে, যখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, কেন ওকে খুন করে ফেলার হুমকি দিচ্ছ?'

'কেন হুমকি দিচ্ছি তা ভালোমতোই জানিস তুই,' মেয়েকে বললেন স্যর জন। 'আরেক জায়গায় তোর বিয়ে ঠিক করেছি আমি। তোর চেহারা দেখেই লবণের মতো গলে গেছেন লর্ড ডেসপার্ড, তোকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন।'

'লর্ড ডেসপার্ড?' দেখে মনে হচ্ছে বিষম খেয়েছে সিসিলি। 'গত মাসেই না তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মারা গেল? বাবা, তাঁর বয়স তোমার কাছাকাছি, তার উপর তিনি মদ্যপ। আমার সমান বয়সের নাতিপুতিও আছে তাঁর। তোমার সব কথা শুনতে রাজি আছি আমি, কিন্তু বেঁচে থাকতে লর্ড ডেসপার্ডকে বিয়ে করবো না।'

'এবং বেঁচে থাকতে তোমাকেও বিয়ে করতে পারবে না বুড়ো ভামটা,' বিড়বিড় করে বলল ক্রিস্টোফার।

'বয়সে কী আসে যায়?' মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন স্যর জন, নিজেকে কিছুটা হলেও সামলে নিয়েছেন। 'এখনও যথেষ্ট সুস্থ-সবল তিনি। তা ছাড়া তাঁর কোনো ছেলে নেই, মরার আগে অন্তত একটা ছেলের মুখ দেখে যেতে চান বেচারা। আর তাঁর ঘরে যদি সত্যিই একটা ছেলে জন্মায়, তা হলে আশপাশের তিনটা কাউন্টির মধ্যে সবচেয়ে খানদানি বংশ হিসেবে পরিচিতি পাবে তাঁর পরিবার। আরও বড় কথা, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক হওয়ার দরকার আছে, কারণ দিন দিন আমার শত্রুর সংখ্যা কেবল বাড়ছেই।' ক্রিস্টোফারের দিকে তাকালেন। 'কথা আর বাড়াতে

চাই না আমি। খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি। এককালে আমার বাবার এবং এমনকী আমারও বন্ধু ছিলেন আপনি; যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। আমার প্রতি আপনার মনোভাব এতখানি পরিবর্তনের কারণ কী? এমন কী করেছি আমি যার কারণে পুরোপুরি বদলে গেছে আপনার আচরণ? আমার কোন্ দোষে আপনার দৃষ্টিতে এত নীচে নেমে গেছি?'

'কারণটা, যখন জানতেই চাচ্ছ, খোলাসা করে বলি। দু'-এক বছর আগে, তোমার চাচার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলে তুমি। কিন্তু বিয়ে করেছেন তোমার চাচা, একটা ছেলেও হয়েছে তাঁর। সুতরাং সোজা কথায় যদি বলি, তুমি এখন উঁচু বংশের কপর্দকশূন্য এক যুবক ছাড়া আর কিছুই না। বিয়ে করে ঘরে বউ নেয়ার সামর্থ্য যে তোমার নেই তা ভালোমতোই জানা আছে আমার।'

'হ্যাঁ, ভুল হয়েছে,' তিক্ত কণ্ঠে স্বীকার করল ক্রিস্টোফার, 'জমিদারি ছাড়া লেসবোরোর জমিদার বংশের ছেলে ক্রিস্টোফার হারফ্লিটকে কোন্ চোখে দেখেন আপনি বা আপনার মতো মানুষরা তা আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। তবে যেহেতু মন দেয়া-নেয়া হয়ে গেছে, একটা কথা বলে রাখি, আমার বিশ্বাস সিসিলিকে বিয়ে করতে পারবো আমি একদিন, এবং সেদিন উপযুক্ত পাত্র হিসেবেই আপনার আশীর্বাদ পাবো আপনার কাছ থেকে।'

'কী! আমার মেয়েকে আমি তোমার কাছে বিয়ে দিতে চাই না আর তুমি বলছ ওকে বিয়ে করতে পারবে? তার মানে আমার মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যেতে চাও নাকি?'

'না। চুরি করতে চাইও না, চুরি করবোও না। ...পৃথিবীটা খুব অদ্ভুত জায়গা। এখানে রাজ্য ঠিক থাকে, কিন্তু বছর বছর রাজা

বদলায়—আজ যে ধনী কাল সে হয় গরিব, আবার আজ যে গরিব কাল সে হয়ে যায় বাদশাহ। ...আমার সঙ্গে যদি বিয়ে না-ও হয় সিসিলির, তা হলে অন্তত এ-রকম ব্যবস্থা করবো যাতে ওই মাতাল ডেসপার্ডও বিয়ে করতে না পারে ওকে।'

'মানে? কী করবে তুমি?'

'দরকার হলে খুন করবো বুড়ো ভামটাকে। তারপর ফাঁসিতে ঝুলবো।'

কথাটা শুনে কেন যেন ক্রিস্টোফারের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন স্যর জন। তারপর আড়চোখে তাকালেন মেয়ের দিকে। ভয়ে এখনও অল্প অল্প কাঁপছে মেয়েটা, ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা, দুই হাত জড়ো করে ককোনায় দাঁড়িয়ে আছে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে। দেখে মায়া হলো স্যর জনের; বাইরে থেকে যতই রাগী দেখাক না কেন তাঁকে আসলে তাঁর মনটা কোমল, মেয়েকে শাসনে রাখার জন্য প্রায়ই ধমকের সুরে কথা বলেন ওর সঙ্গে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর যে-কোনো কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসেন একমাত্র সন্তানকে। 'শোনো ক্রিস্টোফার হারফ্লিট,' বললেন তিনি, 'তোমাকে বোঝানোর মতো সময় নেই আমার হাতে। কাল ভোরে রওনা হয়ে যেতে হবে লণ্ডনের উদ্দেশে। আমার এই যাত্রা যেমন জরুরি তেমন ঝুঁকিপূর্ণ। গোছগাছ সারতে হবে এখন।'

'এই খারাপ আবহাওয়া উপেক্ষা করে কেন যেতে চাচ্ছেন লণ্ডনে, জানতে পারি?'

ছেলেটাকে সব বলা যায় কি না কিছুক্ষণ ভাবলেন স্যর জন, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। 'আমাদের ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষটা আসলে একটা শয়তান। অ্যাবির নামে আমার বাপ-দাদার আমলের চমৎকার কিছু জমি দাবি করে বসেছে সে। এর আগে গিয়ে কান ভারী করেছে ভিকার-জেনারেল ক্রমওয়েলের, তাঁকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে আমার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করিয়েছে।

ঠিক করেছি দলিলপত্র যা যা আছে আমার কাছে সব নিয়ে যাবো ক্রমওয়েলের কাছে, গিয়ে প্রমাণ করবো ক্লেমেন্ট মন্ডন আসলে কত বড় মিথ্যুক। ওর বিরুদ্ধে যায় এ-রকম আরও কিছু কাগজপত্র আছে আমার কাছে, যেগুলো ফাঁস হলে সবাই জানতে পারবে লোকটা কত বড় বিশ্বাসঘাতক। ...এখন একটা কথা বলো তো, ক্রিস্টোফার। আমি যে-ক'দিন থাকবো না, তোমার কাছ থেকে কি নিরাপদে থাকতে পারবে আমার মেয়ে? নাকি আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়িতে ঢুকে, আজ যা দেখলাম সে-রকম কোনো কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে তুমি আবার? যদি কথা দাও সে-রকম কিছু করবে না, আমার অনুপস্থিতিতে আসবে না আমার বাড়িতে, তা হলে আজ যা করেছ আমার মেয়ের সঙ্গে তা মাফ করে দিতে রাজি আছি। তা না হলে ওকে এই ঠাণ্ডার মধ্যে টেনেহিঁচড়ে আমার সঙ্গে লণ্ডনে নিয়ে যাবো। ...তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে, সবাই তোমাকে ভালো মানুষ হিসেবে জানে, তুমি কথা দিলে তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করবো।'

'কথা দিলাম। যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে সিসিলির, যদি আমার সাহায্যের দরকার হয়, তা হলে ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে যাবে সে; অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবো না।'

'ভালো। বিয়ের ব্যাপারে লর্ড ডেসপার্ড একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন আমার কাছে, আমিও কথা দিলাম লণ্ডন থেকে ফিরে না-আসার আগে সেই চিঠির জবাব দেবো না। তোমাকে খুশি করার জন্য করছি কাজটা এ-রকম ভাবার কোনো কারণ নেই, লেখালেখি আমার একেবারেই পছন্দ না তাই লিখবো না। ...এবার এক কাপ মদ খেয়ে বিদায় হও। হাতে সময় নেই আমার।'

'দয়া করে আমার একটা কথা শুনুন। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে একা লণ্ডন যাবেন না। একটু সময় দিন আমাকে,

লোক যে-ক'জন পারি নিয়ে আসি আপনার জন্য, হয়তো ছ'সাত জনের বেশি যোগাড় করতে পারবো না, কিন্তু ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আপনারই উপকার হবে।'

'দরকার নেই। এই ষাট বছরে আমার দুটো হাতই আমার জীবন রক্ষা করেছে এবং আমার বিশ্বাস এখনও সেই কাজ করার সামর্থ্য তাদের আছে। তার চেয়ে বরং তোমার লোকদের নিয়ে তুমি এখানেই থাকো। যদিও আমার মেয়ের পাশে তোমাকে দেখতে আমার মোটেও ভালো লাগে না তারপরও যদি কোনো সমস্যা হয় ওর আর তুমি যদি তখন সাহায্য করো তা হলে আমারই উপকার হয়। ...সিসিলি, তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছিস? অন্য ঘরে যা। আর মনে রাখিস, আজ তোকে যে-অবস্থায় দেখলাম ক্রিস্টোফারের সঙ্গে সে-রকম আবার যদি কখনও দেখি, সোজা পাঠিয়ে দেবো কোনো আশ্রমে; সারাজীবন কাঁদলেও মুক্তি পাবি না, কোনো পুরুষের চেহারা দেখা তো দূরের কথা কণ্ঠও শুনতে পাবি না কখনও, প্রার্থনা করতে করতেই জীবন যাবে।'

'আশ্রমে গেলে একদিক দিয়ে ভালোই হয় আমার জন্য—শান্তিতে থাকতে পারবো এবং প্রতিদিন কারও গালমন্দ শুনতে হবে না।'

'বড় বড় কথা কম বলিস। যা, নীচে যা এখন। গিয়ে জেফরিকে বল্ এক বোতল মদ নিয়ে আসতে।'

আর কোনো কথা না-বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল সিসিলি। প্যাসেজ ধরে এগোনোর সময় কীসের সঙ্গে যেন হোঁচট খেল সে, ঘর থেকে বেশ জোরেই শোনা গেল সে-শব্দ।

হঠাৎ করেই ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন স্যর জন, সিসিলি যে-চেয়ারে বসে ছিল সে-চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লেন ধপ করে। মেয়েটার হোঁচট খাওয়ার আওয়াজ শুনে খানিকটা অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন ক্রিস্টোফারের দিকে, নিতান্ত অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে

বললেন, 'মোমবাতিটা নিয়ে একটু যাও তো, ক্রিস্টোফার; প্যাসেজটা অন্ধকার, সিসিলি হয়তো ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না।' কথা শেষ করে ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হারিয়ে গেলেন চিন্তায়।

বলতে গেলে থাবা দিয়ে দুটো মোমবাতি তুলে নিল ক্রিস্টোফার। স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠে একছুটে গিয়ে হাজির হলো প্যাসেজে। শিকারী কুকুর যেভাবে দৌড় দেয় খরগোসের পিছনে ঠিক সেভাবে দৌড়ে গিয়ে থামল সিসিলির পাশে। ওর পদশব্দ আগেই পেয়েছিল মেয়েটা, তাই সে-ও থেমে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকাল ক্রিস্টোফারের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য ওকে আবারও জড়িয়ে ধরল ছেলেটা, তারপর ছেড়ে দিয়ে কিছুটা সরে দাঁড়াল।

'আমরা যদি আলাদা হয়েও যাই,' ফোঁপাচ্ছে সিসিলি, 'আমাকে ভুলে যাবে না তো তুমি?'

'জীবনেও না। সাহস রাখো, আলাদা হলেও খুব বেশি দিন আলাদা থাকবো না আমরা একজন আরেকজনের কাছ থেকে। আমাকে তোমার জন্য, আর তোমাকে আমার জন্য বানিয়েছেন ঈশ্বর; সুতরাং কারও ক্ষমতা নেই আমাদেরকে আলাদা করে। তোমার বাবা যা যা বলেছেন তার সব কিন্তু তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারবেন না, কারণ যত গর্জে তত বর্ষে না। আজ তিনি রেগে আছেন, কালই আবার আগের মতো হাসিখুশি মেজাজ হয়ে যাবে তাঁর। ...যদি লর্ড ডেসপার্ডের সঙ্গে বিয়ে পাকা হয়ে যায় তোমার, তখন যদি আমি বলি বাড়ি ছেড়ে আমার সঙ্গে পালাতে, পারবে?'

'পারবো।'

'ভালো। তা হলে এখন থেকেই দুটো ঘোড়া প্রস্তুত রাখতে হবে সবসময়। ...লর্ড ডেসপার্ড আসলে একটা শুয়োর, সে তোমার গায়ে হাত দেয়ার আগে ওকে খুন করবো আমি।'

'কিন্তু পালিয়ে যাবো কোথায়?'

'স্কটল্যাণ্ড আর ফ্রান্স—দু'দেশেই বেশ কিছু বন্ধু আছে আমার। কোথায় যেতে চাও?'

'শুনেছি ফ্রান্সের আবহাওয়া নাকি ভালো। ওখানে গেলেই বোধহয় সুবিধা হবে। ...এবার চলে যাও, তা না হলে আবার কেউ এসে এভাবে দেখে ফেলতে পারে আমাদেরকে।'

'তোমার পালক-মা এমলিন আমাকে পছন্দ করেন। আমার মনে হয় আমাদের ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় তাঁকে। যদি কখনও কোনো প্রয়োজন হয়, অথবা কোনো বিপদে পড়ো, তাঁকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিয়ো আমার কাছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবো।'

'ঠিক আছে,' বলে আর দেরি করল না সিসিলি, সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নীচতলায়।

যে-ঘরে বসে আছেন স্যর জন, সে-ঘরে ফিরে এল ক্রিস্টোফার ধীর পায়ে।

'কী ব্যাপার?' ছেলেটা ঘরে ঢোকামাত্র খেঁকিয়ে উঠলেন স্যর জন, 'এত দেরি হলো কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের চাঁদ দেখছিলে নাকি?'

'না, স্যর। আপনার বাড়িটা পুরনো ধাঁচের—সিঁড়িতে অনেকগুলো ধাপ। তা ছাড়া চিনি না বলে আরেকদিকে চলে গিয়েছিলাম।'

'তা-ই নাকি?' স্যর জনের কণ্ঠে নিখাদ ব্যঙ্গ। 'তা, আশা করি বুঝতে পেরেছ সিসিলির সঙ্গে এ-ই তোমার শেষ দেখা?'

'অন্তত আপনি যে সে-রকমই চান তা বুঝতে আর বাকি নেই আমার।'

'একটা কথা বলি তোমাকে, ক্রিস্টোফার,' কণ্ঠ নরম করলেন স্যর জন, 'আমার ব্যবহার তোমার কাছে, এমনকী হয়তো সিসিলির কাছেও খুব খারাপ লাগে। কিন্তু আমার জায়গায়

নিজেকে বসিয়ে ভেবে দেখো আমি যা করছি তা অন্যায় কি না। সম্পদ বলে যদি কিছু থেকে থাকে আমার, তা হলে সিসিলিই আমার সব—পিতামাতার কাছে সন্তানের চেয়ে বড় আর কিছু নেই, থাকতে পারে না। তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কোনো শত্রুতা নেই আমার। আবার তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার কোনো উপায়ও নেই। আমার চারদিকে বর্তমানে শুধু বিপদ আর বিপদ। এই জমিদারির ভিতরে বলো, আর লণ্ডনে রাজার দরবারেই বলো—কোনো জায়গাতেই শত্রুর অভাব নেই আমার এখন। পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেবো সে-চিন্তাতেই আমি অস্থির। যদি তোমার অনেক টাকা-পয়সা থাকত তা হলে কোনো অসুবিধা ছিল না, কিন্তু তোমার আর্থিক অবস্থা ভালো না। ...সব দিক দিয়ে বিচার করলে, তোমার নিরাপত্তার জন্য, এবং অবশ্যই সিসিলির সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য, ভালো ঘরে ধনী পরিবারে বিয়ে হওয়া দরকার ওর। একটা কথা মনে রেখো, টাকায় সুখ নেই, কিন্তু নিরাপত্তা আছে।'

কিছু না-বলে চুপ করে থাকল ক্রিস্টোফার।

'আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল ক্রিস্টোফার।

'ভালো। ...তোমার মদ এসে গেছে, গলা ভিজিয়ে বিদায় হও আমার মেজাজ আবার খারাপ হয়ে যাওয়ার আগেই। আর যদি পারো, সিসিলির নিখাদ বন্ধু হয়ে থেকো আজীবন; আজ বাদে কাল যদি কিছু হয়ে যায় আমার তা হলে, সত্যিই ওকে ভালোবেসে থাকলে, এ-রকম কিছু কোরো যাতে সবসময় মঙ্গল হয় আমার অভাগা মেয়েটার।'

পরদিন। সকাল সাতটা। নাস্তা করা শেষ স্যর জনের। নিজের তরবারিটা ঠিকঠাকমতো কোমরে ঝোলাচ্ছেন তিনি। জেফরি গেছে আস্তাবলে, ঘোড়া প্রস্তুত করতে। এমন সময় দরজা খুলে

ঘরের ভিতরে ঢুকল সিসিলি। আকাশ এখনও অন্ধকার, তাই মেয়েটার হাতে মোমবাতি। ওর পরনে ফারের ক্লোক, লম্বা খোলা চুল ছড়িয়ে আছে পিঠের উপর।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে স্যর জন বুঝতে পারলেন আতঙ্কিত হয়ে আছে সিসিলি, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক ওই ব্যাপারে কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না। নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কী ব্যাপার? কিছু বলবি?'

কাছে এসে বাবার গালে চুমু খেল সিসিলি। 'তোমাকে বিদায় জানাতে এসেছি। আর, যদি আমার কথা শোনো, আবারও অনুরোধ করবো, এই বিপদের মধ্যে এভাবে যেয়ো না।'

'যাবো না? কেন?'

'গতরাতে খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি।'

'তা-ই নাকি?'

'হ্যাঁ। ঘুম আসছিল না, ছটফট করছিলাম। অনেক রাতে দু'চোখের পাতা এক হলো। তখন বাজে একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম, তখন আবার দেখলাম স্বপ্নটা। পর পর তিনবার ঘটল এই ঘটনা।'

'আচ্ছা? স্বপ্ন নিয়ে আমার অবশ্য কুসংস্কার নেই। এসব হলো ভীতু মানুষদের বোকামি। তারপরও বল্, শুনি কী স্বপ্ন দেখেছিস।'

'দেখলাম অন্ধকার একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমি। আমার চারপাশে কালো কালো সব জিনিস। মনে হয় গাছ, কিন্তু গাছ এত কালো হলো কীভাবে বুঝতে পারলাম না। তুষার পড়ছিল, এর মধ্য দিয়েই ভোর হলো একসময়। তখন দেখি, কাছেই একটা জলাশয়। সেটার পানি জমে বরফ হয়ে গেছে, চারপাশের দুর্বা ঘাসের উপরও জমে আছে তুষার। জলাশয়ের একপ্রান্তে, একটা কাটাগাছের ধারে পড়ে আছো তুমি। তোমার এক হাতে তলোয়ার; কেউ তীর মেরেছিল তোমাকে আর সেই

তীর তোমার ঘাড় দিয়ে ঢুকে গলা দিয়ে বের হয়ে আছে। গাছের কাণ্ডে বিঁধে আছে আরও কয়েকটা তীর। তোমার পাশে পড়ে আছে আরও দুটো লাশ। ক্লোক-পরা কয়েকজন লোক এগিয়ে এল এমন সময়, সম্ভবত তোমাদের লাশগুলো তুলে নিয়ে যাবে। এমন সময় ভেঙে গেল আমার ঘুম। ...এই একই স্বপ্ন পর পর তিনবার দেখেছি আমি গত রাতে।'

'তা হলে তো,' কণ্ঠ ভোঁতা হয়ে গেছে স্যর জনের, 'আজকের সকালটা তোর জন্য বেশ চমৎকারই বলতে হবে।'

'বাবা, না গেলে হয় না? তোমার কাজটা যদি খুব জরুরি হয়ে থাকে তা হলে অন্য কাউকে পাঠাও।'

'অন্য কেউ? যেমন?'

'স্যর ক্রিস্টোফার।'

'সিসিলি, কাজটা আমার, আমাকেই যেতে হবে। আমার জায়গায় ক্রিস্টোফার গেলে লাভ হবে না। রাজদরবারের লোকজন হয়তো ওর কথার কোনো গুরুত্বই দেবে না। আর, স্বপ্ন নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই আমার—আমি বাস্তববাদী লোক। তবে একটা কথা স্বীকার করে নিচ্ছি, আমার শত্রুর সংখ্যা নেহাত কম না এবং আর হয়তো বাড়ি না-ও ফিরতে পারি। যদি সত্যিই সে-রকম কিছু হয়, নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করবি। ফাদার মন্ডনের ব্যাপারে খুব সাবধানে থাকবি। নিজের খেয়াল রাখবি, আর তোর মা'র যে-সব গহনাগাটি আছে তোর কাছে সেগুলো কোনো গোপন আর সুরক্ষিত জায়গায় লুকিয়ে ফেলবি,' কথা শেষ করে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন তিনি।

তাঁর একটা হাত চেপে ধরল সিসিলি। 'যদি সত্যিই খারাপ কিছু হয় তোমার, তা হলে কী করবো আমি?'

থেমে দাঁড়ালেন স্যর জন, আপাদমস্তক দেখলেন নিজের মেয়েকে। 'তুই তো দেখি তোর স্বপ্নটা পুরোপুরি বিশ্বাস করে বসে আছিস!' মুচকি হাসার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু তাঁর চিন্তিত

চেহারায় হাসিটা করুণ দেখাল। 'আমি ছাড়া আপন বলতে তো কেউ নেই তোর, আমার যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে ওই এক ক্রিস্টোফারই আছে যে তোকে দেখে রাখবে বলে মনে হয়। যদি খারাপ কিছু ঘটে যায় আমার ভাগ্যে, ওই ছেলেটার সঙ্গে বুদ্ধি-পরামর্শ করে কিছু করিস। আর ওই যে বললাম, ফাদার মন্ডনের কাছ থেকে একশ' হাত দূরে থাকবি। ...তোর সঙ্গে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি, স্বীকার করি, কিন্তু বিশ্বাস কর্, তোর ভালোর জন্যই করেছি—নিজে কোনোদিন মা হলে বুঝবি ব্যাপারটা। আমার খারাপ ব্যবহারগুলো মনে রাখিস না, শুধু আমাকে মনে রাখিস। তোর উপর ঈশ্বর আর আমার আশীর্বাদ থাকল। ...জেফরি ডাকছে, এবার যেতে হবে মাকে, এত ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখলে মারা পড়বে ঘোড়াগুলো। ...ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ক্লোকের নীচে বর্ম পরে আছি আমি, আশা করি কোনো ক্ষতি হবে না আমার। যা, বিছানায় যা, গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়্, ওম পাবি।' মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে ঘুরে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন তিনি।

ধীর গতিতে এগোচ্ছেন স্যর জন আর জেফরি। একে তো বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে পথটা, তার উপর সারাটা পথ ঢেকে আছে তুষারে—চলতে কষ্ট হচ্ছে, সময়ও লাগছে।

স্যর জনের ইচ্ছা ছিল বনের ভিতরে ফাঁকা একটা জায়গায় গড়ে-ওঠা একটা ফার্মে গিয়ে হাজির হবেন সূর্য ডোবার আগে, রাত কাটাবেন সেখানেই। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সম্ভব হবে না সেটা। কারণ পাঁচটা বেজে গেছে ইতোমধ্যে, ঠাণ্ডা বাড়তে শুরু করেছে। হু হু শব্দ করে বইছে বাতাস, থেকে থেকে তুষার পড়ছে, ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। চলতে চলতে বনের ভিতরে, ডালপালা দিয়ে কোনোরকমে বানানো কোনো কাঠুরের পরিত্যক্ত কুঁড়েঘর দেখতে পেয়ে থামলেন স্যর জন, থামার ইঙ্গিত করলেন

জেফরিকেও।

'চাঁদ না-ওঠা পর্যন্ত এখানেই থাকবো আমরা,' জানিয়ে দিলেন স্যর জন, 'তারপর আবার চলতে শুরু করবো। তুমি ঘোড়াগুলো খাওয়াও, দলাইমলাই করো। আর আগে আমাদের জন্য এমন কিছুর ব্যবস্থা করো যা অন্তত গলা দিয়ে পেটের মধ্যে চালান করা যাবে।'

পিঠে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বার্লি কেক আর শুকনো মাংস বের করে পরিবেশন করল জেফরি। আহামরি কিছু নয়, কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট। ধীরেসুস্থে খেল দু'জনে, সময় কাটল অনেকখানি। তারপর বাইরে গিয়ে ঘোড়া দুটোর পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল জেফরি। স্যর জন ততক্ষণে আরেকটু আরাম করে বসেছেন কুঁড়েঘরের ভিতরে, যতটুকু সময় পাওয়া যায় শরীরটাকে বিশ্রাম দিতে চাচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণ পর জেফরিও এসে ঢুকল ভিতরে।

একসময় চাঁদ উঠল আকাশে, ভাঙা দরজা দিয়ে সে-আলো এসে ঢুকল। 'চলো,' বললেন স্যর জন, 'ঘোড়া দুটো ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার আগেই আবার রওনা হয়ে যাই।'

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। তার দু'পাশে কালো মেঘের বিস্তার। দেখে মনে হচ্ছে কালির উপর যেন ভাসছে কোনো চকচকে রূপার মুদ্রা। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চারদিক। পুরো বনভূমি ঢেকে আছে সাদা তুষারে, সুতরাং আলোটা স্বাভাবিকের চেয়ে আরও বেশি বলে মনে হচ্ছে। সামনের পথটার জায়গায় জায়গায় একজাতের কাঁটাগাছ, আবার কখনও কখনও চোখে পড়ে কাটাগাছের ক্ষয়িষ্ণু কাণ্ড। আশপাশের অনেকগুলো গ্রাম থেকে কাঠুরেরা আসে এই বনে, কাঠ কেটে নিয়ে যায়, পরে সেগুলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে।

একশ' পঞ্চাশ গজ মতো দূরে, একটা ঢালের মাথায়, পাথরের বেশ বড় একটা স্তূপ। স্তূপটা প্রাকৃতিক নয়, কৃত্রিম।

লোকে বলে, কয়েক শ' বছর আগে নাকি ভীষণ এক যুদ্ধ হয়েছিল এই বনে, ওই ঢালটা কেন্দ্র করে শিবির স্থাপন করেছিলেন জনৈক রাজা। যুদ্ধে মারা যান তিনি, কিন্তু তাঁর বাহিনী জয়লাভ করে। রাজাকে তখন ওই ঢালের উপর কবর দেয় ওরা, তাঁর স্মরণে আর সম্মানে তাঁর কবরের উপর নির্মাণ করে পাথরের অদ্ভুত ওই সৌধ।

জনশ্রুতি আছে, রাজা নাকি নৌকায় করে এসেছিলেন এই বনে। তিনি মারা যাওয়ার পর, তাঁর আরও কয়েকজন নিহত সহচরকে তাঁর সঙ্গে বসানো বা শোওয়ানো হয় ওই নৌকায়। পরে সব লাশসহ নৌকাটা চাপা দেয়া হয় মাটির নীচে। এরপর এই বনে কাঠ কাটতে আসা কাঠুরেদের অনেকেই নাকি ওই রাজাকে দেখেছে, এমনকী এখনও দেখে; বর্ম পরে, তরবারি হাতে নিয়ে, নিজের ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ান তিনি নিজের সমাধিসৌধের চারপাশে—ঠিক যে-কাজটা করেছিলেন যুদ্ধের সময়ে।

কেউ বলতে পারে না এই কাহিনি সত্যি না মিথ্যা। তবে সূর্যাস্তের পরে কেউ সাহস পায় না এই বনের ভিতরে, অন্তত এই জায়গায় ঘুরে বেড়াতে।

স্যর জনের ঘোড়ার লাগাম ধরে ছিল জেফরি, তিনি তখন স্টিরাপে পা রেখে উঠছেন ঘোড়ার পিঠে। হঠাৎ কী দেখে যেন থমকে গেল জেফরি, বিস্ময়ধ্বনি বের হয়ে এল ওর মুখ দিয়ে, ইঙ্গিতে দেখাল সামনের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে উজ্বল চাঁদের-আলোয় স্যর জন দেখলেন, দূরে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে লোকটা। মানুষ বা ঘোড়া—কারও মধ্যেই নড়ার কোনো লক্ষণ নেই, মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে দু'জনই। রাজার সমাধিসৌধের ঠিক পাশেই দেখা যাচ্ছে ঘোড়সওয়ারকে। দেখে মনে হচ্ছে লম্বা একটা ক্লোক পরে আছে লোকটা, মাথার চকচকে হেলমেটে প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদের আলো। ঠিক এমন সময় কালো মেঘে

ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ, চারদিক ডুবে গেল ঘন অন্ধকারে। যখন সরে গেল মেঘ, চাঁদটা বের হয়ে এল আড়াল থেকে, দেখা গেল উধাও হয়ে গেছে ঘোড়সওয়ার। না মানুষ, না ঘোড়া—কারোরই কোনো চিহ্ন নেই।

'লোকটা কে?' বিস্ময়ভাব কেটে যাওয়ার পর জানতে চাইলেন স্যর জন।

'লোক?' ভয়ে কাঁপছে জেফরির কণ্ঠ। 'আমি তো কোনো লোক দেখিনি। প্রাচীন রাজার যে-ভূতের কথা বলে সবাই, ঠিকই বলে; তাঁকেই তো দেখলাম আমরা। আমার দাদা ছিলেন কাঠুরে, একদিন কাঠ কাটতে এসে রাত হয়ে যায় তাঁর, তখন এই জায়গা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ভূতটাকে দেখতে পান তিনি। শুনেছি তাঁর সময়ে নাকি অনেক নেকড়ে ছিল এই বনে, পরদিনই এক পাল নেকড়ের কবলে পড়ে মারা যান তিনি। ...ওই রাজার ভূতটা আসলেই খুব খারাপ; যে একবার দেখে তার নিস্তার নেই, কোনো-না-কোনো ক্ষতি হয়ই লোকটার। শুধু আমার দাদা না, এ-রকম আরও লোক আছে যারা প্রায় একই কথা বলেছে আমাকে। ...আপনার সঙ্গে না-থাকলে আর এক কদমও এগোতাম না আমি, সোজা বাড়ির পথ ধরতাম।'

'কিন্তু তাতে কী লাভ হতো? যেহেতু বলছ কোনো-না-কোনো ক্ষতি হয়ই ওই ভূতটাকে দেখলে, সেহেতু বাড়ির পথ ধরলে তোমারও ক্ষতি হতো। কাজেই এখন তোমার জন্য এগোনো মানে যা, ফিরে যাওয়া মানেও তা। প্রাচীন ওই রাজাকে দেখলে যদি মরণ হয় যে দেখে তার, তা হলে চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও মরবে তুমি। আরও বড় কথা হচ্ছে, এসব গাঁজাখুরি গল্প এক বর্ণও বিশ্বাস করি না আমি। লোকটা হয়তো আশপাশের কোনো গ্রামের রাখাল, অথবা হয়তো সাধারণ কোনো কাঠুরে।'

'কোনো রাখাল বা কাঠুরের হেলমেট পরে চলার দরকার পড়ল কেন? বনের প্রায় সব জায়গায় পুরু হয়ে জমে আছে তুষার,

শ্বাস বলতে গেলে নেই—এই অবস্থায় পাগল ছাড়া কোন্ রাখাল তার গরু-ছাগলের পাল নিয়ে রাতের বেলায় আসবে বনের এত ভিতরে? এই জায়গার বেশিরভাগ গাছই মরে গেছে, যেগুলো বেঁচে আছে সেগুলো থেকে ভালো জ্বালানি কাঠ পাওয়ার সম্ভাবনা কম—কাজেই কোনো কাঠুরের মাথা খারাপ না-হলে অন্তত এই জায়গায় কাঠ কাটতে আসবে না। বিশ্বাস করা না-করা আপনার ইচ্ছা, কিন্তু আমার মনে হয় ওটা যদি রাজার ভূত না-হও তা হলে কোনো-না-কোনো ভূত; আর যদি কোনো রাখাল বা কাঠুরের ভূত হয় তা হলে সরাসরি নরক থেকে এসেছে। এই জাতীয় ভূতের কবল থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন!'

'না হয় ধরে নিলাম লোকটা রাখালও না, কাঠুরেও না। এ-রকমও হতে পারে—সে একজন গুপ্তচর। আমাদের উপর নজর রাখছে।'

'যদি তা-ই হয়, কে পাঠাল ওকে? ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষ? তা হলে তো আর এক মুহূর্তও দেরি না-করে শেফটনে ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের।'

'দেরি করছ কেন?' মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে স্যর জনের, 'এখনই রওনা হয়ে যাও ফিরতি পথে। আমি একাই যাবো লণ্ডনে। কোনো অধ্যক্ষ বা শয়তান—কাউকেই ভয় পাই না।'

'না, ফিরে যাবো না। যদি যেতে হয় আপনাকে নিয়ে যাবো। অনেক বছর আগের একটা ঘটনা মনে আছে আপনার? সেদিন স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটের বাবা স্যর এডওয়ার্ডও ছিলেন আমাদের সঙ্গে, আর লাল দাড়িওয়ালা একদল স্কচ হামলা করেছিল আমাদের উপর। ওই স্কচদের হাতে মারা পড়েন তিনি, আপনাকেও মাটিতে ফেলে দিয়ে কুড়াল হাতে আপনার বুকের উপর চড়ে বসেছিল এক স্কচ। সেদিনও পালাইনি আমি, আজও পালাবো না। মিথ্যা বলবো না, ভূত ভয় পাই আমি; কিন্তু তাই বলে বিপদের মধ্যে আপনাকে একা রেখে পালাবো না। ...মানুষ

জীবনে একবারই মরে, আর আমি মরলে বড় কোনো ক্ষতি হবে না কারোরই, বরং একদিক দিয়ে ভালোই হয়—এই দূষিত পৃথিবী থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে পারি।'

আর কিছু বললেন না স্যর জন। আবার শুরু হলো তাঁদের পথ চলা। চলতে চলতে দু'দিকে তাকাচ্ছেন দু'জনই। যত এগোচ্ছেন তত ঘন হচ্ছে গাছপালা। কখনও কখনও চোখে পড়ছে নলখাগড়ায় ভরা অথবা বরফে আচ্ছাদিত ছোট-বড় জলাভূমি, কখনও আবার কাঁটাগাছের নাতিদীর্ঘ জঙ্গল। কিন্তু কোনোটাই এড়িয়ে যেতে অসুবিধা হচ্ছে না তাঁদের। কারণ কাঠুরের ঘরে জন্ম জেফরির, বাপ-দাদার সঙ্গে এই জঙ্গলে ঘুরে বড় হয়েছে সে: এই বনের প্রায় প্রতিটি গাছ ওর চেনা, কোথায় কী আছে না-আছে জানা।

একটা জায়গায় এসে ঘোড়ার লাগাম টানল জেফরি, হাত তুলে থামতে ইশারা করল স্যর জনকে।

এদিক-ওদিক তাকালেন স্যর জন। এই জায়গাটাকে কয়েকটা পথের সঙ্গমস্থল বলা যেতে পারে; একটু খেয়াল করলে বোঝা যায় এদিক থেকে আরও তিনটা পথ চলে গেছে তিন দিকে। 'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

তুষারে-ঢাকা মাটির দিকে ইঙ্গিত করে জেফরি বলল, 'ঘণ্টা দু'-এক আগে দশ-বারোটা ঘোড়া গেছে এদিক দিয়ে।'

'আমাদের মতোই কারও হয়তো জরুরি কোনো দরকার হয়েছে। ...চলো, ফার্মটা আর মাইলখানেক দূরে আছে।'

'মনিব, এই ব্যাপারটা একটুও ভালো লাগছে না আমার,' সরাসরি বলে বসল জেফরি। 'এগুলো সাধারণ কোনো ঘোড়া না, আরোহীরা রাখাল বা কাঠুরে না। ক্ষুরের গভীর ছাপ দেখেই বুঝতে পারছি রণসাজে সাজানো হয়েছে ঘোড়াগুলোকে। দয়া করে আমার কথা শুনুন, ফিরে চলুন। আমার মন বলছে সামনে বড় বিপদ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।'

'তা হলে তুমি ফিরে যাও। এই ঠাণ্ডার মধ্যে এতদূর আসার পর শরীর আর চলছে না আমার। এবার বিশ্রাম না-নিলে হবে না। ফার্মটা বড়জোর এক মাইল দূরে আছে। সেটা ফেলে ফিরে যাবো?'

'কিন্তু মরে গেলে,' বিড়বিড় করে বলল জেফরি, 'আর কোনোদিনই বিশ্রাম নেয়া হবে না আপনার।'

ওর কথা পাত্তা দিলেন না স্যর জন, গুঁতো দিলেন ঘোড়ার পেটে। শীতের রাতের অটুট নিস্তব্ধতার মধ্যে আবার শুরু হলো তাঁদের পথ চলা।

মাঝেমধ্যে, বুকের ভিতরে অদ্ভুত এক কাঁপন তুলে দিয়ে, ডাকছে ক্ষুধার্ত প্যাঁচা। আবার কখনও অল্প কিছুক্ষণের জন্য শোনা গিয়েই থেমে যাচ্ছে আলগা তুষারের উপর ছুটন্ত শিয়ালের পদশব্দ।

চলতে চলতে খোলা একটা জায়গায় হাজির হলেন স্যর জন আর জেফরি। এই জায়গাটাকে অনেকটা গোল করে ঘিরে রেখেছে বনভূমি। জলাভূমিতে যে-রকম গাছ দেখা যায় সে-রকম কিছু গাছ জন্মে আছে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে, প্রকৃতির খেয়ালে। হাতের ডান দিকে ছোট একটা পুকুর, অনেকখানি ঢেকে আছে বরফে। শুকনো, বাদামি আর বিদ্রোহী নলখাগড়া বরফ ভেদ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে জায়গায় জায়গায়। পুকুরের ওই পাড়ে দেখা যাচ্ছে কিছু গাছ; গাছ না-বলে গাছের কাণ্ড বললে ভালো হয় কারণ বেশিরভাগেরই ডালপালা কেটে নিয়ে গেছে কাঠুরেরা।

জায়গাটা ভালোমতো দেখলেন স্যর জন, তারপর কেন যেন কেঁপে উঠলেন। তারপর, সম্ভবত সাহস সঞ্চয় করার জন্য, দাঁতে দাঁত চাপলেন, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলেন কোমরে-ঝোলানো তরবারির বাঁট। পরিচিত কোনো কিছুর ঘ্রাণ পেয়ে নাক উঁচু করে শুঁকতে শুরু করেছে তাঁর ঘোড়া, তারপর হঠাৎ করেই তীক্ষ্ণ হ্রেষা ছাড়ল কয়েকবার। কাছ থেকেই সাড়া দিল আরেকটা ঘোড়া, কিন্তু

সেটা জেফরির নয়।

'আমরা বোধহয় ফার্মটার অনেক কাছে এসে গেছি,' স্যর জনের কণ্ঠে সন্দেহ। 'কিন্তু...আমার হিসাব কি তবে ভুল হলো?'

প্রশ্নটার জবাব দেয়ার সুযোগ পেল না জেফরি। উল্টোদিকের কালো গাছগুলোর আড়াল থেকে একসঙ্গে বের হয়ে এসেছে বেশ কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। ঘোড়া দাবড়িয়ে এদিকেই আসছে ওরা। উজ্জ্বল চাঁদের-আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সবার হাতে চকচক করছে তরবারি।

'ডাকাত!' চেঁচিয়ে উঠলেন স্যর জন, একটানে তরবারি বের করে ফেলেছেন তিনি। 'ঘোড়া দাবড়াও, জেফরি। ওরা যতজনই হোক, সোজা গিয়ে হামলা করবো ওদের উপর, যে ক'টাকে পারি মেরে ওই ফার্মে যেতেই হবে আমাদেরকে।'

ইতস্তত করছে জেফরি। দেখেই বুঝতে পারছে, এরা সাধারণ ডাকাত নয়। তা ছাড়া সংখ্যায়ও বেশি। কিন্তু স্যর জন ইতোমধ্যেই তরবারি বের করে ছুটে গেছেন ওই দুর্বৃত্তদের দিকে, তাঁকে ফেরানোর উপায় নেই আর। সুতরাং ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিল জেফরিও।

বিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই "ডাকাতদের" কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন স্যর জন। কেউ একজন চিৎকার করে থামতে বলল তাঁকে, জবাবে ঘোড়া দাবড়িয়ে লোকটার কাছে ছুটে গেলেন তিনি, তরবারির এককোপে বলতে গেলে দু'টুকরো করে ফেললেন লোকটাকে। জমাট তুষারের উপর মাংসের স্তূপের মতো আছড়ে পড়ল লোকটা, নড়ার কোনো লক্ষণ নেই ওর মধ্যে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মৃত লোকটার আশপাশের তুষার লাল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

ডাকাতদের একজন ধেয়ে এল জেফরির দিকে, তরবারি উঁচু করে কোপ মারল, কিন্তু অদ্ভুত দক্ষতায় নিজের ঘোড়া সরিয়ে নিল জেফরি, ওর তিন-চার ইঞ্চি দূর দিয়ে চলে গেল তরবারির ফলা।

ছুটতে ছুটতেই নিজের তরবারি বের করে ফেলেছিল জেফরি, আক্রমণকারীর গলা লক্ষ্য করে এবার চালাল সে অস্ত্রটা পাশ থেকে। আর্তনাদ করে উঠল লোকটা, ঘোড়ার পিঠ থেকে তুষারের উপর আছড়ে পড়ল, জবাই করা মুরগির মতো কয়েকবার ছটফট করে নিথর হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

ঘটনা যে এ-রকম ঘটবে ভাবতেই পারেনি বাকি "ডাকাতরা"। বিহ্বলের মতো তাকিয়ে আছে ওরা স্যর জন আর জেফরির দিকে। তারপর হঠাৎ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল একজন, পালানোর জন্য ছুট লাগাল জঙ্গলের উদ্দেশে। দু'-এক মুহূর্ত পর বাকিরাও অনুসরণ করল ওকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হারিয়ে গেল সবাই ঘন গাছপালার আড়ালে।

রণ-উন্মাদনা তখন পেয়ে বসেছে জেফরিকে। চিৎকার করে বলল সে, 'তাকিয়ে তাকিয়ে কী দেখছেন? ঘোড়া ছোটান। সব ক'টার রক্তের স্বাদ না-পাওয়ার আগে আমার তলোয়ারের পিপাসা মিটবে না।'

'সম্ভব না।'

'সম্ভব না! মানে?'

'আমার ঘোড়াটা আহত হয়েছে। এক ডাকাত কোপ মেরেছিল আমাকে লক্ষ করে, লেগেছে আমার ঘোড়ার পায়ে,' ইঙ্গিতে দেখালেন তিনি ক্ষতস্থানটা। জন্তুটার সামনের পা থেকে মোটা ধারায় রক্ত পড়ছে। বোঝা যাচ্ছে এই অবস্থায় দৌড়াতে পারবে না সেটা। যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য করুণ ভঙ্গিতে বার বার ওই পা ভাঁজ করছে আর খুলছে জন্তুটা, সোজা হয়ে দাঁড়িয়েও থাকতে পারছে না একটানা।

'ঠিক আছে,' স্যর জনের দিকে তাকাল জেফরি, 'তা হলে আমার ঘোড়াটা আপনি নিন। ডাকাতগুলোর পিছু পিছু যাবো আমরা। ঘোড়া লাগবে না আমার, দরকার হলে মাটিতে দাঁড়িয়েই লড়াই করবো শয়তানগুলোর বিরুদ্ধে। আমার কপালে যা আছে

হবে, আপনাকে যেভাবেই হোক গিয়ে হাজির হতে হবে ওই ফার্মে।'

'না!' লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন স্যর জন। তাঁর পিছু পিছু আসার চেষ্টা করল জন্তুটা, কিন্তু পারল না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। অসহায় প্রাণীটাকে কিছুক্ষণ দেখলেন স্যর জন, তারপর ঘুরে ছুটতে শুরু করলেন। দুলকি চালে ঘোড়া দাবড়িয়ে তাঁর পাশাপাশি আসতে লাগল জেফরি।

'এই শয়তানগুলো কারা?' জিজ্ঞেস করলেন স্যর জন।

'ফাদার মন্ডনের লোক, বোঝাই যাচ্ছে। একজনের চেহারা চিনতে পেরেছি আমি।'

স্যর জনের গতি আপনাথেকেই ধীর হয়ে গেল। 'তা হলে বাঁচার আশা ছেড়ে দিতে পারো। আপাতত ভয় পেয়ে পালিয়েছে শয়তানগুলো, কিন্তু আমাদের উপর আবার হামলা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদেরকে খুন করতেই এসেছে ওরা, এবং কাজটা না-করা পর্যন্ত ফিরে যাবে না। ...তার মানে উল্টোপাল্টা স্বপ্ন দেখেনি সিসিলি!'

কথাটা শেষ হলো কি হলো না, রাতের বাতাসে তীক্ষ্ণ শিস তুলে একটা তীর ছুটে এল তাঁদের দিকে। অবশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, কারও কোনো ক্ষতি না-করেই উধাও হলো তীরটা।

'জেফরি,' বলে চললেন স্যর জন, 'আমার সঙ্গে এমন কিছু কাগজপত্র আছে যা কিছুতেই হারানো চলবে না। কারণ ওগুলো হারালে সোজা কথায় পথে বসতে হবে সিসিলিকে, ওকে ভিখিরি বানিয়ে ছাড়বে আমার শত্রুরা। এগুলো রাখো তোমার কাছে,' বলতে বলতে একটা প্যাকেট বের করলেন তিনি জামার ভিতর থেকে, ধরিয়ে দিলেন জেফরির হাতে। 'আর এই পার্সটাও রাখো। হাতে সময় নেই আমাদের, কাজেই যা বলি মন দিয়ে শোনো এবং সে-অনুযায়ী কাজ করো। ঘোড়া ছুটিয়ে ওই ডাকাতগুলোর কাছ থেকে যত দূরে পারো চলে যাও প্রথমে। তারপর উপযুক্ত

ুলে মনে হয় এ-রকম কোনো জায়গায় লুকিয়ে ফেলো এই দলিলগুলো। কাজ শেষে সোজা ফিরে যেয়ো বাড়িতে, আরও লোকজন নিয়ে ফিরে এসো এখানে। যদি আমার লাশ পাও, অথবা না-পাও, সোজা গিয়ে হামলা করবে ব্লসহোম অ্যাবিতে, খুন করবে ওই অধ্যক্ষকে। সিসিলির দোহাই লাগে, কাজটা কোরো তুমি। সব জানতে পারলে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কারই দেবে আমার মেয়ে, দেখে নিয়ো, আর ঈশ্বরও তোমার মঙ্গল করবেন।'

ওই প্যাকেটটা সঙ্গে সঙ্গে জামার ভিতরে লুকিয়ে ফেলল জেফরি। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আপনাকে একা ফেলে পালাই কীভাবে? ওই লোকগুলো আপনাকে স্রেফ...কচুকাটা করে ফেলবে।'

কিছু একটা বলতে চাইলেন স্যর জন, কিন্তু বলতে পারলেন না। বরং অদ্ভুত একটা আওয়াজ বের হলো তাঁর গলা দিয়ে। হতবাক জেফরি শুধু দেখল, শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটা তীর উড়ে এসে স্যর জনের গলা দিয়ে ঢুকেছে, ভেদ করেছে কণ্ঠনালী।

একনজর দেখেই বুঝল জেফরি, বাঁচার কোনো আশা নেই স্যর জনের। 'ঈশ্বর আপনাকে শান্তি দিন,' বিড়বিড় করে বলেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। ঘোড়ার পেটে সমানে গুঁতো দিচ্ছে, সন্ত্রস্ত জন্তুটা ছুট লাগিয়েছে একরকম দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে।

মাটিতে পড়ে আছেন স্যর জন। এখনও মারা যাননি তিনি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন জেফরির ছুটন্ত ঘোড়াটার দিকে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন তিনি, শরীরের সব শক্তি সঞ্চয় করে কিছুটা দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালেন আরও খোলা একটা জায়গায়। ভালোমতোই জানেন তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শত্রুরা, সুতরাং ওদের সহজ একটা টার্গেট তিনি এখন। গলা দিয়ে আওয়াজ বের হবে না, তাই তরবারি উঁচু করে ধরে নাড়াতে লাগলেন একটানা।

"ডাকাতদের" পক্ষ থেকে একের পর এক তীর ছুটে আসছে তাঁর দিকে। কিন্তু বর্মের কল্যাণে এখনও টিকে আছেন তিনি।

ইতোমধ্যে তীরের পাল্লার বাইরে চলে গেছে জেফরি, কাজেই কোনো দুর্ঘটনা না-ঘটলে আশা করা যায় ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না শত্রুরা।

পিছনে তাকালেন স্যর জন। ঘোড়ার ঘাড়ের উপর বলতে গেলে শুয়ে পড়েছে জেফরি, এত দূর থেকে ওকে তীরবিদ্ধ করা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজের পক্ষেও সম্ভব নয় এখন।

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে শত্রুরা। এখন আর কোনো তাড়াহুড়ো নেই তাদের, তাই ধীরেসুস্থে এগিয়ে আসছে স্যর জনের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে ওদেরকে কিছুক্ষণ দেখলেন তিনি, তারপর হঠাৎ ঘুরে উঠল তাঁর মাথা, তুষারাবৃত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। কালো একটা চাদর যেন ধীরে ধীরে বিছিয়ে দেয়া হলো তাঁর দৃষ্টিপথে, সব কিছু আঁধার হয়ে এল।

স্যর জনের শত্রুরা জানত, পালিয়ে কোথায় যেতে পারে জেফরি। তাই বনের ভিতরে কোনো তাড়াহুড়ো করেনি ওরা। টানা কয়েকদিন ধরে চলল ওর খোঁজ, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কোথাও ওর সন্ধান পাওয়া গেল না।

এদিকে জেফরিও জানত ব্লসহোম থেকে বের হওয়ার সব রাস্তায় নিজের গুপ্তচর আর ভাড়াটে আততায়ী বসিয়ে রেখেছেন অ্যাবির অধ্যক্ষ ক্লেমেণ্ট মল্ডন। সুতরাং ওই পথ ধরে পালানোর, কিংবা বাড়ি ফেরার চেষ্টাও করল না সে। এই এলাকায় জন্ম ওর, এখানেই বড় হয়েছে সে, কাটিয়ে দিয়েছে জীবনের এতগুলো বছর; সুতরাং এই জায়গা হাতের তালুর মতো চেনা আছে ওর। অত্যন্ত দুর্গম আর প্রায় জনবিরল একটা পাহাড়ি পথ ধরে পালাল সে কাউণ্টি থেকে, দু'দিন পর হাজির হয়ে গেল নদীবন্দরে। ঘোড়াটা বিক্রি করে দিয়ে টাকাটা পকেটে ভরল, বিদেশগামী কোনো জাহাজে উঠে পড়ার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

তিন

যে-রাতে খুন হলেন স্যর জন তার পরদিন দুপুরের ঘটনা।

শেফটন হলে লাঞ্চ করতে বসেছে সিসিলি। খাবার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে শুধু, বলতে গেলে কিছুই খাচ্ছে না। গলা দিয়ে নামছে না আসলে, অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে ভুগছে। যে মানুষটাকে ভালোবেসেছে সে তাকে একরকম তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, আর কোনোদিন ওই মানুষটার সঙ্গে ওর দেখা হবে কি না জানে না। লণ্ডনের পথে রওয়ানা হয়েছে ওর বাবা, ফিরে আসতে পারবে কি না সন্দেহ। এই বিশাল প্রাচীন হলটা এখন খাঁ খাঁ করছে, ওর মতো একজন যুবতী এখানে বলতে গেলে একা।

যত ভুলে থাকতে চাচ্ছে, ঘুরেফিরে তত মনে পড়ছে অতীতের কথা। দীর্ঘদিন ধরে, অজানা কোনো অসুখে ভুগে ভুগে মারা গিয়েছিলেন ওর মা, দুই ভাই আর এক বোন, মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে। অসুখটা কী জানে না সিসিলি, কোনোদিন জানতে পারবে বলে মনেও হয় না। আশ্চর্যের ব্যাপার, ওই অসুখ ওর হয়নি, ওর বাবার হয়নি।

এই তো ক'দিন আগেও, এই হল মুখরিত ছিল লোকজনের কোলাহলে। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উল মজুদ করে রেখেছিলেন স্যর জন, শহরের বাজারে দাম বেড়ে যাওয়ার পর সেগুলো মালগাড়িতে করে বেচতে নিয়ে গেছে ওদের বেশিরভাগ চাকর। ভারী তুষারপাত শুরু হয়েছে, সুতরাং ধরে নেয়া যায় আগামী এক

সপ্তাহের আগে ফিরবে না ওরা, আরও বেশি সময়ও লাগতে পারে।

বেদনায়, শীতের আকাশের ভারী মেঘের মতোই সিসিলির মন ভারী হয়ে আছে; বার বার মনে হচ্ছে ওর মা-বোন-ভাইদের সঙ্গে ওরও মরণ হলে ভালো হতো।

সামনে রাখা কাপ থেকে এক চুমুক মদ খেল মেয়েটা, যতটা না গলা ভেজাতে তার চেয়ে বেশি অস্বস্তি কাটানোর জন্য। এমন সময় দরজা খুলে ডাইনিং রুমে ঢুকলেন ওর পালক-মা মিসেস এমলিন স্টোয়ার। বয়স হয়েছে ভদ্রমহিলার, কিন্তু এখনও যথেষ্ট সুন্দরী তিনি। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁর, এবং মাত্র উনিশ বছর বয়সে স্বামীকে হারান তিনি। কয়েক সপ্তাহের জ্বরে ভুগে মারা যায় লোকটা। মারা যায় তাঁদের একমাত্র শিশু-সন্তানটাও। তখন মিসেস স্টোয়ারকে নিয়ে আসা হয় হলে—সিসিলিকে দেখাশোনা করার জন্য। ওই সময় মেয়েটার বয়স কয়েক মাস মাত্র, ওকে জন্ম দিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ওর মা।

মিসেস স্টোয়ার বেশ লম্বা, গায়ের রঙ কিছুটা গাঢ়। জ্বলজ্বলে দৃষ্টি কালো দুই চোখে। তাঁর বাবা স্প্যানিয়ার্ড এবং লোকে বলে তাঁর মা'র দেহে নাকি জিপসি রক্ত ছিল।

এই পৃথিবীতে মাত্র দু'জন মানুষের জন্য অন্তর থেকে টান অনুভব করেন মিসেস স্টোয়ার। একজন সিসিলি—তাঁর পালক মেয়ে। আরেকজন থমাস বোল নামের এক লোক, যে কিনা প্রকৃতপক্ষে ব্লসহোম অ্যাবির একজন নিচুশ্রেণীর যাজক এবং পেশায় অ্যাবির মেষপালক। লোকে বলে, মিস্টার স্টোয়ারকে বিয়ে করার আগে এই থমাস বোলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল মিসেস স্টোয়েরের, কিন্তু ফাদার মন্ডনের মধ্যস্থতায় ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে মিস্টার স্টোয়ারকে বিয়ে করতে বাধ্য হন তিনি—বলাই বাহুল্য, সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। লোকে আরও বলে, থমাস বোলের সামাজিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন, এখনও মনে মনে ওকে

ভালোবাসেন মিসেস স্টোয়ার।

চোখ তুলে পালক-মা'র দিকে তাকাল সিসিলি। এবং তাঁর চেহারাটা দেখেই বুঝতে পারল, খারাপ কিছু ঘটেছে। মিসেস স্টোয়ার ভিতরে ঢুকেছেন ঠিকই কিন্তু পাল্লায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্থির হয়ে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সিসিলির দিকে—তাঁকে দেখে ফ্রেমে-ঝোলানো কোনো দুঃখিনী নারীর ছবির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

'কী হয়েছে, এমলিন?' কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সিসিলি। 'তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি খারাপ কিছু ঘটেছে।'

ধীর গতিতে হেঁটে এসে টেবিল ঘেঁষে দাঁড়ালেন এমলিন। একটা হাত রাখলেন ওক কাঠের টেবিলটার উপর। নিচু কণ্ঠে, সিসিলির চোখের দিকে না-তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, খারাপ খবর আছে। শোনার আগে মন শক্ত করতে হবে তোমাকে।'

'জলদি বলো,' চেহারা থেকে রক্ত সরে গেছে সিসিলির। 'কে মারা গেছে? ক্রিস্টোফার?'

মাথা নাড়লেন এমলিন।

চেপে রাখা দম শব্দ করে ছাড়ল সিসিলি। 'তা হলে কে? আমার স্বপ্নটা আবার সত্যি হয়ে গেল না তো?'

'হ্যাঁ,' যেন মেয়েটাকে নয়, নিজেকেই বলছেন এমলিন, 'তোমার বাবা মারা গেছেন। খুন করা হয়েছে তাঁকে।'

শুনে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে পালক-মা'র দিকে তাকিয়ে থাকল সিসিলি। তারপর, ধীরে ধীরে, ওর মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের উপর। অনেকক্ষণ পর যখন মাথা তুলল সে, দেখা গেল চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে বেচারীর। কাঁদতে কাঁদতেই জিজ্ঞেস করল, 'কে বলেছে তোমাকে? কার কাছ থেকে জানতে পারলে এই খবর?'

'আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে। অ্যাবিতে কাজ করে সে। দয়া করে ওর নাম জানতে চেয়ো না, নামটা জানাজানি হলে

বিপদে পড়ে যাবে বেচারা।'

'কী বলেছে তোমার বন্ধু?'

'বলেছে তোমার বাবা স্যর জন ফোটরেলকে গত রাতে জঙ্গলের ভিতরে খুন করেছে একদল সশস্ত্র লোক। অবশ্য খুন করতে গিয়ে ওদেরও দু'জন মারা পড়েছে তাঁর হাতে।'

'এই লোকগুলো কারা? কোত্থেকে এসেছিল? কে পাঠিয়েছিল ওদেরকে?'

'জানি না।'

'অ্যাবি থেকে পাঠানো হয়েছিল ওদেরকে?'

'কে জানে? নিশ্চিত করে বলার কোনো উপায় নেই। তবে আমার মনে হয় অ্যাবি থেকেই পাঠানো হয়েছিল ওদেরকে। তীর মারা হয়েছিল স্যর জনকে লক্ষ করে, একটা তীর তাঁর কণ্ঠনালী ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যায়; অ্যাবিতে যে-রকম তীর বানানো হয় ওই তীরটা নাকি হুবহু সে-রকম। ...জেফরিও ছিল তোমার বাবার সঙ্গে, কিন্তু পালিয়ে যেতে পেরেছে সে, কোথায় জানে না কেউ।'

'ওকে খুন করে ফেলবো আমি!' চেঁচিয়ে উঠল সিসিলি। 'বিপদের মুখে বাবাকে একা ফেলে পালিয়েছে কাপুরুষটা!'

'না-জেনে দোষ দিয়ো না। তোমার বাবা ওকে যা করতে বলেছেন সে তা-ই করেছে। খুনের সাক্ষী সে, সুতরাং ওকে ধরতে পারলে কী করবে খুনিরা তা তো বুঝতেই পারছ। ...সময়-সুযোগ বুঝে ফিরে আসার চেষ্টা করবে সে। ওর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজপত্র দিয়েছেন তোমার বাবা, সেগুলো তোমাকে দেবে।'

'এসব তুমি জানলে কীভাবে?'

'লোক মারফত আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে জেফরি।'

'তার মানে সে কোথায় আছে জানো তুমি?'

'না, তা জানি না।'

'কীসের কাগজপত্র দিয়েছে ওকে বাবা?'

কাঁধ ঝাঁকালেন এমলিন। 'জানি না। আমার জানার কথাও

না। তবে মনে হয় এসব কাগজ নিয়েই লণ্ডনে যাচ্ছিলেন স্যর জন। ওগুলো হাতছাড়া করতে চাননি তিনি কিছুতেই, তাই যখন বুঝতে পেরেছেন নিস্তার নেই খুনিদের কবল থেকে তখন কাগজগুলো জেফরির কাছে দিয়ে ওকে পালাতে বলেছেন। ...তাঁর ঘরে তাঁর যে-লোহার সিন্দুকটা আছে সেটা খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

সিসিলির মনে পড়ল, কিছু দলিলপত্রের কথা ওকে বলেছিলেন স্যর জন, ওগুলো নিয়ে লণ্ডনে যেতে হবে এ-রকমও বলেছিলেন। ফোঁপাতে শুরু করল সে।

'কেঁদো না,' এগিয়ে গিয়ে সিসিলির মাথায় হাত রাখলেন এমলিন, মেয়েটার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। 'জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বরের হাতে, আমাদের কারোরই কিছু করার নেই। তা ছাড়া কাঁদলে কোনো লাভও হবে না। এখন তোমার সবচেয়ে বড় ও প্রথম কাজ, নিজেকে বাঁচানো। মনে রেখো, যারা তোমার বাবার শত্রু তারা তোমারও শত্রু এবং তোমার বাবা মারা গেছেন কিন্তু তুমি বেঁচে আছো।'

অশ্রুভেজা মুখ তুলে তাকাল সিসিলি, কিছু বলল না।

'প্রথমেই তোমাকে নিরাপদ কোনো জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে-হবে,' বললেন এমলিন।

'কোথায়? তুমি ছাড়া এখন আমার আর কে আছে?'

'আমি?' এত দুঃখের মধ্যেও মুচকি হাসলেন এমলিন। 'এখন আমাকে আর কোনো দরকারই নেই তোমার। তুমি এখন আর বাচ্চা না যে, আমাকে দেখাশোনা করতে হবে। চলে যাওয়ার আগে তোমার বাবা তোমাকে কী বলে গেছেন মনে করে দেখো। সময় নষ্ট না-করে যত তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও স্যর ক্রিস্টোফারের কাছে, ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে।'

'কেন?' আবেগে বিবেচনা বোধ ভোঁতা হয়ে গেছে সিসিলির। 'কী করতে পারবে সে? আমার বাবাকে কি ফিরিয়ে আনতে

পারবে? তা ছাড়া এই অবস্থায় ওর ওখানে যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে? তার চেয়ে ওর কাছে খবর পাঠাও, সে যেন চলে আসে এখানে। দু'জনে মিলে কবর দেবো বাবাকে, তারপর তাঁর খুনের বদলা নেবো।'

'বদলা?' দুঃখের হাসি হাসলেন এমলিন। 'তোমাকে সব খবর বলিনি, তাই তুমি বুঝতে পারছো না কত বড় বিপদ তোমার সামনে। আইনের মারপ্যাঁচ যারা ভালোমতো বোঝে তাদের সঙ্গে যোগসাজশ করেছেন ক্লেমেন্ট মন্ডন, হাত করেছেন ক্ষমতাবান লোকদের। জমিদারি তোমাদের, অথচ আট হাজার একর জমি দাবি করে বসেছেন তিনি কূটবুদ্ধির জোরে। এই সম্পত্তি নিয়েই তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল তোমার বাবার। এখন যেহেতু তিনি নেই, ধরে নেয়া যায় তোমাদের জমিদারি রক্ষা করারও কেউ নেই। মন্ডন যা দখল করতে চেয়েছিলেন প্রভাব খাটিয়ে, যত তাড়াতাড়ি পারে তা দখল করার চেষ্টা করবেন এবার—ওর জায়গায় আমি থাকলেও একই কাজ করতাম। তুমিই তাঁর পথের একমাত্র কাঁটা। কাজেই তোমাকেও উপড়ে ফেলার চেষ্টা করবেন তিনি। খবর পেয়েছি, আজ সূর্যাস্তের আগেই এখানে হাজির হবেন তিনি দলবলসহ। তোমাকে যদি খুন না-ও করে, ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে পারলে আজীবন বন্দি করে রাখবেন তাঁর অ্যাবি-সংলগ্ন আশ্রমে অথবা অ্যাবির পাতাল কারাকক্ষে, যেখান থেকে কেউ কোনোদিন তোমাকে বের করে আনতে পারবে না। আর বের করতে যাবেই বা কে? কার এত দায় পড়েছে তোমার জন্য? কেউ তোমার খোঁজ নেবে না, তোমার কী হয়েছে কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না, এদিকে নিজের কাজটা ঠিকই সেরে নেবেন মন্ডন। ...মনে রেখো, তাঁর কারণেই আমার জীবনটা তছনছ হয়ে গেছে—যাকে ভালোবাসতাম তার কাছ থেকে জোর করে আলাদা করে এমন এক লোকের হাতে আমাকে তুলে দিয়েছিলেন তিনি যাকে ভালোবাসা দূরে থাক কোনোদিন

একটুখানি পছন্দও করতে পারিনি। আজ পর্যন্ত বিচার পাইনি আমি ওই অন্যায়ের। তুমিও পাবে না, সারাজীবন মাথা কুটে মরতে হবে বন্দিশালায়। তোমার উপর শুরু হবে অত্যাচার আর নির্যাতন, তারপর কোনো বুড়ো ভণ্ড সন্ন্যাসীর লালসা পূর্ণ করার জন্য জোর করে তোমাকে বিয়ে দেয়া হবে ওই লোকটার সঙ্গে।'

'ঈশ্বর! এসব কী বলছ?' লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে সিসিলি। 'ওই অধ্যক্ষ আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো লোকও তো নেই এখানে! ঠিকই বলেছ তুমি—বাবা নেই, আমাকে একা পেলে জমির মতো আমাকেও দখল করে নেবে শয়তান অধ্যক্ষটা। ...ঘোড়া প্রস্তুত করতে বলো। এখনই চলে যাবো ক্রিস্টোফারের কাছে। ...কিন্তু এভাবে ওর কাছে যাওয়াটাও তো ঠিক না। আমার সঙ্গে আসলে কোনো সম্পর্কই তো নেই ওর...'

'আজ রাতেই বিয়ে করে ফেলো তোমরা, তা হলে সারাজীবনের জন্য সম্পর্ক হয়ে যাবে।'

'বিয়ে! এখন? এই অবস্থায়? গত রাতে মারা গেছেন বাবা আর আজ রাতেই...

'এই ব্যাপারটা নিয়ে হারফ্লিটের সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে। কিছু একটা করবে সে, অন্তত পরিচিত সবাইকে জানাতে পারবে কী ঘটছে এখানে, অথবা লণ্ডনের কোনো উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। ...শোনো, তোমার বাবার খুন হওয়ার খবরটা তোমাকে জানাতে আসার আগে একটা কাজ করেছি আমি। জানতাম ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তোমার, তাই আগেই ঘোড়া প্রস্তুত করিয়ে রেখেছি তোমার জন্য। একইসঙ্গে একজন লোককে পাঠিয়ে দিয়েছি ব্লসহোম অ্যাবিতে।'

'অ্যাবিতে লোক পাঠিয়েছ? কেন?'

'যাতে এখানে আসতে দেরি হয় ফাদার মন্ডনের, ফলে নিরাপদে পালানোর সুযোগ পাও তুমি।'

'দেরি হবে কেন তাঁর?'

'ওই লোককে বলে দিয়েছি, অ্যাবিতে গিয়ে ফাদারের সঙ্গে দেখা করে বলবে, স্যর জনের মৃত্যুর গুজবটা সত্যি কি না জানার জন্য তুমি নিজে যাচ্ছ অ্যাবিতে, ফাদারের সঙ্গে কথা বলতে। যদি ওই লোকের কথা বিশ্বাস করেন ফাদার, তা হলে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে, আর সে-সুযোগে তুমি নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারবে ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে। আবার টাওয়ারেও একজন লোক পাঠিয়েছি, যাতে আমরা যাওয়ার আগেই আমাদের যাওয়ার খবরটা পৌঁছে যায়, ফলে ওখানে গিয়ে অন্তত থাকা-খাওয়ার সমস্যা হবে না আমাদের। ...জলদি করো, তোমার হুডওয়ালা ক্লোকটা পরে নিয়ো, ফাদারের কোনো গুপ্তচর যদি দেখেও তোমাকে সহজে চিনতে পারবে না। গহনাগাটি যা আছে তোমার সব একটা বড় বাক্সে ভরে রেখেছি, কারণ ফাদার যদি ওসবের সন্ধান পান তা হলে খরগোস দেখলে শিয়াল যে-রকম পাগল হয়ে যায় তার চেয়েও বেশি পাগল হয়ে যাবেন। বাড়িতে যেখানে যত টাকা পেয়েছি সব গুছিয়ে নিয়েছি, পরে কাজে লাগবে। ...চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। ফাদার মন্ডন এসে পড়ার আগেই পালাতে হবে।'

তিন ঘণ্টা পর। সূর্য ডুবছে। মেঘে-ঢাকা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে লালিমা। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ক্রিস্টোফার হারফ্লিট। দেখছে, তুষার মাড়িয়ে দু'জন ভদ্রমহিলা এগিয়ে আসছে এদিকে। দূর থেকেই ওদেরকে চিনতে পারল সে।

'ওই দূতের কথা তা হলে সত্যি,' পাশে দাঁড়ানো ক্র্যানওয়েলের বৃদ্ধ যাজক ফাদার রজার নেকটনকে বলল ক্রিস্টোফার, ভিকারের বাসভবন থেকে এই লোকটাকে ডেকে এনেছে সে। 'আমি ভেবেছিলাম লোকটা বোধহয় মাতাল, কী বলছে কী বলছে তার কোনো ঠিক নেই। ...আপনার কী মনে

হয়, কী হয়েছে, ফাদার?'

'মৃত্যু। তা না হলে এখানে এ-সময়ে মাত্র একজন সহচরীকে সঙ্গে নিয়ে এভাবে হাজির হতেন না লেডি সিসিলি। প্রশ্ন হচ্ছে, এবার কী হবে?' বলে ক্রিস্টোফারের দিকে তাকালেন ফাদার রজার নেকটন।

মৃদু হাসল ক্রিস্টোফার। 'আচ্ছা, ফাদার, সিসিলি যদি রাজি থাকে, আজ রাতেই আমাদের বিয়ে পড়াতে পারবেন আপনি?'

'কেন পারবো না? কিন্তু ওর বাবা-মা'র সম্মতিরও তো দরকার আছে।'

'ওর মা তো মারা গেছেন অনেক আগে, আর সম্মতি দিতে যদি ওর বাবাও যদি উপস্থিত হতে না-পারেন?'

'তা হলে ওর অভিভাবককে সম্মতি দিতে হবে। একটা কথা মনে রেখো—যাকে তুমি বিয়ে করতে চাচ্ছ সে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কা না। কাজেই শুধু কনের মতই না, ওর অভিভাবকের মতও পেতে হবে তোমাকে।'

'কিন্তু সে-রকম কোনো অভিভাবকও যদি না-থাকে? অথবা সিসিলি যদি কাউকে ওর অভিভাবক বলে মেনে না-নেয়?'

'তা হলে তো বেশ জটিল হয়ে যায় ব্যাপারটা। সেক্ষেত্রে, বুঝিয়ে বলছি তোমাকে...'

কিন্তু ফাদার রজার নেকটনের ভাষণ শোনার মতো অবকাশ নেই ক্রিস্টোফারের। দৌড়াতে শুরু করেছে সে গেটের দিকে। সিসিলির কাছে গিয়ে থামল। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, সিসিলি?'

ওদেরকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেলেন এমলিন স্টোয়ার।

'ক্রিস্টোফার,' ফোঁপাচ্ছে সিসিলি, 'বাবা মারা গেছেন—খুন করা হয়েছে তাঁকে। এমলিন সে-রকমই বলছে।'

'খুন করা হয়েছে! কে করেছে?'

'ফাদার ক্লেমেণ্ট মল্ডনের সৈন্যরা।'

'এসব জানতে পারলে কার কাছ থেকে?'

'এমলিন বলেছে।'

'কবে, কোথায় ঘটল ঘটনাটা?'

'গতরাতে। জঙ্গলের ভিতরে।'

'এখন কী অবস্থা?'

'আরও খারাপ। এমলিন বলছে আমাকে ধরার জন্য নাকি শেফটনে আসছেন ফাদার। যদি ধরতে পারেন তা হলে হয় খুন করবেন, আর যদি বাঁচিয়ে রাখেন তা হলে বন্দি করে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করবেন অ্যাবির কোনো কারাকক্ষে, যেখান থেকে এই জীবনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই অবস্থায় আমাকে রক্ষা করার কেউ নেই, কাজেই তোমার কাছেই আসতে হলো আমাকে। ...এমলিন বলছিল তোমার এখানে আসাটাই নাকি সবদিক দিয়ে ভালো।'

'ঠিকই বলেছে সে। এর আগেও দেখেছি ঠাণ্ডা-মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে এবং কাজটা করতে পারে বলেই ওর বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত সঠিক হয়। ...কিন্তু...এমলিন বলেছে—শুধু এই কারণেই কি আমার কাছে এসেছ? তোমার নিজের কোনো ইচ্ছা ছিল না?'

'আসলে...আমি এসেছি কারণ কী করতে হবে, কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি ছাড়া এখন আমার আর কেউ নেই, কোনো বন্ধুও নেই যার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইতে পারি। আমার যাওয়ার কোনো জায়গাও নেই। যে-রাতে বাবার সঙ্গে শেষবার দেখা হলো তোমার, তখন যদিও তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন তিনি, লণ্ডনের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে সেই তিনিই কিন্তু তোমার কথা বলে গেছেন।'

'কী বলেছেন?'

'বলেছেন, তাঁর যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে তোমার কাছে আসতে। তা ছাড়া তোমার কাছে আসার আরও একটা কারণ,

তুমি শপথ করে বলেছ আমাকে ভালোবাসো। ...যদি আমাকে নিয়ে অ্যাবিতে বন্দি করেন ফাদার, মাদার ম্যাটিল্ডা আছেন সেখানে—আমার পরিচিত এবং মানুষ হিসেবে ভালো, কিন্তু তিনিই বা কী করতে পারবেন আমার জন্য? ফাদার এতই ক্ষমতাশালী যে, আমার মনে হয় না এই এলাকার কেউ কিছু করতে পারে তাঁর বিরুদ্ধে। আমাদের জমি চান তিনি, সে-সব হাসিল করার জন্য বাবাকে খুন করতেও পিছ-পা হননি তিনি। শুনেছি মা'র গহনাগাটির উপরও নাকি লোভ আছে তাঁর।'

'সে-সব কোথায় এখন?'

'এমলিনের কাছে।'

কথা বলতে বলতে গড়খাই পার হয়ে চলে এসেছে ওরা দু'জন, বাড়ির সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেছে। ঘোড়ার লাগাম টানল সিসিলি। প্রায় কোলে করে ওকে স্যাডল থেকে নামিয়ে আনল ক্রিস্টোফার, মাটিতে দাঁড় করিয়ে জড়িয়ে ধরল বুকের সঙ্গে।

আস্তাবলের ভিতর থেকে বের হয়ে এল একজন সহিস। হুডওয়ালা সস্তা ক্লোক পরে আছে সে, হুডের ভিতর থেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে ক্রিস্টোফার আর সিসিলির দিকে। লাগাম ধরে এমলিন আর সিসিলির ঘোড়া দুটোকে নিয়ে আস্তাবলের দিকে রওয়ানা হলো সে।

ক্রিস্টোফারের কাঁধে মাথা রেখে ক্র্যানওয়েলের টাওয়ারের খিলানসদৃশ সদর-দরজা পার হয়ে হলে ঢুকল সিসিলি।

ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। সেটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ফাদার নেকটন, চিকন হাত দুটো মেলে ধরে সেঁকছেন, একইসঙ্গে কথা বলছেন এমলিন স্টোয়েরের সঙ্গে। ক্রিস্টোফার আর সিসিলিকে দেখে আপনাথেকেই বন্ধ হয়ে গেল তাঁদের কথাবার্তা, কারণ ওদেরকে নিয়েই কথা বলছিলেন তাঁরা।

ফাদার নেকটনের চেহারায় দয়ালু ভাব আছে। এমলিনের কাছ থেকে সব শোনার পর বিচলিত হয়ে পড়েছেন তিনি।

'মিস্ট্রেস সিসিলি,' শুনেই বোঝা গেল অস্বস্তিতে ভুগছেন বৃদ্ধ যাজক, 'যা শুনলাম এমলিনের কাছ থেকে তা যদি সত্যি হয় তা হলে...তা হলে খুব বড় অন্যায় করা হয়েছে তোমার সঙ্গে।'

সিসিলির চোখ আবার ভরে গেল পানিতে। 'বাবাকে খুন করার পরে, আমাকে বাঁচিয়ে রাখাটা, অন্তত মুক্ত জীবন যাপন করতে দেয়াটা ফাদার মন্ডনের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ না। এবং তিনি মোটেও বোকা না। আমি স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই; বন্দি জীবন কাটাতে চাই না ফাদারের অ্যাবির কোনো কারাকক্ষে—সে-অধিকার আমার আছে। সেজন্যই পালিয়ে চলে এসেছি এখানে, আমার যাওয়ার আর কোনো জায়গাও নেই...'

'যা করেছ, সেটা ছাড়া আর কিছু করারও ছিল না তোমার। যাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করছ তুমি, তিনি আসলেই ওই কাজের সঙ্গে জড়িত কি না সে-ব্যাপারে মন্তব্য করবো না, কারণ প্রথমত কিছুই জানি না বা দেখিনি, দ্বিতীয়ত গির্জার হিসেব অনুযায়ী তিনি আমার উচ্চপদস্থ। তবে একটা কথা জেনে রাখো, মন থেকে তাঁকে সে-রকম ভক্তি-শ্রদ্ধাও করি না আমি। লোকে বলে, তিনি অসৎ—তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতিতে সততার ছাপ নেই। তিনি ইংরেজ নন, স্প্যানিয়ার্ড; এই দেশে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। তাঁর কাজ আসলেই ধর্মপ্রচার কি না, সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে অনেকের মনে। লোকে বলে, তিনি নাকি প্রকৃতপক্ষে স্পেনের রাজার গুপ্তচর—এই দেশেরটা খেয়ে, এই দেশেরটা পরে এই দেশেরই ক্ষতি করা তাঁর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমাদের রাজাকে তিনি মানেন না, বিভিন্ন যুক্তি দাঁড় করান রাজার বিরুদ্ধে; এমনকী তিনি নাকি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করারও ষড়যন্ত্র করছেন এবং সে-অনুযায়ী কাজ করছেন। তাঁর সেই ব্লসহোম অ্যাবি থেকে তাঁর সব কর্মকাণ্ডের, এমনকী লণ্ডনের রাজদরবারে ঘটা প্রতিটা ঘটনার রিপোর্ট পাচার করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের এবং একই সঙ্গে দুঃখের কথা হচ্ছে, এই দেশেরই

অত্যন্ত উচ্চপদস্থ আর ক্ষমতাশালী কয়েকজন লোক তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু; এঁদের বিরুদ্ধে কানাঘুষা আছে কিন্তু কারও কাছে কোনো প্রমাণ নেই।'

'হ্যাঁ, বাবাও বলেছেন, রাজদরবারে নাকি ফাদার মন্ডনের বেশ কয়েকজন বন্ধু আছে।'

মাথা ঝাঁকালেন ফাদার নেকটন। 'এ-রকম লোকদের বন্ধুবান্ধবের অভাব হয় না কখনও। এদের পকেটে অনেক টাকা থাকে, আর সে-টাকা দিয়ে এরা বন্ধু কেনে। যা-হোক, তোমার বেচারা বাবাটা শেষপর্যন্ত মারা পড়ল; সে-রকম কিছুই যে ঘটতে পারে তাঁর ভাগ্যে তা অনেক আগে থেকেই আশঙ্কা করছিলাম আমরা। এই এলাকায় তোমার বাবার চেয়ে বড় আর শক্ত প্রতিপক্ষ ছিল না ক্লেমেন্ট মন্ডনের। তা ছাড়া মন্ডনের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন সোচ্চার। এখন কথা হচ্ছে, কী করবে তুমি? অন্য কোনো আশ্রমে গিয়ে থাকতে চাও?'

'না,' বলে প্রেমিকের দিকে তাকাল সিসিলি।

'তা হলে?'

'জানি না,' কান্নায় ভেঙে পড়ল সিসিলি। 'এই পৃথিবীতে বাবা ছাড়া আর কোনো বন্ধু ছিল না আমার, আর কেউ ছিলও না। তিনি মাঝেমধ্যে খারাপ ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে, কিন্তু আসলে ভালোবাসতেন আমাকে। লণ্ডনে যাওয়ার আগে এখানে আসতে বলে গেছেন তিনি, তা-ই করেছি,' ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে, চেয়ারের হাতলে দুই কনুই রেখে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

'স্যর জন ছাড়া আর কেউ ছিল না তোমার—কথাটা ঠিক না,' স্বভাবসুলভ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন এমলিন। 'ছোট থেকে বড় করেছি তোমাকে—আমি তোমার কেউ না? এই যে ফাদার নেকটন আছেন এখানে—তিনি কি তোমার বন্ধু না? আর স্যর ক্রিস্টোফার—তিনি তোমার কে? ...আবেগ তোমার বিবেচনাবোধ

আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, কিন্তু আমার চিন্তাশক্তি ঠিকই আছে। আমার কথা শোনো। এখান থেকে অল্প কিছু দূরে একটা গির্জা আছে। চলো সেখানে যাই সবাই মিলে। একজন যাজক আছেন আমাদের সঙ্গে, সাক্ষী যোগাড় করতেও অসুবিধা হবে না। তোমাদের স্বাস্থ্য কামনা করে পান করার মতো মদও নিয়ে নেবো সঙ্গে। আজ রাতের মধ্যেই বিয়েটা সেরে ফেলো তোমরা, তারপর ফাদার মল্ডন কী করে দেখা যাবে। ...আপনি কী বলেন, স্যর ক্রিস্টোফার?'

'আমার মনের কথা আপনি ভালোমতোই জানেন। সিসিলি কী বলে তা আগে জানা দরকার।'

চেহারা থেকে হাত সরাল মেয়েটা, মুখ তুলল। এখনও কাঁদছে সে। একে একে তাকাল সবার চেহারার দিকে, তারপর শুধু মাথা ঝাঁকাল ছোট করে।

'ফাদার,' বৃদ্ধ যাজকের দিকে তাকালেন এমলিন, ইঙ্গিতে দেখাচ্ছেন সিসিলিকে আর ক্রিস্টোফারকে, 'আপনার কিছু বলার আছে?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ফাদার। বললেন, 'দশ মিনিট সময় দিন আমাকে। গির্জায় যাচ্ছি আমি। মোমবাতি ও বাইবেল ধরে রাখার জন্য একজন ক্লার্ক এবং আর যা যা লাগে প্রস্তুত করছি গিয়ে,' কথা শেষ করে বেরিয়ে গেলেন তিনি সদর-দরজা দিয়ে।

হাত ধরে সিসিলিকে দাঁড় করালেন এমলিন। ওদের দু'জনকে একটা ঘর দেখিয়ে দিল ক্রিস্টোফার, সে-ঘরে নিয়ে গেলেন তিনি মেয়েটাকে। তাঁর পক্ষে যতখানি সুন্দরভাবে সম্ভব সাজিয়ে দেবেন অভাগা মেয়েটাকে।

বিয়ের পোশাক নেই সিসিলির। পোশাক বানানোর সময়ও নেই এখন। মেয়েটার চুল সুন্দর করে আঁচড়িয়ে দিলেন এমলিন, চমৎকার একটা খোপা করে দিলেন। এরপর খুললেন সঙ্গে করে

আনা গহনার-বাক্সটা। এই গহনাগুলো ফোটরেল পরিবারের গর্ব—এত প্রাচীন আর দুষ্প্রাপ্য গহনা এই এলাকার আর কোনো পরিবারের কাছে নেই।

বেছে বেছে কিছু গহনা সিসিলিকে পরিয়ে দিচ্ছেন এমলিন। প্রথমেই মেয়েটার কপালে পরিয়ে ' লেন সোনার একটা বলয়। ওই বলয় থেকে ঝুলছে ছোট ছোট হীরা, আলো পড়ামাত্র ঝিক ঝিক করছে ওগুলো। গলায় পরালেন বড় বড় মুক্তা দিয়ে বানানো সুদৃশ্য একটা নেকলেস। সিসিলির জামায়, বুকের কাছে আটকে দিলেন কয়েকটা বৌচ। দুই হাতের আঙুলে পরিয়ে দিলেন বাহারি কয়েকটা আংটি। বেশ বড় একটা সোনার-বিছা আটকে দিলেন কোমরে। কানে পরালেন সোনার চেইন দিয়ে বানানো বেশ বড় দুটো মুক্তার দুল। সবশেষে মাথা থেকে ঝুলিয়ে দিলেন কারুকার্যময় ফিতার একটা নেকাব। এরপর খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে বেশ গর্ব ভরে তাকিয়ে থাকলেন তাঁর পালক-মেয়ের দিকে, যার বিয়ে হতে যাচ্ছে আজ।

এতক্ষণ চুপ করে থেকে এমলিনের কাজ দেখছিল সিসিলি। এবার মুখ খুলল, 'এই নেকাবটা পেলে কোত্থেকে? গহনার সঙ্গে কি এটাও ছিল?'

'বিয়ের সময় তোমার মা এই নেকাব পরেছিল বলে শুনেছি। এই জিনিস তোমাদের বংশের গৌরব, কারণ তোমার নানীও এই একই জিনিস পরেছিলেন তাঁর বিয়ের সময়। তুমি যখন ছোট ছিলে তখন তোমাকে একবার এটা পরিয়েছিলাম আমি, দেখেছিলাম কেমন লাগে তোমাকে বিয়ের সাজে।'

'কিন্তু এটা এখানে এল কীভাবে?'

'আসার সময় আমার ক্লোকের ভিতরে ভরে নিয়ে এসেছি। ...চলো, কথা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। পারলে একটু হাসো। বর, সে যদি মহামানবও হয়, যদি দেখে কনের চেহারা দুঃখভারাক্রান্ত, খুশি হয় না।'

কাঠের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল ওরা, হাজির হলো হলে। ক্রিস্টোফার দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। লাজুক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সিসিলি। ক্লোকের নীচে বর্ম পরেছে ক্রিস্টোফার, কোমরে ঝুলছে তরবারি। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন সশস্ত্র লোক।

সিসিলির দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ক্রিস্টোফার, তারপর বলল, 'কপাল খারাপ আমাদের। এমন একটা সময়ে বিয়ে করতে হচ্ছে যখন জানি হয়তো কিছুক্ষণ পরই মরণপণ লড়াইয়ে নামতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে,' প্রচলিত কায়দায় বাউ করল সে সিসিলিকে, ওর একটা হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বের হয়ে এল বাড়ি থেকে। এমলিন আসছেন ওদের পিছন পিছন। ক্রিস্টোফারের সঙ্গীরা ভাগ হয়ে গেছে দুই দলে; একদল মশাল হাতে সবার সামনে আছে, বাকিরা একেবারে পিছনে।

বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। সন্ধ্যা যত ঘনাচ্ছে, ঠাণ্ডাও তত বাড়ছে। ওদের জুতোর নীচে পড়ে মচমচ করছে আলগা তুষার। অস্তমিত সূর্যের লালিমা পশ্চিমাকাশে। সেই আভা ছাড়িয়ে আরও উপরে তাকালে হালকাভাবে দেখা যায় উদীয়মান চাঁদটাকে। বাড়ির বাইরে একটা বাগান, সেটার ঝোপঝাড়ে এবং গড়খাইয়ের চারদিকের লম্বা লম্বা চিনার গাছে দাপাদাপি করছে ব্ল্যাকবার্ডের দল; ওদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠছে শীতের সন্ধ্যা। অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে গির্জার ধূসর টাওয়ার, সেটাকে কেন্দ্র করে উড়ে বেড়াচ্ছে আরও কিছু পাখি।

কিন্তু এসব প্রাকৃতিক শোভার কোনোটাই চোখে পড়ছে না সিসিলির। সে শুধু দেখছে তুষারের সাদা চাদর, মাঝেমধ্যে কালো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে-থাকা একটা-দুটো পত্রহীন গাছ, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে-ঢাকা আকাশ, মৃদু সঞ্চরণশীল চন্দ্ররশ্মি, ওর গায়ের খাঁটি গহনায় আর ক্রিস্টোফারের বর্মে প্রতিফলনরত মশালের আলো। দূরে কোথাও থেকে থেকে ডাকছে নিঃসঙ্গ একটা হাউণ্ড, সে-

আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কখনও কখনও। কাছিয়ে আসছে গির্জাটা, দেখা যাচ্ছে সেটার আঁধারে-ডুবে-থাকা পোর্চ।

গির্জার ভিতরে ঢুকল ওরা। চারপাশে সারি সারি বেঞ্চ। আশ্চর্যের ব্যাপার, বাইরের চেয়ে গির্জার ভিতরে বেশি ঠাণ্ডা লাগছে। তার চেয়েও বড় আশ্চর্যের কথা, জনা বিশেক লোক জড়ো হয়েছে; তার মানে এই বিয়ের কথা ছড়িয়ে গেছে ইতোমধ্যেই।

এখানে-সেখানে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো, কেউ কেউ আবার বেদির কাছে ওক কাঠের বেঞ্চের উপর বসে আছে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে সবাই তাকাচ্ছে ক্রিস্টোফার আর সিসিলির দিকে। হাত ধরাধরি করে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছে ওরা দু'জন বেদির দিকে। রোব পরে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ফাদার নেকটন। তাঁর পিছনে একজন বৃদ্ধ ক্লার্ক, হাতে উঁচু-করে-ধরা জ্বলন্ত লণ্ঠন—যাতে বাইবেল থেকে বিশেষ কিছু স্তবক পড়তে অসুবিধা না-হয় ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ফাদারের।

কাঠ কেটে বানানো যিশুর মূর্তির সামনে গিয়ে থামল ওরা, ফাদার নেকটন ইশারা করার পর হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর স্পষ্ট কণ্ঠে, ধীরস্থির উচ্চারণে নিজের কাজ শুরু করলেন ফাদার। কিছুক্ষণ পর ইশারা করলেন আবার, তখন উঠে দাঁড়াল ক্রিস্টোফার আর সিসিলি। কিছুদূর হেঁটে গিয়ে থামল বেদির রেলিং-এর কাছে, হাঁটু গেড়ে বসল আবার। পুবদিকের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ছে ওদের দু'জনের উপর; এই শীতের রাতে এ-রকম অদ্ভুত একটা পরিস্থিতিতে কেমন যেন অপার্থিব দেখাচ্ছে দু'জনকেই।

বাকি কাজটুকু শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। ফাদার নেকটন কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন সিসিলিকে, বেশিরভাগেরই জবাবে হুঁ-হ্যাঁ করল অন্যমনস্ক মেয়েটা। এরপর ওর আঙুলে বিয়ের আংটি পরিয়ে দিল ক্রিস্টোফার, চুমু খেল ওর ঠোঁটে। তখন, হঠাৎ

করেই, কেঁদে ফেলল মেয়েটা; অন্যমনস্কতার ঘোর থেকে বের হয়ে এল সে, টের পেল বিয়ে হয়ে গেছে ওর—এখন সে কারও স্ত্রী।

ভেড়ার চামড়ার মতো দেখতে কাগজের একটা রেজিস্টারে, সিসিলিকে জিজ্ঞেস করে ওর পুরো নাম আর জন্মতারিখ লিখে নিলেন ফাদার নেকটন। ওই পাতায় স্বাক্ষর করল ক্রিস্টোফার, তারপর সিসিলি, সবশেষে ফাদার নেকটন এবং সাক্ষী হিসেবে এমলিন স্টোয়ার। উপস্থিত "দর্শকদের" মধ্যে থেকে কয়েকজনকে ডেকে এনে স্বাক্ষর করালেন ফাদার নেকটন; বললেন যেহেতু এই বিয়ে কিছুটা অদ্ভুত আর খুবই আকস্মিক তাই সাক্ষী-সাবুদ যত বেশি রাখা যায় তত ভালো। আরও বললেন, লণ্ডনের কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের কাছে বর-কনের স্বাক্ষরিত কাগজটার নকল পাঠিয়ে দেবেন নিজ উদ্যোগে।

বিয়ে শেষ, কৌতূহলী হয়ে যারা বিয়েটা দেখতে এসেছিল তারা গির্জা থেকে বের হয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল একে একে। কালি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ফাদার নেকটন, তারপর ছোট রেজিস্টারটা ঢুকিয়ে রাখলেন পরনের রোবের ভিতরে। বুড়ো ক্লার্কটাকে ভালো বকশিশ দিল ক্রিস্টোফার, জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে নিয়ে ওদেরকে গির্জার পোর্চ পর্যন্ত এগিয়ে দিল লোকটা। সবাই বের হয়ে যাওয়ার পর গির্জার কাঠের দরজাটা আটকে দিয়ে তালা দিল, তারপর লণ্ঠনটা নিভিয়ে দ্রুত হাঁটা ধরল কাছের এক পানশালার উদ্দেশে—ওখানে গিয়ে বিয়ার গিলবে আর নবদম্পতিকে নিয়ে রসালো আড্ডা দেবে অন্যদের সঙ্গে।

গির্জা থেকে বের হয়ে সিসিলিকে আলিঙ্গন করলেন এমলিন, কিছু না-বলে হাঁটা ধরলেন সবার আগে। ক্র্যানওয়েল টাওয়ার অভিমুখে ফিরতি পথ ধরল ক্রিস্টোফার আর সিসিলিও। হাত ধরাধরি করে হাঁটছে ওরা, জ্বলন্ত মশাল নিয়ে যারা এসেছিল

ওদের সঙ্গে এবারও তারা আছে।

টাওয়ারে ফিরে আসার পর ফাদার নেকটন আর এমলিনের সঙ্গে বিবাহোত্তর ভোজে বসল ক্রিস্টোফার আর সিসিলি। খাবার তেমন আহামরি কিছু নয়, তবে এত অল্প সময়ের মধ্যে চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি। নবদম্পতির সুখী দাম্পত্য জীবন কামনা করে ল্যাটিনে কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিলেন ফাদার নেকটন, যার বেশিরভাগই বুঝল না অন্যরা। এরপর, বলতে গেলে নীরবেই, খাওয়া সেরে নিল ওরা। একেবারেই সাদামাটাভাবে সাজানো বাসরঘরে চলে গেল সিসিলি, আর ফাদার নেকটনের সামনে দু'-একটা কথা বলার জন্য ক্রিস্টোফারকে অপেক্ষা করতে বললেন এমলিন। একটা পানপাত্রে খানিকটা মদ ঢেলে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'স্যর ক্রিস্টোফার, ছোট থেকে সিসিলিকে বড় করেছি আমি। আমার চেয়ে ভালো করে ওকে চেনে না অন্য কেউ। সে খুব লক্ষ্মী আর ভালো একটা মেয়ে। আপনার সৌভাগ্য, এ-রকম একটা মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছেন। কিন্তু মানুষের জীবনটাই অদ্ভুত—সুখ-দুঃখের আসা-যাওয়া চলতেই থাকে সবসময়। ...সিসিলিকে হয় খুন না-হয় বন্দি করতে চেয়েছিলেন ফাদার মল্ডন, মেয়েটাকে বিয়ে করেছেন বলে এখন আপনিও ওই লোকটার শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। স্যর ক্রিস্টোফার, আমার মতে দেরি করা উচিত হবে না আপনাদের, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদ কোনো জায়গার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেই ভালো করবেন আপনারা।'

'তার মানে কি আজ রাতেই...'

'না,' মৃদু হেসে ক্রিস্টোফারকে থামিয়ে দিলেন এমলিন। 'সারাটা দিন খুব খারাপ কেটেছে সিসিলির, তার উপর শেফটন থেকে এই পর্যন্ত আসতে হয়েছে ওকে। সে ক্লান্ত, সম্ভবত আপনিও। বিশ্রাম নিন আপনারা। তা ছাড়া যাত্রা শুরু করার আগে গোছগাছের দরকার আছে। কিন্তু এ-মুহূর্তে সে-কাজ করা সম্ভব

না। আগামীকাল ভোরে, জরুরি কিছু জিনিস গুছিয়ে নিয়ে, আপনারা দু'জন রওনা হয়ে যান লণ্ডনের পথে। আমিও যাবো আপনাদের সঙ্গে। ওখানে গিয়ে আইনের আশ্রয় চাইবো আমরা, স্যর জনের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে অভিযোগ জানাবো এবং সিসিলি যাতে ওর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না-হয় সে-ব্যাপারেও আবেদন করবো।'

'ভালো বলেছেন,' মন্তব্য করলেন ফাদার নেকটন, মাথা ঝাঁকাল ক্রিস্টোফারও।

'এই বাড়িতে দেখলাম আপনার ছ'জন চাকর আছে,' বলে চললেন এমলিন, 'আশপাশে নিশ্চয়ই পরিচিত আরও লোক আছে আপনার। একজন দূত পাঠিয়ে দিন, আগামীকাল ভোরের মধ্যে সবাইকে জড়ো হতে বলুন এখানে। সঙ্গে করে রসদ নিয়ে আসবে সবাই, আর পারলে অস্ত্রশস্ত্র। পাহারার ব্যবস্থা করুন, ফাদার নেকটন আর ওই দূত চলে যাওয়ার পর গড়খাইয়ের উপরের টানাসেতুটা উঠিয়ে রাখতে বলুন।'

'আপনি কি ভয় পাচ্ছেন ফাদার মল্ডন তার দলবলসহ হামলা করবে এখানে?'

'জী, সে-আশঙ্কাই করছি আমি। স্যর জনকে খুন করেছে ওরা, সুতরাং ওই অপকর্ম ঢাকতে তার চেয়েও বড় অপকর্ম করতে পিছ-পা হবে না শয়তানগুলো।'

'শয়তান?' কথাটা ধরলেন ফাদার নেকটন। 'সম্ভবত ওই উপাধিটাই ফাদার মল্ডনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। টাকার কোনো অভাব নেই তাঁর, দেশে-বিদেশে ক্ষমতাবান বন্ধুরও অভাব নেই। এই কারণে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন তিনি, কোনো কিছুরই পরোয়া নেই তাঁর...'

'স্যর ক্রিস্টোফার,' ফাদারকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন এমলিন, 'সময় নষ্ট না-করে কাজ শুরু করুন দয়া করে। যা যা করার দরকার, করতে আদেশ দিন আপনার লোকদেরকে।'

নিজের লোকদের ডাকল ক্রিস্টোফার, কী করতে হবে বুঝিয়ে বলল। কিছুক্ষণ পর, একজন দূতকে সঙ্গে নিয়ে ক্র্যানওয়েল টাওয়ার থেকে চলে গেলেন ফাদার নেকটন। তুলে নেয়া হলো টানাসেতুটা, টাওয়ারের সব দরজা-জানালা লাগিয়ে হুড়কো আটকানো হলো। একজন লোককে বসানো হলো পাহারায়। তারপর, সব বিপদের কথা ভুলে গিয়ে, বাসরঘরে গিয়ে ঢুকল ক্রিস্টোফার।

চার

পরদিন ভোরে, আকাশে আলো ফোটার কিছুক্ষণ পর, লোক পাঠিয়ে বাসরঘর থেকে ক্রিস্টোফারকে ডেকে আনলেন এমলিন, একটা চিঠি দিলেন ওর হাতে।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চিঠিটার দিকে তাকাল ক্রিস্টোফার। 'কে নিয়ে এসেছে এটা?'

'একজন দূত,' জবাব দিলেন এমলিন। 'ব্লসহোম অ্যাবি থেকে।'

'সিসিলি,' গলা চড়িয়ে ডাকল ক্রিস্টোফার, 'বাইরে এসো তো।'

কিছুক্ষণ পর বাইরে বের হলো সিসিলি। ফারের লম্বা একটা ক্লোক পরেছে সে, দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে ওকে। এগিয়ে এসে এমলিনকে আলিঙ্গন করল সে, জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে।

'এই যে,' জবাব দিল ক্রিস্টোফার, চিঠিটা বাড়িয়ে ধরেছে সে

সিসিলির দিকে, 'ছোট থেকেই পড়ালেখা একরকম ঘৃণা করে এসেছি, আর আজকের সকালে তো স্বর্গ থেকে কোনো চিঠি এলেও পড়বো না। তুমিই পড়ো, দেখো কী ব্যাপার।'

কিন্তু ইতস্তত করছে মেয়েটা, আবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটল কি না সে-চিন্তায় ইতোমধ্যেই রক্ত সরে গেছে ওর চেহারা থেকে।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন এমলিন। 'আমাকে দাও। সীল খুলে আমিই পড়ি।'

সীল ভেঙে খামের ভিতর থেকে চিঠিটা বের করলেন তিনি, তারপর স্পষ্ট কণ্ঠে পড়তে শুরু করলেন, 'স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিট, মিসট্রেস সিসিলি ফোটরেল, এমলিন স্টোয়ার এবং আর যে বা যারা জড়িত আছে এই ঘটনার সঙ্গে,

'আমি, ক্লেমেণ্ট মন্ডন, ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষ, শুনেছি একদল বনদস্যুর হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন নাইট স্যর জন ফোটরেল। তাঁর একমাত্র জীবিত সন্তান সিসিলি, তোমার কাছে গত রাতে কয়েকজন দূত পাঠিয়েছিলাম–স্যর জনের বিশেষ কিছু জমির উপর প্রাধিকার বলে দেশের প্রচলিত আইন ও সামাজিক রীতি অনুযায়ী আমার তথা অ্যাবির যে-অধিকার আছে সে-ব্যাপারে কথা বলার জন্য। কিন্তু ওরা গিয়ে দেখে শেফটন হল ছেড়ে পালিয়েছ তুমি। ওরা আমাকে আরও বলেছে, তোমার পালক-মা এমলিন স্টোয়ারও নাকি আছে তোমার সঙ্গে; তোমরা দু'জনে ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে, মানে স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছ। কথাটা সত্যি হলে, তোমার প্রতি আমার অনুরোধ, নিজের বংশের সুনাম রক্ষা করার জন্য অনতিবিলম্বে চলে এসো ওই বাড়ি থেকে, কারণ লোকে ইতোমধ্যেই তোমার সঙ্গে স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটকে জড়িয়ে আজেবাজে কথা বলছে। নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, যেহেতু তুমি প্রাপ্তবয়স্কা নও এবং আইনসঙ্গত কোনো অভিভাবক নেই তোমার, সেহেতু দেশের প্রচলিত রীতি ও ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী এখন

আমিই তোমার অভিভাবক ও ধর্মপিতা। সেই অধিকার বলে তোমাকে আদেশ করছি, এখনও যদি ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে থেকে থাকো, প্রস্তুত হও—আমি যাবো তোমাকে ফিরিয়ে আনতে, আমার সঙ্গে ব্লসহোম অ্যাবিতে চলে আসবে তুমি। এখানে মেয়েদের জন্য যে-আশ্রম আছে সেখানে থাকবে যতদিন না তোমার ব্যাপারে আইনসঙ্গত কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আশা করি ততদিনে আমার অধিকার বলে তোমার জন্য উপযুক্ত কোনো পাত্রের সন্ধান পেয়ে যাবো, যার সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার; আর যদি তা না-হয়, যদি মহান ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমার চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন আসে, তা হলে আমাদের সবার মতো অ্যাবির চার দেয়ালের ভিতরে থেকে মানবসেবায় ব্রতী হয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে কোনো অসুবিধাই হবে না তোমার।

ক্লেমেন্ট মন্ডন, অধ্যক্ষ।'

চিঠি পড়া শেষ। ক্রিস্টোফার, সিসিলি আর এমলিন হতভম্বের মতো তাকাচ্ছেন একজন আরেকজনের দিকে। চিঠির বক্তব্য বুঝেও যেন বুঝতে পারছেন না তাঁরা। বিপদ আসবে জানতেন তাঁরা, কিন্তু ফাদার মন্ডন যে তাঁর সব ক্ষমতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন সিসিলির উপর তা কল্পনাই করতে পারেননি কেউ।

নীরবতা ভাঙল সিসিলি, 'কালি, কলম আর কাগজ নিয়ে আসতে বলো আমার জন্য। এই চিঠির জবাব দেবো আমি।'

জিনিসগুলো হাতে পাওয়ার পর চিঠি লিখতে শুরু করল সে,

মাই লর্ড ফাদার মন্ডন,

আপনার চিঠির জবাবে বলছি, আমার মহান বাবার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী, (বাবার খুনিদের খুঁজে বের করা এবং এই খুনের বদলা নেয়া আমি মনে করি আমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য এখন) ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে চলে আসতে হয়েছে আমাকে, তা না-করলে বাবার যে-দশা হয়েছে হয়তো আমারও ঠিক একই হাল

করে ছাড়ত তাঁর খুনিরা। এখানে এসে প্রথমেই যিশুর সামনে একজন যাজক এবং একাধিক সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ে করেছি আমি। বিয়ের কাগজপত্রের অনুলিপি পৌঁছে দেয়া হবে আপনার কাছে, আশা করি সেগুলো পড়লে বিস্তারিত জানতে পারবেন। কাজেই, খ্রিস্টান ধর্মে যদি বিশ্বাসী হন, আমার জন্য এখন আরেকজন বর খোঁজার কোনো দরকার আপনার আছে বলে মনে করি না। একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কেউ বা কোনো ঘটনা আমার স্বামীর কাছ থেকে আমাকে আলাদা করতে পারবে না বলে আমার বিশ্বাস। বেশ কিছু অধিকারের কথা বলেছেন আপনি, কিন্তু আমি মনে করি না আমার উপর, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আমার জমির উপর অথবা আমার লোকজনের উপর প্রকৃতপক্ষে আপনার কোনো অধিকার আছে এবং কোনো কালে ছিল।

আপনার অনুগত
সিসিলি হারফ্লিট।

একটা খামে ভরে সিল করা হলো চিঠিটা, তারপর ধরিয়ে দেয়া হলো বাইরে অপেক্ষমাণ ফাদার মল্ডনের দূতের হাতে। চিঠিটা নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব যথাস্থানে রওয়ানা করল সে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে লোকটাকে চলে যেতে দেখল ওরা তিন জন। 'এবার,' সিসিলির দিকে তাকিয়ে বলল ক্রিস্টোফার, 'আমার মনে হয় আমাদেরও যত জলদি সম্ভব রওনা হয়ে যাওয়া উচিত। ফাদার মল্ডন ধূর্ত লোক; যে-উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছেন তিনি তোমার কাছে, তোমার চিঠি পেয়ে তার সেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। সুতরাং স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সোজা কথায় ঘি তোলার জন্য তিনি যে আঙুল বাঁকা করবেন তাতে আর সন্দেহ কী!'

'আমারও তা-ই মনে হয়,' বললেন এমলিন। 'আপনারা দু'জন গোছগাছ সেরে ফেলুন, তারপর খেয়ে নিন। আমি বাইরে গিয়ে দেখি ঘোড়া প্রস্তুত করা হয়েছে কি না।'

এক ঘণ্টা পর। তিনটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে ক্র্যানওয়েল টাওয়ারের সদর দরজার বাইরে। সঙ্গে আরও চার জন ঘোড়সওয়ার। এদের সবার কাছে অস্ত্র আছে। বেশ জোরেসোরেই তুষার পড়ছে; খোলা দরজা দিয়ে ওই লোকগুলোকে দেখেই হোক অথবা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণেই হোক, কেঁপে উঠল সিসিলি।

'অদ্ভুত এক মধুচন্দ্রিমায় যাচ্ছি আমরা,' মন্তব্য করল ক্রিস্টোফার, ওর কণ্ঠে অস্বস্তি।

'তারপরও, বড় কথা হচ্ছে যেখানেই যাই একসঙ্গে যাচ্ছি,' হাসার চেষ্টা করল সিসিলি, কিন্তু হাসিটা ফুটল না ওর ঠোঁটে। 'তবে,' খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল সে, 'আমি যদি ছেলে হতাম তা হলে যত বিপদই হোক না কেন, এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার আগে খুঁজে বের করতাম বাবার লাশটা, তাঁর দাফনের ব্যবস্থা করতাম। কে জানে, জঙ্গলের ভিতরে কোথায় না কোথায়—তুষারের উপর হয়তো অর্ধগলিত অবস্থায় তাঁর মরদেহ পড়ে আছে মৃত শিয়ালের মতো।'

'আর আমার বাবাকে যদি কেউ হত্যা করত ওভাবে,' দাঁতে দাঁত পিষল ক্রিস্টোফার, 'তা হলে খুনিদেরকে দাফন করার ব্যবস্থা করতাম যত জলদি সম্ভব। ঈশ্বরের নামে শপথ করছি সিসিলি, তোমার বাবার খুনিদের বেলায়ও ওই একই কাজ করবো আমি, তবে আগে তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিশোধের ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করি না দেখে ভেবো না কোনো মাথাব্যথা নেই আমার, বরং আমার মাথাব্যথা তোমার চেয়ে কোনো অংশে কম না; কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এমন একটা সময় যাচ্ছে যখন বিয়ে, খুনিদের কবল থেকে পালানো এবং বদলা নেয়া—পরস্পর অসামাঞ্জস্যপূর্ণ এ-রকম বেশ কিছু কাজ করতে হচ্ছে আমাদেরকে। ...চলো, রওনা হয়ে যাই। লণ্ডনে গিয়ে দেখি বন্ধু আর ন্যায়বিচার পাওয়া যায় কি না।'

এরপর, পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলল সে বাড়ির চাকরদেরকে। ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করল সিসিলিকে। তারপর কালবিলম্ব না-করে, ভারী তুষারপাত উপেক্ষা করে রওয়ানা হয়ে গেল লণ্ডনের পথে।

ব্লসহোমের মূল সড়ক ছেড়ে অন্য একটা গ্রাম্য রাস্তা ধরে এগোচ্ছে ওরা, যাতে অ্যাবি থেকে দূরে থাকা যায়। ক্র্যানওয়েল থেকে মাইল তিনেক যাওয়ার পর হঠাৎ করেই দেখা হলো লম্বা একটা লোকের সঙ্গে। ভেড়ার চামড়া দিয়ে বানানো বিশাল এক কোট পরে আছে সে, কোটের পিঠের দিক থেকে হুড তুলে দিয়ে সন্ন্যাসীদের মতো ঢেকে রেখেছে মাথাটা। হাতে বেশ মোটা কিছু একটা, কী বোঝা যাচ্ছে না দূর থেকে।

বলতে গেলে লাফিয়ে এসে দাঁড়াল সে ক্রিস্টোফারদের ছোট্ট কাফেলাটার সামনে, পথ রোধ করে দিল।

কোমরে-ঝোলানো তরবারির বাঁটে হাত রাখল ক্রিস্টোফার। 'কে তুমি?'

'মাথার হুডটা ফেলে দিলেই চিনতে পারবেন আমাকে,' শোনা গেল ভারী কণ্ঠের জবাব। 'তবে নাম জানতে চাইলে বলি—আমি থমাস বোল, ব্লসহোম অ্যাবির মেষপালক।'

'আচ্ছা। কণ্ঠ শুনে চিনতে পারছি তোমাকে। তা, কী চাই তোমার? এভাবে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছ কেন?'

'এক পাল ভেড়া চড়াতে এসেছিলাম কাছেই। তুষারপাতে দিক ভুলে গিয়ে কিছু ভেড়া চলে গেছে জঙ্গলের দিকে, ওগুলোকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি। দূর থেকে দেখে চিনতে পেরেছি আপনাকে, স্যর ক্রিস্টোফার, এবং আপনার সফরসঙ্গী আমার পুরনো এক বন্ধুকে,' ইঙ্গিতে এমলিনকে দেখাল সে, ওর দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সিসিলির পালক-মা, 'জানি যে-কাজে যাচ্ছেন আপনারা তা বিপজ্জনক, ওই কাজে যাওয়ার আগে আমার সেই বন্ধু কিছু বলে যেতে চান কি না জানতে চাই।'

অসহিষ্ণু দৃষ্টিতে এমলিনের দিকে তাকাল ক্রিস্টোফার। থমাস বোলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে বেশ কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট হবে এখন। ঝুঁকিটা নিতে চাইছে না সে। কিন্তু এমলিনের ভাবভঙ্গি অন্যরকম। তিনি বললেন, 'আপনারা এগিয়ে যান। ওর সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে ফিরে আসছি আমি।'

থমাস বোলকে নিয়ে একপাশে সরে গেলেন তিনি। বাকিরা চলতে লাগল আগের মতোই।

কিছুক্ষণ পর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেল সিসিলি, রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে থমাস বোল, আর এমলিনকে পিঠে নিয়ে তাঁর ঘোড়াটা দুলকি চালে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। 'থামুন, স্যর ক্রিস্টোফার,' চিৎকার করে ডাকলেন তিনি, 'কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

সুতরাং থামতে বাধ্য হলো সবাই। ঘোড়া হাঁটিয়ে ক্রিস্টোফারের দিকে এগিয়ে গেলেন এমলিন।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল ক্রিস্টোফার।

'চাকর আর ভাড়াটে সৈন্যসহ প্রায় চল্লিশজন সশস্ত্র লোক নিয়ে ব্লসহোম জঙ্গলের ভিতরে ঘাপটি মেরে আছেন ফাদার মল্ডন। যে-কোনোভাবেই হোক জানতে পেরেছে সে লণ্ডনে যাচ্ছি আমরা, অথবা হয়তো অনুমান করেছে। সিসিলিকে ছিনিয়ে নিতে চান তিনি।'

ঘাড় ঘুরিয়ে সামনে তাকাল ক্রিস্টোফার। প্রায় সিকি মাইল দূরে ব্লসহোম জঙ্গলের সীমানা শুরু হয়েছে। একটা ঢালের উপর দাঁড়িয়ে আছে ওরা, এ-কারণে এই তুষারপাতের মধ্যেও দূরে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু ভালোমতো তাকিয়েও কাউকে নজরে পড়ল না ক্রিস্টোফারের। আবার ঘাড় ঘুরাল সে এমলিনের দিকে। 'কই, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না?' সঙ্গে-আসা চার জন লোকের মধ্যে দু'জনকে ডাকল সে। 'আমরা দাঁড়াচ্ছি এখানেই। তোমরা এগিয়ে যাও। জঙ্গলের ভিতরে কেউ আছে কি

না দেখো। তারপর ফিরে এসে জানাও আমাকে।'

চলে গেল লোক দু'জন। ক্রিস্টোফাররা দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়। কেউ কোনো কথা বলছে না। উদ্বিগ্নতায় ভুগছে সবাই। আরও বেড়েছে তুষারপাত, দূরে দেখা যাচ্ছে না ঠিকমতো।

যে-দু'জন গেছে তারা ফিরে আসার আগেই, শোনা গেল আলগা তুষারের উপর অনেকগুলো ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। তারপর অনেকটা হঠাৎ করেই হাজির হলো ওই দুই লোক, ঘোড়া দাবড়াতে দাবড়াতে চেঁচাচ্ছে ওরা গলা ফাটিয়ে, 'ফাদার তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে আমাদেরকে ধাওয়া করেছেন। যত জলদি সম্ভব ক্র্যানওয়েলে ফিরে যেতে হবে। তা না হলে কপালে খারাবি আছে আমাদের।'

মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ক্রিস্টোফার। ফাদার মল্ডন আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের ফাঁকি দিয়ে বা পরাস্ত করে কোনোভাবেই এগোনো যাবে না মাত্র চার জন লোক আর দু'জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে। ফিরে যাওয়ার আদেশ দিল সে সবাইকে।

ঘুরল ওরা, ঘোড়া ছুটাল যত জোরে সম্ভব। তখনই, দু'শ' গজ মতো দূরে, ফাদার মল্ডনের বাহিনির প্রথম ঘোড়সওয়ারের দেখা পাওয়া গেল। ঘোড়া দাবড়িয়ে উঠে আসছে লোকটা ঢাল বেয়ে।

শুরু হলো ধাওয়া।

ক্রিস্টোফারদের ঘোড়াগুলো শক্তিশালী গড়নের, তবে একটাই সমস্যা—একটানা দৌড়ানোর ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে এতক্ষণ ধরে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে প্রায় অসাড় হয়ে গেছে ফাদার মল্ডনের বাহিনির বেশিরভাগ ঘোড়ার শরীর। তাই তেমন জোরে ছুটতে পারছে না সেগুলো। ক্র্যানওয়েল টাওয়ারটা যখন নজরে পড়ল ক্রিস্টোফারদের, ততক্ষণে দু'শ' গজের মতো দূরত্বটা কমে দাঁড়িয়েছে নব্বই গজের মতো। কিছুক্ষণের মধ্যে এই দূরত্বটা বেড়ে গেল আরও, কারণ পরিচিত

রাস্তায় ফিরতে পেরে এবং ক্র্যানওয়েলের আস্তাবলটা দূর থেকে দেখতে পেয়ে বেড়ে গেছে ক্রিস্টোফারদের ঘোড়াগুলোর গতি। টাওয়ারের চাকররা দূর থেকে দেখেই মোটামুটি বুঝে গেল ঘটনা কী, তাড়াহুড়ো করে টানাসেতু নামিয়ে দিল। কিন্তু গড়খাই থেকে যখন মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে আছে ওরা তখন ঘটল দুর্ঘটনাটা।

ছুটন্ত অবস্থাতেই কীসের সঙ্গে যেন হোঁচট খেল সিসিলির ঘোড়া। আচমকা থেমে দাঁড়িয়ে তাল সামলানোর চেষ্টা করল জন্তুটা, ফল হলো উল্টো। আলগা তুষারের উপর পিছলে গেল সেটার পা, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

বিপদ টের পেয়ে স্যাডলের উপর থেকে শেষমুহূর্তে লাফ দিয়েছে সিসিলি, উড়ে গিয়ে পুরু তুষারের উপর পড়েছে বলে তেমন একটা ব্যথা পায়নি। বাকিদেরকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে সবার পিছনে আসছিল ক্রিস্টোফার, সিসিলির দুরবস্থা দেখে রাশ টেনে ঘোড়ার গতি কমাল সে, তারপর এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে। ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে সিসিলি, কাঁপছে ভয়ে। ওর দিকে শক্তিশালী, লম্বা হাত বাড়িয়ে দিল ক্রিস্টোফার স্যাডলে বসেই, এক হাত দিয়েই জড়িয়ে ধরে তুলে নিল স্যাডলে, বসিয়ে দিল ওর সামনে।

ফাদার মন্ডনের চ্যালারা পিছন থেকে চিৎকার করে উঠল এমন সময়, 'ধর্, ধর্! এই সুযোগ!'

আবার ঘোড়া ছোটাল ক্রিস্টোফার। জন্তুটার পিঠে এখন একজনের বদলে দু'জন সওয়ারী, তাই গতি আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে, তারপরও যত দ্রুত সম্ভব দৌড়াচ্ছে টানাসেতুটার দিকে।

কেউ কোনো ক্ষতি করার আগেই, টানাসেতুটা পার হলো দু'জনে, পৌঁছে গেল ওপারে।

'তোলো!' ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে ক্রিস্টোফার, 'শিকল ধরে টেনে উপরে তুলে ফেলো সেতুটা!'

সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠতে শুরু করল সেতুটা। কিন্তু ফাদার মন্ডনের পাঁচ-ছ'জন চ্যালা আগেই পৌঁছে গেছে সেতুটার কাছে, ঘোড়া থেকে নেমে লাফিয়ে পড়েছে ওরা সেতুর উপর, দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে সেতুর প্রান্তভাগ। ধরে ঝুলেই আছে লোকগুলো, যাতে ওদের ভারে আর উপরে তোলা না-যায় সেতুটা। মাটি থেকে ছ'ফুটের মতো উঠার পর এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে সেতুটা, এতজন লোকের ভারে সত্যিই আর তোলা যাচ্ছে না সেটা।

স্যাডল থেকে লাফিয়ে নামল ক্রিস্টোফার। থাবা দিয়ে ধনুক আর তীর নিল পাশেই দাঁড়িয়ে-থাকা এক চাকরের হাত থেকে। ধনুকে তীর পরাল, টানল ছিলা, তবে তীর মারার আগে সেতু-ধরে-ঝুলন্ত লোকগুলোকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বলল, 'সময় আছে এখনও, সেতু ছেড়ে দাও সবাই। তা না হলে মরবে।'

কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে এত সহজে রণেভঙ্গ দেবে না ওরা। আগের জায়গাতেই ঝুলে আছে লোকগুলো, একজন ঘাড় ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে বাকিদেরকে। ইতোমধ্যে আরও কাছে এসে গেছে বাকিরা, কয়েকজন ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে আসছে সেতুটার দিকে।

এই লোকগুলো সেতুর কাছে পৌঁছাতে পারলে কী হবে তা ক্রিস্টোফার কেন, একটা বাচ্চাছেলেও বুঝতে পারবে। সুতরাং আর দেরি করল না সে, নিশানা করে তীর মারল। এত কাছ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয়, এবং হলোও না। যে-লোক চেঁচিয়ে ডাকছিল বাকিদেরকে, তার গলা ভেদ করে ঢুকে গেল তীর। সেতুর প্রান্ত থেকে আলগা হয়ে গেল ওর হাত, গাছ থেকে পাতা যেভাবে ঝরে পড়ে সেভাবে পড়ল সে গড়খাইয়ের তুষারে-ঢাকা হিমশীতল পানিতে। ধনুকে আবারও তীর পরাল ক্রিস্টোফার, আবারও নিশানা করে মারল সেটা। এবার ঝুলন্ত আরেক লোকের হাতে গিয়ে ঢুকল তীর, ব্যথায় গলা ফাটিয়ে

চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, গড়খাইয়ের হিমশীতল পানিতে গিয়ে পড়ল সে-ও। নিয়তির পরিহাস—সাঁতার জানা না-থাকায় ডুবে গেল এবং আর ভেসে উঠল না, কোনোদিন উঠবেও না।

ক্রিস্টেফারের মতো তীরন্দাজের সামনে সেতু ধরে ঝুলে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বুঝতে পেরেছে বাকিরা, লাফিয়ে নামল ওরা গড়খাইয়ের অপর পাড়ে।

ওজন হালকা হয়ে গেছে, এবার সেতুটা তুলে নিতে সমস্যা নেই। ফাদার মন্ডনের বাহিনী পৌঁছানোর আগেই ওদের নাগালের বাইরে চলে গেল সেতুটা।

গড়খাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সিসিলি। যে দু'জন মারা গেছে তারা বেঁচে ছিল একটু আগেও। ক্রিস্টোফারের দিকে তাকাল মেয়েটা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'শুরু হলো। আর কতজনকে যে মরতে হবে কে জানে!'

'খুনের বদলে খুন,' বলল ক্রিস্টোফার, 'এটাই পৃথিবীর নিয়ম। ...চলো, বাড়ির ভিতরে যাই। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ না। ওদের কাছেও তীর-ধনুক থাকতে পারে।'

বাড়ির ভিতরে এসে হঠাৎ করেই কান্নায় ভেঙে পড়ল সিসিলি। কাঁদতে কাঁদতেই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে, দরজা লাগিয়ে দিল।

ক্রিস্টোফার তখন দাঁড়িয়ে আছে সদর দরজার কাছে। দেখছে ওই পাড়ে জড়ো-হওয়া শত্রুদেরকে। শলা-পরামর্শ করছে ওরা নিজেদের মধ্যে, এত দূর থেকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না কাউকে।

তবে কোনো একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই, কারণ তিনজন লোককে দেখা যাচ্ছে আলাদা হয়ে গেছে সবার কাছ থেকে, গড়খাইয়ের দিকে এগিয়ে আসছে ওরা, একজনের হাতে সাদা পতাকা। তার মানে ফাদার মন্ডন কি যুদ্ধ নয়, আলোচনা করতে চান?

আগে বাড়ল ক্রিস্টোফারও। পিছনে মচমচ শব্দ শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। এমলিনও আসছেন ওর পিছন পিছন। গড়খাইয়ের এ-পাড়ে প্রায় এক মানুষ সমান উঁচু দেয়াল, একদিকে বানানো আছে দুর্গকূট। সেদিকে গিয়ে দাঁড়াল সে, যাতে তীর মেরে বা অন্য কোনো কৌশলে ওকে আহত করতে না-পারে শত্রুরা। ওদিকে দেয়ালের কাছে পৌঁছে হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে বসে পড়েছেন এমলিন। দু'পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা যা হবে তার সবই শুনতে পারবেন তিনি, কিন্তু ও-পাড়ে দাঁড়িয়ে-থাকা কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না।

গড়খাইয়ের প্রান্তে এসে থামল ওই তিনজন লোক। যার হাতে সাদা পতাকা, মাথা থেকে হুড সরাল সে। ফাদার মন্ডন স্বয়ং! তাঁর কালো দুই চোখ যেন জ্বলছে, রাগে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা।

দুর্গকূটের প্যারাপেটের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল ক্রিস্টোফার। চেঁচিয়ে বলল, 'আমার এলাকায়, এত জন সশস্ত্র লোক নিয়ে আমার রাস্তা আটকে দিয়ে আমার যাতায়াত বন্ধ করার মানে কী, ফাদার? কেন আমার পিছু ধাওয়া করছেন আপনি? কেন আপনার লোকেরা হামলা করতে চায় আমার উপর?'

'আমার দু'জন লোককে কেন খুন করলে তুমি, ক্রিস্টোফার হারফ্লিট?' ফাদার মন্ডনও চেঁচাচ্ছেন। 'জানো না, খুনের একমাত্র বদলা খুন? ওদেরকে হত্যা করেছ তুমি, এখন আমিও ইচ্ছা করলে তোমাকে হত্যা করার আদেশ দিতে পারি।'

'খুনের বদলা খুন বলেই ওই দু'জনকে হত্যা করেছি।'

'মানে?'

'মানেটা খুব সহজ। ওই দু'জন গত রাতে খুন করেছে স্যর জনকে। যেহেতু তাঁর কোনো ছেলে নেই, তাই আমিই শোধ নিলাম।'

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছে ক্রিস্টোফার, কিন্তু ফাদার মন্ডনের

চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ঠিক জায়গাতেই গিয়ে লেগেছে ঢিলটা। মুখ হাঁ হয়ে গেছে তাঁর, কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে কী যেন বললেন বিড়বিড় করে, এত দূর থেকে শোনা গেল না।

'তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না,' নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন তিনি, 'স্যর জন আমার বন্ধু এবং প্রতিবেশী। কীভাবে মারা গেছেন তিনি, কে মারল তাঁকে সে-ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা নেই আমার। তবে যা-ই হোক না কেন, ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা তিনি যেন স্যর জনের আত্মাকে শান্তি দেন। ...আমার লোকরা কেন তোমার পিছু ধাওয়া করছে জিজ্ঞেস করছিলে না? ওরা কাজটা করছে কারণ তুমি একটা লম্পট। প্রথমে জোর করে কব্জা করেছ স্যর জনের অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েটাকে, তারপর নিজের প্রভাব খাটিয়ে স্থানীয় লোকদের সহায়তায় জোর করে বিয়ে করেছ অসহায় মেয়েটাকে। ওর ইজ্জত লুটেছ—যা খুনের চেয়েও জঘন্য কাজ।'

'না, ওর সম্মতিক্রমেই ওকে বিয়ে করেছি আমি, নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছি ওকে। ঈশ্বরের ইচ্ছা না-থাকলে ঘটত না ঘটনাটা, আর মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু আলাদা করতে পারবে না আমাদেরকে।'

'মৃত্যু?' বলে চুপ করে থেকে ক্রিস্টোফারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ফাদার মল্ডন, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'কে কখন কীভাবে মরবে তা কেউই জানে না, কোনোদিন জানবেও না।' হাত তুলে গড়খাইয়ের দিকে ইশারা করলেন তিনি। 'আমার যে দু'জন লোক ডুবে গেছে সেখানে ওরা কি জানত ওদের মৃত্যু ওভাবে হবে? যা-হোক, কাজের কথায় আসি। আমি শান্তিপ্রিয় লোক, ঝামেলা পছন্দ করি না। আমার দু'জন লোককে খুন করেছ তুমি, সে-ব্যাপারে কী করা যায় দেখবো পরে। আপাতত সিসিলি ফোটরেলকে...'

'ভুল বললেন,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ক্রিস্টোফার, 'নামটা

সিসিলি হারফ্লিট।'

'সিসিলি ফোটরেলকে আমার হাতে তুলে দাও,' ক্রিস্টোফারের কথা যেন শুনতেই পাননি ফাদার, 'কথা দিচ্ছি, আমি থাকতে ওর কোনো ক্ষতি হবে না। এবং রাজা বা ভিকার-জেনারেল বা রাজদরবার ওর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত না-দেয়া পর্যন্ত ওর জন্য স্বামী হিসেবে কাউকে নির্বাচিতও করবো না। আশা করি আমার সব কথা শোনার পর মাননীয় রাজদরবার তোমার এই বিয়েকে জবরদস্তিমূলক, প্রতারণাপূর্ণ এবং ভুয়া হিসেবে ঘোষণা করবে। আরও কথা দিচ্ছি, আজ যে-জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটালে তুমি সে-ব্যাপারে বিচার জানাবো না কারও কাছে, বরং আমি যদি বিবেচনা করে দেখি নিজেকে বাঁচানোর জন্য করেছ তুমি কাজটা তা হলে তোমাকে ক্ষমাও করে দিতে পারি। নিশ্চয়ই জানো, আমার এক চিঠিতেই তোমার সব বাহাদুরি শেষ হয়ে যাবে।'

'মানে?'

'মানেটা খুব সহজ। এই খুনের বিবরণ দিয়ে জায়গামতো শুধু একটা চিঠি লিখতে হবে আমাকে। তোমাকে ধরার জন্য রাজার সৈন্যরা ছুটে আসবে সঙ্গে সঙ্গে। ধরতে পারলে বিচারে কী রায় হবে তা তোমার অনুমান করতে পারার কথা—ফাঁসি। যদি কথা আর না-বাড়িয়ে সিসিলি ফোটরেলকে তুলে দাও আমার হাতে তা হলে নিহত দু'জন লোকের পরিবারকেও আমি সামলাবো, ওদেরকে বলবো ব্যাপারটা আসলে নিছক একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু না, এমনকী যদি তুমি চাও তো ওদের পরিবারকে কিছু ক্ষতিপূরণও দিতে পারি। ...যা বলার বললাম, এবার তোমার কিছু বলার থাকলে বলতে পারো।'

'আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে কী হবে?'

'তা হলে আমার ক্ষমতাবলে, আমার ক্ষমতা কত তা নিশ্চয়ই জানো, জোর করে তুলে নিয়ে যাবো মেয়েটাকে। তুমি যদি বাধা

দিতে চাও তা হলে তোমার যে-কোনো ক্ষতির জন্য আমি দায়ী থাকবো না।'

এতক্ষণ ফাদার মন্ডনের আস্ফালন সহ্য করতে কষ্ট হয়েছে ক্রিস্টোফারের, এবার আর পারল না সে, রাগে ফেটে পড়ল। 'তুই আমাকে হুমকি দিচ্ছিস? তুই একজন ইংরেজকে হুমকি দিচ্ছিস? ভণ্ড যাজক কোথাকার, বিদেশি গুপ্তচর কোথাকার আমাকে হুমকি দেয়ার তুই কে? সবাই জানে স্পেন থেকে এসেছিস তুই, স্পেনের রাজার টাকা খেয়ে খেয়ে আজ এই অবস্থা তোর, ওদের কাছে ইংল্যাণ্ডের রাজদরবারের গোপন খবর পাচার করাই তোর কাজ আর আমাদের রাজার বিরুদ্ধে যেভাবেই হোক একটা বিদ্রোহ ঘটানোই তোর উদ্দেশ্য। তোর মতো যাজকরা তো আসলে সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য কলঙ্ক। ...যদি জিজ্ঞেস করি স্যর জন ফোটরেলকে কেন খুন করা হলো তা হলে কী জবাব দিবি তুই? কারণ রাজদরবারে তোর সব অপকর্মের কথা ফাঁস করে দেয়ার জন্য লণ্ডন যাচ্ছিলেন তিনি। ধর্মের দোহাই দিয়ে আমার বউকে তুলে নিয়ে গিয়ে তোর অ্যাবির কারাকক্ষে কেন আটকাতে চাস? কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে যেসব জায়গাজমি পাওয়ার কথা ওর সেগুলোর উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে তোর, ওগুলো দখল করে বেচে আরও টাকা কামাই করতে চাস যাতে আরও বিলাসী জীবন যাপন করতে পারিস। স্পেনের রাজার টাকা খরচ করে রাজদরবারে বন্ধু কিনেছিস তুই, ভাবছিস যতই অপকর্ম করিস না কেন তোর পক্ষেই সাফাই গাইবে তোর বন্ধুরা? হ্যাঁ, কাজটা করবে ওরা, তবে সবসময়ের জন্য না; তোর এই নীতিহীন বন্ধুরাই তোর টুঁটি চেপে ধরবে সবার আগে, যেদিন সুযোগ পাবে সেদিন। তুই যে-রকম ভাবিস—সবাই কানা আর বয়রা, আসলে সে-রকম না। ...আমার বউকে নিয়ে যেতে এসেছিস তো, আয় দেখি কত মুরোদ তোর।'

নিশ্চল দাঁড়িয়ে ক্রিস্টোফারের ভাষণ শুনলেন ফাদার মন্ডন।

রাগে কালো হয়ে গেছে তাঁর চেহারা। বীভৎস কোনো মূর্তির মতো দেখাচ্ছে তাঁকে। উত্তেজনায় তাঁর কপালের শিরাগুলো লাফাচ্ছে, মনে হচ্ছে ছিঁড়ে যাবে এখনই। এত দূর থেকেও এসব দেখতে পাচ্ছে ক্রিস্টোফার।

পাশে-দাঁড়ানো দুই চাকরকে নিচু গলায় কী যেন বললেন ফাদার মল্ডন। সঙ্গে সঙ্গে হাতের ক্রসবৌ উঁচু করল ওরা, নিশানা করেই তীর মারল। একজনের তীর ক্রিস্টোফারের কাছ দিয়েও গেল না, বরং অনেক দূর দিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল বাড়ির দেয়ালের গায়ে। আরেকজনের তীর, হয়তো কাকতালীয়ভাবেই, দুর্গকূটের ফোকর দিয়ে ঢুকে আঘাত করল ক্রিস্টোফারের বুকে। কিন্তু মজবুত বর্ম পরে থাকার কারণে বেঁচে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের তীর-ধনুক হাতে নিল ক্রিস্টোফার। ওর নিশানা কেমন তা ইতোমধ্যেই জেনে গেছে ফাদার মল্ডনের লোকরা, তাই ওকে ধনুক হাতে নিতে দেখে ঘোড়া ঘুরিয়ে পালাল ওই দু'জন।

ততক্ষণে ধনুকে তীর পরিয়ে ফেলেছে ক্রিস্টোফার, নিশানা করেছে ফাদার মল্ডনের বুক বরাবর।

'মারুন, এক মুহূর্তও দেরি করবেন না,' প্যারাপেটের আড়ালে বসে-থাকা এমলিন পরামর্শ দিলেন নিচু কণ্ঠে, 'এই সুযোগ আর পাবেন না।'

কিন্তু খুনের নেশা, ফাদার মল্ডন বা তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদেরকে যে-রকম পেয়ে বসেছে ক্রিস্টোফারের সে-রকম হয়নি। এক মুহূর্ত ভাবল সে, তারপর চিৎকার করে বলল, 'ভণ্ড ফাদার, শোন্! তোর সঙ্গে বলার মতো আরও কথা আছে আমার।'

কিন্তু ওর কথা পাত্তা দিলেন না ফাদর, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন তিনি।

'থাম্ বলছি!' আবারও চেঁচাল ক্রিস্টোফার। 'তা না হলে তোর ঘোড়াটা মরবে আগে, তারপর তুই।'

মুখ তুলে একবার মাত্র ক্রিস্টোফারের দিকে তাকালেন

ফাদার, তারপর আবার টান দিলেন লাগামে।

তীর মারল ক্রিস্টোফার।

ওর নিশানা এক চুল এদিক-ওদিক হলো না। ঘোড়ার ঘাড়ে গিয়ে ঢুকল তীর, কশেরুকা ভেঙে গিয়ে কেটে গেল স্নায়ুরজ্জু। দাঁড়ানো অবস্থাতেই মারা গেল জন্তুটা, তারপর মাংসের বিরাট এক স্তূপের মতো আছড়ে পড়ল মাটিতে। তুষারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ফাদার মন্ডন।

'এবার মন্ডন,' আবারও চেঁচাতে হলো ক্রিস্টোফারকে, 'আমার কথা শুনবি নাকি পরপারে পাঠাতে হবে তোকে? তোর যদি জানা না-থাকে তা হলে বলে দিই, ছেলেরা যে-বয়সে স্কুলে যায় সে-বয়স থেকে তীর চালাই আমি, কাজেই আমার দক্ষতার ব্যাপারে যদি কোনো সন্দেহ থাকে তোর তা হলে যে-কোনো একটা হাত উঁচু কর্, তোর দুই আঙুলের মাঝখান দিয়ে যদি তীর পার করতে না-পেরেছি তো আমার নাম ক্রিস্টোফার হারফ্লিট না।'

কাঁপছেন মন্ডন—ভয়ে, না অন্য কোনো কারণে বোঝা যাচ্ছে না। তবে অক্ষত আছেন তিনি। উঠে দাঁড়ালেন, মৃত ঘোড়াটাকে দেখলেন। তারপর ক্রিস্টোফারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলো কী বলতে চাও।'

'মিনিটখানেক আগে আমাকে খুন করার আদেশ দিলি তোর দুই চ্যালাকে, দেখে বোঝা গেল কেমন শান্তিপ্রিয় লোক তুই,' ক্রিস্টোফারের কণ্ঠে খাঁটি ব্যঙ্গ। 'গায়ে বর্ম না-থাকলে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেতে হতো আমাকে। এবার তোর জীবন আমার হাতে। ...তোর কয়েকজন চ্যালাকে দেখা যাচ্ছে ছুটে আসছে, বোধহয় তেলেসমাতি কিছু একটা দেখিয়ে বীর সাজতে চায় তোর কাছে। ওদেরকে কাছে আসতে মানা কর্। তা না হলে...'

নিষেধ করলেন মন্ডন, ছুটন্ত লোকগুলো দৌড়ানো বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'তোর বুকের উপর একটা ক্রস ঝুলছে,' বলে চলল ক্রিস্টোফার, 'ওটা তোর ডান হাতে নে। তারপর আমি যা যা বলি আমার সঙ্গে সঙ্গে বল্।'

আদেশ পালন করলেন মন্ডন।

'বল্—আমি ক্লেমেণ্ট মন্ডন, ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষ, ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে শপথ করে বলছি: ক্রিস্টোফার হারফ্লিটের বৈধ স্ত্রী সিসিলি ফোটরেল, ওরফে সিসিলি হারফ্লিটের উপর আমার কোনো অধিকার নেই। ওই মেয়ে বা ওর বাবা স্যর জন ফোটরেল বা ওর মা ডেইম ফোটরেলের কোনো জমি বা জিনিসপত্রের উপর আমার কোনো দাবি নেই। সিসিলি হারফ্লিট বা ওর স্বামী ক্রিস্টোফার হারফ্লিটের বিরুদ্ধে পৃথিবীর কোনো আদালতে কোনোদিন কোনো মামলা করবো না, আমার দ্বারা অথবা আমার অনুগত কোনো লোকের দ্বারা কখনও ওদের কোনো ক্ষতি হবে না।'

'আমাকে শপথ করানোর অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন ফাদার, 'করবো না আমি শপথ।' গলা থেকে খুলে ক্রসটা মাটিতে ফেলে দিলেন তিনি।

'তা হলে তীর মারবো আমি,' জানিয়ে দিল ক্রিস্টোফার। 'ক্রসটা মাটি থেকে তুলে নে, তারপর যা যা বলেছি বল্।'

কিন্তু নড়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না মন্ডনের মধ্যে। বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। নিশানা করে তীর মারল ক্রিস্টোফার। সত্যিই সুদক্ষ তীরন্দাজ সে—মন্ডনের মাথা থেকে উড়ে গেল ফারের ক্যাপটা, বের হয়ে পড়ল তাঁর ক্ষুরে-চাঁছা চাঁদি।

'পরের তীরটা দু'ইঞ্চি নীচে দিয়ে যাবে। তোকে ভয় দেখানোর জন্য আর কোনো তীর অপচয় করার ইচ্ছা আমার নেই।'

মন্ডন দেখলেন কোনো উপায় নেই তাঁর। যতই রাগ দেখান

না কেন, অন্যদের মতোই জীবনকে ভালোবাসেন তিনি, হয়তো অনেকের চেয়ে বেশি। ধীরে ধীরে ঝুঁকলেন তিনি, তুষারের উপর থেকে তুলে নিলেন ক্রসটা। ঠোঁটে ছোঁয়ালেন সেটা, চুমু খেলেন। জোরালো কণ্ঠে বললেন, 'আমি শপথ করলাম।'

কিন্তু কী শপথ করলেন তিনি তা তি ·, আর ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ জানতে পারল না। জানতে পারলে বুঝতে পারত, এই লোক কত ভয়ঙ্কর, ছলনা করতে কত পারদর্শী।

'এবার কি আমি আমার কাজে ফিরে যেতে পারি, ক্রিস্টোফার হারফ্লিট?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'যা। তোর কাজের ব্যাপারে পরিষ্কার করে সব তো বলেই দিয়েছি। গিয়ে শুরু করে দে ওসব। শুধু একটা কথা মনে রাখিস—কাল আবার লণ্ডনের পথে রওনা হবো আমার স্ত্রীকে নিয়ে, কাল যেন আবার আমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকতে না-দেখি তোকে। আজ ছেড়ে দিলাম, কাল উনিশ-বিশ কিছু করলে সোজা খুন করবো।'

দশ-পনেরো হাত দূরে উড়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে গেঁথে আছে ক্যাপটা, সেদিকে এগিয়ে গেলেন মল্ডন। ক্যাপটা তুলে নিয়ে বের করলেন তীরটা, তারপর তীর নিজের কাছে রেখে ক্যাপ পরলেন মাথায়। কাউকে কিছু বললেন না, কোনো দিকে তাকালেনও না; অতিরিক্ত সওয়ারী হিসেবে উঠে বসলেন আরেকজনের ঘোড়ার পিঠে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাল বেয়ে ব্লসহোমের পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সবাইকে নিয়ে।

'যত বড় শয়তানই হোক,' পাশে-দাঁড়ানো এমলিনকে উদ্দেশ্য করে বলল ক্রিস্টোফার, 'ক্রস হাতে নিয়ে শপথ করেছে লোকটা, আমার মনে হয় না ওই শপথ ভাঙার সাহস হবে ওর। ...আপনি কী বলেন?'

কাষ্ঠ হাসি হাসলেন এমলিন। 'আমি কী বলি শুনতে চান? আমি বলি, আপনি সহজ-সরল একটা মানুষ, স্যর ক্রিস্টোফার।

যতটা সহজ-সরল বলে মনে করেছিলাম আপনাকে তার চেয়েও বেশি।' হাত-পা ঝাড়া দিলেন এমলিন, এতক্ষণ একভাবে বসে থাকতে থাকতে ব্যথা হয়ে গেছে। 'বাঁচার জন্য শুধু উচ্চারণ করেছেন ফাদার—শপথ করলাম। কিন্তু কী শপথ করেছেন তিনি তা কি জানতে পেরেছি আমরা কেউ? ...কেন, আমি কি তখন বলিনি তীর মেরে তাঁকে খুন করতে? কাজটা করলে কী ক্ষতি হতো আপনার? রাজার সৈন্যরা আসত আপনাকে ধরতে? তা হলে তো আরও ভালো হতো—লণ্ডন থেকে এত দূরে অন্তত বিনা বিচারে এভাবে অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে হতো না আমাদেরকে। ভেবে দেখুন, ফাদারকে হারালে ওর সাঙ্গপাঙ্গরা নেতৃত্বশূন্য হয়ে যেত, তখন ওদের অনেকেই হয়তো আপনাকে আর ঘাঁটানোর সাহস পেত না, পালিয়ে যেত। সবচেয়ে বড় কথা, আপনার এবং সিসিলির সবচেয়ে বড় শত্রুও শেষ হয়ে যেত। ...এ-রকম সুযোগ আর পাবেন কি না কে জানে! ...শয়তানটার কপালটা ফুটো না-করে ওর ক্যাপটা উড়িয়ে দেয়ার কী দরকার ছিল আপনার?'

'সে একজন যাজক, একটা অ্যাবির অধ্যক্ষ। আর আমি কোনো খুনি না, কোনো সেনাবাহিনীর সৈন্যও না যে, যাকে খুশি যখন খুশি হত্যা করতে পারবো।'

'কেন, ওর দু'জন লোককে যখন তীর মেরে হত্যা করলেন তখন কোথায় ছিল আপনার এই নীতি?'

'তখন একটা তাগিদ কাজ করছিল আমার ভিতরে। সেতুটা তুলতে না-পারলে সবাই মিলে এসে হাজির হতো টাওয়ারের ভিতরে, মেরে-কেটে শেষ করত আমাদেরকে। বাঁচার তাগিদে, এবং আপনাদেরকে বাঁচানোর তাগিদে ওই দুই লোককে খুন করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু মন্ডনের দিকে তীর নিশানা করার সময় আমার ভিতরে ওই তাগিদটা ছিল না, অন্তত অতটা তীব্রভাবে না। বোঝাতে পেরেছি?'

'তা হলে আমার কাছ থেকেও কিছু শুনুন, বোঝার চেষ্টা

করুন। যাওয়ার সময় আপনার তীর এবং নিজের ক্যাপটা নিয়ে গেছেন ফাদার। কেন জানেন? তাঁর বন্ধুদেরকে দেখানোর জন্য—তীর মেরে ওকে খুন করার চেষ্টা করেছিলেন আপনি, কিন্তু পারেননি, ওর ক্যাপ ফুটো করে বের হয়ে গেছে আপনার তীর। এখন এই ব্যাপারে আর কিছু বলে লাভ নেই, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। আপনার এই বাড়ি সুরক্ষিত করুন এখন, আজ না হোক কাল দলে আরও ভারী হয়ে আবার আসবেন ফাদার, হামলা করতে। বাড়ি থেকে এক পা-ও বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না দয়া করে, কারণ এই গড়খাই পার হলেই ধরে নেবেন মারা পড়েছেন আপনি।'

তিন ঘণ্টা পর, তীব্র তুষারপাত উপেক্ষা করে একজন নিরস্ত্র সন্ন্যাসী হাজির হলো ক্র্যানওয়েল টাওয়ারের কাছে। গড়খাইয়ের অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে এক টুকরো পাথরের সঙ্গে বাঁধল একটা চিঠি, তারপর পাথরের টুকরোটা ছুঁড়ে মারল এই পাড়ে। পাহারায় নিয়োজিত ছিল একজন চাকর, চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল সে সন্ন্যাসীর দিকে। কিন্তু ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে লোকটা।

ক্রিস্টোফার আর সিসিলির উপস্থিতিতে চিঠিটা খুললেন এমলিন। তারপর পড়তে শুরু করলেন:

'ক্রিস্টোফার হারফ্লিট, তুমি যদি ভেবে থাকো যা যা বলতে বলেছিলে আমাকে সেসব বলে ভালোমানুষির শপথ করেছি আমি তা হলে খুব বড় ভুল করেছ। কী শপথ করেছি তা কেবল আমি জানি, আর জানেন ঈশ্বর। জেনে রাখো, আমার দু'জন লোককে খুন করেছ এবং আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছ—এই মর্মে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি রাজদরবারে এবং এই কাউন্টির শেরিফ ও অন্য অফিসারদের কাছে। আমার হাত কোন্ পর্যন্ত বিস্তৃত তা জানা নেই তোমার, জানলে আমার সঙ্গে লাগতে

আসতে না। সিসিলি ফোটরেলের সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আমি দখল করবোই এবং মেয়েটাকেও নিয়ে আসবো ব্লসহোম অ্যাবিতে; কীভাবে করতে হবে কাজটা তা ভালোমতো জানা আছে আমার। এবং তোমার মরণও নিশ্চিত করবো। তোমার যেসব সাঙ্গপাঙ্গ আমার কাজে বাধা দেবে, সোজা কথায় তোমাকে সাহায্য করবে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে ওদের মরণও নিশ্চিত করা হবে, কথা দিলাম।

ক্লেমেণ্ট মন্ডন
অধ্যক্ষ, ব্লসহোম অ্যাবি।'

পাঁচ

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। এই এক সপ্তাহের প্রথম তিন দিন উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ঘটেনি ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে—ক্লেমেণ্ট মন্ডনের পক্ষ থেকে আর কোনো চিঠিও আসেনি, কোনোরকম হামলাও চালানো হয়নি। তবে টাওয়ারের অধিবাসীরা সবাই বুঝতে পেরেছে, অবরুদ্ধ করা হয়েছে ওদেরকে। ক্রিস্টোফারের চাকরদের কেউ কেউ টানাসেতু নামিয়ে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল দু'-একবার, কিছু দূর যেতে-না-যেতেই মন্ডনের চ্যালাদের ধাওয়া খেয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। লুকিয়ে থাকার জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করেছে এই দুর্বৃত্তরা—ব্লসহোমের কবরস্থান অথবা গ্রামের পরিত্যক্ত কোনো কটেজ।

টানা কয়েকদিন ধরে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার কারণে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে। বিয়ার শেষ হয়ে গেছে। খাওয়ার পানির সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তাই পানি যতটুকু পারে কম করে খাচ্ছে ওরা সবাই। জ্বালানিকাঠও বলতে গেলে নেই, কারণ টাওয়ার থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরের এক খামারবাড়িতে মজুদ করা ছিল সব কাঠ, অবরোধের দ্বিতীয় দিন কে বা কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ওই খামারবাড়িতে, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সব। বেশ কিছু গরুছাগল আর ঘোড়াও ছিল ওখানে, আগুন দেয়ার আগে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেগুলোকে—কোথায়, জানে না কেউ।

শুধু রান্নাঘরে আগুন জ্বালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওরা, তাও আবার যতটা সম্ভব ছোট করে। কিন্তু এরপরও জ্বালানিকাঠ শেষ হয়ে গেল, অগত্যা আউটহাউসের দরজা ভেঙে কাঠ কেটে এনে অথবা কাঠের পুরনো আসবাব টুকরো টুকরো করে কাজ চালাতে হচ্ছে। খাবারও ফুরিয়ে গেছে প্রায়; কিছু লবণ-দেয়া মাংস, ভিনেগারে-ভেজানো পর্ক আর স্মোক্‌ড্ বেকন বাকি আছে শুধু। আর আছে যবের গুঁড়া ও ময়দা, এগুলো যত কম করে পারা যায় ব্যবহার করে কেক বা রুটি বানিয়ে খাচ্ছে ওরা।

অবরোধের চতুর্থ দিনে শেষ হয়ে গেল এই যব আর ময়দাও, কাজেই কেক বা রুটি খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। এবার খাওয়ার তালিকায় চলে এল সংরক্ষিত মাংস, আপেল আর গরম পানি। কিন্তু খাবার যতটুকু আছে, জ্বালানিকাঠ আছে তার তুলনায় অনেক কম; তাই দিন দু'-এক যেতে-না-যেতেই দেখা গেল মাংস একরকম কাঁচাই খেতে হচ্ছে ওদেরকে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা—তীব্র শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে, ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলে না তাই বাড়ির ভিতরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা; কাঁথা-কম্বল বলতে যে যা পাচ্ছে হাতের কাছে গায়ে দিচ্ছে, তারপরও দাঁতে দাঁত বাড়ি লাগা থামাতে পারছে না।

রাতগুলো খুব দীর্ঘ মনে হয় ইদানীং। বাড়ির ভিতরে আগুন নেই তাই ঘুটঘুটে অন্ধকার, অতি জরুরি প্রয়োজন হলে একটা কি দুটো মোমবাতি জ্বালায় কেউ কেউ। চারটা বাজতে-না-বাজতেই সন্ধ্যা ঘনায়, ওদিকে কোনোদিন চাঁদ উঠে কোনোদিন উঠে না, যেদিন উঠে সেদিন দেরি করে উঠে। আবার দেখা যায় চাঁদ উঠার পর কুয়াশা এত ঘন হয়ে পড়ে যে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে কিছুই দেখা যায় না। পরদিন, সাতটার দিকে, কুয়াশার এই চাদর কিছুটা পাতলা হলে, ঘোলাটে আর হলুদাভ আলো ছড়িয়ে পড়লে বোঝা যায় সকাল হয়েছে। এত সমস্যার পরও, আক্রমণের ভয়ে, পাহারায় ঢিল পড়েনি; পালা করে লোক নিযুক্ত করা হয় এই কাজে।

গুজব ছড়াতে দেরি হয় না, আতঙ্ক ছড়াতেও দেরি হয় না। গ্রামের লোকেরা পুরোপুরি না-জানলেও বুঝতে পেরেছে খারাপ কিছু একটা ঘটছে ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে, কিন্তু কিছুই করার নেই কারও, বরং বেশি সাহসী হয়ে কিছু করতে গেলে অমূল্য প্রাণটাই খোয়াতে হবে অকারণে। তাই টাওয়ারের আশপাশের বাসিন্দারা, ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে, বউ-বাচ্চা নিয়ে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে গেছে।

সিসিলি মাঝেমধ্যে উদাস হয়ে ভাবে, এত তিক্ত মধুচন্দ্রিমা বোধহয় কারও জীবনে কখনও আসেনি, আসবেও না। কিছুই করার নেই, তাই দিনের বেলায় যতক্ষণ আলো থাকে, বেশিরভাগ সময় হেঁটে বেড়ায় সে টাওয়ারে এই ঘর থেকে ওই ঘরে, খালি ঘরগুলোতে একা দাঁড়িয়ে থেকে নিজের অসহায়ত্ব টের পায় আরও বেশি করে, রাতে নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে পাহারা-থেকে-ফেরা ক্লান্ত ক্রিস্টোফারের পাশে। শুধু এক এমলিনকে দেখলে মনে হয় নাওয়া-খাওয়া সব ভুলে গেছেন তিনি, কী এক অসাধ্য সাধনের দৃঢ় সংকল্প মনে নিয়ে সব কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছেন দাঁতে দাঁত চেপে!

একদিন ভোরে, আগের রাতটা খুব খারাপ কেটেছে, সিসিলিকে নিয়ে ক্রিস্টোফারের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন এমলিন। বিষয়ঃ কী করা যায়। সাহায্য পাওয়ার কোনো আশা নেই, এত ঠাণ্ডা সহ্য করা যাচ্ছে না, এদিকে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে দু'-তিন দিনে মধ্যে খাবার ফুরিয়ে যাবে এবং তখন উপোস করতে করতে মরতে হবে সবাইকে। এখন হয় পালাতে হবে, অথবা আত্মসমর্পণ করতে হবে।

সব শুনে ক্রিস্টোফার বলল, 'আমরা নিরুপায়, সিসিলি। কী করবো, বলো? কী করার আছে? উদ্ধার পাওয়ার কোনো আশা নেই। আমাদের দুরবস্থার কথা কেউ জানে না, জানতে পারবে বলে মনেও হয় না। এখন কী করবে ভেবে বলো।'

'আর যা-ই করি আত্মসমর্পণ করবো না,' বলল সিসিলি। ফোঁপানি বের হয়ে আসছিল গলা দিয়ে, জোর করে নিজেকে সামলাল সে। 'আত্মসমর্পণ করলে আমাদের দু'জনকে আলাদা করে দেবে ওরা। আর ওই নিষ্ঠুর ফাদার যেভাবেই হোক ফাঁসিতে ঝুলাবেন তোমাকে, আমাকে নিয়ে বন্দি করবেন তাঁর আশ্রমে।'

'আমরা যদি পালাতে গিয়ে ধরা পড়ি তা হলেও একই অবস্থা হবে আমাদের,' বলল ক্রিস্টোফার, এমলিনের দিকে তাকাল সে। 'আপনি কী বলেন?'

'পালাতে হবে আমাদেরকে,' বললেন এমলিন। 'এখন আমাদের জন্য অন্য কোনো পথ খোলা নেই। এখানে অবরুদ্ধ অবস্থায় সারাজীবন থাকতে পারবো না আমরা, ফাদার মন্ডনও জানেন কথাটা। আরেকটা কথা ভেবেছেন কি না জানি না—এই বাড়িতে আপনার যে-ক'জন চাকর আছে তাদের সবাইকে কিন্তু নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা যায় না, যদি ধরে নেন ওরা আপনার জন্য জীবন দেবে তা হলে ভুল করবেন। ওদের পেটে খাবার নেই, ঠাণ্ডায় কাঁপছে বেচারারা, বউ-বাচ্চাদের কোনো খবর জানে না ওরা সবচেয়ে বড় কথা, ফাদার মন্ডনের মতো এত "বড়"

একজন যাজকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ওদের বুকও কাঁপবে, কারণ ওরা সহজ-সরল, অশিক্ষিত এবং ধর্মান্ধ। এমনও হতে পারে, আর দু'-এক দিন যাওয়ার পর রাতের বেলায় টানাসেতু নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ওরা গড়খাইয়ের ওপাড়ে, তখন সুড়সুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়বে মন্ডনের সৈন্যরা। ...এখন আমার পরামর্শ হচ্ছে, শক্তিশালী দেখে ঘোড়া নিই আমরা, রাতের অন্ধকারে পালাই চুপিসারে। যদি ধরা পড়ি, একসঙ্গে মরবো। আমাদের মতো এভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকে পালাতে গিয়ে মরেছে অনেকে, কাজেই ভয় কী? তা ছাড়া ক্রীতদাসের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে বীরের মতো মরে যাওয়া হাজার গুণে ভালো।'

কাজেই, কপালে কী আছে যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। দিনের বাকি সময়টা কাটিয়ে দিল গোছগাছের কাজে। আস্তাবলে মোট সাতটা ঘোড়া আছে, এই ক'দিন এক জায়গায় থাকতে থাকতে ওগুলোরও আর ভালো লাগছে না, ছুটতে চায়।

এভাবে চলে যাওয়ার আগে বাড়ির চাকরবাকরদের না-জানিয়ে যাওয়াটা খারাপ দেখায়। তাই বিকেল চারটার দিকে সবাইকে ডেকে সদরদরজার কাছে জড়ো করল ক্রিস্টোফার, কী করতে যাচ্ছে সে, কেন করছে কাজটা সে-ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে বলল, 'এখন আত্মসমর্পণ করার মানে হচ্ছে আমার নব-বিবাহিতা স্ত্রীর বিধবা হওয়া। কাজেই পালাতে হবে আমাদেরকে, তোমরা যদি চাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আসতে পারো আমাদের সঙ্গে। তা না হলে সিসিলি আর এমলিনকে নিয়ে আমি একাই রওনা হবো।'

চারজন চাকর এগিয়ে এল সামনে। অনেক বছর ধরে আছে ওরা ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে, ক্রিস্টোফারের বাবার কাছে চাকরি করেছে, এখন করছে ক্রিস্টোফারের কাছে। এরা বেশ নির্ভীকচিত্ত। সবার প্রতিনিধি হিসেবে একজন বলল, 'যত বড় বিপদই আসুক না কেন, আমরা আপনার সঙ্গে ছিলাম, আছি।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাবো আমরা আপনার সঙ্গে।'

ক্রিস্টোফার বলল, 'ধন্যবাদ।'

যে-চাকররা যাচ্ছে না ক্রিস্টোফারদের সঙ্গে, তাদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কী করবো? আমাদেরকে এত বড় বিপদ আর দুরবস্থার মধ্যে রেখে চলে যাবেন আপনি?'

'আমি কিন্তু ইচ্ছা করে যাচ্ছি না, যেতে বাধ্য হচ্ছি,' বলল ক্রিস্টোফার। 'ভেবে দেখো, আমি যদি এখানে থাকি তা হলে আমার স্ত্রীর কী হবে? তোমাদের সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে—আমাদের সঙ্গে যেতে পারো, যদি ধরাও পড়ো আমার মনে হয় না ফাদার মন্ডন কিছু বলবে তোমাদেরকে কারণ তোমাদের সঙ্গে ওর কোনো শত্রুতা নেই। অথবা, অপেক্ষা করতে পারো এখানে; আমরা চলে যাওয়ার পর আগামীকাল ভোরে আত্মসমর্পণ কোরো। এখন ভেবে বলো কী করতে চাও।'

নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল লোকগুলো। কিছুক্ষণ পর বলল, যাবে ওরা ক্রিস্টোফারদের সঙ্গে, কারণ এখানে থেকে আত্মসমর্পণ করলে "পাখি" পালিয়েছে দেখে চরম ক্রোধান্বিত হয়ে ওদেরকে হাতের সামনে পেয়ে উল্টাপাল্টা কিছু করে বসতে পারেন ফাদার মন্ডন।

এই লোকগুলোর মধ্যে জনাথন ডিকসে নামের ছোটখাটো গড়নের একজন কৃষক আছে। যে-ক'জন চাষি ক্রিস্টোফারের কাছ থেকে জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে, তাদের মধ্যে যে-লোক সবচেয়ে বেশি জমি বর্গা নিয়েছে, তার চাপাচাপিতে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে এই জনাথন, কারণ ওই লোকের মেয়ের সঙ্গে এর বাগদান হয়েছে। জনাথন বয়সে যুবক, স্বভাবে ভীষণ ধূর্ত; অবরোধের এই সময়েও ক্র্যানওয়েল টাওয়ারের সবার চোখ এড়িয়ে খবর পাঠিয়েছে ফাদার মন্ডনের কাছে: সামর্থ্য থাকলে এই টাওয়ার ছেড়ে অন্য কোনো জায়গায় চলে যেত সে।

ছোট একটা ফার্ম আছে জনাথনের, জানে টাওয়ারের অন্য

অধিবাসীদের যা-ই হোক না কেন ফাদার মন্ডনের যদি কোনো উপকার করতে পারে সে এই সময়ে, তা হলে কোনো ক্ষতি হবে না ওর সেই ফার্মের। যারা সবসময় জিততে চায়, এই জনাথন হচ্ছে সে-রকম একজন মানুষ; সুতরাং ক্রিস্টোফারদের পালিয়ে যাওয়ার মানে প্রকৃতপক্ষে রণেভঙ্গ দেয়া এবং ফাদার মন্ডনের বাহিনীর কাছে ওদের আত্মসমর্পণের মানে ওই লোকের সংস্পর্শে আসার আরেকটা সুযোগ—কথাগুলো মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিল সে।

ক্রিস্টোফারের প্রস্তাবে সঙ্গীদের চেয়েও জোরে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' বলল সে, কিন্তু সন্ধ্যা ঘনাবার পর, অন্যরা যখন যাত্রার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত, আস্তাবলের পিছনে গিয়ে হাজির হলো চুপিসারে। টাওয়ারের সবচেয়ে লম্বা মইটা সঙ্গে করে নিয়ে হাজির হলো গড়খাইয়ের ধারে। গড়খাইয়ের এদিকটা অন্যদিকগুলোর চেয়ে অপ্রশস্ত, ফাদার মন্ডনের বাহিনীর লোকেরা হয়তো খেয়ালই করেনি ব্যাপারটা। যা-হোক, এ-প্রান্ত থেকে মই ফেলল জনাথন, ও-প্রান্তে গিয়ে ঠেকল সেটার মাথা। তারপর বহু কষ্ট করে এবং যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে, গড়খাই পার হয়ে গিয়ে হাজির হলো ও-পাড়ের এক গোয়ালে। তার আধ ঘণ্টা পর গিয়ে দাঁড়াল ফাদার মন্ডনের সামনে। ক্রিস্টোফারের পরিকল্পনার ব্যাপারে গড়গড় করে সব বলে দিল একটুও দ্বিধা না-করে।

'বেশ, বেশ,' জনাথনের কথা শেষ হলে মুচকি হেসে বললেন ফাদার মন্ডন, 'দেখা যাচ্ছে ঈশ্বরও আছেন আমার দলে। ...এমন জাল পেতেছি, ঘুঘু যতই লাফাক না কেন ধরা তাকে পড়তেই হবে। যা-হোক, এত কষ্ট করে এত দূরে এসে এই খবরটা জানানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, মাস্টার ডিকসে। যারা আমার উপকার করে তাদের উপকারের প্রতিদান দিই আমি। কথা দিচ্ছি, যদি ধরতে পারি ওদেরকে, ক্র্যানওয়েল টাওয়ার দেখাশোনা করবে তুমি আমার পক্ষে। এবার শোনো, বিশেষ একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যাও

ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে। গিয়ে...'

গোছগাছ শেষ, চলে যাওয়ার আগে কথা হচ্ছে ক্রিস্টোফার আর সিসিলির মধ্যে। টাওয়ারের নির্জন ককোনায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, পুরো বাড়ি ডুবে আছে আলকাতরার মতো কালো অন্ধকারে।

'আর কোনো উপায় নেই,' বলল ক্রিস্টোফার, 'পরিণতি কী জানি না, তোমার সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে কি না তা-ও জানি না। যে-ক'ঘণ্টা একান্তে ছিলাম তোমার সঙ্গে, তা-ই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়। যদি খারাপ কিছু ঘটে আমার ভাগ্যে আর তুমি বেঁচে থাকো, জানি সারাজীবন মনে রাখবে আমাকে। ধর্মে বিশ্বাস করি আমরা; ধর্ম বলে, এই জীবনের পরে আরেকটা জীবন আছে, সেখানে যদি একসঙ্গে থাকার সুযোগ পাই তা হলে কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করতে পারবে না। সেখানে ঠাণ্ডা নেই, ক্ষুধা নেই, অন্ধকার নেই।'

কিছু বলল না সিসিলি, জোর করে কান্না চেপে রেখেছে সে।

'সিসিলি,' বলে চলল ক্রিস্টোফার, 'যদি সত্যিই মারা যাই আমি আর যদি আমার ঔরসে কোনো সন্তান হয় তোমার তা হলে ওকে আমার কথা বোলো, আমাকে কোনোদিন দেখতে পাবে না বাচ্চাটা কিন্তু আমাকে যেন সারাজীবন ভালোবাসে সে।'

দু'হাতে ক্রিস্টোফারের গলা জড়িয়ে ধরল সিসিলি, ভেঙে পড়ল অদম্য কান্নায়। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'তুমি মারা গেলে আমাকেও মরতে হবে। বাবা নেই, এখন তুমিও যদি না-থাকো তা হলে এই পৃথিবীর মতো খারাপ জায়গাটা আমার জন্য নরক হয়ে যাবে, এখানে আমি একা থাকতে পারবো না।'

'না, না। আমি বাঁচি বা মরি, কথা দাও, তুমি উল্টোপাল্টা কিছু করবে না—নিজের কোনো ক্ষতি হতে দেবে না। কোন্ ঘটনা কার জন্য কোন্ ফল বয়ে নিয়ে আসে তা কে বলতে পারে?

আরেকটা কথা মনে রেখো, রাত যত গভীর হয়, ভোর হওয়ার সময় তত ঘনিয়ে আসে। ...কথা দাও, বেঁচে থাকবে তুমি, নিজের খেয়াল রাখবে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকেও একই কথা দিতে হবে। শত্রুরা যদি হামলা করে আমাদের উপর তা হলে অন্ধকারে হয়তো কিছুই দেখবে না, তলোয়ারের আঘাত কার গায়ে লাগবে জানি না—তোমার বদলে যদি আমার মরণ হয়, অথবা যদি আলাদা হয়ে যাই আমরা, বলো তুমি বেঁচে থাকবে, অন্য কোথাও অন্য কোনোভাবে জীবনটা আবার গড়বার চেষ্টা করবে।'

'হুঁ,' বলে সিসিলিকে চুমু খেল ক্রিস্টোফার, কথা দেয়া-নেয়া হয়ে গেল ওদের মধ্যে।

হাত ধরাধরি করে বাড়ির বাইরে বের হয়ে এল ওরা। পরিবেশটা, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, ওদের যাত্রার জন্য অনুকূল। তুষারপাত হচ্ছে না, তাই আলগা তুষারের ছড়াছড়ি নেই রাস্তার উপর। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে জোরালো বাতাস বইছে। বাতাসটা ঝড়ো কিন্তু ঠাণ্ডা নয়। থেকে থেকে আন্দোলিত হচ্ছে আশপাশের লম্বা লম্বা দেবদারু গাছগুলো, শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে একটু পর পর। আকাশটা রাতের মতোই কালো, একটা তারাও নেই। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে একটানা। ধরে নেয়া যায়, ওরা রওয়ানা করলে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শোনা যাবে না, কেউ দেখবেও না ওদেরকে, গলন্ত তুষারের উপর থেকে ঘোড়ার-ক্ষুরের দাগও মুছে যাবে তাড়াতাড়ি।

নিঃশব্দে যার যার ঘোড়ায় চড়ল ওরা। সঙ্গে আছে মাত্র চারজন চাকর। বাকিরা চলে গেছে। টানাসেতুটা নামানো, সেটা নামিয়ে ওই পথ দিয়েই চলে গেছে লোকগুলো। পরে আর উঠানো হয়নি, কারণ ওখান দিয়েই বের হতে হবে ক্রিস্টোফারদেরকে।

শুরু হলো ওদের যাত্রা। তিনশ' গজ মতো এগোল ওরা। পথটা বিশেষ একজাতের মাটি দিয়ে অনেকটা কৃত্রিমভাবে

বানানো, লোক চলাচলের সুবিধার্থে বহু আগে তৈরি করা হয়েছে। প্রকৃতির খেয়ালে দু'ধারে বিক্ষিপ্তভাবে বেড়ে উঠেছে বিভিন্নজাতের গাছ। রাতের অন্ধকার ওই গাছগুলোয় আটকে গিয়ে আরও ঘন হয়েছে যেন।

চলতে চলতে, হঠাৎ করেই, থমকে দাঁড়াতে হলো ওদেরকে, কারণ ওই গাছগুলোর আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ হ্রেষা ছেড়েছে একটা ঘোড়া। স্বজাতীয় আওয়াজটা শোনার পর ক্রিস্টোফারদের একটা ঘোড়াও জবাব দিল।

'থামো!' ফিসফিস করে সবাইকে সতর্ক করল সিসিলি। 'কারা যেন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।'

রাশ টানল ওরা, কান পাতল। হ্যাঁ, বাতাসের শোঁ শোঁ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে মৃদু আরেকটা শব্দ—বর্ম-পরিহিত সৈনিক নড়াচড়া করলে যে-রকম আওয়াজ শোনা যায় অনেকটা সে-রকম। দূরের ওই গাছগুলোর দিকে ভালোমতো তাকাল ওরা। না, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আবারও হ্রেষা ছাড়ল একটা ঘোড়া, আগের বারের মতোই ক্রিস্টোফারদের একটা ঘোড়া সেই ডাকের জবাব দিল। বিড়বিড় করে জন্তুটাকে অভিশাপ দিল এক চাকর, তরবারির বাঁট দিয়ে আঘাত করল ওটার গায়ে। পরমুহূর্তেই, অদ্ভুত এক কাতরানি বেরিয়ে এল লোকটার গলা দিয়ে, বোঝা গেল তীর এসে বিঁধেছে ওর বুকে; ব্যথা সামলাতে না-পেরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল চারদিক। রণহুঙ্কারে, অস্ত্রের ঝনঝনানি আর ছুটন্ত ঘোড়ার-ক্ষুরের আওয়াজে ভারী হয়ে উঠল রাতের বাতাস।

'ওত পেতে ছিল ওরা!' চেঁচিয়ে বলল ক্রিস্টোফার। 'এবার হামলা করেছে আমাদের উপর।'

'আমরা কি ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবো?' ভীত কণ্ঠে জানতে চাইল সিসিলি।

'না। যেদিক দিয়েই যাই না কেন আমাদেরকে ধরে ফেলবে

ওরা। ...টাওয়ারে ফিরে চলো সবাই, বাঁচতে চাইলে আর কোনো উপায় নেই।'

যার যার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সবাই। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল জন্তুগুলো। পিছনে ধেয়ে আসছে শত্রুপক্ষ। দু'মিনিটের মধ্যেই টানাসেতুর কাছে পৌঁছে গেল ওরা—ক্রিস্টোফার, সিসিলি, এমলিন এবং ওদের তিনজন চাকর।

সেতুর উপর ঘোড়াসহ একসঙ্গে এতজন ওঠা যাবে না। সুতরাং জিন থেকে নেমে ঘোড়া হাঁটিয়ে গিয়ে উঠল ওরা সেতুতে। সামনে সিসিলি আর এমলিন, পিছনে তিন চাকরকে নিয়ে ক্রিস্টোফার। কিছুদূর এগোতে না-এগোতেই হাজির হয়ে গেল ফাদার মন্ডনের লোকেরা, ছুটন্ত ঘোড়া নিয়েই উঠে পড়ল সেতুর উপর।

এত ভার সহ্য করতে না-পেরে কাঁপছে সেতুটা, দুলছে। ফাদার মন্ডনের যে-ক'জন লোক উঠতে পেরেছে সেতুর উপর তারা রাশ টানতে বাধ্য হলো। বাধা না-দিলে সেতু পার হওয়ার আগেই মরতে হবে, তাই তিন সঙ্গীকে নিয়ে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল ক্রিস্টোফার। শুরু হলো লড়াই।

পরিচিত জায়গা, তার উপর আগে হামলা করতে পেরেছে—ওদের সুবিধা হচ্ছে বেশি। সন্ত্রস্ত ঘোড়া নিয়ে সরু সেতুর উপর সুবিধা করতে পারছে না ফাদার মন্ডনের সৈন্যরা। তরবারির আঘাতে প্রাণ হারিয়ে সেতুর উপর থেকে নীচের পানিতে পড়ল দু'জন।

'নেমে এসো!' প্রতিপক্ষের কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল একসঙ্গে। 'এই অন্ধকারে সুবিধা করতে পারবো না আমরা। ভোরের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

যে-ক'জন তখনও লড়াই করছিল ক্রিস্টোফারদের বিরুদ্ধে, রণেভঙ্গ দিয়ে সেতু থেকে নেমে গেল তারা। সঙ্গে করে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেল আহত সহযোদ্ধাদেরকে। এই সুযোগে এ-

পাড়ে নেমে এল ক্রিস্টোফার আর ওর তিন সঙ্গী।

'ধরো! আমার সঙ্গে হাত লাগাও!' চেঁচিয়ে তিন চাকরকে বলল ক্রিস্টোফার। 'শিকল ধরে টেনে তুলে ফেলি সেতুটা।'

শুধু শুধু টানাটানি করল ওরা। নড়ল না শিকল।

'কেউ নষ্ট করে দিয়ে গেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ক্রিস্টোফার, 'তার মানে আমরা যখন বাইরে বের হয়েছি তখন বিশ্বাসঘাতকতা করে কেউ...' কথা শেষ না-করে ঘুরে তাকাল পিছনদিকে। 'সিসিলি, এমলিনকে নিয়ে ভিতরে চলে যাও। আমি বাইরে থাকছি, শত্রুদের কেউ যাতে বাড়ির কাছে যেতে না-পারে সে-ব্যবস্থা করছি। আমার যদি খারাপ কিছু হয়, যেভাবেই হোক দেখা করার চেষ্টা করবে রাজার সঙ্গে, তাঁকে সব কিছু জানাবে। আশা করি ন্যায়বিচার করবেন তিনি তোমাদের সঙ্গে।'

'আমি যাবো না,' সাফ জানিয়ে দিল সিসিলি। 'মরতে হলে তোমার সঙ্গে মরবো।'

'না, তোমাকে যেতে হবেই,' রাগে মাটিতে পা ঠুকল ক্রিস্টোফার। কথাটা বলতে-না-বলতেই একটা তীর বেরিয়ে গেল দু'জনের মাঝখান দিয়ে। 'এমলিন, তীর লেগে আহত হওয়ার আগেই সিসিলিকে নিয়ে যান এখান থেকে। জলদি করুন!'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে এমলিনকে জড়িয়ে ধরল সিসিলি। টানতে টানতে ওকে বাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এমলিন।

'কোথায় যাবো আমরা?' কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করল সিসিলি। 'লুকানোর মতো কোনো জায়গা আছে এখানে?'

'আপাতত সেণ্ট্রাল টাওয়ারে যাই। তারপর কী করা যায় দেখা যাবে।'

অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে হাজির হলো ওরা সেণ্ট্রাল টাওয়ারে। পুরো বাড়ির বেশিরভাগ অংশই কাঠ দিয়ে বানানো, কিন্তু এই টাওয়ারটা বানানো হয়েছে পাথর দিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উঠতে উঠতে একসময় ছাদে হাজির হয়ে গেল

দু'জনই। সহজাত তাগিদের বশে এমন একটা জায়গা খুঁজছে দু'জনই যেখানে গিয়ে দাঁড়ালে, যদি অন্তত একটা-দুটো তারাও ফোটে আকাশে তা হলে দেখা যাবে নীচের চত্বরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে। কিন্তু সে-রকম কোনো জায়গা পাওয়া গেল না। উবু হয়ে বসে পড়ল দু'জনই, অপেক্ষা করছে।

কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ পর জানে না ওরা, হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল সামনের দিক। না, এই আলো চাঁদ বা তারা কোনোটারই নয়, এই আলো আগুনের। বাড়ির সামনের দিকে রান্নাঘর, জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গ্রাস করে নিয়েছে সেটার ছাদ, আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে আরও উপরের দিকে। জোরালো বাতাসের ধাক্কায় আগুনের শিখা এসে লাগছে বাড়ির মূল অংশে, জ্বলছে কাঠ, আগুন আরও বাড়ছে।

কে বা কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে রান্নাঘরে, সে-আগুনে পুড়ছে মূল বাড়িও।

মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি বুঝে নিলেন এমলিন, কর্তব্য স্থির করলেন। পাশে বসে-থাকা হতভম্ব সিসিলির দিকে তাকালেন তিনি, ধীরস্থির নিচু কণ্ঠে বললেন, 'বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। যদি বাঁচতে চাও, আমার সঙ্গে এসো। এই টাওয়ারের নীচে একটা ভল্ট আছে, ওখানে আশ্রয় নিলে আগুনে কোনো ক্ষতি হবে না আমাদের।'

কিন্তু সিসিলিকে দেখে মনে হচ্ছে শুনতে পায়নি কথাগুলো। নড়ছে না সে, ভয়ে ওর মাথা কাজ করছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নীচের দিকে, জোরালো বাতাসে ধোঁয়া সরে যাওয়ায় নীচের উঠানটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এত উঁচু থেকে।

টানাসেতুর কাছে অবস্থান নিয়েছে ফাদার মন্ডনের সৈন্যরা। আর এ-প্রান্তে হাতে খোলা তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিস্টোফার আর ওর তিন চাকর। আগুন আর এত লোক দেখে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে ওদের ঘোড়াগুলো, পাগলের মতো ছোটাছুটি

করছে উঠানময়, কিন্তু পালানোর কোনো রাস্তা পাচ্ছে না।

একজন সৈন্য উপরের দিকে তাকাল, দেখে ফেলল সিসিলি আর এমলিনকে। পাশে, ঘোড়ার পিঠে বসে-থাকা ফাদার মন্ডনকে কী যেন বলল সে। উপরের দিকে তাকালেন ফাদারও, দেখলেন সিসিলিকে।

'ক্রিস্টোফার,' চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'আত্মসমর্পণ করো। দেখো, তোমার কারণে পুড়ে মরতে হচ্ছে সিসিলিকে। আত্মসমর্পণ করো, আমরা রক্ষা করবো মেয়েটাকে।'

ঘুরে পিছনের দিকে তাকাল ক্রিস্টোফার, একনজর দেখল সিসিলিকে। একটা মুহূর্ত ইতস্তত করল সে, তারপর ছুটে এল বাড়ির দিকে। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ওকে—বাড়ির ছাদে আগুন লেগে কড়িকাঠ ভেঙে পড়ে আটকে দিয়েছে ওর পথ। এখন পুরো বাড়ি বলতে গেলে পরিণত হয়েছে চুল্লিতে; সদর-দরজা দিয়ে কারও পক্ষে ভিতরে আসা সম্ভব নয়।

ক্রিস্টোফারকে পিছু হটতে দেখামাত্র নিজের সৈন্যদেরকে কিছু একটা আদেশ দিয়েছিলেন ফাদার মন্ডন, টানাসেতু পার হয়ে ওদের অনেকেই হাজির হয়ে গেছে এ-প্রান্তে। মুখ তুলে সেণ্ট্রাল টাওয়ারের ছাদের দিকে আরেকবার তাকাল ক্রিস্টোফার, দেখল এমলিনের বুকের সঙ্গে লেপ্টে আছে সিসিলি, অসহায় দৃষ্টিতে দু'জনই তাকিয়ে আছে ওর দিকে, বাড়ন্ত আগুন আর কালো ধোঁয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে দু'জনকে। এই দৃশ্য দেখে সব হারানোর বেদনায় আর আকস্মিক ক্রোধে মাথা খারাপ হয়ে গেল ওর, ঘুরেই ছুটল সে সেতুটার দিকে। শিকারের উপর যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষুধার্ত বাঘ সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফাদার মন্ডনের সৈন্যদের উপর—দেখে মনে হচ্ছে লোকগুলোকে মেরে-কেটে পথ করে হাজির হতে চায় ফাদারের কাছে। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন ফাদার মন্ডন, চেঁচিয়ে ক্রিস্টোফারকে খুন করার আদেশ দিলেন তাঁর সৈন্যদের। শুরু হলো আরেকদফা লড়াই।

লড়ছে ক্রিস্টোফার, ওর সঙ্গে লড়ছে ওই তিন চাকর। কিন্তু এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে মাত্র চার জনের কিছুই করতে পারার কথা নয়, করতে পারলও না। ফাদার মন্ডনের বেশ কয়েকজন সৈন্য মারা গেল, এদিকে একে একে মারা পড়ল ক্রিস্টোফারের তিন সঙ্গীও।

একা দাঁড়িয়ে এখন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ক্রিস্টোফার। একের পর এক তরবারির আঘাত আর বল্লমের গুঁতো এসে লাগছে ওর বর্মে, কিন্তু পাথরের দেয়ালের মতো এখনও দাঁড়িয়ে আছে সে। বরং ওর তরবারির আঘাতে লুটিয়ে পড়ছে ওর সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা শত্রুরা। এমন সময় ভালুকের মতো লম্বা-চওড়া এক লোক বিশাল এক কুড়াল নিয়ে প্রায় নিঃশব্দে হাজির হলো ওর পিছনে। কুড়ালটা দু'হাতে ধরে উঁচু করে সর্বশক্তিতে কোপ মারল ক্রিস্টোফারের মাথায়। পুরু শিরস্ত্রাণের সঙ্গে কুড়ালের ফলার সংঘর্ষের আওয়াজটা শোনা গেল দূর থেকেও। ক্রিস্টোফারের হাত থেকে খসে পড়ল ওর তরবারি, খুব ধীরে ধীরে ঘুরে শেষবারের মতো তাকাল সে ক্র্যানওয়েল টাওয়ারের দিকে, বোধহয় সিসিলিকেও দেখল শেষবারের মতো, কাটাগাছের মতো আছড়ে পড়ল মাটিতে।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলেন ফাদার মন্ডন, ছুটে এলেন ক্রিস্টোফারের দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন ওর পাশে। একনজর দেখলেন ক্রিস্টোফারকে, তারপর চেঁচিয়ে বললেন, 'মরে গেছে!'

'মরে গেছে?' দূর থেকে শোনার পর, যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না এমন ভঙ্গিতে, কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন এমলিন।

'মরে গেছে!' বুকফাটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল সিসিলির গলা দিয়ে, 'ক্রিস্টোফার মরে গেছে?' আর কিছু বলা বা করার আগেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে এমলিনের বুকে।

আর ঠিক সে-সময়ই, ক্র্যানওয়েল টাওয়ারের ছাদের বাকি

অংশ ধসে পড়ল সশব্দে। হাজার আগুনের ফুলকি আর ঘন কালো ধোঁয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল সেণ্ট্রাল টাওয়ার। এমলিন বুঝতে পারছেন, ছাদের উপর বেশিক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন দু'জন। ছোটবেলায় যেভাবে তুলতেন, শক্তিশালী দু'হাত দিয়ে ঠিক সেভাবে সিসিলিকে কোলে তুলে নিলেন তিনি। তারপর এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে।

জোরালো বাতাসের ধাক্কায় ধোঁয়া কেটে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। তখন দেখা গেল, কালো ধোঁয়ার কারণে কালো হয়ে গেছে সেণ্ট্রাল টাওয়ারের বেশিরভাগ পাথর এবং ছাদ থেকে উধাও হয়ে গেছেন এমলিন আর সিসিলি। ফাদার মল্ডন এবং তাঁর সৈন্যরা ধরে নিল, আগুনে পুড়ে মারা গেছেন দু'জনই।

পায়ের কাছে পড়ে-থাকা ক্রিস্টোফারের দিকে তাকালেন ফাদার মল্ডন। বললেন, 'একে তুলে নিয়ে যাও। গিয়ে সবাইকে বলবে, খুন করতে গিয়ে নিজেই খুন হয়ে গেছে শয়তানটা। আর সিসিলির লাশটা কয়লা হওয়ার আগেই কেউ যদি টাওয়ারের ভিতরে গিয়ে উদ্ধার করতে পারো, তা হলে সে যত সোনা চাইবে দেবো আমি।'

কিন্তু সিসিলিকে উদ্ধারের ব্যাপারে কারও কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। সোনার লোভ আছে সৈন্যদের, বার বার তাকাচ্ছে তারা জ্বলন্ত ক্র্যানওয়েল টাওয়ারের দিকে, কিন্তু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে যত সোনাই দেয়া হোক না কেন তা কারও কোনো কাজে লাগবে?

বাড়িটা যেন পরিণত হয়েছে নরকে। ভিতরে ঢোকা তো পরের কথা, উঠানে গিয়ে দাঁড়ানোটাও কারও পক্ষে সম্ভব নয়। থেকে থেকে খসে পড়ছে জ্বলন্ত কাঠ, উঠছে শত শত ফুলকি, দমকা বাতাসের কারণে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে।

না, লেডি সিসিলির লাশ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সুতরাং সোনার লোভ ভুলে কাজে লেগে গেল সৈন্যরা। ধরাধরি করে

ক্রিস্টোফারকে তুলল ওরা, বয়ে নিয়ে গিয়ে তুলল একটা ঘোড়ার-গাড়িতে। ওদের আহত আর নিহত সঙ্গীদেরকেও সরিয়ে নিল। তারপর, ফাদার মল্ডনের নেতৃত্বে ব্লসহোসের অ্যাবির পথ ধরল সবাই।

পিছনে, রাতের অন্ধকার কিছুটা হলেও ম্লান করে দিয়ে, জ্বলে-পুড়ে তখন ছাই হচ্ছে ক্র্যানওয়েল টাওয়ার।

দুই ঘণ্টা পর।

মাঝরাত ঘনিয়ে এসেছে। ক্র্যানওয়েলের একটা কটেজে ছোট একটা ঘরে বসে আছেন ফাদার মল্ডন। ক্রিস্টোফারদের উপর হামলা করতে আসার সময় নিজের সুবিধার্থে এই কটেজটা দখল করেছেন তিনি। আগুন এত দূর আসেনি, তাই কোনো ক্ষতি হয়নি কটেজটার।

ক্লান্ত বোধ করছেন ফাদার, তারপরও ঠিকমতো বিশ্রাম নিতে পারছেন না। রাতটা এ-রকম দুর্যোগপূর্ণ আর অন্ধকার না-হলে এতক্ষণে ফিরে যেতেন ব্লসহোমে। তাঁর জন্য সবকিছু ভালোমতোই শেষ হয়েছে বলতে হবে, কিন্তু কেন যেন অস্বস্তিতে ভুগছেন তিনি।

স্যর জন ফোটরেল মারা গেছেন। ফলাও করে প্রচার করা হবে, একদল "দুর্বৃত্ত" বনের ভিতরে একা পেয়ে খুন করেছে তাঁকে। স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটও নিহত, পাশের কামরাতেই পড়ে আছে তাঁর নিথর দেহ। এবং এতক্ষণে নিশ্চয়ই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সিসিলি আর ওর পালক-মা এমলিন। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, স্যর জনের পারিবারিক মূল্যবান জিনিসপত্র, বিশেষ করে গহনাগাটি এবং জমিজমা এখন ফাদার মল্ডনের হাতে। টুকটাক কিছু কাজ বাকি আছে অবশ্য, যেমন ভিকার-জেনারেল ক্রমওয়েলকে আবার ঘুষ দেয়া এবং স্থানীয় কিছু গণ্যমান্য লোকের মুখ প্রভাব খাটিয়ে হোক বা টাকা দিয়ে হোক বন্ধ করা।

তা হলেই কেল্লা ফতে!

বিজয়ের সমীকরণ খুব একটা কঠিন নয়, তারপরও অস্বস্তি যাচ্ছে না। নিজের দুই হাতের দিকে বার বার তাকাচ্ছেন ফাদার মন্ডন। মনে হচ্ছে, এতগুলো নিরপরাধ লোকের রক্ত লেগে আছে হাত দুটোতে। ক্রিস্টোফার যখন আছড়ে পড়ল মাটিতে, ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে গেলেন তিনি ওর দিকে, পাশে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন পবিত্র উক্তি, "তোমাদের মধ্যে যে একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে খুন করবে, এক বা একাধিক মানুষ তাকে খুন করবে।" যদি তা-ই হয়, তা হলে কি তাঁর মরণও...

নড়েচড়ে বসলেন ফাদার মন্ডন, অকারণেই গলা খাঁকারি দিলেন। ভিকার-জেনারেল ক্রমওয়েলকে মোটা অঙ্কের ঘুষ দেয়া হয়েছে, দরকার হলে আরও দেবেন; কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ইংল্যাণ্ডের রাজদরবার সন্ন্যাসীদেরকে তেমন একটা ভালো চোখে দেখে না, বিশেষ করে তাঁর মতো বিদেশিদেরকে। এই অবস্থায় স্যর জন বা স্যর ক্রিস্টোফারের নিহত হওয়ার খবর যদি কোনোভাবে গিয়ে পৌঁছায় রাজদরবারে তা হলে এমন সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে যেগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে ঘাম ছুটবে তাঁর। আর কে না জানে, বন্ধুত্ব যদি নিখাদ হয় তা হলে মরার পরও বন্ধু বন্ধুকে ছেড়ে যায় না। শেষ বিচারের দিন ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কর্মের জবাবদিহি করতে পারবেন বলে মনে করেন ফাদার মন্ডন, কিন্তু রাজা হেনরি? ওই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে, ইংল্যাণ্ডে এত বড় বুকের পাটা ক'জনের আছে?

আর এই হতচ্ছাড়া ঘরটা! চারদিকে তাকালেন ফাদার মন্ডন। এত অস্বস্তি বোধ করার একটা বড় কারণ বোধহয় এই ঘর। রাত যত বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে ঠাণ্ডাও তত বাড়ছে এখানে। তাঁর শরীরের সব রক্তও যেন ঠাণ্ডা হচ্ছে একইসঙ্গে। একাকিত্ব আর

বিষাদ ধীরে ধীরে পেয়ে বসছে তাঁকে। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়ালেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে খুললেন দরজা। এক ঝলক ঠাণ্ডা ঝড়ো বাতাস ঢুকল সঙ্গে সঙ্গে, কেঁপে উঠলেন ফাদার, কেঁপে উঠল জীর্ণ দরজাটার বহু পুরনো কজাগুলো। চেঁচিয়ে ডাকলেন তিনি, 'ব্রাদার মার্টিন!'

ডাক শুনে কাছের এক গোশালা থেকে জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে বের হলেন ব্রাদার মার্টিন–লম্বা আর পাতলা এক লোক, সরল দুই চোখে বিষণ্ন দৃষ্টি, নাক লম্বা, চেহারায় ভয়ের ছাপ। কাছে এসে বাউ করলেন তিনি ফাদার মল্ডনকে।

'তাড়াতাড়ি ভিতরে আসুন,' তাগাদা দিলেন ফাদার মল্ডন, 'ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি আমি। পারলে আগুন জ্বালান। জ্বলবে বলেও তো মনে হয় না, সব কাঠ ভিজে আছে, এখন আগুন জ্বালালে ধোঁয়া দিয়ে ভরে যাবে পুরো ঘর। ...যা-হোক, বসুন, এক কাপ মদ খান আমার সঙ্গে। ও, ভুলেই গিয়েছিলাম, আপনি তো আবার মদ খান না। অসুবিধা নেই, রুটি-মাংস আছে, কিছুটা নিয়ে খেতে শুরু করে দিন।'

'ধন্যবাদ, ফাদার,' কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন ব্রাদার মার্টিন। 'কিন্তু আজ মাংস খেতে পারবো না আমি।'

'কেন?'

'আজ শুক্রবার।'

'ও, ভুলেই গিয়েছিলাম। শুক্রবার হোক বা না-হোক, মাংস কিন্তু স্পর্শ করেছি আমরা। আপনিও।'

'মানে?'

'ক্র্যানওয়েল টাওয়ারের কথা বলছি। সেখানে একাধিক লোক মারা পড়েছে আমাদের হাতে।'

'আমি কাউকে...' বলবেন কি না ভেবে ইতস্তত করছেন ব্রাদার মার্টিন, শেষপর্যন্ত বলেই ফেললেন, 'খুন করিনি।'

'কিন্তু খুন হতে বাধাও তো দেননি, তা-ই না?' অপ্রস্তুত

ভঙ্গিতে হাসছেন ফাদার মন্ডন। 'যা-হোক, শুক্রবারে মাংস খান না আপনি, আমিও জোরাজুরি করবো না। ইচ্ছা করলে শুধু রুটি খেতে পারেন। আর কিছুক্ষণ পরই রাত বারোটা বাজবে, তার মানে শুক্রবার শেষ হবে, তখন মাংস খেতে আশা করি আপত্তি থাকবে না আপনার।'

ফাদার মন্ডনকে আবারও বাউ করলেন ব্রাদার মার্টিন, তারপর বড় এক টুকরো রুটি তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলেন। এতক্ষণ ধরে প্রায় কিছুই খাননি তিনি।

'ওই শয়তানটার লাশ দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করলেন ফাদার মন্ডন।

'কার কথা বলছেন?' চিবানো রুটিটুকু গিলে নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ব্রাদার মার্টিন।

'ক্রিস্টোফার ছাড়া আর কার?'

'কিছু মনে করবেন না, ওকে শয়তান বলছেন কেন?'

'বলবো না? আমি যখন যা বলেছি ওকে সবসময় তার ঠিক উল্টো কাজটা করেছে সে, কখনোই আমার কোনো কথা শোনেনি। ওর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আমার এতগুলো লোক মরেছে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে লোকটার সাহস ছিল স্বীকার করতে হবে। ...কিন্তু...কিছু মনে করবেন না, এই লোকটা কী দোষ করেছিল ঠিক বুঝতে পারিনি আমি। আপনার লোকেরা হামলা করেছিল ওর উপর, বীরের মতো ন্যায্য লড়াই করেছে সে। পিছন থেকে অত জোরে না-মারলে হয়তো...। তা ছাড়া সে কিন্তু প্রচলিত রীতিনীতি মেনেই বিয়ে করেছিল লেডি সিসিলিকে। শুধু আপনার অনুমতি পায়নি, মানে নেয়নি আর কী...' ফাদার মন্ডনকে ভ্রূ কোঁচকাতে দেখে থেমে গেলেন ব্রাদার মার্টিন। তারপর সাহস করে বলেই ফেললেন, 'কিছু মনে করবেন না, ফাদার, আসলে পুরো ব্যাপারটায় মন থেকে সায় পাচ্ছি না কেন

যেন। স্যর জন ফোটরেলের সঙ্গে ব্লসহোম অ্যাবির কিছু জমি নিয়ে ঝামেলা ছিল আপনার। ঈশ্বরই জানেন ওই জমি আসলে কার, কারণ আইনের মারপ্যাঁচ ভালো বুঝি না আমি। খুন হওয়ার আগের রাতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন স্যর জন, অ্যাবিতে আপনার চেম্বারে তাঁর সঙ্গে আপনার কথা কাটাকাটি শুনেছি আমি। শুনেছি, আপনার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ করছিলেন তিনি সে-সময়। এ-ব্যাপারটাও সত্যি না মিথ্যা তা সবার চেয়ে ভালো জানেন ঈশ্বর। রাগের মাথায় তাঁকে হুমকি দেন আপনি তখন, কিন্তু সঙ্গে করে একজন চাকর আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন স্যর জন, তাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হন দু'জনই। পরদিন তাঁরা রওয়ানা হন লণ্ডনের পথে, সঙ্গে নাকি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজ ছিল। সে-রাতেই জঙ্গলের ভিতরে কে বা কারা খুন করে স্যর জনকে, অবশ্য তাঁর সেই চাকর, জেফরি, প্রাণ নিয়ে এবং শুনেছি ওই দলিলগুলো নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়,' লম্বা বক্তৃতা শেষে দম নেয়ার জন্য থামলেন তিনি।

'এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?'

'কারণ...কারণ একটা প্রশ্ন খচখচ করছে আমার মনের ভিতরে।'

ব্রাদার মার্টিনের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছেন ফাদার মন্ডন।

ফাদারের দৃষ্টিটা উপেক্ষা করলেন ব্রাদার মার্টিন। 'আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কে বা কারা খুন করল স্যর জনকে এবং কেন?'

প্রশ্নটার জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিলেন না ফাদার মন্ডন। একদৃষ্টিতে ব্রাদারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি। দেখে মনে হচ্ছে, কোনো একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছেন। একসময় বললেন, 'আমাদের লোকেরা খুন করেছে স্যর জনকে। আমাদের লোকেরা মানে ব্লসহোম অ্যাবির সৈন্যরা। আমাদের বাড়ি আর গির্জা পাহারা দেয়া আর রক্ষা করার জন্য

এদেরকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছি আমি, নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার। কিন্তু বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, স্যর জনকে খুন করার আদেশ দিইনি আমি। বলেছিলাম, তাঁকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে আসতে। আমার ইচ্ছা ছিল তাঁকে কিছুদিন কয়েদ করে রাখবো, পারলে দলিলগুলো কেড়ে নেবো, তারপর ঠিকমতো ভয়-ভীতি দেখালেই কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি যে এত একরোখা লোক বুঝতে পারিনি। আমার লোকদের কাছে আত্মসমর্পণ করা তো দূরের কথা, উল্টো হামলা করে বসেন তিনি গোঁয়ারের মতো। কাজেই যা ঘটার তা ঘটে গেছে।'

অর্ধভুক্ত রুটির টুকরোটা নামিয়ে রাখলেন ব্রাদার মার্টিন। এত ভয়ঙ্কর একটা কথার এত সহজ-সরল স্বীকারোক্তি শুনে তাঁর ক্ষুধা মিটে গেছে। 'কাজটা ভালো হয়নি,' নিচু কণ্ঠে বললেন তিনি, 'এর জন্য একদিন ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে।'

'জবাবদিহি আমাদের সবাইকেই করতে হবে,' বলার ঢং শুনে মনে হচ্ছে ব্রাদার মার্টিনের ভুল শুধরে দিচ্ছেন ফাদার মন্ডন। 'আপনার মতো আর যত সন্ন্যাসী আছে তাঁদের সবাইকেই দাঁড়াতে হবে ঈশ্বরের সামনে। যতজন সৈন্য ভাড়া খাটছে আমাদের কাছে তাঁরাও বাদ যাবে না। এই হত্যাকাণ্ড বা লড়াই যা-ই বলুন না কেন, আমরা সবাই মিলেই কি অংশ নিইনি এতে?'

'হ্যাঁ, অংশ নিয়েছি, কিন্তু আমি কিছুই জানতাম না, সুতরাং একহিসেবে আমি নির্দোষ। ...বাকি ঘটনাটা এবার অনুমান করতে পারছি বোধহয়। স্যর জনের হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে বাঁচার জন্য প্রেমিক স্যর ক্রিস্টোফারের কাছে পালিয়ে যান লেডি সিসিলি। সে-রাতেই একজন যাজক এবং একাধিক সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ে করেন দু'জনে।'

'ওই বিয়ে কোনো বিয়ে না। যথাযথভাবে নোটিশ দেয়া হয়নি বিয়ের আগে। তা ছাড়া স্যর জন তখন মারা গেছেন, সুতরাং প্রচলিন আইন অনুযায়ী আমি লেডি সিসিলির অভিভাবক; আমার

অনুমতি ছাড়া সে মেয়ে বিয়ে করতে পারে না

'কিন্তু একটাবার ভেবে বলুন তো, আপনার এই যুক্তি ইউরোপের যে-কোনো আদালতে গিয়ে যদি উপস্থাপন করেন তা হলে আদালত কী রায় দিতে পারে?'

'ইউরোপ কেন,' ফাদার মন্ডনের কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ, 'পৃথিবীর কোনো আদালতই কোনোদিন কোনো রায় দেবে না ক্রিস্টোফার আর সিসিলির ব্যাপারে, কারণ দু'জনই এখন মৃত। নিয়তির আদালতের রায়ে একজন তার বিদ্রোহের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে, আরেকজন কুলটা মেয়েদের মতো প্রেমিকের সঙ্গে রাত কাটানোর ফল পেয়েছে হাতেনাতে। ...যা-হোক, আমার কাছ থেকে যা যা শুনেছেন, আশা করি নিজের ভালোর জন্যই সব গোপন রাখবেন।'

'হ্যাঁ, তা তো রাখবোই। না রেখে উপায় আছে?' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্রাদার মার্টিন। 'একদিক দিয়ে ভালো লাভ হলো আপনার, জমির দখল বুঝে নেয়ার জন্য আদালতে যেতে হলো না। অনেক কম সময়ে মীমাংসা হয়ে গেল সবকিছুর।'

কথাটা শুনে উঠে দাঁড়ালেন ফাদার মন্ডন, এগিয়ে গেলেন প্রথমে দরজা তারপর জানালার কাছে, উঁকি দিয়ে দেখলেন বাইরে কেউ আছে কি না। ফিরে এসে দাঁড়ালেন ব্রাদার মার্টিনের মুখোমুখি, হিংস্রভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি তো দেখছি মহাবোকা একটা লোক। আপনার কি মনে হয় শুধু জমি দখল করার জন্য এসব করছি আমি? হ্যাঁ, স্বীকার করছি ওই জমিগুলো দখল করা দরকার, কারণ অ্যাবির আয় বাড়াতে হলে খাজনা আদায় করতে হবে প্রজাদের কাছ থেকে, আর খাজনা আদায় করতে হলে আগে চাই জমিদারি। কিন্তু আরও কারণ আছে। আমাদের এই ব্লসহোম অ্যাবির উপর আপনাদের শয়তানের-বাচ্চা রাজার যে সুদৃষ্টি নেই তা জানেন?'

'দেখুন, আমি একজন ইংরেজ। আমাদের রাজা যত বড়

অপরাধই করুক না কেন, কেউ যদি তাঁকে শয়তানের বাচ্চা বলে তা হলে আমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না। যথাযথ কারণ ছাড়া ব্লসহোম অ্যাবির উপর তাঁর কুদৃষ্টি থাকার কথা না। আপনি গির্জার ফাদার হওয়ার পরও তাঁকে প্রকাশ্যে গালিগালাজ করেন—কথাটা তাঁর কানে গেলে...

'আচ্ছা, বাদ দিন। শুধু তো আপনা -ই বলেছি কথাটা, অন্য কাউকে তো বলিনি। আলোচনার খাতিরে ধরে নিন, আমাদের এই গির্জা, আশ্রম, এককথায় সবকিছু এখন হুমকির মুখে। এমনকী, আমাদের স্পেনের রাজসিংহাসনও কিন্তু নিরাপদ নয়।'

'মানে!' চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন ব্রাদার মার্টিন।

'আস্তে কথা বলুন। আপনি তো দেখছি সারা ইংল্যাণ্ডের সবাইকে সব কথা জানিয়ে দেবেন। ...শুনুন, গোপন খবরের ভিত্তিতে জানতে পেরেছি, সিংহাসন থেকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র চলছে স্পেনের রানি ক্যাথেরিনের বিরুদ্ধে। কে বা কারা করছে সে-ষড়যন্ত্র তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনি, কিন্তু রানি ক্যাথেরিনকে হটিয়ে তাঁর জায়গায় যে-কোনো একটা মেয়েমানুষ বসাতে পারলেই খুশি ওই লোকগুলো। কিম্বলটন থেকে খবর এসেছে আমার কাছে—নিয়মিত বিষ প্রয়োগ করা হচ্ছে রানির উপর, ধীরগতির বিষ বলে গুরুতর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তাঁর আপাতত, তবে দিন যত যাচ্ছে তত অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তিনি, আজকাল বেশিরভাগ সময়ই বিছানায় শুয়ে থাকতে হয় তাঁকে। আমি জানি আমার সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী এই রানি, তিনি মারা গেলে আমার কী হবে ভাবতে পারেন? আমাদের এই যে চক্র, আমাদের মতো আরও অনেকেই আছে অনেক জায়গায়, আপাতত তাঁদের নাম জানার দরকার নেই আপনার, শুধু জেনে রাখুন ফিশার আর মোর নামে আমাদের দুই ক্ষমতাবান সহযোগীকে কে বা কারা যেন খুন করেছে কিছুদিন আগে। যেসব

ধর্মপ্রচারক আমাদের মতো সুবিধাভোগী অথচ স্পেনের জন্য তেমন ফলদায়ক না তাদের কাজকর্ম স্থগিত ঘোষণা করা না-হলে সংসদে ধর্মঘট ডাকা হবে আগামী মাসে। যদি তা-ই হয় তা হলে আমার কী অবস্থা হবে বলুন তো? চুপচাপ সহ্য করবো আমি সব? নাকি পাল্টা আঘাত হানবো? দেশে-বিদেশে যেখানেই পারি, আমার পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাওয়ার আগেই আমি যদি নিজের আখের গুছিয়ে নিতে চাই তা হলে সমস্যাটা কোথায়?'

জবাব না-দিয়ে ফাদারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ব্রাদার মার্টিন।

'শুনে রাখুন,' বলে চললেন ফাদার, 'এই বছরই আগুন জ্বলবে সারা ইংল্যাণ্ডে, আর আমি, ক্লেমেন্ট মন্ডন সবার আগে জ্বালাবো সেই আগুন।'

এবারও কোনো মন্তব্য করলেন না ব্রাদার মার্টিন।

'সব কথা শুনলেন আপনি, সব কিছু জানতে পারলেন। এবার বলুন, আপনিও কি ওই মৃত নাইটটার মতো আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন?'

'না, করবো না। বিশ্বাস করতে পারেন আমাকে—আমি আপনার ধর্মভাই। তা ছাড়া, প্রথম থেকেই এমন কিছু কাজ করেছেন আমাদের রাজা যা আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে যায়। সেজন্য তাঁকে তেমন একটা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি না আমি। কিন্তু আপনি যা যা করেছেন এবং করছেন, সেগুলোকেও সমর্থন করতে পারছি না। তবে আশ্বাস দিচ্ছি, আমার কাছ থেকে আপনার গোপন কথা কোনোদিন জানতে পারবে না কেউ। আরেকটা কথা বলে রাখি, আপনি যা করছেন তার পরিণতি ভালো হবে বলে মনে হয় না আমার। ব্লসহোমে যা ঘটছে সেগুলো না-হয় বাদই দিলাম, শুধু রাজা হেনরির কথা বলি। ইংরেজরা বেশ একরোখা স্বভাবের হয়। আপনারা স্পেনের লোক, এই ব্যাপারটা জানেন কি না জানি না। আমাদের রাজা যেমন

ক্ষমতাশালী, কূটবুদ্ধিতেও তেমন পাকা। ইংল্যাণ্ডের বেশিরভাগ জনগণ তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। সুতরাং আপনার কাজ খুব একটা সহজ হবে বলে মনে হয় না।'

বাঁকা হাসি হাসলেন ফাদার মন্ডন। 'আমি জানি আপনাকে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করা যায়। সেজন্যই এতগুলো কথা বললাম আপনাকে। আরও কিছু শুনুন, সব তা হলে পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনার কাছে। জার্মানির মহান রাজাও আমাদের পক্ষে আছেন। রাজা হেনরি তাঁর চোখের বালি। আমি শুধু স্পেনের রানিরই না, জার্মানির রাজার প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করছি এখানে। তবে মুশকিলের কথা হচ্ছে, ওই দুই দেশের পক্ষ থেকে মাসে মাসে যে-টাকাটা দেয়া হয় আমাকে তা দিয়ে আমার আর চলছে না কারণ খরচপাতি আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। তাই একরকম বাধ্য হয়েই শেফটনের ওই জমিগুলো কব্জা করতে হলো। তা ছাড়া সিসিলির কাছে মহামূল্যবান কিছু গহনা আছে, সেগুলোও চাই আমার। অবশ্য, ওই গহনাগুলো বোধহয় আর কোনোদিনই পাবো না, কারণ মেয়েটার মতো ওর সব অলঙ্কারও সম্ভবত পুড়ে গেছে আগুনে।'

'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু,' বিড়বিড় করে বললেন ব্রাদার মার্টিন।

কিন্তু কথাটা ফাদার মন্ডনের কান এড়াল না। 'হ্যাঁ, ঠিক, কিন্তু এ-কথাও ঠিক–লোভ না-থাকলে টাকা কামানো যায় না, আর টাকা না-কামাতে পারলে পৃথিবীতে ক্ষমতাবান হওয়া যায় না। যার যত টাকা তার তত ক্ষমতা। আপনার টাকা থাকলে ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারবেন, জায়গামতো ঘুষ দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে পারবেন। টাকা থাকলে আমার মতো সৈন্য ভাড়া করে এনে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন, দরকার হলে প্রতিপক্ষের উপর হামলা করতে পারবেন। ...বাদ দিন এসব কথা। আমার মনে হয় এত লড়াই আর মৃত্যু দেখে আসলে বুক

কেঁপে গেছে আপনার, ভয় পেয়েছেন, তাই এসব কথা বলছেন। ...একটা কথা বলি, শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, তবুও বলি। ওই মেয়েটা, সিসিলি, ওকে কিন্তু ভালোবাসি আমি, মানে বাসতাম। বাবা যেভাবে তাঁর সন্তানকে ভালোবাসে, ঠিক সে-রকম। সে যখন ছোট ছিল তখন ওকে কতবার কোলে নিয়েছি! কত আদর করেছি! ওর বুড়ো আর বোকা বাপটাকেও কিন্তু পছন্দ করতাম। মানুষটা আর যা-ই হোক সৎ ছিল। আমি স্প্যানিয়ার্ড বলে আমাকে বিশ্বাস করতে পারেনি কখনও। আর ওই নাইটটা—ক্রিস্টোফার হারফ্লিট, ওকেও অনেক আগে থেকেই চিনি। সাহসী ছেলে। বাপের মতো তেজী। আফসোস, ওর সাহস আর তেজ ওর কোনো কাজেই লাগল না।'

মাথা ঝাঁকালেন ব্রাদার মার্টিন। 'ফাদার, আমার মনে হয় এই কথাগুলো বলার জন্য আমাকে ডাকেননি আপনি। কেন যেন মনে হচ্ছে আসলে আরও কিছু বলার আছে আপনার।'

হাসলেন ফাদার মন্ডন। 'এজন্যই আপনাকে পছন্দ করি, ব্রাদার। আপনি অনেক কিছুই বোঝেন, কখনও আবার কিছুই বোঝেন না। নিজের ভালোটা ঠিকই আদায় করে নেন, কিন্তু কখনও অসততা করেন না। এবং সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্বস্ত। ...ঠিক বলেছেন। বিশেষ একটা কাজের জন্য ডেকেছি আপনাকে। কিছু একটা দিয়ে আপনাকে কোনো একটা জায়গায় পাঠাবো, কী করতে হবে বলে দেবো, আমার কথামতো কাজ করবেন আপনি।'

'বুঝিয়ে বলুন'

'যদি এই কাজটা করতে পারেন ঠিকমতো, কথা দিচ্ছি, আপনাকে বিশপ বানিয়ে দেবো আমি'

'কিন্তু...কী করতে হবে আমাকে?'

'কয়েকদিন আগের কথা। ইংল্যাণ্ড থেকে স্পেনের উদ্দেশে রওয়ানা করেছিল গ্রেট ইয়ারমাউথ নামের একটা জাহাজ। কিন্তু

কিছুদূর যেতে-না-যেতেই থামানো হয় জাহাজটাকে, ফিরিয়ে আনা হয় ইংল্যাণ্ডের বন্দরে। আগামীকাল সকালে আবার নোঙর তুলবে জাহাজটা, রওনা করবে আগের গন্তব্যেই,' বাকিটুকু বলার আগে থামলেন ফাদার মন্ডন, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ দেখলেন কী ভাব ফুটে উঠেছে ব্রাদার মার্টিনের চেহারায়।

অধৈর্য হয়ে শেষপর্যন্ত বলেই ফেললেন ব্রাদার মার্টিন, 'আমাকে কী করতে হবে তা কিন্তু বলছেন না।'

'স্পেনের রাজদরবারের জন্য বিশেষ একটা চিঠি নিয়ে যেতে হবে।'

'চিঠি?'

'হ্যাঁ, চিঠি। কিন্তু নিরাপত্তার স্বার্থে ওই চিঠি আমি লিখিনি। কারণ কোনোভাবে যদি সেটা আমাদের শত্রুদের হাতে পড়ে তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'ওই চিঠি নিয়ে কোথায় যেতে হবে আমাকে?'

'গ্রেট ইয়ারমাউথ গিয়ে নোঙর ফেলবে সেভিল-এ। আপনিও সেখানে নামবেন। দেখা করবেন মহান রাজার সঙ্গে। যদি দেখা না-হয় তা হলে রাজা যেখানে যেখানে যাবেন আপনিও তাঁর পিছু পিছু সেখানে যাবেন, যেভাবেই হোক দেখা করে আমার চিঠিটা দেবেন তাঁকে। কি, পারবেন না?'

'আপনি কোনো কাজের আদেশ করলে তা মান্য করা আমার কর্তব্য। তবে একটা কথা বলে রাখি, স্প্যানিয়ার্ডদের ব্যাপারে তেমন কিছু জানি না আমি, স্প্যানিশ ভাষারও কিছুই বুঝি না।'

'স্পেনের প্রায় সব শহরে বেনেডিক্টিনদের আশ্রম আছে। আবার সব আশ্রমে দোভাষী আছে। আমার দূত হিসেবে সেখানে যাবেন আপনি, আপনাকে খাতিরযত্ন করতে ত্রুটি করার কথা না ওদের। ...তা হলে এই কথাই থাকল—আমার চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন আপনি স্পেনে। যান এখন, গোছগাছ শুরু করুন। এই ফাঁকে চিঠিটা লিখে ফেলি আমি। ...দাঁড়ান, ওই ক্রিস্টোফার হারফ্লিটকে

যত তাড়াতাড়ি কবর দেয়া যায় তত ভালো। থমাস বোলকে ডাকুন, ক্রিস্টোফারের জন্য কবর খুঁড়তে আদেশ দিন। আগামীকাল ভোরে ওকে মাটিচাপা দেবো আমরা। এখন যান, এক ঘণ্টা পরে আবার দেখা করবেন আমার সঙ্গে। আপনার হাতখরচের টাকা দিয়ে দেবো আমি, আমার সেই চিঠিটাও পেয়ে যাবেন সেইসঙ্গে।'

বাউ করে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলেন ব্রাদার মার্টিন, বন্ধ করে দিয়ে গেলেন দরজাটা।

'লোকটা আমার কাজের জন্য খুব বেশি সৎ,' বিড়বিড় করে বললেন ফাদার মন্ডন। 'মুশকিল হচ্ছে সে একজন ইংরেজ। পরনের আলখাল্লার ভিতর থেকে ওর দেশপ্রেম উঁকি দেয়। কিন্তু সন্ন্যাসীদের আবার দেশ কীসের, পরিবার-পরিজন কীসের? স্পেনে গেলে যাতে বেশ কিছুদিন থাকতে হয় ওকে সেখানে সে-ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। ...এবার চিঠিটা লেখা যাক।'

লিখতে শুরু করলেন ফাদার মন্ডন।

আধ ঘণ্টা পর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন ব্রাদার মার্টিন।

'এখন কী?' বিরক্ত হয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন ফাদার মন্ডন। 'আপনাকে না এক ঘণ্টা পর আসতে বলেছি?'

'জী, বলেছিলেন। কিন্তু একটা সুখবর আছে আপনার জন্য। ভাবলাম, খবরটা আপনাকে যত তাড়াতাড়ি দেয়া যায় তত ভালো।'

'সুখবর? জলদি বলুন। আজকাল সুখবরের খুব অভাব, কালেভদ্রে শোনা যায়। ...কি, সিসিলির গহনাগুলো উদ্ধার করা গেছে নাকি?' জানালা দিয়ে বাইরে, ক্র্যানওয়ের টাওয়ারের দিকে তাকালেন তিনি। 'না, এত তাড়াতাড়ি তো উদ্ধার করতে পারার কথা না! তা ছাড়া আগুন তো দেখি এখনও জ্বলছে? তা হলে?'

'গহনার চেয়েও ভালো কিছু।'

'কী?' ভ্রূ কোঁচকালেন ফাদার মন্ডন।

'ক্রিস্টোফার হারফ্লিট মরেনি। ওর পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিলাম, তখন হঠাৎ করেই দেখি একটু একটু নড়ছে সে, বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। কুড়ালের কোপ এত জোরে লেগেছে ওর মাথায় যে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল বেচারা। ...আপনি তো ওষুধপত্র সম্পর্কে ভালো জানেন, আসুন, দেখে যান।'

মিনিটখানেক পর অচেতন ক্রিস্টোফারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন ফাদার মন্ডন। নোংরা মেঝের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে ক্রিস্টোফারকে। ওর মাথা থেকে ভাঙা শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলা হয়েছে; অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দ্রুত আঙুল বুলিয়ে ওর মাথার ক্ষত পরখ করলেন ফাদার, তারপর নাড়ি দেখলেন। 'খুলির চামড়া কেটে গেছে,' বললেন তিনি, 'কিন্তু খুলিতে চিড় ধরেনি। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ওকে যদি ঠিকমতো খাওয়ানো হয় আর পরিচর্যা করা হয়, তা হলে এত জোরে আঘাত লাগার পরও বেঁচে যাবে, কারণ ওর বয়স কম আর গায়ে অনেক শক্তি। কিন্তু এখানে, এত ঠাণ্ডার মধ্যে যদি ফেলে রাখা হয়, তা হলে সকাল হওয়ার আগেই মারা যাবে। ...মরলেই ভালো,' ব্রাদার মার্টিনের দিকে তাকালেন তিনি।

'বাঁচানোর উপায় থাকার পরও যদি ওকে না-বাঁচাই তা হলে তো একদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ওকে খুন করতে যাচ্ছি আমরা,' বললেন ব্রাদার মার্টিন। 'আসুন, ওকে ধরাধরি করে আগুনের কাছে নিয়ে যাই, গরম দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করি। হয়তো বাঁচাতে পারবো বেচারাকে। ...একা পারবো না, আপনি ওর দুই পা ধরুন, আমি বগলের নীচে ধরছি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে গেলেন ফাদার মন্ডন। ব্রাদার মার্টিনের সঙ্গে ধরাধরি করে জ্বলন্ত ফায়ারপ্লেসের কাছে নিয়ে শুইয়ে দিলেন ক্রিস্টোফারকে।

আধ ঘণ্টা পর। ক্রিস্টোফারের ক্ষতে মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন ব্রাদার মার্টিন। এখন ওকে গরম দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন তিনি। ক্রিস্টোফারের জ্ঞান এখনও ফেরেনি, তারপরও ছোট বাচ্চারা যেভাবে ঘুমের মধ্যে দুধ খায় সেভাবে একটু একটু করে গিলছে সে।

ওর দিকে তাকিয়ে আছেন ফাদার মন্ডন। কী যেন ভাবছেন। হঠাৎ বললেন ব্রাদার মার্টিনকে, 'আপনাকে না বলেছিলাম ক্রিস্টোফারের কবর খোঁড়ার আদেশ দিতে?'

তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালেন ব্রাদার মার্টিন, কিছু বললেন না।

'বলেছিলেন?' আবার জানতে চাইলেন ফাদার।

'জী, বলেছিলাম।'

'সে যে বেঁচে আছে এ-কথা জানিয়েছেন কাউকে?'

'আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে জানাইনি।'

আবারও কী যেন ভাবতে লাগলেন ফাদার মন্ডন, মসৃণভাবে-কামানো চিবুক ডলছেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'আমার মনে হয় দাফনকার্যটা সম্পন্ন করা দরকার।'

'মানে!' আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন ব্রাদার মার্টিন। 'একটা মানুষ বেঁচে আছে, তাকে আপনি জ্যান্ত পুঁতে ফেলতে চান নাকি?'

'না, তা চাই না,' বাঁকা হাসি হাসলেন ফাদার। 'এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ক্রিস্টোফারকে একটুও পছন্দ করি না আমি, কিন্তু জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো না—বিশ্বাস করতে পারেন। অথচ দাফনকার্যটাও সম্পন্ন করতে হবে—এতে আমার...আমাদের লাভ হবে

'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বাইরে, ছাউনির নীচে শুইয়ে রাখা হয়েছে অ্যাণ্ড্রিউ উডস নামের আমার এক ভাড়াটে সৈনিকের লাশ। লোকটা স্কচ,

ক্রিস্টোফারের তলোয়ারের আঘাতে মরেছে। এখানে কোনো বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন নেই উডসের, কাজেই ধরে নেয়া যায় ওর লাশের দাবি নিয়ে হাজির হবে না কেউ। খেয়াল করেছেন কি না জানি না, এই উডস কিন্তু লম্বা-চওড়ায় ক্রিস্টোফারের সমান। ওই স্কচের লাশটা যদি কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া যায় এবং কাউকে কিছু বুঝতে না-দিয়ে কবরে নামানো হয় তা হলে আপনি আর আমি ছাড়া অন্য কেউ জানবে না কাকে কবর দেয়া হলো—ক্রিস্টোফারকে, নাকি উডসকে। ...কবর খোঁড়া হয়ে গেছে, এখন দাফন করা না-হলে ক্রিস্টোফারের বেঁচে থাকার খবর জানাজানি হয়ে যাবে—তাতে ক্ষতি হতে পারে আমাদের। আবার ওকে জ্যান্তও পুঁতে ফেলা যা না। এদিকে উডসকেও মাটি দেয়া উচিত। ...সবকিছু কত সুন্দরভাবে সামাল দিলাম দেখেছেন? সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।'

একদৃষ্টিতে ফাদার মন্ডনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ব্রাদার মার্টিন। তারপর বললেন, 'একজনের নামে আরেকজনকে কবর দেয়াটা কি খুব জরুরি? তা ছাড়া স্যর ক্রিস্টোফারের বেঁচে থাকার খবর জানাজানি হবেই একদিন-না-একদিন, তখন কী করবেন?'

'হ্যাঁ, কখনও কখনও একজনের নামে আরেকজনকে কবর দেয়াটা খুব জরুরি। বুঝতে পারছেন না কেন, স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিট মারা গেছেন—এই খবর প্রচারিত হওয়াটা, ওর মারা যাওয়ার চেয়েও বেশি জরুরি? এই এলাকায়, বিশেষ করে ব্লসহোমের দক্ষিণাঞ্চলে ওর অনেক আত্মীয় আর বন্ধু আছে। ওরা যদি জানতে পারে সে বেঁচে আছে তা হলে ওকে সাহায্য করার জন্য ছুটে আসবে। তখন কে ব্রাদার মার্টিন আর কে ফাদার মন্ডন তা দেখবে না, হাতের সামনে পেলে গলা কাটবে আমাদের দু'জনেরই। এবার বুঝতে পেরেছেন?'

'তার মানে...? যা-ই হোক, ঈশ্বরের সামনে এত জঘন্য

একটা কাজ আমি করতে পারবো না।'

'জঘন্য কাজ আপনাকে করতে হবে না। জঘন্য কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য আলাদা লোক আছে আমার। আপনি শুধু আপনার মুখটা বন্ধ রাখবেন, তা হলেই হবে।'

'কিন্তু স্যার ক্রিস্টোফারের কী হবে?'

'ধেৎ!' বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কোঁচাকালেন ফাদার মল্ডন। 'আজ রাতে দেখছি আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি সব গেছে। ...আপনি কাউকে পছন্দ করেন না, চান না সে-লোক আপনার কাছেপিঠে থাকুক। এখন আপনার ক্ষমতা থাকলে করার মতো কাজ একটাই আছে—ওই লোককে সরিয়ে দেয়া। দু'ভাবে ওকে সরিয়ে দিতে পারেন—খুন করতে পারেন, অথবা এমন কোনো জায়গায় পাঠাতে পারেন যেখান থেকে ফিরে আসার আর কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ নেই ওর।'

'আপনি কোন্‌টা করতে চাচ্ছেন স্যার ক্রিস্টোফারের ব্যাপারে?'

'দ্বিতীয়টা, আপাতত। আপনার সঙ্গে স্পেনে যাবে ক্রিস্টোফার। ওর নাম ব্রাদার লুইয। গুরুতর অসুস্থ হওয়ার পরও আপনার সঙ্গে যেতে হবে তাঁকে। বোঝাতে পেরেছি?'

মাথা ঝাঁকালেন ব্রাদার মার্টিন।

'আরও কিছু কথা শিখিয়ে দিই আপনাকে, তা না হলে পরে গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলবেন। ব্রাদার লুইয একজন স্প্যানিয়ার্ড, অনেক দিন থেকেই সুযোগ খুঁজছিলেন দেশে ফেরার, এবার সে-সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করতে চাননি। তাই এত অসুস্থতার পরও আপনার পিছু ছাড়েননি। তবে একা যাওয়ার উপায় ছিল না তাঁর।'

'তার মানে...'

'ক্রিস্টোফারের দেখাশোনা করবেন আপনি,' ব্রাদার মার্টিনকে কথা বলার সুযোগ দিতে রাজি নন ফাদার, 'তারপর যাত্রাপথে,

ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে বাঁচবে সে, না-থাকলে মরবে। সেভিলে পৌঁছানোর পর আমাদের ধর্মভাইয়েরা ওর যথেষ্ট "খাতির" করবে আশা করি। অনেক অনেক দিন পর, যখন আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসার মতো সামর্থ্য হবে ওর, ততদিনে আমার বিশ্বাস হুলুস্থূল লেগে যাবে এই দেশে, তখন ওকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো অবকাশ হবে না কারও। ...শুনেছি মাথায় জোরে আঘাত লাগলে অনেকেই নাকি উল্টোপাল্টা আচরণ করে অনেক সময়, ক্রিস্টোফারের কী হবে জানি না; তবে যা-ই হোক, সিসিলির জ্যান্ত পুড়ে মরার খবরটা দয়া করে জানাবেন ওকে। সত্যিই যদি ভালোবেসে থাকে সে মেয়েটাকে, ওই কথা শুনে পাগল হতে বেশিদিন লাগবে না ওর।'

কী বলবেন বুঝতে পারছেন না ব্রাদার মার্টিন।

'কী ভাবছেন জানি না,' শীতল কণ্ঠে বললেন ফাদার, 'কিন্তু যা যা করছি, করতেই হবে আমাকে, কোনো বিকল্প নেই। কাজেই কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, আমার কথামতো শুধু কাজ করে যান এবং এই ব্যাপারে মুখটা একেবারে সেলাই করে রাখুন। ...লড়াইয়ে আমাদের যেসব সৈন্য আহত হয়েছে তাদেরকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য পর্দা-দেয়া একটা পালকি নিয়ে আসা হয়েছে। পাশের ঘরেই আছে পালকিটা। ক্রিস্টোফারকে প্রথমে সন্ন্যাসীদের মতো আলখাল্লা পরিয়ে দিন, তারপর ভালোমতো ঢেকে দিন কম্বল দিয়ে। এরপর আমরা দু'জনে মিলে ধরাধরি করে ওকে তুলে দেবো ওই পালকির ভিতরে। বেহারারা কিছুই জিজ্ঞেস করবে না, জানতেও পারবে না; জ্ঞান ফেরার আগেই ক্রিস্টোফার পৌঁছে যাবে ব্লসহোম অ্যাবিতে। তারপর যদি কপাল ভালো থাকে ওর, যদি বেঁচে থাকে, আগামীকাল সকালে ওকে তুলে দেয়া হবে গ্রেট ইয়ারমাউথ জাহাজে। অ্যাবির গেট থেকে কয়েক মাইল দূরেই জেটি, জাহাজটা আপাতত ওখানেই নোঙর ফেলেছে। ...নিন, তাড়াতাড়ি করুন, সাহায্য করুন আমাকে।

...চিঠিটা যথাসময়ে পেয়ে যাবেন, আর আপনার যাতে কোনো অসুবিধা না-হয় সেজন্য আগামীকাল সকালে জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলবো আমি।'

ছয়

পরদিন, ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই, গ্রাম থেকে যেনতেনভাবে কাফন-পরানো একটা লাশ হাজির করা হলো ক্র্যানওয়েলের গির্জাপ্রাঙ্গণে। অগভীর একটা কবর খোঁড়া হয়েছে সেখানে—লাশটার শেষ ঠিকানা।

'এত তাড়াহুড়ো করে কাকে কবর দিচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল থমাস বোল, কবর খোঁড়ার কাজটা একাই করেছে সে।

'স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটকে,' জবাব দিলেন বৃদ্ধ এক সন্ন্যাসী। এই লোকের উপরই আপাতত ন্যস্ত করা হয়েছে গির্জার দায়িত্ব, কারণ ক্রিস্টোফার আর সিসিলির বিয়ে-পরানোর অপরাধে ফাদার মন্ডনের পক্ষ থেকে নিদারুণ শাস্তি পেতে হতে পারে অনুমান করে ফাদার নেকটন পালিয়ে গেছেন। 'করুণ কাহিনি, খুবই করুণ কাহিনি। বিয়েটাও হলো তাড়াহুড়ো করে, এখন কবরও দিতে হচ্ছে তাড়াহুড়ো করে। একজন জ্যান্ত পুড়ে মরল, আরেকজনকে মাটিচাপা দেবো কিছুক্ষণের মধ্যেই। ...সত্যিই, ঈশ্বরের বিধান যারা লঙ্ঘন করে তাদের এ-রকম শাস্তিই হওয়া উচিত।'

'করুণ, নাকি অদ্ভুত?' কবরের ভিতরে নেমে গেছে থমাস

বোল, দু'হাত উপরের দিকে তুলে লাশের দুই কাঁধ ধরল সে, তারপর লাশটা সাবধানে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'এতই অদ্ভুত যে, আপনার-আমার মতো ছা-পোষা মানুষদের পক্ষে বোঝা সম্ভব না শেষপর্যন্ত কী আছে ঈশ্বরের বিধানে। ...এই লাশটার কথাই ধরুন না। স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিট ছিলেন লম্বা-চওড়া এবং বেশ ভারী। মরার পর তাঁর কী হলো বুঝতে পারছি না—মনে হচ্ছে অর্ধেক কমে গেছে তাঁর ওজন। মনে হয় টাওয়ারের ভিতরে অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে থাকতে না-খেতে পেয়ে এই অবস্থা হয়েছে তাঁর। ...কিন্তু, তাঁকে কি তাঁর বাপ-দাদার কবরের পাশে কবর দেয়া উচিত ছিল না? তা হলে এই ভূতুড়ে জায়গায় একা একা কবর খোঁড়ার মতো জঘন্য কাজটা করতে হতো না আমাকে।'

'কী করতে হবে আর কী করতে হবে না তা নিয়ে মন্তব্য করার তুমি কে?' খেঁকিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। 'ফাদার মল্ডন যা করতে বলেছেন, মুখ বন্ধ রেখে তা-ই করে যাও। মনে রেখো, তাতেই তোমার মঙ্গল। ওই লাশটার দিকে তাকিয়ে দেখো। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, একটুও নড়ছে না, দুই পা পুবমুখী। তোমার অবস্থা যেদিন এ-রকম হবে সেদিন যেন কেউ তোমাকে পাপী বলতে না-পারে। ...হাত বের করো কবরের ভিতর থেকে, তোমাকে টেনে তুলছি আমি।'

কবরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে থমাস বোল বলল, 'ফাদার, প্রার্থনা শুরু করুন। ভালোবাসার মানুষটাকে বিয়ে করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল বেচারা, পরিণতিতে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছে।'

শেষবারের মতো প্রার্থনা করা হলো "স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটের" জন্য, তারপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী চলে গেলেন নিজের কাজে। এদিক-ওদিক তাকাল থমাস বোল, কাছেপিঠে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না দেখল ভালোমতো। তারপর সময় নিয়ে

একটু একটু করে মাটি ফেলতে লাগল কবরের ভিতরে। কিছুক্ষণ পর 'না হচ্ছে না, আলগা মাটি বসছে না ঠিকমতো,' বলে নেমে গেল কবরের ভিতরে, লাশের পায়ের কাছে জায়গা করে নিয়ে বসে পড়ল।

আসলে সন্দেহ পেয়ে বসেছে ওকে, দুই ভ্রূ কুঁচকে গেছে ওর।

সূর্য উঠছে। সকালের প্রথম আলোকরশ্মিতে লাল হয়ে গেছে পুবাকাশ। খানিক আগের সেই ছায়া ছায়া অন্ধকার আর নেই। পোশাকের ভিতর থেকে নিজের খঞ্জরটা বের করল থমাস বোল। কবরে নামানোর সময়ই টের পেয়েছিল সে, তাড়াহুড়ো করে অনভ্যস্ত হাতে কেউ কাফন পরিয়েছে লাশের গায়ে। এবং, খুবই অদ্ভুত ব্যাপার—কাফনটা এমনভাবে সেলাই করে দিয়েছে যে, লাশের চেহারা দেখারও উপায় নেই।

লাশের চেহারার দু'পাশের কাফনের সেলাই কেটে ফেলল বোল। তারপর প্রায়-অসাড় বাঁ হাত দিয়ে টেনে সরাল কাপড়ের টুকরোটা। কিন্তু ঠিক ওই সময়ই ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেল সূর্য, আঁধার ঘনিয়ে এল চারদিকে।

সময় নষ্ট করল না বোল। লাশের চেহারার উপর হাত বোলাতে লাগল সে। একইসঙ্গে চলছে ওর স্বগতোক্তি, 'না, স্যর ক্রিস্টোফারের নাক তো ভাঙা ছিল না! তা হলে কি...লড়াইয়ের সময়...? কিন্তু তাঁকে তো সামনে থেকে আঘাত করতে পারেনি কেউ?'

মেঘ সরে গেল, চারদিক উদ্ভাসিত হলো সোনালী আলোয়। লাশের চেহারাটা দেখতে এখন আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না থমাস বোলের। হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে ওই চেহারার দিকে। তারপর, হঠাৎ করেই, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। 'ভালো, ভালো, খুব ভালো! খাসা চাল চেলেছে শয়তান ফাদার। কোথাকার কোন্ মাতাল অ্যাগ্রিউকে তাড়াহুড়ো

করে কবরে শুইয়ে বানিয়ে দিয়েছে নিহত ইংরেজ নাইট! স্যর ক্রিস্টোফারের হাতে মারা পড়ে ওই স্কচম্যান নিজেই ক্রিস্টোফার হয়ে গেছে! কিন্তু কথা হচ্ছে, এই লোক যদি ক্রিস্টোফার হয়ে থাকে তা হলে আসল ক্রিস্টোফার কোথায়?'

ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল সে, তারপর তাড়াহুড়ো করে কবরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে মাটি ফেলতে লাগল সমানে।

এখনও জ্ঞান ফেরেনি ব্রাদার লুইয ওরফে স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটের। ওর পাশে বসে আছেন ব্রাদার মার্টিন। তাঁরা দু'জন এখন গ্রেট ইয়ারমাউথ জাহাজে। তাঁদের দু'জনের জন্য ছোট একটা কেবিন বরাদ্দ করা হয়েছে। ব্রাদার মার্টিন বুঝতে পারছেন না বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে ক্রিস্টোফার। করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি ক্রিস্টোফারের দিকে, আর একটু পর পর নিজের কামানো-মাথাটা নাড়ছেন বিষণ্ন ভঙ্গিতে।

জাহাজের ক্যাপ্টেনের নাম গুড। বাড়ি ডানউইচে। কিন্তু সেখানকার বন্দরে নাবিকেরা তাঁকে চেনে "কিপ্টা গুডি" নামে। কারণ তাঁর মেজাজ যেমন খিটখিটে, অর্থের লোভ তেমন বেশি, আবার কামাই-করা টাকার একটা পয়সাও খরচ করতে তাঁর সমান অনাগ্রহ।

এই মুহূর্তে মেজাজ খুব খারাপ কিপ্টা গুডির। কারণ এবারকার যাত্রায় একটা ভালো ঘটনাও ঘটেনি। বরং যা যা ঘটছে সবই খারাপ, বলা ভালো অশুভ। বাজে আবহাওয়ার কারণে ছয় সপ্তাহ দেরি হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই, গন্তব্যে পৌঁছাতে আরও কতদিন দেরি হয় কে জানে! "অসহায়" দুই ধর্মযাজককে জাহাজে তুলতে গিয়ে আজ সকালে নষ্ট হয়েছে আরও কয়েক ঘণ্টা। তা-ও যদি শুধু ওই দু'জন উঠত তা হলে একটা কথা ছিল, সঙ্গে করে আবার রহস্যময় কিছু মালপত্র নিয়ে এসেছে, যেগুলো আসলে কী

সে-ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই ক্যাপ্টেনের। ওই ছিলা-চাঁদির সাধুটার একটাই কথা—যেভাবেই হোক মালগুলো পৌঁছে দিতেই হবে স্পেনের সেভিলে। তা-ও না হয় মানা গেল, মাল পৌঁছানো এমন কোনো কঠিন কাজ নয়, কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, সকালে ভালো বাতাস ছিল, জেটি থেকে বের হয়ে পাল খাটিয়ে বেশ কিছুদূর এগোতে সমস্যা হয়নি, কিন্তু তারপর অবস্থা আবার আগের মতোই—আবহাওয়া এত খারাপ হয়ে গেছে যে, ভাসমান বরফের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজডুবির ভয়ে ঘন কুয়াশার মধ্যে চলতে হচ্ছে ধীরগতিতে।

এই তো, দিন দশেক আগে, জেটি থেকে রওয়ানা করেও আবার ফিরে আসতে হয়েছিল গ্রেট ইয়ারমাউথকে। তখন নাবিকদের মধ্যে সেরা ছ'জন সাফ জানিয়ে দেয়, এই আবহাওয়ার মধ্যে জানের বাজি লাগিয়ে স্পেনে যেতে পারবে না। চাকরিতে অলিখিত ইস্তফা দিয়ে জাহাজ থেকে নেমে যায় ওরা। কাজেই ঝুঁকি নিয়ে নতুন লোক নিয়োগ দিতে বাধ্য হন ক্যাপ্টেন গুড। এদের মধ্যে চওড়া কাঁধ আর কালো দাড়িওয়ালা এক লোক আছে। যেদিন হাজির হয়েছিল লোকটা সেদিন ওর পরনে ছিল চামড়ার আঁটসাঁট জ্যাকেট, বুটের সঙ্গে লাগানো স্পারে রক্তের দাগ। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল এই লোকের সময়ের এত অভাব যে, বুট থেকে স্পার খোলার মতো অবকাশও নেই।

জাহাজ তখন ব্লসহোমের জেটি থেকে দ্বিতীয়বারের মতো নোঙর তুলে এগিয়ে গেছে কিছুদূর, ছোট্ট একটা নৌকায় চড়ে পাগলের মতো দাঁড় বাইতে বাইতে জাহাজের কাছে এসে হাজির হয় লোকটা। নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে ওকে তুলে নিতে বাধ্য হন ক্যাপ্টেন। ডেকে উঠেই বলে আগন্তুক, স্পেন বা যে-কোনো ভিনদেশী বন্দরে ওকে নামিয়ে দিতে পারলে বিনিময়ে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে রাজি আছে। অগ্রিম হিসেবে বেশ কিছু টাকাও দেয়। নগদ টাকা—সুতরাং ইতস্তত করার প্রশ্নই আসে না কিপ্টা

গুডির, হাত বাড়িয়ে টাকাটা নেন তিনি তৎক্ষণাৎ। কিন্তু তাঁর মন থেকে খচখচানি যায়নি। গৃহীত টাকার রসিদ দেয়ার সময় আগন্তুকের নাম জিজ্ঞেস করেন তিনি, জবাব আসে, 'চার্লস স্মিথ, এবং আর কোনো প্রশ্ন না। আমি টাকা দেবো, আপনি আমাকে জায়গামতো নিয়ে যাবেন।'

ঠিকই, ক্যাপ্টেনের দরকার টাকা, ওই টাকার মালিকের পরিচয় দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কোনো কাজ নেই তাঁর।

কিন্তু খানিক বাদে যে-ঘটনাটা ঘটে তাতে ক্যাপ্টেনের মনের খচখচানি আরও বেড়ে যায়।

নাবিকদের সংখ্যা কম, তার উপর বেশিরভাগই নতুন—দেখে নিজের স্পার আর জ্যাকেট খুলে ফেলে নাবিকদের সঙ্গে কাজে লেগে যায় চার্লস স্মিথ। নাবিকদের কে-ও কেউ মনে হয় চেনে ওকে, কারণ ওদের সঙ্গে ভাবের বিনিময় হতে বেশি সময় লাগেনি স্মিথের। ওর কাজ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, এই তুষারঝড়কে পরোয়াই করছে না সে, ভালোই কাজ জানে যদিও সে-রকম দক্ষ নাবিক নয়।

তারপরও, এই চালর্স স্মিথের ব্যাপারটা একটুও ভালো লাগছে না ক্যাপ্টেনের। এই মুহূর্তে তাঁর হাত খালি না-থাকলে, অথবা ওই লোকটার কাছ থেকে অতগুলো টাকা না নিয়ে ফেললে ওকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিতেন অনেক আগেই। তা ছাড়া, ব্লসহোমে যে বড় রকমের সমস্যা হয়েছে তা তাঁর কানেও এসেছে—কে বা কারা নাকি জমিদার স্যার জন ফোটরেলকে খুন করে তাঁর লাশ ফেলে রেখেছিল জঙ্গলের ভিতরে

হতে পারে, এই চার্লস স্মিথই খুন করেছে তাঁকে। ওই ব্যাপারে অবশ্য কিছু করার নেই ক্যাপ্টেনের—তিনি আইনের লোক না; কিন্তু তাঁর মন বলছে আইন যদি নাক গলাতে শুরু করে এই ব্যাপারে তা হলে চার্লস স্মিথকে ডেকে তুলে নেয়ার কারণে ঝামেলা পোহাতে হবে তাঁকেও। ইতোমধ্যে অনেক ঝামেলা

পোহাতে হয়েছে ক্যাপ্টেনকে, আর কোনো ঝামেলায় জড়ানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই তাঁর।

এতদিন পর আবহাওয়া ভালো হয়েছে, আজ সকালে যাত্রা শুরু করার কথা ছিল, কোত্থেকে এসে হাজির হয়ে গেলেন ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষ! সঙ্গে ওই চাঁদি-ছিলা সন্ন্যাসী, আর আপাদমস্তক কম্বলে-ঢাকা বিশালদেহী এক মুমূর্ষু লোক।

ওই আধ-মরা লোকটাকে জাহাজে তুলতে হবে, কিন্তু ফাদার মন্ডনের অদ্ভুত আব্দার—আর কাউকে নয়, ক্যাপ্টেনকেই হাত লাগাতে হবে। ফাদার মন্ডনের জায়গায় অন্য কোনো ক্যাপ্টেন থাকলে ধাক্কা দিয়ে আধমরা লোকটাকে জাহাজ থেকে ফেলে দেয়া হতো, সন্দেহ নেই। কিন্তু এবারও মেনে নিতে হলো।

অচেতন সন্ন্যাসীকে যখন টেনেহিঁচড়ে তোলা হচ্ছিল মই দিয়ে, তখন হঠাৎ খেয়াল করলেন ক্যাপ্টেন গুডি, লোকটা কম্বলের নীচে যুদ্ধসাজে সজ্জিত। কিন্তু পায়ে আবার সন্ন্যাসীদের মতো জুতো। মাথায় রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ।

ব্যাপার কী? এসব কীসের আলামত?

চাঁদি-ছিলা আর আধমরাটার জন্য একটা কেবিন বরাদ্দ করা হলো। নিজের কেবিনে ফাদার মন্ডনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাওনা টাকা গুনে বুঝে নিচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন, এমন সময় কৌতূহল চেপে রাখতে না-পেরে বলেই ফেলেন তিনি, 'ফাদার, এসব রহস্যময় ঘটনার কোনো মানেই তো বুঝতে পারছি না।'

'কিন্তু এটা নিশ্চয়ই বুঝাতে পারছেন, সব ঘটনার মানে বোঝার দরকার নেই আপনার,' চাঁছাছোলা কণ্ঠে জবাব দেন ফাদার, 'আমি যা করতে বলি তা করার আদেশ দেয়া হয়েছে আপনাকে, এবং এখন উপযুক্ত পারিশ্রমিকও পাচ্ছেন। এর বেশি আর কী বুঝবার দরকার আছে, শুনি? ...এই ব্যাপারে আরেকটা কথা বলবেন, স্পেনে খবর পাঠিয়ে দেবো, দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিতে হয় তা ভালোমতো জানা আছে ওদের।

নিজের মাতৃভূমি ডানউইচের দেখা যদি আবার পেতে চান এই জীবনে, মুখ একেবারে বন্ধ রাখুন।'

'মাফ করবেন, ফাদার,' বিনয়ে তখন গলে যাওয়ার মতো অবস্থা ক্যাপ্টেন গুডির, ভয়ে কপাল ঘেমে গেছে, 'কিন্তু এমন সব ঘটনা ঘটছে যে কী আর বলবো আপনাকে। ব্লসহোমে আসার পর দু'বার নোঙর তুলেছি, দু'বারই জেটিতে ফিরে আসতে হয়েছে আমাকে। লক্ষণ সুবিধার মনে হচ্ছে না আমার কাছে।'

'লক্ষণ যাতে সুবিধার মনে হয় সেজন্য প্রার্থনা করতে হবে, আমাদের মতো যাঁরা আছে তাঁদেরকে প্রার্থনা করার অনুরোধ জানাতে হবে। নাকি চান আপনার এত কথায় বিরক্ত হয়ে আপনাকে অভিশাপ দিই?'

'না, না, জীবনেও না। মন খুলে প্রার্থনা করুন আমাদের জন্য, ফাদার, যাতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়,' চরম কুসংস্কারাচ্ছন্ন ক্যাপ্টেন গুডির মুখে ঝুলছিল তোষামুদির হাসি, 'আপনি বললে একজন কেন, এক ডজন অসুস্থ সন্ন্যাসীকেও স্পেনে নিয়ে যেতে রাজি আছি আমি!'

মুচকি হাসলেন ফাদার মল্ডন, হাত তুলে আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে কয়েকটা ল্যাটিন শব্দ উচ্চারণ করলেন, যার মানে শুধু তিনিই জানেন; তবে ক্যাপ্টেন গুডির মনে হলো স্বর্গীয় শান্তি বর্ষিত হচ্ছে তাঁর উপর। আর ঠিক তখনই নড়ে উঠল গ্রেট ইয়ারমাউথ—নোঙর তুলে নিয়েছে নাবিকেরা, যাত্রা শুরু হবে এখনই।

'ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার কারণে আমি যেতে পারছি না,' বললেন ফাদার মল্ডন, 'কিন্তু ভয়ের কিছু নেই—আমার লোক আর আমার শুভ-কামনা থাকল আপনার সঙ্গে। আশা করি জলদস্যুদের মুখোমুখি হতে হবে না আপনাকে। তা ছাড়া যত এগোবেন আবহাওয়া তত ভালো হবে। কাজেই ধরে নেয়া যায় আপনার এই যাত্রা হবে নিরাপদ আর সহজ। ...ব্রাদার মার্টিন আর আমাদের

ওই অসুস্থ বন্ধু থাকল আপনার জিম্মায়, খেয়াল রাখবেন ওদের দিকে। ...বিদায়।'

বাউ করে তাঁকে বিদায় জানালেন ক্যাপ্টেন।

মিনিটখানেক পর, ব্রাদার মার্টিনের সঙ্গে চটজলদি কিছু কথা সেরে নিয়ে ফাদার মন্ডন তখন মই বেয়ে নামছিলেন নৌকায়, তাঁর লোকেরাই দাঁড় বেয়ে নৌকাটাকে হাজির করেছিল জাহাজের কাছে, হঠাৎ উপরের দিকে তাকিয়ে কেন যেন ভীষণ চমকে উঠেন ফাদার। ভোরের মরা আলোয়, জেটির বাতাসে ভাসমান উলের-মতো ঘন কুয়াশায় কারণটা ধরতে পারেননি ক্যাপ্টেন। রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখলেন তিনি, পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো অচল হয়ে গেছেন ফাদার মন্ডন, তারপর হঠাৎ করেই চিৎকার করে উঠতে চাইলেন, কিন্তু তার আগেই মই-ধরে-ডেকে-দাঁড়িয়ে-থাকা চার্লস স্মিথ নড়ে উঠল, ফাদারের মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের হওয়ার আগে ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা।

মইটা সরে গেল নাকি ফাদারের পা পিছলে গেল ঠিক বোঝা গেল না, তবে স্পষ্ট দেখা গেল একদিকে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর মাথাটা বাড়ি খেল নৌকার একপ্রান্তে, পানিতে নয় বরং নৌকার ভিতরেই আছড়ে পড়ল তাঁর অর্ধ-অচেতন শরীর, গুরুতর আহত অবস্থায় দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল তাঁর কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারল না।

'কী, কী হলো?' চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন গুডি।

'পা পিছলে পড়ে গেছেন ফাদার,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল চার্লস স্মিথ, নিজের সী-বুটের দিকে তাকিয়ে ছিল সে, 'তবে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি—নৌকার ভিতরেই পড়েছেন তিনি, এবং তাঁর লোকেরা ইতোমধ্যেই শুশ্রূষার কাজ শুরু করেছে

ডেকে তখন পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল ঘন কুয়াশা, ক্যাপ্টেন আর কিছু বলার আগেই বিড়বিড় করতে করতে কুয়াশার সেই চাদরের আড়ালে হারিয়ে গেল চার্লস স্মিথ, যার আসল নাম যে জেফরি

স্টকস জানা নেই ক্যাপ্টেন গুডির।

নিজের কেবিনে একা বসে এতক্ষণ এসব কথাই ভাবছিলেন তিনি।

সকালের ঘটনাটার ঘণ্টাখানেক পর।

ক্র্যানওয়েল টাওয়ারের সেই কটেজে নিয়ে আসা হয়েছে ফাদার মন্ডনকে। ভাঙাচোরা একটা চৌকিতে শুয়ে আছেন তিনি। তাঁর সারা শরীরে ব্যথা। উঁচু থেকে নৌকার উপর আছড়ে পড়ে বেশ জোরে আঘাত পেয়েছেন তিনি, কপালের যে-জায়গায় বাড়ি খেয়েছেন সেখানে কালশিরে পড়ে গেছে। মনেও শান্তি নেই। ভেবেছিলেন বাজি মাত করে ফেলেছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এত আয়োজনের পরও সব তাঁর মনমতো হয়নি।

স্যর জন ফোটরেল মারা গেছেন—খুন করা হয়েছে তাঁকে। করা হয়েছে না-বলে বলা ভালো করতে হয়েছে, কারণ যেসব কাগজপত্র নিয়ে লণ্ডনে যাচ্ছিলেন তিনি সেগুলো রাজা বা তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকদের হাতে পৌঁছাতে পারলে আর দেখতে হতো না, ফাঁসিকাঠই হতো ফাদার আর তাঁর সহচরদের শেষ ঠিকানা। আর, ফাঁসিতে ঝোলা তো পরের কথা, ফাঁসি শব্দটাকেই ভীষণ ভয় পান ফাদার। কেউ জানে না, প্রায়ই ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখেন তিনি, কে বা কারা যেন ঝুলিয়ে দিয়েছে তাঁকে ফাঁসিতে, দম বন্ধ হয়ে আসছে তাঁর...। হুড়মুড় করে উঠে বসেন তখন তিনি বিছানায়। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করারও উপায় নেই, যে-কাজ শুরু করেছেন তিনি স্পেনের রাজদরবারের পক্ষে, সোজা কথায় যাকে বলা হয় গুপ্তচরগিরি, তা তাঁকে করে যেতেই হবে; কারণ এই কাজ একবার শুরু করলে ইস্তফা দেয়ার কোনো উপায় থাকে না। এখন পিছিয়ে গেলে স্পেনের রাজদরবার ভাববে ইংল্যাণ্ডের রাজার টাকা খাচ্ছেন তিনি, আর ধরা পড়লে তো...।

পাশ ফিরলেন ফাদার মন্ডন। লোকে যে বলে মদ খাওয়া

ভালো নয়, ঠিকই বলে। কী দরকার ছিল স্যর জন ফোটরেলের বাড়িতে ওই দিন দাওয়াত খেতে যাওয়ার? আর না-হয় দাওয়াত খেলেনই, কী দরকার ছিল অতখানি মদ গেলার? নেশায় হালকা হয়ে গেল মাথাটা, ঝাপসা হয়ে গেল বিচারবুদ্ধি, আর জিভটা গেল আলগা হয়ে। স্যর জন ফোটরেলের মতো খাঁটি একজন ইংরেজকে নিজের দলে ভেড়ানোর মতো হাস্যকর চেষ্টা শুরু করলেন তিনি, নিজের গোপন কথার অনেকখানিই বলে ফেললেন গড়গড় করে। ফলে কী হলো? দু'জনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল এর আগে, শুরু হয়ে গেল বৈরিতা।

স্যর জন যত ভালোমানুষই হোন না কেন, তাঁর মতো এত ভয়ঙ্কর একজন শত্রুর বেঁচে থাকার মানে ফাদার মন্ডনের জন্য ছিল ক্ষতির দরজা হাঁ করে খুলে থাকা। ধর্মপ্রচারের ছদ্মবেশে ফাদার মন্ডনের এই গুপ্তচরগিরি একদিন-না-একদিন জানাজানি হতোই স্যর জন বেঁচে থাকলে। সুতরাং এককালের প্রতাপশালী ওই জমিদারের মৃত্যু ফাদারের অশান্ত মনের জন্য ছিল শান্তির প্রলেপ।

কিন্তু সেই প্রলেপও উঠে গেল, যখন আজ সকালে দেখা হয়ে গেল স্যর জনের নুন-খেয়ে-গুণ-গাওয়া চাকর জেফরি স্টকসের সঙ্গে। তিনি নিশ্চিত, তিনি ছাড়া আর কেউ চিনতে পারেনি জেফরিকে; পারলেও বিশেষ কোনো লাভ হতো কি? এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে গ্রেট ইয়ারমাউথ।

ইস্‌স্! যদি একটা মিনিট আগে তিনি চিনতে পারতেন ওই চাকরটাকে! তা হলে তাঁর পিঠে এত জোরে লাথি মারতে পারত না শয়তানের বাচ্চাটা, নৌকার উপর বেকায়দা ভঙ্গিতে আছড়েও পড়তেন না তিনি।

পড়ামাত্র ব্যথায় অসাড় হয়ে যায় ফাদারের পুরো শরীর, কাউকে যে কিছু বলবেন সে-উপায়ও ছিল না—ঠিকমতো শ্বাসই নিতে পারছিলেন না, কথা বলা দূরে থাক।

তাঁর এই দুরবস্থা দেখে তাড়াহুড়ো করে বৈঠা বেয়ে তাঁর সহচররা নৌকাটা নিয়ে এল তীরে, ওদিকে একটু একটু করে দূরে সরতে সরতে একসময় অনেক দূরে চলে গেল জাহাজটা।

জেফরি বেঁচে থাকায় বড় কোনো অসুবিধা হবে ফাদার মন্ডনের? মনে হয় না। লোকটা পড়ালেখা তেমন একটা জানে না, মরার আগে কী কাগজপত্র ওকে দিয়ে গেছেন স্যর জন তা-ও সম্ভবত জানা নেই ওর। জানা থাকলেও লাভ নেই—ওসব কাগজ নিয়ে কোথায় কার সঙ্গে দেখা করতে হবে তা নিশ্চয়ই জানে না শয়তানের বাচ্চাটা। জানলে লণ্ডনে না-গিয়ে গ্রেট ইয়ারমাউথে চড়ে বসত না।

তবে উপস্থিত বুদ্ধি আছে ওর, স্বীকার করতেই হবে, তা না হলে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে এত তাড়াতাড়ি পালাতে পারত না ব্লসহোম তথা ইংল্যাণ্ড থেকে। আর সাহসও আছে—ওর জায়গায় অন্য কেউ থাকলে এত বড় ঝুঁকি নিয়ে লাথি মারতে আসত না ফাদার মন্ডনকে।

আবারও পাশ ফিরলেন ফাদার। স্যর জনের কাপড়চোপড় ঘেঁটে কোনো কাগজপত্র বা টাকাপয়সা পাওয়া যায়নি। সন্দেহ নেই, জেফরির হাতে কাগজগুলো তুলে দেয়ার সময় পেয়েছিলেন তিনি। নাবিকের বেশ ধরে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে লোকটা। গিয়ে উঠেছে এমন এক জাহাজে যেখানে স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিট আছে। যদি দেখা হয়ে যায় দু'জনের তা হলে কী হবে?

তেমন কিছু না-হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। স্যর ক্রিস্টোফারের যা অবস্থা, বেশিদিন বাঁচবে না সম্ভবত। কেউ যদি ওকে বাঁচায়ও, তা হলে ব্রাদার মার্টিনই বাঁচাবে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য সব ভালোমানুষের মতোই, এই ব্রাদার মার্টিনও প্রকৃতপক্ষে বোকা। সেজন্যই ক্রিস্টোফারের মতো একজন "শত্রুর" শুশ্রূষার দায়িত্ব একরকম যেচে পড়ে নিজের কাঁধে নিয়েছে। তাঁর জায়গায় বুদ্ধিমান আর বাস্তববাদী কেউ থাকলে এমন কিছু করত যাতে যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব মরে ক্রিস্টোফার, ফাদার রাজি-খুশি হন।

যা-ই হোক, যার কপালে মরণ লেখা আছে, হাজার পরিচর্যা করলেও তাকে বাঁচানো যায় না। তা ছাড়া মৌসুমের এই সময়ে, আবহাওয়া যখন খুব খারাপ, একটা-দুটো জাহাজডুবির ঘটনা ঘটেই প্রতি বছর। ফাদার মন্ডনের আন্তরিক প্রার্থনা, এই বছরও যেন সে-রকম ঘটনা অন্তত একটা ঘটে এবং জাহাজটা যেন হয় গ্রেট ইয়ারমাউথ।

স্পেনে, জায়গামতো খবর পাঠাতে হবে, ভাবছেন ফাদার, ব্রাদার মার্টিনকে নজরবন্দি করাতে হবে। সেরে উঠে যাতে কোনো "বীরত্ব" দেখাতে না-পারে ক্রিস্টোফার হারফ্লিট সে-ব্যবস্থাও করতে হবে।

শুয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না। উঠে বসলেন ফাদার মন্ডন। কপালের যেখানে বাড়ি খেয়েছেন সে-জায়গাটা দপদপ করছে এখনও। ব্যথা সহ্য করার জন্য দাঁতে দাঁত চাপলেন তিনি। সিসিলির কথা মনে হলো হঠাৎ করেই।

ভেবেছিলেন, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাবলে মেয়েটার অভিভাবক হতে পারবেন তিনি। বাবা মারা গেছে, সুতরাং সম্ভ্রান্ত বংশের অপ্রাপ্তবয়স্কা একটা মেয়ে একা থাকতে পারে না। তা ছাড়া মেয়েটার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্য আগে মেয়েটাকে করায়ত্ত করার দরকার ছিল। আশ্রমের অন্য মেয়েদের সঙ্গে ওকেও একরকম বন্দি করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হলো না। আগুনে পুড়ে মরল মেয়েটা। ফাদার কখনোই চাননি ও-রকম মৃত্যু হোক ওর। মেয়েটা যখন এইটুকুন, তখন থেকে ওকে দেখছেন তিনি, তখন থেকে ওকে পছন্দ করেন যে-রকম একজন বাবা করে নিজের মেয়েকে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় মরতে হলো মেয়েটাকে—কারও কিছু করার নেই।

একদিক দিয়ে অবশ্য ভালো হয়েছে, লোভনীয় সব সম্পত্তি বিনা বাধায় চলে এসেছে ফাদারের কব্জায়। এখন শক্তি আরও

বেড়েছে তাঁর। যে-দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়েছে স্পেনের রাজদরবার থেকে, সে-দায়িত্ব পালনে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন তিনি।

যদি সত্যিই একদিন স্পেনের রাজদরবার কর্তৃক উৎখাত হন ইংল্যাণ্ডের রাজা হেনরি তা হলে কেমন হয়? নিঃসন্দেহে চমৎকার। পুরস্কার হিসেবে কী দেয়া হতে পারে তাঁকে?

ক্যান্টেরবারিতে জাঁকজমকপূর্ণ একটা অনুষ্ঠানের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন ফাদার, কল্পনা করতে লাগলেন কার্ডিনালের লাল হ্যাটটা পরিয়ে দেয়া হচ্ছে তাঁর মাথায়।

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়ার মতিগতি মোটেও ভালো নয়। কখনও ভারী তুষারপাত, কখনও তুমুল বৃষ্টি।

দু'জন যাজক আর ছ'জন সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্র্যানওয়েল টাওয়ারের সামনে এসে দাঁড়ালেন ফাদার মল্ডন। বাড়িটা ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হয়েছে, কোনো কোনো জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে এখনও। পুড়ে কালো-হওয়া কড়িকাঠ পড়ে আছে এখানে-সেখানে। এমনকী কোনো কোনো জায়গার মাটিও পুড়ে গেছে, বৃষ্টির পানিতে কালচে কাদায় পরিণত হয়েছে। বাড়ির পাথরের-টাওয়ারটা শুধু দাঁড়িয়ে আছে; মুষলধারার বৃষ্টি সেখানে প্রতিহত হয়ে অদ্ভুত এক কুয়াশা তৈরি করেছে, যার কারণে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে না টাওয়ারটা, কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা যে সেখানে চিরস্থায়ী কালো দাগ ফেলে দিয়ে গেছে তা বোঝা যাচ্ছে দূর থেকেও।

'এখানে কেন এসেছি আমরা?' চারদিকে তাকাচ্ছে এক যাজক, থেকে থেকে কেঁপে উঠছে ঠাণ্ডা অথবা অন্য কোনো কারণে।

'সিসিলি আর ওর পালক-মা'র লাশ খুঁজে বের করতে।'

'লাশ দুটো পেলে কী হবে?'

'খ্রিস্টানদের পদ্ধতিতে কবর দিতে পারবো ওদেরকে।'

'যদিও সম্পূর্ণ অখ্রিস্টানসুলভ উপায়ে মৃত্যু হয়েছে ওদের,' বিড়বিড় করে মন্তব্য করল লোকটা যাতে ফাদার মল্ডন শুনতে না-পান, তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'আপনার পরোপকারের তুলনা হয় না, ফাদার। লেডি সিসিলি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আপনার সঙ্গে, তারপরও তাঁর শেষকৃত্য করার জন্য এসেছেন আপনি আহত অবস্থায়ও। আর এমলিনের কথা যদি বলি, লোকে বলে মহিলা নাকি আসলে একটা ডাইনি। সুতরাং আমার মনে হয় আসলেই যদি আগুনে পুড়ে মরে থাকে সে, উচিত মৃত্যুই হয়েছে ওর।'

'মানে?' ভ্রূ কুঁচকে লোকটার দিকে তাকালেন ফাদার মল্ডন।

'মানে যেহেতু জাদু জানে এমলিন, হয়তো জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে নিজের উপর থেকে আগুন সরিয়ে দিয়েছে সে। পুড়ে মরেছেন শুধু লেডি সিসিলি, ওই ডাইনিটা অক্ষতই আছে।'

'তা হলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, এমলিনের ওই বিদ্যার বলে যাতে আগুন ওর পালক-মেয়ের উপর থেকেও সরে গিয়ে থাকে। ...কিন্তু ডাইনি বা জাদুবিদ্যা এসব আসলে লোকের ভুল ধারণা; পুরো বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, ওই আগুনের ভিতরে থাকার পরও একমাত্র শয়তান ছাড়া অন্য কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব না। ...পাথরের ওই টাওয়ারটা পর্যন্ত কেমন কালো হয়ে গেছে খেয়াল করে দেখো।'

'তা হলে তো সবকিছুর মতো লেডি সিসিলি আর ওই ডাইনি এমলিনও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ওদের লাশ খুঁজে আর লাভ কী? চলুন, ফিরে যাই। জায়গাটা একটুও ভালো লাগছে না আমার, কেমন ভূতুড়ে মনে হচ্ছে।'

'না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত না-হচ্ছি মরেনি ওরা দু'জন ততক্ষণ থাকবো আমরা এখানে, খোঁজাখুঁজি করবো। দরকার হলে ওদের পোড়া কালো হাড় দেখতেও রাজি আছি আমি।

...টাওয়ারের আশপাশেই কোথাও পাওয়া যেতে পারে ওদের লাশ, কারণ ওখানেই শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল দু'জনকে।' কণ্ঠ নিচু করলেন ফাদার, 'ভুলে যাচ্ছ কেন, সিসিলির কাছে মহামূল্যবান গহনাগাটি আছে, মানে শেষপর্যন্ত ছিল আর কী। পাথরের কোনো ক্ষতি করেনি আগুন, তার মানে গহনাগুলোও ছাই হয়নি। ওগুলো উদ্ধার করতে পারলে কত টাকার মালিক হতে পারবো আমি...মানে ব্লসহোম অ্যাবি, বুঝতে পারছ?'

জবাব দিল না লোকটা।

'শেফটনে, স্যর জনের বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে,' বলে চললেন ফাদার, 'কিন্তু পাওয়া যায়নি ওগুলো। তার মানে ওখান থেকে চলে আসার আগে সঙ্গে করে সব নিয়ে এসেছে মেয়েটা। এখন ওকে উদ্ধার করতে পারার মানে গহনাগুলো উদ্ধার করা। এজন্যই ব্রাদার মার্টিনকে জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে জেটি থেকে সরাসরি অ্যাবিতে ফিরে যাইনি আমি, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া আর এখানে আসার জন্য থেমেছিলাম ওই কটেজে। আশপাশের গ্রামের লোকরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনে গেছে আগুনের খবর, আবহাওয়া একটু ভালো হলেই পিঁপড়ার মতো পিলপিল করে হাজির হবে অনেকেই, ধ্বংসস্তূপ ঘেঁটে যে যা পাবে নিয়ে যাবে। তার আগেই নিজেদের কাজ সেরে ফেলতে হবে আমাদেরকে। তাই শরীর খারাপ থাকার পরও তোমাদের মতো হাঁদারামদেরকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হলো আমার। বোঝা গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল যাজক লোকটা।

ঘোড়া থেকে নামল ওরা, লাগাম তুলে দেয়া হলো চাকরদের হাতে।

সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে ধীর গতিতে হাঁটছেন ফাদার মল্ডন—পিঠে জেফরির লাথির আঘাত আর কপালের সঙ্গে নৌকার গলুইয়ের সংঘর্ষের ব্যথাটা আগের মতোই আছে।

সদর দরজাটা দাঁড়িয়ে আছে এখনও। প্রথমে সেদিকেই এগিয়ে গেলেন ফাদার মন্ডন। কিন্তু পুরো চত্বর ভরে আছে ছাই আর জঞ্জালে। আশ্চর্যের ব্যাপার, বৃষ্টির পানি যেসব জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি সেসব জায়গায় ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে এখনও। সুতরাং এই জায়গায় এই আহত শরীরে ঢোকা যাবে না। তা ছাড়া বাড়ির মূল কাঠামোয় আগুন লেগে সেটা ধসে পড়েছে সামনের দিকে।

কাছেই পড়ে আছে একটা ঘোড়ার মৃতদেহ। অনতিদূরে একটা মানুষের লাশ, ক্রিস্টোফারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মরেছে এই লোক। নিজের লোকদের নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুরো বাড়িটা একবার চক্কর দিলেন ফাদার মন্ডন, তারপর এসে থামলেন বাগানের সামনে।

'দেখুন! দেখুন!' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল ওই যাজক লোকটা, ইঙ্গিতে দেখাচ্ছে বাগানের ভিতরে লতাপাতা-দিয়ে-বানানো একটা ঘরের দিকে, আগুনের তাপে ঝলসে গিয়ে একটা ঝোপে পরিণত হয়েছে ঘরটা।

তাকালেন ফাদার। কিন্তু বাষ্পের কুয়াশার কারণে তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জোরে বাতাস বইল এমন সময়, সরে গেল কুয়াশা। এবার দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না।

হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দু'জন মহিলা। অকল্পনীয় এই দৃশ্য দেখে মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছেন ফাদার আর তাঁর সঙ্গীরা। বুঝতে পারছে সবাই, আগুনে পুড়ে মরার পর ভূত হতে বেশি সময় লাগেনি লেডি সিসিলি আর ওর পালক মা এমলিনের। এবার শোধ নেয়ার জন্য হাজির হয়েছে দু'জনে।

হাত ধরাধরি করেই এগিয়ে আসতে লাগল দুই মহিলা। এদিকেই আসছে ওরা। কাছে আসার পর নিশ্চিত হওয়া গেল ওরা সিসিলি আর এমলিনই, কিন্তু সাধারণ মানুষ যে-রকম হয় ওরাও সে-রকম, ভৌতিক কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না দু'জনের মধ্যে।

আগুনে কোনো ক্ষতি হয়নি কারোরই।

কারও মুখে কোনো কথা নেই। একটানা বৃষ্টি পড়ছে, শুধু সেই আওয়াজ শোনা যায়। একপক্ষ তাকিয়ে আছে আরেকপক্ষের দিকে। একসময় মৌনতা ভাঙলেন ফাদার মল্ডন, 'কোত্থেকে এলে, সিসিলি?'

'আগুনের ভিতর থেকে,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটা।

'আগুনের ভিতর থেকে! ওখানে বেঁচে থাকলে কীভাবে?'

'আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য একজন দেবদূত পাঠিয়েছিলেন ঈশ্বর।'

'অলৌকিক!' বিড়বিড় করছে যাজক, 'সত্যিই অলৌকিক!'

'অথবা নিজের ডাকিনিবিদ্যা প্রয়োগ করেছে এমলিন,' ফোড়ন কাটল ফাদার মল্ডনের পিছনে দাঁড়ানো এক সৈন্য।

'আমাকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে যান, ফাদার মল্ডন,' সিসিলির কণ্ঠে মিনতি, 'তা না হলে আমাকে মৃত ভেবে নিয়ে ভীষণ মুষড়ে পড়বে বেচারা।'

আবার নীরবতা নেমে এল। কেউ কিছু বলছে না। বৃষ্টির পানির প্রতিটা ফোঁটা পড়ার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে যেন। দু'বার কথা বলার চেষ্টা করলেন ফাদার, কিন্তু দু'বারই থেমে যেতে হলো তাঁকে। তৃতীয়বারের চেষ্টায় বলতে পারলেন, 'যাকে তুমি স্বামী বলছ সে কিন্তু আসলে তোমার স্বামী না। আমি বলবো, সে একজন ধর্ষণকারী—ছলে-বলে-কৌশলে তোমার ইজ্জত নষ্ট করেছে। যা-ই হোক, নিজের কুকর্মের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে লোকটা—গতরাতের লড়াইয়ে মারা পড়েছে।'

কথাগুলো শুনল সিসিলি, কিন্তু কিছু বলল না। দেখে মনে হচ্ছে শুনতেই পায়নি সে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফাদারের দিকে, যেন ভাবছে কী বলা যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর, আগের মতোই নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলল, 'আপনি মিথ্যা কথা বলছেন, ফাদার। আগুনের ভিতর থেকে আমাকে উদ্ধার করার সময় ওই

দেবদূত বলেছেন আপনি নাকি জঘন্য মিথ্যাবাদী। ক্রিস্টোফার বেঁচে আছে, আমার আপনার মতোই বেঁচে আছে।'

চেহারা কালো হয়ে গেছে ফাদার মল্ডনের। তিনি জানেন মিথ্যা কথা বলছেন তিনি, যদিও ব্যাপারটা জানে না অন্য কেউ। ভারী গলায়, সিসিলির চেহারার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আরেক দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ক্রিস্টোফার হারফ্লিট মারা গেছে এবং গির্জার চত্বরে কবর দেয়া হয়েছে ওকে।'

'কী! এত তাড়াতাড়ি কবরও দিয়ে দিলেন আপনারা ক্রিস্টোফারের মতো একজন নাইটকে? তা-ও আবার কফিন ছাড়াই? তা হলে আমি বলবো মরার আগেই ওকে দাফন করেছেন আপনারা। শুনে রাখুন,' ফোঁপাচ্ছে আর রাগে-দুঃখে চেঁচাচ্ছে সিসিলি, 'একদিন বিচার হবে আপনাদের সবার। সেদিন ঈশ্বরের সামনে সাক্ষ্য দেবে আমার ক্রিস্টোফার। তারপর...তারপর...' অতি উত্তেজনায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, নড়ল না আর।

এতক্ষণ বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন এমলিন স্টোয়ার, এবার কিছুটা ঝুঁকে তাকালেন সিসিলির দিকে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আশ্চর্য সুন্দর এক নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছে তাঁর চেহারায়।

'মরে গেছে!' বললেন তিনি, 'আমার মেয়েটা মরে গেছে। বুকে আগলে রেখে ওকে বড় করেছি আমি; সারা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে সে–লেডি অভ ব্লসহোম। আপনি, ফাদার মল্ডন, ভিনদেশী ভণ্ড যাজক কোথাকার, আপনি খুন করেছেন ওকে! দিন দশেক আগে ওর বাবাকেও খুন করেছে আপনার লোকেরা আপনারই নির্দেশে। যে লোক তীর মেরেছে ওই ভালোমানুষটাকে তাকে অভিশাপ দিই আমি। যদি মরে গিয়ে না-থাকে তা হলে বাকি জীবন যেন পঙ্গু হয়ে কাটাতে হয় ওকে। আর ফাদার মল্ডন আপনাকেও অভিশাপ দিচ্ছি। জঘন্য পরিণতি

বরণ করবেন আপনি, একই দশা হবে আপনার সাঙ্গপাঙ্গদের—কসাই যেভাবে গরুছাগলের গলা কেটে ফেলে একদিন আপনাদের সবার মুণ্ডুও যেন সেভাবে কাটা যায়! আপনাদের লাশ দেখে সৎকার করা তো দূরের কথা, ভয়েও যেন কাছে না-আসে কেউ, আপনারা যেন শিয়াল-শকুনের খোরাকে পরিণত হন,' থামলেন তিনি, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন ছাই-হওয়া ক্র্যানওয়েল টাওয়ারের দিকে। 'বাড়িটা পুড়ে গেছে,' আবার বলতে লাগলেন, 'শুনে রাখুন, একদিন আপনার অ্যাবিতেও আগুন লাগবে, আপনার অত সাধের অ্যাবিও এ-রকম পুড়ে ছাই হবে। স্যর জনের জমি ছিনিয়ে নিয়েছেন, আপনাদের জমিও একদিন একই কায়দায় ছিনিয়ে নেয়া হবে—এক একরও বাঁচাতে পারবে না কেউ।'

হারিকেনের মতো উন্মত্ততায় চেঁচাচ্ছেন এমলিন, সন্তান-হারানো উন্মাদিনী মা'র মতো বুক চাপড়াচ্ছেন দু'হাতে। ফাদার মন্ডনকে আবারও অভিশাপ দিলেন তিনি, পাশে-দাঁড়ানো যাজককেও অভিশাপ দিলেন। তারপর শাপ-শাপান্তর করতে লাগলেন ভাড়াটে সৈনিকদেরকে। সবশেষে স্পেনের রাজার বিরুদ্ধে নালিশ দিলেন ঈশ্বরের কাছে, ফাদার মন্ডনের মাধ্যমে যে-গভীর ষড়যন্ত্র করছেন তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজার বিরুদ্ধে তার প্রতিকার চাইলেন। এই অন্যায় আর অবিচারের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদের একজনও যাতে কোনো ছাড় না-পায় তা-ও বললেন।

যারা এমলিন স্টোয়েরের শুভাকাঙ্ক্ষী না তারা তাঁকে ডাইনি বলে ডাকে এবং কিছুটা হলেও ভয় পায়। তাই তাঁর এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে এবং বীভৎস অভিশাপ শুনে থমকে গেছেন ফাদার মন্ডন এবং তাঁর অনুচররা। ঠোঁট যেন সেলাই হয়ে গেছে সবার, প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা কেউ কোনো শব্দ করারও সাহস পাচ্ছে না। যাজকের কাঁধে ভর দিয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে আছেন

ফাদার মন্ডন, নড়াচড়া করছেন না। যতটা সম্ভব গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে ভাড়াটে সৈন্যরা, দোয়া-দরুদ যে যা পারে পড়ছে বিড়বিড় করে।

এমন সময় একজন সৈন্য ছুটে গেল এমলিনের দিকে, কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তারপর আর্তনাদের ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল, 'আমার কোনো দোষ নেই, বিশ্বাস করুন আমি কিছু করিনি। আমি এই এলাকাতেই ছিলাম না, গতরাতে ফিরেছি অ্যাবিতে, তখন আমাকে ডেকে পাঠানো হয়। আমি কাউকে তীরও মারিনি, কারও কোনো ক্ষতিও করিনি।'

এতক্ষণ চিৎকার-চেঁচামেচি করে দম ফুরিয়ে গেছে এমলিনের, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন তিনি। ওই অবস্থাতেই থেমে থেমে বললেন, 'কী নাম তোমার?'

'জন অ্যাথে,' বলল লোকটা।

'ঠিক আছে, তোমার উপর থেকে অভিশাপ তুলে নিচ্ছি আমি। ...একটা উপকার করো আমার। পাঁজাকোলা করে আমার মেয়েটাকে তুলে নাও। গির্জার চত্বরে যাবো আমরা, ওখানেই যথাযথ মর্যাদায় দাফন করবো ওকে। ...ভাবতে অবাক লাগে আমার, প্রাচীন কিছু গহনার জন্য হত্যা করা হলো এই মেয়েটাকে! ফাদার মন্ডনের বুদ্ধি দেখলেও হাসি আসে। আপনি কি ভেবেছেন গহনাগুলো ওর সঙ্গে আছে? পরবর্তীতে বিপদ হতে পারে ভেবে নিরাপদে রাখার জন্য ওগুলো সঙ্গে করে নিয়ে লণ্ডনে যাচ্ছিলেন স্যর জন, তাঁকে যারা খুন করেছে তাঁরা সব হাতিয়ে নিয়েছে। ...তোলো মেয়েটাকে, জন অ্যাথে, গির্জার দিকে রওনা হই।'

সিসিলিকে তোলার জন্য এগিয়ে গেল অ্যাথে। ঠিক তখনই, সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে, চোখ খুলল মেয়েটা, ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল।

এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার হঠাৎ করেই গর্জে উঠে

নিজের ভাড়াটে সৈন্যদেরকে আদেশ দিলেন ফাদার মন্ডন, 'হাঁ করে কী দেখছ তোমরা? যাও গিয়ে পাকড়াও করো ওই মেয়েটাকে। যদি স্বেচ্ছায় চড়তে না-চায় তা হলে জোর করে উঠিয়ে দাও ঘোড়ার পিঠে, তারপর নিয়ে যাও অ্যাবিতে। আশ্রমে থাকবে সে এখন থেকে, অ্যাবিই দেখাশোনা করবে ওর।'

নিতান্ত অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে আগে বাড়ল সৈন্যরা। এমন সময় আবারও বলে উঠলেন ফাদার মন্ডন, 'ভুলে গিয়েছিলাম, মিস্ট্রেস এর্মলিন, সিসিলির পালক মা। একজনকে গ্রেপ্তার করে আরেকজনকে ছেড়ে দেয়াটা ঠিক হবে না। ওকেও পাকড়াও করো, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে দু'জনকেই।'

সাত

ব্লসহোম অ্যাবির নানদের-আশ্রমটা শান্তিপূর্ণ জায়গা। লম্বা আর ধূসর চাঁদওয়ারিবিশিষ্ট বাড়িটা বানানো হয়েছে একটা পাহাড়ের ঢালে। সীমানা প্রাচীরের সঙ্গেই বেশ বড় একটা বাগান আছে। নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে বাগানটা, দেখলে মনে হয় তত্ত্বাবধান করার কেউ নেই। একপ্রান্তে ক্ষয়িষ্ণু কিন্তু সুন্দর একটা গির্জা।

আশ্রমটা কিন্তু বয়সে অ্যাবির চেয়েও পুরনো। এককালে বেশ সুনাম ছিল এটার, আশপাশের গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের দানদক্ষিণায় উপার্জনও নেহাত কম ছিল না। রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের শাসনামলে জনৈকা লেডি ম্যাটিল্ডা এই আশ্রমটা চালু

করেন। এক ক্রুসেডে অংশ নিয়ে মারা গিয়েছিলেন ওই মহিলার স্বামী, তাঁদের কোনো সন্তানও ছিল না, তাই স্বামীর মৃত্যুর পর সারা দুনিয়া থেকে নিজেকে আড়াল করে ফেলেন তিনি। এই এলাকায় বেশ কিছু জায়গাজমি ছিল লেডি ম্যাটিল্ডার, সব নিয়ে এই ধর্মাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে তেমন অসুবিধা হয়নি তাঁর। অন্য যেসব মহিলা যোগ দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে, তাঁরাও কিছু-না-কিছু সাহায্য করেন। সব মিলিয়ে এই আশ্রমের বাৎসরিক আয় হতে থাকে বেশ ভালো, আবার আশ্রমটার প্রভাব-প্রতিপত্তিও বেড়ে যায় অনেক।

তখন বিশ জনের মতো নান ছিল এই আশ্রমে। ভালোই কাটছিল দিন, উল্টোদিকের আরেক পাহাড়ের ঢালে অনেকটা হঠাৎ করেই একদিন প্রতিষ্ঠিত হলো ব্লসহোম অ্যাবি। এবং তারপর, আরও আকস্মিকভাবে, রাজকীয় ফরমান জারি হলো—এখন থেকে ব্লসহোম অ্যাবির অধীনে থাকবে নানদের ওই আশ্রম। যে-কোনো কারণেই হোক, তখনকার পোপ অনুমোদন দিলেন এই ব্যাপারে। ব্যস, ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষ হয়ে গেলেন নানদের আশ্রমটার আধ্যাত্মিক নেতা।

সেদিন থেকেই কপাল পুড়ল ওই আশ্রমের। ক্ষমতাবলে, বলা ভালো ক্ষমতার অপব্যবহার করে আশ্রমের জায়গা-জমি, অর্থাভাবে জর্জরিত অ্যাবির কাজে লাগাতে শুরু করলেন অধ্যক্ষ মহাশয়। ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল ব্লসহোম অ্যাবি, আর কপালপোড়া আশ্রমটা ধুঁকতে শুরু করল। লোকজনের দানদক্ষিণাও বন্ধ হয়ে গেল প্রায়।

ওই সময়ে আশ্রমের আয় ছিল বছরে একশ' ত্রিশ পাউণ্ডের মতো। এই টাকাতেও ভাগ বসালেন অ্যাবির অধ্যক্ষ। অ্যাবির খরচ দেখিয়ে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিতে শুরু করলেন তিনি। একটানা কষ্ট সহ্য করতে পারল না বেশিরভাগ নান, একজন-দু'জন করে বিদায় নিতে লাগল। একসময় ওদের

সংখ্যাটা এসে ঠেকল মাত্র ছয়-এ।

যা-হোক, এ-সবই ইতিহাস, বর্তমানে ফিরে আসি আমরা।

ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে আগুন লাগার, বলা ভালো লাগানোর পরদিন সিসিলি আর এমলিনকে নিয়ে আসা হলো এই আশ্রমে। জায়গাটা নতুন নয় সিসিলির জন্য, ওর বয়স যখন তিন বছর বা তার কিছু বেশি তখন থেকে প্রায় প্রতিদিনই এখানে আসত সে, লেডি ম্যাটিল্ডার কাছ থেকে কিছু-না-কিছু শিখত। তবে এই ম্যাটিল্ডা সেই ম্যাটিল্ডা নন; যে নান আশ্রম-পরিচালিকার দায়িত্ব পান, তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ম্যাটিল্ডার সম্মানার্থে এবং ইচ্ছানুযায়ী নিজের নামের সঙ্গে ওই নামটা বসিয়ে নেন।

নানরা খুব ভালোবাসে সিসিলিকে। মেয়েটাও সবাইকে খুব পছন্দ করে। বিচিত্র মানুষের ভাগ্য—এককালে যে-ঘরগুলোতে খেলার ছলে দৌড়ে বেড়াত সিসিলি আজ সেখানেই ফিরে আসতে হলো ওকে। তবে এখন সে পায়ে-শিকল-পরা কয়েদি না-হয়েও বন্দি, ক'দিন আগেও সে ছিল কারও নব-বিবাহিতা স্ত্রী অথচ আজ সদ্য বিধবা বলে জানে ওকে সমাজের মানুষ।

দেখতে দেখতে কেটে গেল তিন সপ্তাহ বা তার কিছু বেশি দিন। প্রথমদিকে কারও সঙ্গে কোনো কথা বলত না সিসিলি, এমনকী এমলিনের সঙ্গে না; কোনো এক ঘরের কোনো এক কোণে চুপ করে বসে থেকে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকত আকাশের দিকে। তন্দ্রালু দৃষ্টি চোখে, চেহারায় নির্লিপ্ততা। কাউকে যেন চিনতে পারত না, কোথায় আছে কী করছে কিছুই যেন বুঝত না।

আজও সে বসে আছে একটা ঘরে, একা। তবে আজ সে তাকাচ্ছে এদিকে-সেদিকে। এই ঘর, এই বাড়ি, এই জায়গা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে ওর কাছে। চিনতে পারছে বড় বড় ওই জানালাগুলো, স্মৃতিতে ঢেউ তুলছে দেয়ালে-ঝোলানো ট্র্যাপেস্ট্রিগুলো। অনতিদূরের পাথরের ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে আগুন,

তার উপর ওক কাঠের গিলটি-করা দেয়াল-আলমারিতে বিশেষ কায়দায় ঝুলছে ব্যক্তিগত কিছু পোশাক। আগেরদিনের মহীয়সী নানরা পরতেন এসব পোশাক, তাঁদের সম্মানার্থে সংরক্ষণ করা হয়েছে পোশাকগুলো।

যে-ঘরে আছে সিসিলি সে-ঘরটা আসলে অতিথিকক্ষ। ঘরটা বেশ বড়, যথাসম্ভব সুন্দরভাবে সাজানো। এই আশ্রমে অতিথি আসেই না বলা যায়, কাজেই এই ঘরটা বছরের প্রায় বারো মাসই খালি থাকে; সিসিলিকে নিয়ে আসার পর ওর জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ঘরটা।

যখন আরও ছোট ছিল মেয়েটা, প্রায়ই আসত এই ঘরে—লেডি ম্যাটিল্ডাই নিয়ে আসতেন, পড়াতেন ওকে। আজ একা বসে ভাবছে সিসিলি, যদি আবার ফিরে যাওয়া যেত শৈশবের ওই মধুর দিনগুলোতে! কোনো চিন্তা নেই, কোনো ভাবনা নেই; জীবনের প্রতিটা দিন যেন স্বপ্নের মতো কোমল আর সুখকর। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা থেকে, ভয়ঙ্কর বাস্তব থেকে অনেক অনেক দূরে ওই দিনগুলো, জীবনের বিশেষ ওই সময়টা।

ঘরের দরজা খুলে গেল এমন সময়। ভিতরে ঢুকলেন মাদার ম্যাটিল্ডা, পিছনে এমলিন। এমলিনের হাতে একটা ট্রে, তাতে একটা ধূমায়িত রূপার-বোল। মাদারের পরনে একটা কালো বেনেডিক্টাইন আলখাল্লা, চেহারা বাদে পুরো মাথা আবৃত সাদা কাপড়ে। বুকে ঝুলছে রূপার বেশ বড় একটা ক্রুসিফিক্স। ডান হাতের মধ্যমায় পরে আছেন পান্না-বসানো সোনার একটা আংটি; আশ্রমের প্রধান নানরা সেই প্রাচীনকাল থেকে নিজেদের পদমর্যাদা বোঝানোর জন্য আংটিটা পরে আসছেন। মাদারের বয়স অনেক, কিন্তু চেহারা মিষ্টি আর অভিজাত, দুই চোখে দয়ালু দৃষ্টি।

তাঁকে দেখে, ছোটবেলায় সম্মান দেখানোর জন্য যেভাবে উঠে দাঁড়াত সেভাবে উঠে দাঁড়াতে গেল সিসিলি, কিন্তু পারল না। এই

ক'দিন দুশ্চিন্তায় ভুগতে ভুগতে এবং বলতে গেলে কিছুই না-খাওয়ার কারণে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে সে; উঠতে গিয়ে তাই বেসামাল হয়ে পড়ে গেল বালিশের উপর। ওর দিকে দৌড়ে এলেন এমলিন, বিছানার পাশের টেবিলের উপর হাতের ট্রে-টা ঝনঝন শব্দে নামিয়ে রেখেই জড়িয়ে ধরলেন নিজের পালক-মেয়েকে, বিড়বিড় করে অভিশাপ দিচ্ছেন ফাদার মন্ডনকে। মাদার ম্যাটিল্ডাও এগিয়ে এলেন, বিছানার এককোনায় বসে পড়ে হাত রাখলেন সিসিলির কপালে।

'আমার কী হয়েছে, মাদার?' জানতে চাইল মেয়েটা। 'আমি কি খুবই অসুস্থ?'

'কয়েকদিন আগে আরও অসুস্থ ছিলে,' কোমল, নিচু কণ্ঠে জবাব দিলেন মাদার ম্যাটিল্ডা। 'ঈশ্বরের কৃপায় ধীরে ধীরে সেরে উঠছ, কিছুদিন পর সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে।'

'কতদিন ধরে আমি আছি এখানে?'

কিন্তু মাদার ম্যাটিল্ডা কিছু বলার আগেই বলে উঠলেন এমলিন, 'তিন সপ্তাহ। ক্র্যানওয়েল টাওয়ার পুড়ে যাওয়ার পরদিন থেকেই তুমি এখানে।'

সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু মনে পড়ে গেল সিসিলির। তিক্ততায় ভরে গেল ওর মন, চেহারা কালো হয়ে গেল, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

বিরক্ত হয়ে এমলিনের দিকে তাকালেন মাদার ম্যাটিল্ডা। 'আপনি কি মেয়েটাকে মেরে ফেলবেন নাকি?'

'না,' নিচু কণ্ঠে জবাব দিলেন এমলিন, 'আমার মেয়েকে চিনি আমি। সে যতখানি কোমল ঠিক ততখানিই শক্ত। আমি যা বলেছি তাতে দুঃখ পেয়েছে সে, কিন্তু দেখবেন এই দুঃখই ওকে বাঁচিয়ে রাখবে।'

ভুল বলেননি এমলিন।

দিন যাচ্ছে, একটু একটু করে সেরে উঠছে সিসিলি, শক্তি

ফিরে পাচ্ছে। তবে ওর মনের অবস্থাটা বোঝা যায় না। আজকাল কালো একটা আলখাল্লা পরে ভূতের মতো হেঁটে বেড়ায় সে আশ্রমের এখানে-সেখানে। ক্রিস্টোফার যে মারা গেছে সে-ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ নেই ওর মনে। বাবাকে হারিয়ে এতিম হয়েছে সে, এবার নিজের বৈধব্যকেও মেনে নেয়ার চেষ্টা করছে।

দুঃখের পরে সুখ আসবেই। এটা মানুষের জীবনের চরম সত্য কথাগুলোর মধ্যে একটা। সিসিলির জীবনেও এল। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতের সাগরে ঝড় থেমে যাওয়ার পর যদি আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দেয় তা হলে সাগর যেমন দেখায়, সিসিলির অবস্থাও হলো সে-রকম।

একদিন হঠাৎ করেই টের পেল, মা হতে যাচ্ছে সে।

বুঝতে পারল, এখন আর একা নয় সে, এখন ক্রিস্টোফার মরেও বেঁচে আছে ওর ভিতরে। এখন ওকে বাঁচতে হবে, যতটা না নিজের জন্য তার চেয়ে বেশি অনাগত সন্তানটার জন্য। বুকে আগলে বড় করবে সে এই বাচ্চাটাকে, যতদিন বেঁচে থাকবে প্রাণপণে চেষ্টা করবে যাতে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা কোনোভাবেই স্পর্শ করতে না-পারে ওর আর ক্রিস্টোফারের ভালোবাসার নিদর্শনকে।

একদিন সন্ধ্যায়, মাদার ম্যাটিল্ডার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে, নিজের গোপন কথাটা তাঁকে ফিসফিস করে বলল সিসিলি। শুনে প্রথমে বাচ্চা মেয়েদের মতো লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন মাদার, তারপর সিসিলির জন্য নিঃশব্দে প্রার্থনা করলেন কিছুক্ষণ, সবশেষে আলতো করে হাত রাখলেন মেয়েটার মাথায়। এরপর বললেন, 'ফাদার মন্ডন বার বার বলেন, ক্রিস্টোফারের সঙ্গে তোমার বিয়েটা নাকি বৈধ না। কেন তিনি কথাটা বলেন জানি না। ক্রিস্টোফারকে নিজের পছন্দে বিয়ে করেছ তুমি, কেউ জোর করেনি। তা ছাড়া একজন যাজক আর একাধিক সাক্ষী উপস্থিত ছিল তোমাদের বিয়েতে।'

'ফাদার মন্ডন কী বলেন আর কী বলেন না তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই আমার,' বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল সিসিলি, 'ক্রিস্টোফারের সঙ্গে আমার বিয়ে যদি অবৈধ হয়ে থাকে, তা হলে আজ পর্যন্ত যতগুলো বিয়ে হয়েছে পৃথিবীতে সব অবৈধ।'

'মেয়ে আমার,' আগের চেয়েও কোমল কণ্ঠে বললেন মাদার ম্যাটিল্ডা, 'আমি পড়ালেখা তেমন একটা করিনি। কাজেই আমার মতো অশিক্ষিত মেয়ের পক্ষে শোভা পায় না, ফাদার মন্ডনের মতো একজন জ্ঞানী-পণ্ডিত লোক কী জানেন আর কী জানেন না তা নিয়ে কোনো মন্তব্য করা। তবে আমি বিশ্বাস করি, তাঁর মধ্যে যা আছে তা আধ্যাত্মিক।'

'তাঁর ভিতরে যে কিছু-না কিছু আছে তাতে দ্বিমত নেই আমার, কিন্তু ওই "কিছু-না-কিছু" যে আধ্যাত্মিক না তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ আধ্যাত্মিক হলে আমার বাবা আর আমার স্বামীকে খুন করতেন না তিনি, আমার সব সম্পত্তি দখল করার জন্য আমাকে এভাবে বন্দি করে রাখতেন না।'

'চুপ! চুপ!' সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছেন মাদার ম্যাটিল্ডা, 'দুঃখে দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। এসব কথা এত জোরে বলছ, কেউ শুনে ফেললে কী হবে? তা ছাড়া তোমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। ...এই পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা আমরা বুঝতে পারি না, কারণ আমাদের জ্ঞান অত গভীর না। ফাদার মন্ডন সন্ন্যাসীদের নেতা এবং অ্যাবির অধ্যক্ষ। তাঁর পক্ষে খুন বা এতিমের সম্পত্তি দখল করার মতো জঘন্য কাজ করা কি আদৌ সম্ভব? ...থাক, এ-বিষয়ে বরং আর আলোচনা না-করি আমরা। আগেই বলেছি আমি তেমন কিছু জানি না; এ-প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করেছে এমলিন কিন্তু ওর মুখ ভীষণ খারাপ তাই পাত্তা দিইনি ওকে। কিছু বলতে গেলেই রেগে যায় সে, জঘন্য ভাষায় অভিশাপ দিতে থাকে ফাদার মন্ডনকে। আমি শুধু বলবো, যতটুকু শুনেছি,

তোমার বিয়ে পুরোপুরি বৈধ।'

উঠে দাঁড়াল সিসিলি। চলে যাওয়ার আগে শুধু বলল, 'ধন্যবাদ, মাদার।'

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর মাদার ম্যাটিল্ডাও উঠে দাঁড়ালেন। অস্বস্তিতে ভুগছেন তিনি, দুই ভ্রূ কুঁচকে আছে চিন্তায়। পায়চারি করতে শুরু করলেন তিনি। সিসিলির কথাগুলো চিন্তায় ফেলে দিয়েছে তাঁকে। বুঝতে পারছেন না, মেনে নিতে পারছেন না, বিশ্বাস করা তো পরের কথা, কিন্তু উড়িয়েও দিতে পারছেন না। তিনি ভালোমতোই জানেন, ফাদার মন্ডন সাধু নন। কিন্তু তাই বলে খুনি? এতিমের সম্পত্তি দখলকারী? না, হতে পারে না। আর যদি হয়ও তা হলে কোনো-না-কোনো ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে।

দুঃসংবাদ ছড়ায় দাবানলের মতো, আর সুসংবাদ ধীরে ধীরে। সিসিলির অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবরটাও ছড়িয়ে পড়ল পুরো আশ্রমে। ওর প্রতি দ্বিগুণ বেড়ে গেল সিস্টারদের ভালোবাসা। সবাই জানে এই সন্তান জারজ নয়—যাজক এবং একাধিক সাক্ষীর উপস্থিতিতে গির্জায় যথাযথভাবে বিয়ে হয়েছে সিসিলির। আশ্রমের দু'শ' বছরের ইতিহাসে এখানে কারও মা হওয়ার ঘটনা নেই, তবে একবার এক সিস্টার অবৈধভাবে গর্ভধারণ করে কলঙ্ক রটিয়ে দিয়েছিল; কিন্তু সিসিলির এই ঘটনাটা একেবারেই ব্যতিক্রম এবং এরকম কোনো ঘটনা আর কখনও ঘটবে কি না সন্দেহ।

সিস্টারদেব উচ্ছ্বাস তাই, স্বাভাবিকভাবেই, সিসিলির চেয়েও বেশি। যখন তেমন কোনো কাজ থাকে না ওদের, তখন একসঙ্গে বসে গল্প করে সবাই মিলে এবং বেশিরভাগ সময়ই আলোচনার বিষয় হয় সিসিলির কী বাচ্চা হবে—ছেলে, না মেয়ে। এমনকী কখনও কখনও দেখা যায় প্রার্থনা বাদ দিয়ে এই একই আলোচনা নিয়ে মশগুল হয়ে গেছে কেউ কেউ। যারা ওদেরকে থামাতে চেষ্টা করে তারাও একসময় নিজেদের ভুলেই সম্ভবত, যোগ দেয় আলোচনায়; চলতে থাকে হাসাহাসি আর কোলাহল।

ইতোমধ্যে একজন "স্বঘোষিত" ধাত্রীও পেয়ে গেছে সিসিলি। এই নানের নাম সিস্টার ব্রিজিট। বর্তমানে যে সাতজন নান আছে আশ্রমে তাদের মধ্যে এই সিস্টার ব্রিজিটই বংশমর্যাদায় সবার চেয়ে নীচে। কিন্তু এখন সিসিলির কল্যাণে, বলা ভালো মেয়েটার অনাগত সন্তানের কারণে ওই সিস্টার জনপ্রিয়তা পেয়ে গেছেন।

সিস্টার মাঝবয়সী, তবে যখন তিনি যুবতী ছিলেন তখন বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর দুটো বাচ্চাও হয়েছিল। কপাল খারাপ, প্রথমে তাঁর স্বামী মারা যায় এবং তারপর গুটিবসন্তে ভুগে মারা যায় দুই সন্তান। ওই রোগ তাঁকেও ধরে, ফলে চেহারা নষ্ট হয়ে যায় তাঁর। সেরে উঠলেও দ্বিতীয় বিয়ের আর সম্ভাবনা থাকে না।

মন একেবারেই ভেঙে যায় সিস্টার ব্রিজিটের, তখন প্রতিবেশীদের বলাবলিতে একরকম বাধ্য হয়ে ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েন; এবং একদিন এসে হাজির হন এই আশ্রমে।

তিনিই আজকাল সবার চেয়ে বেশি দেখাশোনা করছেন সিসিলির। যথেষ্ট সুস্থ-সবল আছে মেয়েটা তারপরও কী করতে হবে না-হবে সে-ব্যাপারে নিয়মিত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন ওকে। মাঝেমধ্যে বিভিন্ন ভেষজের মিশ্রণ বানিয়ে নিয়ে হাজির হন তিনি সিসিলির ঘরে, বলতে গেলে জোর করে খাইয়ে দেন মেয়েটাকে।

একদিন এই পদ্ধতিতে ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে এমলিনের কাছে ধরা পড়ে গেলেন সিস্টার ব্রিজিট। ব্যস, আর যায় কোথায়—ঝড়ের মতো তেড়ে এসে স্বভাবসুলভ ভয়ঙ্কর কণ্ঠে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে করতে সিস্টারকে প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করলেন এমলিন। সব ওষুধ জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেললেন বাইরে।

এতকিছুর পরও, সিস্টারদের বুঝতে কিন্তু বাকি নেই, সিসিলি আর এমলিনকে আসলে বন্দি করে রাখা হয়েছে এই আশ্রমে। ওরা আসার পর থেকেই পাল্টে গেছে আশ্রমের পরিবেশ। আগে গ্রামের মহিলারা তাদের সুবিধামতো সময়ে আসতে পারত

এখানে, যে-কারও সঙ্গে দেখা করে দুটো কথা বলতে পারত। এখন সেই সুযোগ নেই বললেই চলে। গ্রাম থেকে যদি কেউ আসে, ফাদার মন্ডনের অনুমতি সাপেক্ষে তাকে ভিতরে ঢুকতে দেয়া হয়। ওই মহিলাকে বসানো হয় একেবারে বাইরের কোনো কামরায়, আশ্রমের বেশি ভিতরে ঢুকতেই পারে না সে, ঢুকতে দেয়া হয় না আর কী। সাক্ষাৎকারের সময়টা যাতে খুব সংক্ষিপ্ত হয় সেজন্য ফাদারের সৈন্যরা বার বার তাগাদা দিতে থাকে। আর, সিস্টাররা যদি বাইরে যেতে চায় তা হলে বেশিরভাগ সময়ই যেতে দেয়া হয় না; কখনও কখনও সে-সুযোগ পেলেও আগে হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে তারপর যেতে হয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, দিন কয়েক আগে খিটখিটে স্বভাবের এক মালিকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে আশ্রম-সংলগ্ন বাগান দেখাশোনা করার জন্য, অথচ এতদিন অযত্নে-অবহেলায় পড়ে ছিল বাগানটা। লোকটা একমনে নিজের কাজ করে যায়, আশ্রম থেকে সিস্টাররা হাজার ডাকলেও শোনে না। মনে হয় কানে কম শোনে সে। চিৎকার করে যদি কেউ ডাকে ওকে তা হলে ফিরে তাকায়, মাঝেমধ্যে হঠাৎ রেগে গিয়ে খিস্তিখেউড় শুরু করে দেয়।

আশ্রমের কেউ এখনও টের পায়নি, এই লোক আসলে ফাদার মন্ডনের গুপ্তচর। সিসিলি আর এমলিন কী করে না-করে সে-খবর যোগাড় করা এবং নিয়মিত পাচার করার জন্যই ওকে এখানে পাঠানো হয়েছে, কানে কম শোনার ভান করে যাচ্ছে সে সিস্টারদের সঙ্গে।

যা-হোক, ফাদার মন্ডনের কারণে এভাবে আস্তে আস্তে, বাইরের পৃথিবী থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল নানদের আশ্রমটা।

একদিন, বাগানের একটা গাছের নীচে বসে আছে সিসিলি আর এমলিন। ফুলে ফুলে ভরে গেছে গাছটা। জুন মাস চলছে, গ্রীষ্মকাল শুরু হয়েছে। এমন সময় দৌড়াতে দৌড়াতে ওদের

কাছে এসে হাজির হলেন সিস্টার ব্রিজিট, বললেন ফাদার মল্ডন নাকি ওদের সঙ্গে দেখা করতে চান। কথাটা জানিয়েই বিদায় নিলেন তিনি।

চেহারা শুকিয়ে গেছে সিসিলির, অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল সে এমলিনের দিকে।

'ভয় পাচ্ছ?' জানতে চাইলেন এমলিন।

মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সিসিলি, 'ফাদার মল্ডন যা করেছেন আমার সঙ্গে, আমার জায়গায় অন্য যে-কোনো মেয়ে থাকলেও ভয় পেত। আমাকে বন্দি করেছেন তিনি এই ভদ্র কারাগারে,' বাগানের চারদিকের উঁচু পাচিলের দিকে তাকাল সে, 'এখন কী ফন্দি নিয়ে হাজির হয়েছেন আশ্রমে কে জানে! আমার মনে হয়, এবার তোমাকে নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে, যাতে আমাকে আরও দুর্বল করে ফেলতে পারে।'

'হ্যাঁ, নিয়ে যেতে পারে আমাকে, অসম্ভব কিছু না। নিয়ে গিয়ে খুন করে আমার লাশটা ফেলে দিতে পারে এমন কোনো জায়গায় যে-জায়গার ঠিকানা ওই শয়তানটা ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে একটা কথা জানো কি না জানি না—আমাকে কিন্তু ভয় পান তিনি।'

আশ্চর্য হয়ে এমলিনের দিকে তাকাল সিসিলি। 'ভয় পায়! কেন?'

'আমি নিজেও কারণটা জানি না। তবে ভয় যে পায় সে-ব্যাপারে নিশ্চিত। হতে পারে, আমিও স্প্যানিয়ার্ড, সেজন্য। আবার কথায় কথায় অভিশাপ দিই—সে ভণ্ড সাধু হলেও ধর্ম সম্পর্কে জানে, হয়তো বিশ্বাস করে আমার অভিশাপ কোনো-না-কোনোদিন লেগে যাবে। ...আমাকে খুন করলে একদিক দিয়ে অবশ্য ক্ষতিই হবে ওর।'

'কী রকম?'

'কারণ একমাত্র আমিই জানি কোথায় লুকানো আছে তোমার

মহামূল্যবান গহনাগুলো। ...আমার ধারণা, তোমাকে নান বানাতে চাইবেন ফাদার। কিন্তু সোজা মানা করে দেবে তুমি। তবে তাঁর সঙ্গে তর্কে যেয়ো না, যতখানি সম্ভব কম কথায় প্রত্যাখ্যান কোরো ওর প্রস্তাব।'

'কিন্তু কী বলবো?'

'বোলো, সবকিছু হারিয়েছ তুমি, তোমারও ইচ্ছা আছে কিছু একটা নিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়ার; কিন্তু এখন যেহেতু বাচ্চা হবে সেহেতু অন্য কিছুতে সময় দিলে তোমার আর তোমার বাচ্চা দু'জনেরই ক্ষতি হতে পারে। আগে বাচ্চাটা হোক তারপর তুমি ভেবে দেখবে কী করা যায়। এই অজুহাতে যদি কাজ হয় তা হলে বাচ্চা হওয়ার আগ পর্যন্ত আর কোনো শয়তানি করতে পারবেন না ফাদার।'

প্রায় নিঃশব্দে, পার্শ্ব দরজা দিয়ে, আশ্রমের বহু কালের পুরনো অভ্যর্থনা-কক্ষে ঢুকল ওরা দু'জন। দর্শনার্থীদের বসতে দেয়া হয় এখানে, এছাড়া বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান হলে সবাই মিলে জড়ো হয় বেশ বড় এই ঘরটাতে।

কাছেই, একটা চেয়ারে বসে আছেন ফাদার মল্ডন। তাঁর থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন মাদার ম্যাটিল্ডা, কী নিয়ে যেন কথা বলছেন ফাদারের সঙ্গে।

'পারুন বা না-পারুন,' মাদার ম্যাটিল্ডাকে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন ফাদার, 'ছয় মাসের ভাড়া অগ্রীম চাই আমার। সময় খুব খারাপ যাচ্ছে, কোনো খবর রাখেন বলে তো মনে হয় না। ওই লম্পট রাজা আর ওর মন্ত্রীরা সমানে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে আমাদের মতো লোকদেরকে যারা দু'বেলা খেয়ে না-খেয়ে নিরালায় ঈশ্বরের নাম জপতে পারলে আর কিছু চায় না। রাজার কাজ দেখলে মনে হয় তাঁর যত সমস্যা সব আমাদেরকে নিয়ে, আমাদেরকে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেয়ার পণ করেছেন তিনি সম্ভবত,

আমাদেরকে না-খাইয়ে মেরে ফেলতে চান। ...লণ্ডন থেকে এই কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছি আমি। রাজদরবারের অবস্থা থেকে বুঝতে আর বাকি নেই, ভয়ঙ্কর বিপদ আসছে আমাদের সামনে। অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছি, কিন্তু কোনো ফল পাচ্ছি না—এবার নিজেরা বাঁচতে চাইলে রাজাকে সরাতে হবে সিংহাসন থেকে। আর তাঁকে সরাতে হলে বিদ্রোহ ছাড়া কোনো উপায় নেই। আবার বিদ্রোহ ঘটাতে চাইলে সবার আগে চাই টাকা, অনেক অনেক টাকা। টাকা দিয়ে অস্ত্র কিনবো, সেই অস্ত্র বিলানো হবে আমার সমর্থকদের মাঝে। শুরুর দিকে বেশ ভালোই সাহায্য পেতাম স্পেন থেকে, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত কম টাকা পাচ্ছি। ...ফোটরেলদের জমিগুলো ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকজন ক্রেতাকে দেখিয়েছি আমি, সবাই নিতে চায়, ভালো দামও বলে, কিন্তু অসুবিধা একটাই—আমার কাছে দলিল নেই। এবার ওই একগুঁয়ে মেয়েটাকে বাধ্য করতে হবে যাতে ওই জমিগুলোর উপর ওর সব দাবি ত্যাগ করে আমাকে সব কিছু লিখে দেয় সে। তা না হলে বিক্রি করে দেয়ার পরে ওর কোনো আত্মীয় বা কোনো উকিল হঠাৎ হাজির হয়ে ঝামেলা পাকাবে। ...মেয়েটা কি নান হিসেবে শপথ নিতে রাজি হয়েছে? রাজি না-হলে দোষ কিন্তু আপনাকে দেবো আমি, মাদার ম্যাটিল্ডা। এতদিনেও আপনি ওকে রাজি করাতে পারেননি।'

'না, রাজি হয়নি,' জবাব দিলেন মাদার ম্যাটিল্ডা, 'তার কারণও আছে অবশ্য। আপনি বেশ কিছুদিন বাইরে ছিলেন, তাই শোনেননি হয়তো।' বলবেন কি বলবেন না তা নিয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন তিনি, এদিকে-সেদিকে তাকাচ্ছেন। তখন হঠাৎ করেই খেয়াল করলেন সিসিলি আর এমলিন দাঁড়িয়ে আছে দূরে। 'ওখানে কী করো?' বিরক্ত হয়ে, স্বভাববিরুদ্ধ কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

'সত্যি বলতে কী, জানি না,' জবাব দিল সিসিলি। 'সিস্টার

ব্রিজিট বলল ফাদার মন্ডন নাকি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'কিন্তু ওকে তো বলেছিলাম তোমাদেরকে যাতে বলে আমার চেম্বারে যেতে,' আগের মতোই বিরক্ত কণ্ঠে বললেন মাদার ম্যাটিল্ডা।

'সিস্টার ব্রিজিট?' বলে উঠলেন ফাদার মন্ডন, 'মানে চেহারায় বসন্তের দাগ-ভরা ওই হতচ্ছাড়া বুড়িটা? অনেক আগেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর, ওই বোকাটাকে দিয়ে কোনো কাজ ঠিকমতো হওয়ার আশা করাটাও ভুল। যা-হোক, সিসিলি, তুমি যখন এসেই পড়েছ সময় নষ্ট না-করে কাজের কথা বলি। যেহেতু এই আশ্রমে আছো, তোমার নিরাপত্তা আর ভরণপোষণের দায়িত্ব যেহেতু আমি নিয়েছি, এবং সবচেয়ে বড় কথা, এখনও যেহেতু উপযুক্ত বয়স হয়নি তোমার, সেহেতু আমিই তোমার অভিভাবক। একটা অ্যাবির অধ্যক্ষ যখন কারও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন তখন যার দায়িত্ব নেয়া হলো তাকে ওয়ার্ড বলা হয়, জানো হয়তো। আজ থেকে তোমাকে ওয়ার্ড সিসিলি নামে ডাকা হবে এখানে। ঠিক আছে?'

কিছু বলল না সিসিলি, চুপ করে তাকিয়ে আছে ফাদারের দিকে।

'অতীত নিয়ে কথা বলে কোনো লাভ নেই,' বলে চললেন ফাদার, 'হাজার খুঁড়লেও, হাজার যত্ন নিলেও যেখান থেকে কোনো ফসল আশা করা যায় না, কোনো ফসল হবেও না কোনোদিন, মানুষের অতীত হচ্ছে সে-রকম এক অনুর্বর জমি। কিছুদিন আগে তোমার সঙ্গে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে তা খুবই দুঃখজনক, কিন্তু ঠাণ্ডামাথায় একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে তোমার বা আমার কারোরই কোনো হাত ছিল না ওই সব ঘটনায়। সোজা কথায়, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, ওগুলো নিয়ে কথা বলেও লাভ নেই, স্মৃতিচারণ করেও লাভ নেই কারণ তাতে

কষ্ট বাড়বে বৈ কমবে না। এখন কী করা যায়, কী করলে তোমার জীবনটা আরও সুন্দর আর শান্তিপূর্ণ হয় তা ভাবা উচিত বলে মনে করি। ...তুমি আসার আগে এসব নিয়েই কথা বলছিলাম মাদার ম্যাটিল্ডার সঙ্গে। তিনি বললেন কী নাকি একটা সমস্যার কারণে এখনও ঈশ্বরের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে রাজি হচ্ছ না তুমি? সমস্যাটা কী? নির্দ্বিধায় বলো আমাকে। আমার পরামর্শ তোমার কাজে লাগতে পারে।'

বলতে গিয়েও বলতে পারল না সিসিলি। ইতস্তত করছে সে, শেষপর্যন্ত না-বলার সিদ্ধান্ত নিয়ে চুপ করে থাকল আগের মতোই।

তখন মাদার ম্যাটিল্ডা, লজ্জায় লাল হয়ে, এগিয়ে গেলেন ফাদার মল্ডনের দিকে, তাঁর কানের কাছে ঝুঁকে বলে দিলেন সিসিলি মা হতে যাচ্ছে।

এমনভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ফাদার মল্ডন যে, দেখে মনে হলো বোলতার কামড় খেয়েছেন তিনি। তারপর নিতান্ত অবজ্ঞাভরে বললেন, 'অনেকদিন পর আবার কলঙ্কিত হতে যাচ্ছে এই আশ্রম। অনেকদিন পর আবার একটা জারজ সন্তান জন্ম নিতে যাচ্ছে এখানে।'

'জারজ?' খেঁকিয়ে উঠলেন এমলিন, 'কাকে জারজ বলছেন আপনি? স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটের স্ত্রী সিসিলি হারফ্লিটের সন্তানকে? কোন্ অধিকারে এত বড় অপবাদ দিচ্ছেন? সিসিলি বিধবা—এজন্য? ওর স্বামীকে নিজের ভাড়াটে সৈন্যদের দিয়ে কে খুন করিয়েছে? আর, জারজ সন্তানদের ব্যাপারে কথা বলছেন—আপনি কত বড় চরিত্রবান? যুবক বয়সে যখন স্পেনে ছিলেন তখন সাধুর ভণ্ড মুখোশ পরে সম্ভ্রান্ত ঘরের একাধিক মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করেছে কে? ভেবেছেন কিছুই জানি না আমি? আপনার ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলে যাননি আমার বাবা?'

'চুপ করো!' ভয়ঙ্কর কণ্ঠে গর্জে উঠলেন ফাদার মল্ডন।

'মাথায় মগজ বলে কিছুই নেই তোমার তাই আমার কথা বুঝতে পারোনি। কোনো বিয়ে যদি বৈধ না-হয় তা হলে ওই পুরুষ-নারীর মিলনে জন্ম-নেয়া সন্তানও বৈধ হতে পারে না।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমলিন, কিন্তু হঠাৎ করেই কথা বলে উঠল এতক্ষণ ধরে চুপ-করে-থাকা সিসিলি, 'আমার বাবার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে এনেছেন আপনি। ছিনিয়ে এনেছেন আমার স্বামীর কাছ থেকেও। এবার সতীত্বহীনতার মতো জঘন্যতম অপবাদ দিচ্ছেন আমাকে, জারজ বলে গালি দিচ্ছেন আমার পেটের বাচ্চাটাকে। এ-পর্যন্ত যা যা করেছেন সব সহ্য করেছি মুখ বন্ধ করে। কিন্তু একটা কথা শুনে রাখুন। ভুল করেও কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন না আমার বাচ্চাটার, যদি করেন তা হলে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, নেকড়ে যেভাবে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেভাবে আপনার উপর প্রতিশোধ নেবো আমি।'

যে-ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল সিসিলি, শুনে ওর দিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকলেন ফাদার মন্ডন। অন্যরাও স্তম্ভিত হয়ে গেছে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। ওর দু'চোখে যেন আগুন জ্বলছে, চেহারায় দৃঢ় সংকল্পের ছাপ।

কিছুক্ষণ পর, সুর পাল্টে যথেষ্ট নরম গলায় বললেন ফাদার, 'যারা যিশুর একনিষ্ঠ অনুসারী তারা প্রতিশোধের কথা বলে না। এখনও জন্মই হলো না বাচ্চাটার, তাতেই তোমার এই অবস্থা, জন্মালে কী করবে? তা ছাড়া জারজ হোক বা না-হোক, বাচ্চাটা পৃথিবীতে আসার পর আমার দায়িত্বও বাড়বে—ওকে খ্রিস্টান বানাতে হবে আমার।'

'আমার বাচ্চার গায়ে একটা আঙুলও ছোঁয়াবেন না আপনি, খ্রিস্টান বানানো তো পরের কথা,' আগের মতোই ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বলল সিসিলি। 'দরকার হলে খ্রিস্টান না-বানিয়েই নিজের হাতে ওকে কবর দেবো, তারপরও আপনার কাছে নিয়ে যাবো না

কোনোদিন।'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন ফাদার মন্ডন, বোঝা গেল ওই বিষয় নিয়ে কথা বলার ইচ্ছা নেই তাঁর। 'বাদ দাও এসব। নান হিসেবে শপথ নিচ্ছ কবে?'

'আমার বাচ্চা হওয়ার পর।'

'আগে নয় কেন?'

'কারণ আপনি বলেছেন আমার বাচ্চাটা নাকি জারজ। তার মানে মহাপাপ করেছি আমি। কিন্তু ওই পাপ নিয়ে এক বিন্দু অনুতাপও নেই আমার মনে। সুতরাং এই মুহূর্তে আমি এত খারাপ একটা মানুষ যে, নান হিসেবে শপথ নেয়া অন্তত আমাকে সাজে না। তা ছাড়া, কে নান হবে আর কে হবে না সে-ব্যাপারে আপনি উপদেশ দিতে পারেন, বাধ্য করতে পারেন না।'

আবারও হাত নেড়ে মেয়েটার যুক্তিগুলো পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেন ফাদার মন্ডন। বললেন, 'তাড়াহুড়োর মধ্যে আছি আমি, তাই আপাতত আর কিছু বলবো না ওই ব্যাপারে। আমার জন্য যে-ব্যাপারটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার প্রতি তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।'

'কী?'

'কিছু দলিলপত্রে তোমার স্বাক্ষর দরকার। ...দলিল না-বলে বলতে পারো ফর্ম; পড়লে ঠিকমতো বুঝবে না আর আমারও এত সময় নেই যে তোমাকে বুঝিয়ে বলবো,' আলখাল্লার পকেট থেকে দোমড়ানো-মোচড়ানো কিছু কাগজ বের করে সিসিলির সামনে, টেবিলের উপর বিছিয়ে রাখলেন ফাদার।

হাসল সিসিলি, ধাক্কা দিয়ে দলিলটা সরিয়ে দিল একপাশে। বলল, 'হয়তো ভুলে গেছেন, তাই আপনাকে মনে করিয়ে দেয়াটা কর্তব্য বলে মনে করছি। সবার কাছে এতদিন ঢোল পিটিয়েছিলেন, আমি নাকি অপ্রাপ্তবয়স্কা। গতকাল ছিল আমার জন্মদিন—আমার নাবালিকাত্ব ঘুচেছে। তার মানে দেশের আইন

বা ধর্মীয় বিধান যা-ই বলুন না কেন, আপনি আর আমার অভিভাবক নন, কোনোদিন ছিলেনও না। ...উত্তরাধিকারসূত্রে যেসব জায়গাজমি পেয়েছি আমি সেগুলো কোনোদিন লিখে দেবো না আপনাকে, নিশ্চিত থাকতে পারেন। ...মাদার ম্যাটিল্ডা, এমলিন, আপনারা উপস্থিত আছেন এখানে। আপনাদের সামনে ফাদার মন্ডনকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই আমি। তিনি নিজেই বলেছেন আমি নাকি অসতী। এবার আমি বলছি, নান হতে হলে ধর্মের প্রতি যে-ধরনের টান থাকতে হয় ততখানি টান নেই আমার। এবং, আমি এখন প্রাপ্তবয়স্কা, সুতরাং স্বাধীন। ...ফাদার ক্লেমেন্ট মন্ডন, কোন্ অধিকারে আমাকে বন্দি করে রেখেছেন আপনি? প্রহরীদের সরিয়ে নিন, সব দরজা খুলে দিন, আমার যেখানে খুশি সেখানে যেতে দিন আমাকে।'

ঢোক গিললেন ফাদার মন্ডন। 'কোথায় যাবে তুমি?'

'আমার বাবা যেখানে যেতে চেয়েছিলেন সেখানে।'

'মানে?' বুঝেও যেন বুঝতে পারছেন না ফাদার।

'লণ্ডনে, রাজদরবারে, রাজার কাছে।'

'সেখানে গিয়ে কী করবে?'

'গিয়ে সব কথা বলবো তাঁকে।'

বোকামি করে ফেলেছে সিসিলি। সে মুক্তি পেলে কী করবে তা আবেগের মাথায় প্রকাশ করে ফেলেছে শত্রুর কাছে। এতক্ষণ সত্যিই নেকড়ের মতো মনে হচ্ছিল ওর কথাবার্তা আর আচরণ, এবার ওর জবাব শুনে ফাদার মন্ডন এমন এক হাসি দিলেন যে, দেখে মনে হলো যতই তর্জন-গর্জন করুক মেয়েটা আসলে ফাঁদে-পড়া একটা নেকড়ে, আর ওকে বধ করার তরবারিটা ফাদারের হাতে।

নীরব, কুটিল হাসি হাসতে হাসতেই বললেন তিনি, 'তোমার বাবা ছিল এক বোকা, আর তুমি হয়েছ আরেক বোকা। আমার বিরুদ্ধে এক ঝুলিভর্তি মিথ্যা কথা নিয়ে লণ্ডনের পথে রওনা

হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু পৌঁছাতে পারেননি। আশা করি তুমিও পারবে না। সময়টা ছিল খুব খারাপ, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের গুজব ইংল্যাণ্ডের বাতাসে, দেশে আইনশৃঙ্খলা বলতে গেলে নেই। শুনেছি একদল ডাকাত, বলা ভালো একদল বর্বর গ্রামবাসী হামলা চালায় তাঁর উপর, মারা পড়েন তিনি। এখন, আর কয়েক মাস পর তুমি মা হবে, এই অবস্থায় নিশ্চয়ই চাও না তোমাকে যেখানে খুশি সেখানে যেতে দিয়ে তোমার চরম সর্বনাশ ঘটাতে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করি? না, না, এই আশ্রমই তোমার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা, এখানেই থাকতে হবে তোমাকে যতদিন না...'

'যতদিন না আপনার লোকেরা আমাকেও খুন করে, তা-ই না?' ফাদারের মুখের কথা কেড়ে নিল সিসিলি, রেগে গেছে সে। 'আমার লাশটা না-দেখা পর্যন্ত রাতে ভালোমতো ঘুম হচ্ছে না আপনার, নাকি? ...হবে, ঘুম ঠিকমতোই হবে আপনার একদিন, এবং সেই ঘুম আর কোনোদিন ভাঙবে না। নিরপরাধ মানুষদেরকে খুন করার পাপে, রাজদ্রোহিতা করার মতো অপরাধে যেদিন আপনার মাথাটা কাটা যাবে সেদিন...'

'বেশ্যা, তুই সত্যিই আসলে একটা বেশ্যা,' চিৎকার করে বলে উঠলেন ফাদার, ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেছে তাঁর চেহারা, 'শুধু বেশ্যাই না, তুই একটা ডাইনিও। এখান থেকে যেতে চাইছিস তুই? কোথায় যাবি? লোকে তোকে যেখানেই পাবে সেখানেই তো পুড়িয়ে মারবে! ...মাদার ম্যাটিল্ডা, আপনাকে আদেশ দিচ্ছি আমি, আরও কড়া পাহারা বসান এই ডাইনিটার উপর। রাতের বেলায় কোন্ কোন্ ডাকিনিবিদ্যা প্রয়োগ করে সে জানাবেন আমাকে। ...তোকে যেতে দেবো? এত সহজে? গিয়ে যাতে আরও বেশি জাদু করে আমাদের মতো নিষ্পাপ লোকদের চরম ক্ষতি করতে পারিস? যা, নিজের ঘরে যা। দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে!'

ফাদারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিসিলি, একটা

কথাও বলছে না। কিছুক্ষণ পর চরম অবজ্ঞার হাসি হাসল সে, তারপর নিঃশব্দে ঘুরে বের হয়ে গেল ঘর ছেড়ে। ওর পিছু পিছু গেলেন মাদার ম্যাটিল্ডা।

ঘরে রয়ে গেছেন এমলিন। যে-কোনো কারণেই হোক, তাঁর সুন্দর চেহারায় দেখা যাচ্ছে রহস্যময় হাসি। সেই হাসি দেখামাত্র মেজাজ আবারও খারাপ হয়ে গেল ফাদার মন্ডনের। 'তুমি তো আরও বড় ডাইনি,' এমলিনকে বললেন তিনি, 'তোমার কাছ থেকেই ডাকিনিবিদ্যা শিখেছে সিসিলি। ওই মেয়েটার আগে তোমাকে পুড়িয়ে মারা দরকার।'

এবার শব্দ করে হেসে ফেললেন এমলিন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'না, না, ভয় দেখাবেন না দয়া করে। মনে রাখবেন, আমার বাড়িও স্পেনে, আপনার বাড়িও স্পেনে। আপনার অনেক গোপন-কথা জানা আছে আমার। আগুনে পোড়ার কষ্ট সহ্য করতে না-পেরে ওই কথাগুলো না আবার আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে! জানেন নিশ্চয়ই, পৃথিবী এমন এক খারাপ জায়গা, যেখানে সুনাম ছড়াতে লাগে দশ বছর, কিন্তু দুর্নাম ছড়ানোর জন্য দশ দিনই যথেষ্ট।'

চেহারা শুকিয়ে গেল ফাদারের। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললেন তিনি, 'গহনাগুলো কোথায়? ওগুলো আমার দরকার।'

'কেন?' এমলিনের হাসিটা আরও চওড়া হয়েছে। 'কী করবেন ওগুলো দিয়ে?'

'যা খুশি করি, দরকার হলে সঙ্গে নিয়ে নরকে যাবো, কিন্তু ওগুলো আমার চাই-ই চাই।'

'যদি বলে দিই তা হলে কী দেবেন আমাকে?'

'মুক্তি। যেখানে খুশি সেখানে চলে যেতে পারবে তুমি।'

'আর সিসিলি?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জবাব দিলেন ফাদার, 'ওকেও ছেড়ে দেবো। যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারবে তোমরা দু'জনে।'

'তা হলে তো বলতেই হচ্ছে আমাদের দু'জনের কপালে মুক্তি নেই।'

'মানে?'

'মানে খুব সহজ। আগেও বলেছি আপনাকে, আবারও বলছি। লণ্ডনের পথে রওনা হওয়ার সময় ওই গহনাগুলো সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন স্যর জন। এখন আপনি যেহেতু বার বার বলছেন তাঁর সঙ্গে পাওয়া যায়নি ওগুলো, তার মানে কোথাও ফেলে দিয়েছেন তিনি। অথবা দিয়ে দিয়েছেন জেফরি স্টকসকে। জেফরি কোথায় আছে জানি না, তবে যেখানেই থাকুক সঙ্গে করে নিয়ে গেছে ওই গহনাগুলো। ...ব্লসহোমের জঙ্গলের ভিতরে যত পুকুর আছে সবগুলোতে জাল ফেলুন তন্নতন্ন করে ফেলুন পুরো জঙ্গল, অথবা গ্রেপ্তার করুন জেফরিকে—আশা করি পেয়ে যাবেন আপনার অত সাধের গহনাগুলো।'

'মিথ্যা কথা বলছ তুমি। শেফটন থেকে সিসিলিকে সঙ্গে নিয়ে পালানোর সময় তোমার সঙ্গে একটা বাক্স ছিল। আর ওই বাক্সের ভিতরেই ছিল সব গহনা।'

'জানলেন কীভাবে?'

'একজন চাকর দেখেছে। পরে বলেছে আমাকে।'

'অস্বীকার করবো না একটা বাক্স ছিল আমার কাছে। কিন্তু ওই বাক্সে ছিল সিসিলির সব প্রেমপত্র। ...বাচ্চা মেয়ে, বুঝতেই পারছেন আবেগ বেশি, তার উপর প্রথম প্রেম; হাজারবার ওকে মানা করেছিলাম—এসব জঞ্জাল সঙ্গে নিয়ে বোঝা বাড়ানোর কোনো মানে নেই, কিন্তু একরোখা মেয়েটা আমার কথা শোনেনি। ওই বাক্সে ভরে সবগুলো চিঠি সঙ্গে নিয়ে তারপর বের হয়েছে শেফটন হল থেকে।'

'তা হলে কোথায় সেই বাক্স? কোথায় সেসব প্রেমপত্র?'

'আমার মতো সাধারণ একটা মেয়েমানুষ যা চোখে দেখে জানতে পারে, আপনার মতো অসাধারণ জ্ঞানীর পক্ষে তো তা

চোখ বন্ধ করেই অনুমান করে ফেলা উচিত। ...ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে যখন অবরুদ্ধ ছিলাম আমরা, জ্বালানি কাঠ ফুরিয়ে যায় আমাদের, শেষে বাধ্য হয়ে ওই বাক্সটা পোড়াতে হয় আমাদেরকে। ফলে বাক্সও ছাই, চিঠিও ছাই। ...আমাদের তখন ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার মতো অবস্থা, যেভাবেই হোক আগে আগুন জ্বালানো দরকার তারপর অন্য কিছু। নিজেদের গায়েই যে আগুন ধরিয়ে দিইনি আমরা সেটাই তো বেশি!'

'শয়তানের বাচ্চা!' সাপের মতো হিসহিস করে উঠলেন ফাদার, 'আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলার সাহস হলো কী করে তোমার? ক্রিস্টোফারের সঙ্গে যখন বিয়ে হলো সিসিলির, ওই গহনাগুলো পরেছিল সে। ওই বিয়েতে যারা উপস্থিত ছিল এ-রকম একাধিক লোক বলেছে আমাকে কথাটা।

'কানে ভুল শুনলাম নাকি? কী বললেন আপনি? ক্রিস্টোফারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সিসিলির? একটু আগেই বললেন বেশ্যা, আবার এখন বলছেন বিয়ে হয়েছিল মেয়েটার। ...কোন্‌টা ঠিক?'

দাঁতে দাঁত পিষলেন ফাদার মল্ডন, কিল মারলেন টেবিলের উপর। 'গহনাগুলো কোথায়?'

'কোথায়? এমন এক জায়গায় যেখানে কোনোদিন যেতে পারবেন না আপনি—স্বর্গে।'

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ফাদারের। 'স্বর্গে মানে?'

'মানে আগুনে পুড়ে গলে বাষ্প হয়ে সব গহনা উড়ে গেছে স্বর্গের দিকে। ...ভেবেছিলাম সঙ্গে থাকলে কেউ ছিনিয়ে নেবে, তাই ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে যে-ঘরে ছিল ক্রিস্টোফার আর সিসিলি সে-ঘরের গোপন একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখি আমি ওগুলো। ইচ্ছা ছিল পরে একসময় গিয়ে নিয়ে আসবো। যান, ছাই ঘাঁটতে শুরু করুন, হীরার দু'-একটা টুকরো পেয়ে যেতেও পারেন।'

অক্ষম ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন ফাদার মল্ডন

তাঁর অবস্থা দেখে হাসলেন এমলিন। 'বিশ বছর ধরে আপনাকে চিনি আমি, ফাদার মন্ডন। অ্যাবির অধ্যক্ষ হওয়ার পর আপনি প্রথমেই আমার বাবা, আপনার তখনকার একনম্বর শত্রুকে সরিয়ে দিলেন পৃথিবী থেকে। তখন থেকেই আপনাকে চিনি আমি, খুব ভালোমতো চিনি; আমার সামনেই বিশটা বছর ধরে অখ্যাত জনৈক ক্লেমেন্ট মন্ডন থেকে আপনি অতি-পরিচিত ফাদার মন্ডনে পরিণত হয়েছেন। আপনার উত্থান দেখেছি আমি, আশা করি আপনার পতনও দেখতে পাবো। ...মুখে যা-ই বলুন না কেন আপনি, টাকাই আপনার ঈশ্বর। আর এই টাকার-লোভই একদিন আপনার ধ্বংস ডেকে আনবে। লোকে বলছে, জমিদার স্যর জন ফোটরেলের কিছু জমির উপর আপনার চোখ পড়েছিল। কিন্তু আমি জানি আসলে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য ওই গহনাগুলো হাতিয়ে নেয়ার চিন্তায় আপনার রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। গহনাগুলোর দামের তুলনায় ওই কয়েক একর জমির দাম আসলে কিছুই না। আর যেহেতু সিসিলি স্বেচ্ছায় কোনোদিন লিখে দেবে না আপনাকে, নকল দলিল দিয়ে ভালো দামও পাবেন না আপনি। ...গহনাগুলো এতই খাঁটি আর এতই মূল্যবান যে, যে-কোনো একটা গহনার একটা মুক্তা বেচে ছোটখাটো একটা কাউন্টি কিনতে পারতেন। এজন্যই এত পাগল হয়ে গেছেন আপনি, এজন্যই খুন করিয়েছেন স্যর জন আর স্যর ক্রিস্টোফারকে, এজন্যই সিসিলি আর আমার উপর চলছে আপনার অত্যাচার। কিন্তু খুন না-করে এই কথাটা যদি ভেঙে বলতেন স্যর জনকে, আমার মনে হয় নিজের প্রাণ, জমিদারি আর মেয়েকে বাঁচানোর জন্য আপনাকে কিছু গহনা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতেন তিনি। অথবা যদি আমাকেও বলতেন, কিছু-না-কিছু ব্যবস্থা করতাম স্যর জনের সঙ্গে আলোচনা করে। এত পাগল হয়ে শেষপর্যন্ত কী লাভ হলো আপনার? সব গহনা পুড়ল আগুনে। আফসোস, আমাদের সঙ্গে গহনা আছে জানা থাকলে যে বা যারা আগুন লাগিয়েছে

ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে তাদের হাত কেটে ফেলতেন হয়তো!'

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে এমলিনের ভাষণ শুনছিলেন ফাদার মন্ডন। এবার আবারও চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি–শুনে মনে হলো রাগে নয়, অতি প্রয়োজনীয় কিছু হারানোর আক্ষেপে তাঁর এই চিৎকার, 'খুব চালাক মেয়েমানুষ তুমি, খুবই চালাক। হওয়াটাই স্বাভাবিক— স্পেনের মানুষরা একটু চালাক-চতুরই হয়। যা-হোক, সবই যখন বুঝতে পেরেছ তখন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। এখন কী করবো আমি বলতে পারো?'

'বললে লাভ কী?'

'কেন?'

'আমার কথা আপনি শুনবেন না।'

'শুনি বা না-শুনি, জেনে রাখতে অসুবিধা কোথায়?'

'ঠিক আছে, জেনে রাখুন। যাতে আপনার ভয়াবহ পরিণতির পরে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে পারি, কোনো এক সময় সতর্ক করেছিলাম আমাকে।'

'বড় বড় কথা না-বলে কী বলতে চাও সরাসরি বলো।'

'সিসিলিকে ছেড়ে দিন। ওর যেসব জমি দখল করে নিয়েছেন সেগুলো ফিরিয়ে দিন ওর কাছে। অন্তত আমাদের সঙ্গে যে-অপকর্মগুলো করেছেন, সবার সামনে তা স্বীকার করুন। তারপর, ভিকার-জেনারেল ক্রমওয়েল আপনাকে পাকড়াও করার আগে এবং রাজা হেনরি আপনার শিরশ্ছেদ করার আগে এই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। কোথায় যেতে হবে তা জিজ্ঞেস করবেন না, আমি জানি যাওয়ার মতো অনেক জায়গা আছে আপনার। আরেক কাজ করতে পারেন–যত সোনা আছে আপনার কাছে সব একসঙ্গে করে গিয়ে হাজির হতে পারেন গ্র্যানাডার রাজা চার্লসের কাছে, উপঢৌকন বা ঘুষ যা-ই বলুন না কেন সব সোনা তাঁকে দিয়ে বলতে পারেন আপনাকে ওখানকার বিশপ বানিয়ে দিতে তবে ভুলেও পা রাখতে যাবেন না স্পেনে–কেন, তা নিশ্চয়ই ভেঙে

বলতে হবে না আপনার মতো বুদ্ধিমান একজন লোককে। যদি গ্র্যানাডায় যান, আশা করা যায় আর যে-ক'দিন বেঁচে আছেন সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারবেন। কে জানে, অনেক বছর পর যেদিন আপনার লাশ নামানো হবে কবরে, যেদিন অনেক লোকই অনেক কিছু ভুলে যাবে আপনার ব্যাপারে, সেদিন হয়তো আপনার কবরের উপরে পাথরের ফলকে খোদাই করা থাকবে, "সেইন্ট ক্লেমেন্ট মল্ডন অভ ব্লসহোম"।'

'তুমি আমাকে চেনো না, তাই ওই কথাগুলো বললে আমি এমন এক জুয়াড়ি, যে জুয়াকে জুয়া মনে করেই খেলে। নিরাপত্তা আর বুড়ো বয়সের আরাম-আয়েশই আমার একমাত্র কাম্য নয়, আরও বেশি কিছু, আরও অনেক বেশি কিছু চাই আমার।'

'চাইতে অসুবিধা নেই, কিন্তু পাওয়ার জন্য নিজের মাথাটা বাজিতে লাগাতেও কি রাজি আছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, রাজি আছি। কেন, জানো? ওই মাথাটা যদি জায়গামতো থাকে তা হলে সেখানে শোভা পাবে একজন আর্চবিশপের টুপি, অথবা একজন কার্ডিনালের হ্যাট, অথবা তারচেয়েও বেশি কিছু।'

'আর যদি জায়গামতো না-থাকে?'

'তা হলেও অসুবিধা নেই। আমি ধর্মের লোক, বেশিরভাগ লোক আমাকে খুব বড় একজন ধর্মযাজক বলে জানে এবং মানে। কোনো কারণে আমি মারা গেলেও ওই লোকেরা ভাববে, রাজার ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে প্রাণ হারাতে হয়েছে আমাকে। এ-রকম ঘটনার অনেক নজির আছে। আমার অতীত আর বর্তমান ক'জন জানে, বলো? সুতরাং যে-সম্মান আছে আমার, তা তেমন একটা নষ্ট হবে বলে মনে হয় না।'

'তা-ই? এত সহজ? দেখা যাক।'

এই ব্যাপারে আর কিছু বললেন না ফাদার মল্ডন। চারদিকে তাকালেন তিনি, দেখে নিলেন দরজাটা বন্ধ আছে কি না, নিশ্চিত

হলেন তাঁরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই ঘরে। তারপর বললেন, 'এমলিন স্টোয়ার, বুদ্ধি আর সাহস দুটোই আছে তোমার। সত্যি বলতে কী, আমি এই পর্যন্ত যত মহিলা দেখেছি তাদের কেউই তোমার মতো বুদ্ধিমতী না, সাহসী না। অনেকেই তোমাকে ডাইনি বলে ডাকে। কিন্তু ওরা আসলে বোকা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন—ওরা তোমাকে চেনে না। তোমার বাবা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত স্প্যানিশ ভদ্রলোক আর মা ছিলেন একজন জিপসি। কাজেই বুদ্ধি আর সাহস দুটোই যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছ তুমি।'

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন এমলিন, এবার বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। দুই কনুই টেবিলের উপরে রেখে থুতনিটা রাখলেন দুই হাতের উপর। খানিকটা হতাশ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, হয়তো একটু বেশিই সম্ভ্রান্ত আর একটু বেশিই বুদ্ধিমান ছিলেন আমার বাবা। সোজা কথায়, আপনার মতো যারা ধর্মান্ধ তাদের ভাষায় ধর্মদ্রোহী। সেজন্যই প্রাণ বাঁচাতে স্পেন ছেড়ে পালাতে হয়েছিল তাঁকে, ইংল্যাণ্ডে এসে এই ব্লসহোমেই আশ্রয় নেন তিনি। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, এত দূরে এসেও বাঁচতে পারলেন না বাবা—তাঁর মরণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল এখানেই। প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে যাঁদের কণ্ঠ ছিল সোচ্চার, যাঁরা নিপীড়িত মানুষের চোখ খুলে দেয়ার জন্য বিভিন্ন "নিষিদ্ধ" বই লিখেছিলেন, তাঁদের বিচার করার জন্য রোমের গির্জা "বিচারসভা" বানাল, আর সেই সভা মৃত্যুদণ্ড দিল বাবাকে। ওদের হাত যে এত লম্বা ছিল কল্পনাও করতে পারেননি তিনি, পারলে আরও অনেক দূরে চলে যেতেন আমাদেরকে নিয়ে। বাবার যম হয়ে ধর্মযাজকের ছদ্মবেশে একদিন আপনি এলেন এখানে, তারপর হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল আমার ভালোমানুষ বাপটা, জনসমক্ষে পোড়ানো হলো তাঁর লিখিত সেই বিশেষ বই, এবং আপনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন রাতারাতি।'

'হ্যাঁ, তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের, মানে রোমের গির্জার

প্রকাশ্য দুশমনি ছিল। তাঁকে খতম করার জন্যই বেছে নেয়া হয়েছিল আমাকে, পাঠানো হয়েছিল এখানে।'

'এবং আমার মা'র মৃত্যুর জন্যও আপনি দায়ী।'

'তা-ই নাকি? নাস্তিকের বউও নাস্তিক, কাজেই যতদূর জানি বিচার এড়ানোর জন্য আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি।'

'ফালতু কথা বলে কোনো লাভ আছে? আমি সিসিলি বা মাদার ম্যাটিল্ডা না। চোখের সামনে সব দেখেছি। বাবার লাশ গুম করার পর মাকে খুঁজছিলেন আপনি, আপনার ইচ্ছা ছিল তাঁকে ডাইনি অ্যাখ্যা দিয়ে সবার সহযোগিতা নিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবেন। ডাইনি-ফাইনি সব বাজে কথা, আসল কথা হচ্ছে মা'র কাছে বিশেষ কিছু চিঠি ছিল। ওই চিঠিগুলো যদি প্রকাশিত হতো তা হলে সারা দুনিয়ার মানুষ যাদেরকে ফেরেশতা বলে জানে তাদের মুখোশ খুলে যেত, ঘৃণায় থু থু দিত সবাই তাদের মুখে। আর বাবার মৃত্যুতে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে সেই চিঠিগুলো ফাঁস করে দেয়ারই হুমকি দিচ্ছিলেন তখন মা। তা-ই না?'

ঢোক গিললেন ফাদার মন্ডন। 'যা-ই হোক, যেভাবেই হোক, তোমার মা মারা গেছেন, এবং আমার মনে হয় মরার আগে তোমাকে অনেক কিছু বলে গেছেন। তিনি মারা যাওয়ার পর বুড়ো চাষা বোলের ছেলে থমাস বোলের প্রেমে পড়লে তুমি...'

'আবেগটা আমার পক্ষ থেকে যতটা না ছিল, ওর তরফ থেকে ছিল তার কয়েকগুণ। আসলে বাবা-মাকে মরতে দেখে, যত সাহসীই হই না কেন, ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম থমাস বোলের মতো লম্বা-চওড়া আর শক্তিশালী একটা লোককে বিয়ে করলে আর কিছু পাই বা না-পাই অন্তত নিরাপত্তাটুকু পাবো। তা ছাড়া তখন সে ছিল সৎ আর সুন্দর, প্রথম প্রথম ওকে বেশ বুদ্ধিমানও মনে হয়েছিল আমার। কপাল খারাপ আমার, ওই থমাস বোল যে আপনাকে এত ভয় পেত ভাবতেই পারিনি। আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়লেন আপনি, ঘাটের মড়া পিটার

স্টোয়ারকে বিয়ে করতে বাধ্য হলাম আমি। হয়ে গেলাম ওই বুড়োটার তিন নম্বর বউ। প্রতিদিন ওই বুড়োটাকে অভিশাপ দিতাম আমি, এবং মরতে বেশিদিন লাগল না শয়তানটার। কিন্তু দুর্ভাগ্য—ওই বুড়োর বুড়ো-বয়সের-ভীমরতির কারণে আমার পেটে বাচ্চা এসে গেল, আর সৌভাগ্য বাচ্চাটা বাঁচল না,' আবেগে কাঁপছে এমলিনের কণ্ঠ, নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'স্যর জন ফোটরেলের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলাম আমি। তিনি ছিলেন আমার বন্ধুর মতো। মা-মরা মেয়ে সিসিলিকে তিনি তুলে দিলেন আমার কোলে। নিজের সন্তানের কথা ভেবেই ওকে লালনপালন করেছি এতদিন। আর সেই মেয়েটাকেই আপনি...' বাক রুদ্ধ হলো তাঁর, দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। 'কী চান আপনি আসলে বলুন তো?'

'এমলিন, যা চাই তা সবসময় তোমার কাছে চেয়েছি আমি, আর প্রত্যেকবারই প্রত্যাখ্যান করেছ তুমি। আমি তোমার সাহায্য চাই, তোমার সহযোগিতা চাই।'

'কীসের সাহায্য?' চোখ মুছছেন এমলিন, 'কীসের সহযোগিতা?'

'না, অন্য কিছু না,' হাত নেড়ে আশ্বাস দিলেন ফাদার মল্ডন। 'তোমার মাথার ভিতরে যে-মগজটা আছে সেই মগজের সাহায্য। তোমার মনের ভিতরে যে-জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানের সহযোগিতা। ...ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে আমাকে অভিশাপ দিয়েছ তুমি। তারপর থেকে, শুধু তোমার কাছে স্বীকার করছি, যে-কাজই করি তাতেই কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়, ভুল হয়ে যায়, ফলাফল যায় আমার বিপক্ষে।'

দুঃখের হাসি হাসলেন এমলিন। 'আমি কী করবো?'

'অভিশাপ তুলে নাও আমার উপর থেকে। আমার বিশ্বাস আমার কপালে খারাপ যা যা ঘটছে, তোমার ওই অভিশাপের কারণেই ঘটছে। অতীতে যা কিছু হয়েছে আমাদের মধ্যে, চলো

সব ভুলে যাই। এসো হাত মিলাই, একজন আরেকজনের বন্ধু হই।'

'আপনার বন্ধু হলে কী দেবেন আমাকে?'

'প্রথমত, সম্পদ। তারপর ক্ষমতা, যা সম্পদের চেয়েও বেশি ভালোবাসো তুমি। যদি চাও তা হলে এমন কোনো পদে তোমাকে বসিয়ে দিতে পারি, যেখানে থাকলে তোমার কথা শুনবে সবাই, মানবে।'

'শুধু আপনার বন্ধু হওয়ার বিনিময়ে এত কিছু দিয়ে দেবেন?'

'হ্যাঁ, শুধু বন্ধু হওয়ার বিনিময়ে। একজন বন্ধুর মতো সবসময় পাশে থেকে আমাকে উপদেশ দেবে তুমি, কখন কোন্ কাজটা করতে হবে বলে দেবে, আমার কোনো ভুল হলে ধরিয়ে দেবে, কোন্ পথে চলতে হবে দেখিয়ে দেবে।'

'আর কিছু না?'

'হ্যাঁ, আর মাত্র তিনটা জিনিস চাইবো তোমার কাছে।'

'তিনটা?' অবজ্ঞার হাসি হাসলেন এমলিন। 'তিনটা জিনিস চাইবেন অথচ বলছেন মাত্র?'

'হ্যাঁ, বলছি। কারণ তিনটার কোনোটাই কঠিন কিছু না তোমার জন্য।'

'তা-ই নাকি?'

'হ্যাঁ, তা-ই। ...প্রথম কাজ, আমার হয়ে সিসিলির ওই পুড়ে-যাওয়া গহনাগুলো উদ্ধার করবে তুমি।'

'তারপর?'

'তোমার মা মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর সেই চিঠিগুলো, অনেক বছর আগের সেই বিশেষ চিঠিগুলো আজও উদ্ধার করতে পারিনি আমি। আমি জানি, যেখানেই রেখে থাকো, তোমার কাছেই আছে ওগুলো। ওই চিঠিগুলো আমাকে দিয়ে দেবে তুমি,' যথাসম্ভব মধুর ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করলেন ফাদার মন্ডন।

'আর তিন নম্বর কাজটা কী?'

'সিসিলির ওই বাচ্চাটা যাতে না-হয়, কিংবা হলেও যাতে বেঁচে না-থাকে সে-ব্যবস্থা করবে।'

চমকে উঠলেন এমলিন।

'যদি পারো তা হলে কথা দিচ্ছি সিসিলির কোনো ক্ষতি করবো না, কোনো ক্ষতি হতে দেবো না। একজন নান যেভাবে বেঁচে থাকে সে-ও সেভাবে বেঁচে থাকবে।'

চুপ করে আছেন এমলিন। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ফাদারের দিকে। লোকটা কতখানি ভয়ঙ্কর বোঝার চেষ্টা করছেন।

'কী হলো? কথা বলছ না কেন?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ফাদার।

'আপনার প্রস্তাবটা...ভালো, সন্দেহ নেই। ঠিকই বলেছেন—একমাত্র আপনার বন্ধু হলেই কাজগুলো করা সম্ভব। আর এই ব্যাপারেও সন্দেহ নেই, আমাকে যা যা দেবেন বলেছেন, শুধু বেঁচে থাকলেই সেগুলো দেয়া সম্ভব আপনার পক্ষে। এখন ধরুন, আমি যদি আবারও প্রত্যাখ্যান করি তা হলে কী হবে?'

'তা হলে,' টেবিলের উপর আবারও কিল মারলেন ফাদার, 'তা হলে তোমরা দু'জনই মরবে। কোন্ পদ্ধতিতে মারা হবে তোমাদেরকে বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই?'

'ডাইনির মতো পুড়িয়ে?'

'এই তো, এই জন্যই তো তোমাকে বুদ্ধিমতী বলি। মনে রেখো, আমি শুধু এই অ্যাবির অধ্যক্ষই না, এখন এই এলাকার সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ—আমাকে এই অঞ্চলের প্রভু বলতে পারো। আর তোমরা দু'জন আমার বন্দি। বলো তো, ক'জন জানে তোমরা বেঁচে আছো? ক'জন জানে তোমরা এখানে আছো? যারা জানে তারা আসলে বোকা; আমার বিরুদ্ধে কিছু করা তো পরের কথা, আমার বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ করার সাহসও ওদের নেই। ...পুতুল নাচ দেখেছ কখনও? ওরা আমার নাচের পুতুল—আমি যদি সুতো ধরে টানি তা হলে ওরা নাচে, আমি না-

টানলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ...দরকার হলে পাহারা আরও জোরদার করবো আমি, বাইরের কারও ক্ষমতাই থাকবে না এই আশ্রমের ভিতরে ঢোকার। ...এখন তা হলে বেছে নাও—জীবন, অথবা মরণ।'

টেবিলের উপর একটা ফুলদানি রাখা আছে। সেই ফুলদানির ভিতরে কতগুলো গোলাপ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফুলদানিটার কাছে গেলেন এমলিন। গোলাপগুলো বের করে ছুঁড়ে ফেললেন মেঝেতে। আলোড়ন জাগল পানিতে, সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন তিনি, 'জীবন, অথবা মরণ—যে-কোনো একটা বেছে নিতে হবে, তা-ই না?' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বললেন, 'ক্লেমেণ্ট মন্ডন, শুনে রাখুন, নিজের আর সিসিলির জন্য, ওর স্বামী স্যর ক্রিস্টোফারের জন্য, এবং ওদের যে-সন্তানটা জন্মাবে তার জন্য, যাঁর হাতে জীবন আর মরণ সেই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে মৃত্যু বেছে নিলাম আমি।'

নীরবতা নেমে এল পুরো ঘরে। এই জবাবটা আশা করেননি ফাদার মন্ডন, ভেবেছিলেন অন্য কিছু বলবেন এমলিন অথবা হয়তো ঘুরিয়ে জবাব দেবেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর উঠে দাঁড়ালেন ফাদার। 'ভালো! তা হলে সেই মরণ যেন সবার আগে তোমারই হয়।'

আবারও নীরবতা। এমলিন এখনও তাকিয়ে আছেন ফুলদানির পানির দিকে। কী দেখছেন তিনিই জানেন। ঘুরলেন ফাদার মন্ডন, এগিয়ে যাচ্ছেন দরজার দিকে।

'ভালো!' দরজার খিলে হাত রেখেছেন ফাদার মন্ডন এমন সময় বলে উঠলেন এমলিন, 'আমি বলেছি মৃত্যু বেছে নিলাম, কিন্তু কার মৃত্যু তা কিন্তু বলিনি। আপনার খেলা খেলতে থাকুন, ফাদার, আর আমাকেও আমার খেলা খেলতে দিন। বাকিটুকু ঈশ্বরের হাতে। ক্র্যানওয়েলে যে-অভিশাপ দিয়েছিলাম আপনাকে তা আবারও দিচ্ছি—গজব পড়বে আপনার উপর, গজব,' বলে

ধাক্কা দিয়ে ফুলদানিটা উল্টে ফেলে দিলেন তিনি।

দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে গেলেন ফাদার মন্ডন।

আট

সপ্তাহের পর সপ্তাহ পার হয়ে যাচ্ছে। আশ্রমে এখনও বন্দি হয়ে আছেন এমলিন আর সিসিলি। মুক্তির কোনো আশা নেই, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু টের পাওয়া যায়—ওদের চারপাশে ষড়যন্ত্রের যে-জাল পেতেছেন ফাদার মন্ডন তাতে দিন দিন আরও বেশি করে আটকা পড়ে যাচ্ছে ওরা।

আজকাল কখনও ভয়, কখনও করুণা, আবার কখনও ভালোবাসার দৃষ্টিতে সিসিলির দিকে তাকান মাদার ম্যাটিল্ডা। তবে মেয়েটার প্রতি তাঁর এই গোপন টান শুধু তখনই প্রকাশ পায় যখন তাঁর আশপাশে সিস্টাররা কেউ থাকেন না। সিসিলিকে নিয়ে সিস্টারদের আগের সেই উচ্ছ্বাস উবে গেছে, এখন তাঁরা ভয় পান মেয়েটাকে, কিন্তু এই ভয় কীসের তা নিজেরাও জানেন না।

একদিন সন্ধ্যায় মাদার ম্যাটিল্ডাকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন এমলিন, 'কী হচ্ছে এসব বলুন তো? বাতাসে কীসের যেন গুজব—আমাদের আড়ালে কী নিয়ে কথা বলছে সবাই? আর এই যে সিসিলি, উঁচু বংশের যুবতী একটা মেয়ে যে কিনা মা হবে আর কয়েক মাস পরে, তাকে এভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখার মানে কী?'

চেহারা কালো হয়ে গেল মাদার ম্যাটিল্ডার। 'আমি কিছু জানি না এই ব্যাপারে। আর সিসিলির এই আশ্রমে থাকার কথা যদি জিজ্ঞেস করো তা হলে বলবো, ফাদার মন্ডন যা চান তার উল্টোটা করা আমাদের কারও পক্ষেই সম্ভব না।'

রাগে ফেটে পড়লেন এমলিন, 'ফাদার মন্ডন যা চান তা করতে গিয়ে যদি কারও মৃত্যুও হয় তা হলেও না?'

জবাব না-দিয়ে চুপ করে থাকলেন মাদার ম্যাটিল্ডা।

'ইংল্যাণ্ড এমন কোনো দেশ না যে, বলে চললেন এমলিন, 'এখানে আমার ইচ্ছা হলো আর অমনি একটা মেয়েকে ধরে এনে চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রেখে একঅর্থে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেবো। আপনাদের ঈশ্বর কোথায় এ-ধরনের শাস্তির কথা বলেছেন? জঘন্যতম অপরাধীকে যেভাবে শাস্তি দেয়া হয় সেভাবে একটা নির্দোষ মেয়েকেও কয়েদ করে রাখার কথা কোথায় বলেছেন তিনি? বলুন।'

'জানি না। শুধু জানি ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই এখানে। ওই শব্দটাকে কড়া পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে। এখানে যা করতে বলা হবে আমাকে, তাই করতে হবে, না-করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে পরকালে।'

'পরকাল!' চেঁচিয়ে উঠলেন এমলিন। 'আপনাদের মতো স্বার্থপর মানুষদের পক্ষেই এ-ধরনের কথা বলা সম্ভব। এখানে একজন নির্দোষ মানুষের ইহকাল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এখানে ধর্মের মুখোশ পরে একজন সাক্ষাৎ-শয়তান অবলীলায় নিজের সব অপকর্ম করে যাচ্ছে আর আপনি বলছেন পরকালের কথা? তার মানে কী? আমাদেরকে কোনো সাহায্যই করবেন না আপনি?'

এপাশ-ওপাশ মাথা দোলালেন মাদার ম্যাটিল্ডা। 'সাহায্য করতে পারবো না, আমার সে-ক্ষমতা নেই। আমার হাত-পা বাঁধা।'

'ঠিক আছে, তা হলে আমার পথ আমাকেই খুঁজে নিতে হবে,'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, হেঁটে বের হয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। তবে আর কিছুক্ষণ থাকলে দেখতে পেতেন মাদার ম্যাটিল্ডার দু'চোখ ভরে গেছে পানিতে।

এই পৃথিবী এমন কঠিন এক জায়গা, এখানে নিজের পথ নিজে খুঁজে নেয়াটা বেশিরভাগ সময়ই প্রায়-অসম্ভব। এমলিনের মনে যত সাহসই থাকুন না কেন, এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার যত ইচ্ছাই থাকুক না কেন, একা কী করতে পারেন তিনি? সাহায্য করার কেউ নেই, এমনকী সিসিলিও না। স্বামী "মারা যাওয়ার" পর থেকে অদ্ভুত এক বৈরাগ্য পেয়ে বসেছে ওকে, দেখলে মনে হয় পৃথিবীর কোনো কিছুর উপরই আর কোনো আকর্ষণ নেই ওর, এখন শুধু অপেক্ষা করছে সে—কবে জন্ম নেবে ওর বাচ্চাটা।

একদিন ওকে বোঝাতে গিয়েছিলেন এমলিন, কিন্তু এমন কিছু কথা তাঁকে বলল সিসিলি যে, দেয়ার মতো জবাব খুঁজে পেলেন না তিনি।

'কী করবো আমি?' প্রশ্ন করল সিসিলি, 'কী করতে পারি? কোনো বন্ধু নেই আমার যার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, থাকলেও যোগাযোগ করতে পারতাম কি না সন্দেহ। কয়েক মাস আগেও জানতাম ধনী ঘরের সন্তান আমি, আর এখন আমি পথের ভিখিরিনি। আমার সবকিছু কেড়ে নেয়া হয়েছে। যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই আমার। এখানে আছি, একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে—চুপচাপ আর নিরাপদ একটা জায়গায় জন্মাবে আমার বাচ্চাটা। এখন এই পোয়াতী অবস্থায় আমার পক্ষে কোনো ঝুঁকি নেয়াটা উচিত হবে না বাচ্চাটা হোক, তারপর না-হয় ভেবে দেখি কী করা যায়। তা ছাড়া মুক্তির কথা বলছ? মুক্তি পেলে কী হবে? কোথায় যাবো আমি? কার কাছে যাবো? এখানে দু'বেলা খেতে-পরতে পারছি, তখন কে খাওয়াবে আর কে পরাবে? ...এখানে নানরা আমার কোনো ক্ষতি করছে না, বরং

আমাকে ভালোবাসে। আমিও ওদেরকে ভালোবাসি।'

সামনে কী ভয়াবহ বিপদ ঘনিয়ে আসছে তা বলতে ইচ্ছা করল এমলিনের, কিন্তু বলতে পারলেন না। ভয় হলো, কথাটা শুনে মুষড়ে পড়বে সিসিলি, তখন মা আর বাচ্চা দু'জনেরই ক্ষতি হবে। কাজেই মুখ বন্ধ রেখে চুপচাপ সরে এলেন তিনি, কী করা যায় ভাবতে লাগলেন।

এখানে থাকলে আজ হোক কাল হোক মরতে হবে, সন্দেহ নেই। কাজেই একমাত্র উপায় হচ্ছে পালানো। কিন্তু সিসিলির যা অবস্থা এখন, ওকে সঙ্গে নিয়ে পালানোটাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া একটা কথা ঠিকই বলেছে মেয়েটা—পালিয়ে যাবে কোথায়?

আচ্ছা, কেউ যদি এসে উদ্ধার করে দু'জনকে? মাথা নেড়ে চিন্তাটা বাতিল করে দিলেন এমলিন। ফাদার মন্ডনের সেই প্রশ্নটা মনে পড়ে গেল তাঁর—ক'জন জানে তোমরা বেঁচে আছো? ক'জন জানে তোমরা এই আশ্রমে আছো?

জানলেই বা কার এত দায় পড়েছে যে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওদের দু'জনকে উদ্ধার করতে আসবে?

একা পালানোর চেষ্টা করলে কেমন হয়? ভালো হয় বলে মনে হয় না। যদি পালাতেও পারেন, সিসিলির কী হবে? নিঃসন্দেহে ওর উপর অত্যাচার শুরু করবেন ফাদার মন্ডন। এখন দু'জনে একসঙ্গে আছে, একই জায়গায় বন্দি হয়ে আছে—ফাদার তাই কিছুটা হলেও শান্ত আছেন, নিজের "কাজেকর্মে" ব্যস্ত আছেন, যে-কোনো একজন উধাও হয়ে গেলেই আবার ক্ষেপে যাবেন তিনি। এমলিন পালালে সিসিলিকে হয়তো প্রাণে মারবেন না, কিন্তু এমন কিছু করতে পারেন যাতে গর্ভপাত ঘটে যায় মেয়েটার। কারণ ওকে তিনি কিছুটা হলেও সহ্য করতে পারেন, কিন্তু ওর পেটের বাচ্চাটা তাঁর দু'চোখের বিষ। তা ছাড়া এমলিন যদি একা পালিয়ে যানও, আশপাশের কোনো গ্রামে গেলে লাভ হবে বলে মনে হয় না; গ্রামবাসীরা ফাদারের ভয়ে এত ভীত যে,

সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না।

এই চিন্তাটাও বাতিল করে দিলেন এমলিন। সিস্টাররা যত ভালো ব্যবহারই করুক না কেন, সিসিলিকে এই অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে একা রেখে যাওয়াটা উচিত হবে না।

তা হলে আর কী করা যেতে পারে? কোনো ফন্দিই তো আসছে না মাথায়!

আচ্ছা, সিসিলির গহনাগুলো যদি তুলে দেয়া হয় ফাদারের হাতে তা হলে কেমন হয়? একমাত্র এমলিনই জানেন কোথায় আছে ওই মহামূল্যবান গহনাগুলো। মূলত ওই অলঙ্কারগুলো হাতিয়ে নেয়ার জন্যই ফাদার মন্ডনের এই ষড়যন্ত্র। তাঁকে যদি বলা হয় গহনাগুলো কোথায় আছে বলে দেবো, বিনিময়ে সিসিলিকে সঙ্গে নিয়ে যেখানে যেতে চাই সেখানে যেতে দিতে হবে আমাকে, তা হলে কি রাজি হবেন তিনি? হতেও পারেন, আবার রাজি হওয়ার ভানও করতে পারেন। কারণ ফাদার মন্ডনের বড় বড় শত্রুদের তালিকায় এখন সিসিলি আর এমলিনের নামও আছে। তাঁর বিরুদ্ধে ওরা এত বেশি জানে যে, এই আশ্রম থেকে ওদের মুক্তি পাওয়ার মানে হচ্ছে ফাদারের জেল খাটা। তাঁর মতো অতি-চতুর আর অতি-কুচক্রী একজন লোক এত বড় ঝুঁকি নেবে না কিছুতেই। হয়তো ছেড়ে দেবেন, কয়েক ঘণ্টা পরই আবার লোক লাগাবেন—সিসিলি আর এমলিনকে খুঁজে বের করে খুন করবে ওরা, লাশ গুম করে ফেলবে যাতে মৃত্যুর কোনো প্রমাণও না-থাকে।

কিন্তু এই আশ্রমে, ফাদারের নিয়ন্ত্রণাধীন ধর্মের এই কারাগারে বেশিদিন বন্দি হয়ে থাকাটাও সম্ভব না। সিসিলির বাচ্চা হয়তো জন্মাতে পারবে এখানে, কিন্তু বাঁচতে পারবে না, ওকে বাঁচতে দেয়া হবে না। সিসিলি আর ক্রিস্টোফারের উত্তরাধিকারী সে, সুতরাং ওদের দু'জনের অনুপস্থিতিতে ওদের স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তির আইনসঙ্গত মালিক। ভবিষ্যতে, সেটা যত বছর

পরই হোক না কেন, বাবা-মা'র উপর যে-অত্যাচার হয়েছে তার বিচার চাইতে পারে বাচ্চাটা, এমনকী ফাদার মন্ডন বেঁচে থাকলে প্রতিশোধও নিতে পারে।

সুতরাং ফাদারের শত্রুদের তালিকায় এই বাচ্চার নাম থাকাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তা হলে মুক্তির উপায় কী? আর কীভাবে নিরাপত্তা পেতে পারেন তাঁরা?

উত্তরটা ভেবে বের করতে পারলেন না এমলিন। আতঙ্ক পেয়ে বসল তাঁকে। ভাবতে লাগলেন, সুপ্রাচীন ইসরাইলিদের মতো অলৌকিক কোনো ঘটনা যদি ঘটত! হযরত মূসার মতো কোনো নবী যদি হাজির হতেন এখানে! নবীর অভিশাপে মিশর আর ফারাওয়ের উপর যে-রকম মহামারি শুরু হয়েছিল সে-রকম কঠিন কোনো রোগে যদি আক্রান্ত হতেন ফাদার মন্ডন!

হঠাৎ করেই থমাস বোলের কথা মনে পড়ে গেল এমলিনের।

ইস্‌স্‌, ওই লোকটার সঙ্গে যদি অন্তত একটাবার কথা বলা যেত! একটাবার যদি বোঝানো যেত কত বড় বিপদের মধ্যে পড়েছেন তিনি অসহায় সিসিলিকে নিয়ে। অ্যাবির সবাই মনে করে থমাস যতই বলশালী হোক না কেন আসলে বোকা, কিন্তু এমলিন জানেন প্রয়োজনের মুহূর্তে লোকটা কতখানি দুর্ধর্ষ!

তা ছাড়া...তা ছাড়া...ভাবনাটাকে মাথা থেকে জোর করে সরিয়ে রাখতে চেয়েও পারলেন না এমলিন—অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে সত্যি, কিন্তু তারপরও...আগের মতো না-হোক, এমলিনের জন্য একটুখানি ভালোবাসাও নেই লোকটার মনে? যদি না-থাকে তা হলে স্যর জনের মৃত্যু-সংবাদ যেচে পড়ে দিল কেন? স্যর ক্রিস্টোফারের সঙ্গে যখন রওয়ানা হয়েছিলেন তাঁরা লণ্ডনের পথে তখন তাঁদেরকে দেখতে পেয়ে, চিনতে পেরে কেন কাছে এল?

থমাস বোল। নিঃসঙ্গতায়, নির্জনতায়, নিভৃতে বার বার ওই

নামটাই মনে পড়ছে এমলিনের। প্রেমিক পুরুষের দৃষ্টি চিনতে যদি ভুল না-হয়ে থাকে তাঁর তা হলে এই লোক সত্যিই ভালোবেসেছিল তাঁকে, যদিও যে-কোনো কারণেই হোক ভালোবাসার দাবি ছেড়ে দিয়ে অনেক দূরে সরে যেতে হয়েছিল বেচারাকে।

লোকটা একবার বলেছিল, 'শুধু একবার বলে দেখো, বিপদের সময় একবার ডেকে দেখো, তোমার জন্য জীবন বাজি রাখতেও রাজি আছি আমি, এমলিন।'

আজ, এতদিন পর, এতগুলো বছর পর, সত্যিই কি জীবন বাজি রাখবে থমাস বোল? স্থূল বুদ্ধিমত্তা আর প্রচণ্ড শক্তিমত্তার কারণে আশপাশের গ্রামের লোকেরা যাকে বলে "ব্লসহোমের মহিষ", সে কি আসবে আসলেই?

কিন্তু লোকটার কাছে কীভাবে খবর পাঠাবেন এমলিন? বাগানে যে-বুড়ো মালি আছে সে কালা, অথবা কালার অভিনয় করে—ওকে দিয়ে কাজ হবে না। তা ছাড়া, যতদূর মনে হয়, লোকটা ফাদারের চর। কাজেই বাচাল আর প্রকৃতপ্রস্তাবে বোকা সিস্টার ব্রিজিটকেই বেছে নিতে বাধ্য হলেন এমলিন।

একদিন একটা চিঠি লিখলেন তিনি থমাস বোলের কাছে, চিঠিটা সিস্টার ব্রিজিটের হাতে দিয়ে বললেন, 'যদি বাইরে যাওয়ার সুযোগ পান, যদি দেখা হয় থমাসের সঙ্গে তা হলে অবশ্যই ওকে এটা দেবেন।'

'দেয়ার সময় কিছু জিজ্ঞেস করলে কী বলবো?'

'আমার কথা বলবেন। বলবেন, বিশেষ একটা প্রয়োজনে চিঠিটা লিখতে হয়েছে আমাকে।'

'প্রয়োজনের কথাটা কি লেখা আছে চিঠিতে?'

কথা বাড়ানোর দরকার মনে করলেন না এমলিন।

চিঠি পেয়ে এত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন ব্রিজিট যে, ধরা পড়ে গেলেন মাদার ম্যাটিল্ডার কাছে। ওকে জেরা করতে শুরু করলেন

মাদার। শেষপর্যন্ত চিঠির কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন ব্রিজিট। তাঁর কাছ থেকে বলতে গেলে ছিনিয়ে নিয়ে চিঠিটা আগাগোড়া পড়লেন মাদার, তারপর এমলিনের সামনেই আগুনে পুড়িয়ে ছাই করলেন।

সিস্টারদের কেউ একটা কথাও বললেন না এ-ব্যাপারে।

পরদিন থেকেই শুরু হলো মাদার ম্যাটিল্ডার খবরদারি। কয়েকজন লোক, আশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ নিয়ে আসে নিয়মিত। ওরা এলে ওদের ধারেকাছে যাতে একা ঘেঁষতে না-পারেন এমলিন সেজন্য তিন জন সিস্টারকে নিযুক্ত করলেন মাদার।

আশ্রমের যে-যাজক খ্রিস্টীয় .নশভোজের পর্ব উদ্‌যাপন করেন তাঁর সঙ্গে আগে থেকেই প্রচ্ছন্ন শত্রুতা আছে এমলিনের, কাজেই ওই যাজকের কাছে সাহায্য চাওয়ার কোনো মানে নেই। সিস্টাররাও বাইরে যাওয়ার সুযোগ পান না খুব একটা; চিঠির ব্যাপারটা সম্ভবত জানাজানি হয়ে গেছে তাই আরও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। মাঝেমধ্যে ফাদার মন্ডন আসেন, কিন্তু তিনিও কারও সঙ্গে কথা বলেন না। সোজা মাদার ম্যাটিল্ডার চেম্বারে গিয়ে দু'-এক ঘণ্টা এটা-সেটা নিয়ে কথা বলে ফিরে যান।

'কত দূরে আছো তুমি, থমাস বোল?' আর সহ্য করতে না-পেরে একদিন বিড়বিড় করে নিজেকে জিজ্ঞেসই করে ফেললেন এমলিন। 'বড়জোর আধ মাইল? এই সামান্য দূরত্ব পার হতে আমার এত দিন লাগছে কেন? এত কষ্ট করতে হচ্ছে কেন? তবে কি তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না কোনোদিন? বিচ্ছেদ ছাড়া আর কিছুই কি লেখা নেই আমাদের ভাগ্যে?'

কেউ জবাব দিল না।

ডুকরে কেঁদে উঠলেন এমলিন।

দিনের পর দিন পার হয়। আশ্রমের কোনো এক ঘরে,

কোনো এক জানালার পাশে বসে বাইরের বাগানটা, অথবা বাগানের চারদিকের উঁচু দেয়াল, অথবা লোহার সদর-দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকেন এমলিন। বনের পাখিকে ধরে এনে খাঁচায় বন্দি করলে মুক্তির আশা নেই বুঝতে পেরে পাখি যে-রকম বার বার তাকিয়ে খাঁচাটা চিনে নেয়ার চেষ্টা করে, এমলিনের এই ঔদাসীন্যও হয়তো সে-রকম।

রাতের পর রাত পার হয়। সিসিলিকে পাশে নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকেন এমলিন। অঘোরে ঘুমায় মেয়েটা; স্বল্প আলোয়, কখনও আবার অন্ধকারেই ওর সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকেন এমলিন, আর একের পর এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। রাত যত গভীর হয় তাঁর চোখ থেকে ঘুম তত বিদায় নেয়; ভোররাতে তন্দ্রায় দু'চোখের পাতা এক হয়ে আসতে চাইলে অদ্ভুত এক তাগিদে জেগে উঠেন, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেন, 'ঈশ্বর সাহায্য করো...থমাস বোল, তোমার এমলিনের আজ অনেক বিপদ, তুমি কোথায়?'

সাড়া দেয় না কেউ।

শেষরাতের বাতাসে কেঁপে উঠে বাগানের গাছগুলোর পাতা, নির্ঘুম এমলিনের বুকের ভিতরে হু হু করতে থাকে, ভরসা পেতে হাত রাখেন তিনি ঘুমন্ত সিসিলির গায়ে। মেয়েটা তখন পাশ ফিরে শোয়।

'থমাস বোল, শোনো, সাড়া দাও,' ঘুমিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে একমনে ডাকতেই থাকেন অসহায় এমলিন, 'বলেছিলে আমি ডাকলে তুমি আসবেই। কোথায় তুমি?'

জবাবটা এল আরও কয়েকদিন পর।

তখন পড়ন্ত বিকেল। আশ্রমের দোতলার একটা ঘরে, জানালার পাশে বসে আছেন এমলিন। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আশ্রমের সদর-দরজার দিকে। হঠাৎ খেয়াল করলেন, কেউ একজন ঢুকতে চাইছে দরজা দিয়ে। ফাদার মন্ডনের পক্ষ

থেকে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে, পাহারাদাররা বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে লোকটাকে, কিন্তু খুব একটা সুবিধা করতে পারছে বলে মনে হয় না।

থমাস বোল!

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেলেন এমলিন।

কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, লড়াই করার ইচ্ছা নেই বোলের। পাহারাদারদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি করল সে, তারপর চলে গেল।

সন্ধ্যার সময় জানা গেল আসল ঘটনা। এই ব্যাপারটা নিয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছিল সিস্টাররা, এমলিন যে কান খাড়া করে আছেন খেয়াল করেনি কেউ।

সদর-দরজার পাহারাদারদের নাকি বলেছে থমাস বোল, ভিতরে ঢুকতে চায় সে। তখন স্বাভাবিকভাবেই রক্ষীরা প্রশ্ন করে ওকে, কেন। সে বলে, এত জবাবদিহিতার দরকার নেই ওর, ভিতরে এমলিন স্টোয়ার আছে আর ওর সঙ্গে দেখা করাটা নাকি ওর জন্য খুব জরুরি। তখন "পাগল" আর "মাতাল" বলে ওকে গালমন্দ করে রক্ষীরা, রাস্তা মাপতে বলে। জবাবে রক্ষীদেরকে শাসায় থমাস বোল, বলে আজকের মতো চলে যাচ্ছে কিন্তু আবার যখন আসবে তখন কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না।

কথাগুলো শুনে, এতদিন পর, এমলিনের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা গেল।

দু'দিন পর ঘটল আসল ঘটনা।

তখন সেপ্টেম্বরের এক শেষবিকেল মিলিয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে। শরীর খারাপ লাগছিল সিসিলির, তাই ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বাগানে এসেছেন এমলিন। আজকাল প্রায়ই অসুস্থ থাকে মেয়েটা, বিশেষ করে সাপারের ঘণ্টাখানেক আগে প্রায়-প্রতিদিনই বলে হাঁটাচলা করাও সম্ভব নয় ওর পক্ষে, শুয়ে না-থাকলে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবে।

বাগানে চমৎকার বাতাস। একা হাঁটতে খারাপ লাগছে না এমলিনের। আশ্রমের ভিতরটা আজকাল কেমন দূষিত মনে হয় তাঁর, বিশেষ করে মাদার ম্যাটিল্ডাকে সহ্যই করতে পারেন না। তা ছাড়া ওই তিন সিস্টার তো বলতে গেলে গায়ের সঙ্গে সেঁটেই থাকে দিনের বেশিরভাগ সময়। মাদার অবশ্য ইতোমধ্যে একাধিকবার বলেছেন যে, তিনি যা করছেন সিসিলি আর এমলিনের ভালোর জন্যই করছেন, যাতে ফাদারের রোষানল থেকে বাঁচাতে পারেন দু'জনকে; প্রকৃতপক্ষে সিসিলিকে ভালোবাসেন তিনি, যদি কোনোদিন সুযোগ হয় ত্যাগ স্বীকার করে হলেও সাহায্য করবেন মেয়েটাকে।

যা-হোক, ছোট্ট পরিসরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এমলিন, একঘেয়েমি কাটাতে আশ্রম-সংলগ্ন গির্জার পার্শ্ব-দরজা খুলে গিয়ে ঢুকলেন ভিতরে। কিছুদূর এগিয়ে বসে পড়লেন বেদির এককোনায়।

অনতিদূরে প্রমাণ আকারের বিশাল এক কাঠের-মূর্তি, সম্ভবত মাতা মেরির। সুন্দর করে রঙ করা হয়েছে সেটার গায়ে, দেখতে ভালোই লাগে। তবে অদ্ভুত কিছু বৈসাদৃশ্য আছে মূর্তিটার মধ্যে। যেমন, সামনের দিকটা কাঠের হলেও পিছনের দিকটা, ভালোমতো তাকালে বোঝা যায়, পাথর দিয়ে বানানো। তার মানে কমপক্ষে একজন কাঠমিস্ত্রি আর একজন পাথরের-মিস্ত্রি মিলে বানিয়েছে সেটা, তারপর লোহার কব্জার সাহায্যে পিছনের অংশের সঙ্গে সামনের অংশ জোড়া দিয়েছে। অর্থাৎ মূর্তির ভিতরটা আসলে ফাঁপা। তা ছাড়া, মূর্তির দুই অক্ষিগোলক শূন্য, অন্ধকার। সম্ভবত এককালে মূল্যবান রত্নপাথর বসানো ছিল সেখানে, কোনো দুষ্কৃতিকারী সুযোগ বুঝে খুলে নিয়ে গেছে। আবার এমনও হতে পারে, আসলে মাতা মেরির না, অন্ধ নান সেইন্ট লুসির মূর্তি এটা।

তন্ময় হয়ে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে আছেন এমলিন, আসলে

দেখেও দেখছেন না কিছুই, ডুবে আছেন নিজের চিন্তায়। আর কেউ নেই গির্জার ভিতরে, আগামীকাল সকালের আগে আসবেও না।

হঠাৎ তাঁর মনে হলো, অদ্ভুত কিছু শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

কেউ একজন, অথবা কিছু একটা নড়ছে—খসখস আওয়াজ হচ্ছে। এবং যতদূর মনে হয়, ওই মূর্তির কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকেই আসছে আওয়াজটা

এমলিনের জায়গায় অন্য কেউ থাকলে ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠত, ছুটে পালাত। কিন্তু এমলিন বসে থাকলেন চুপ করে, কান পাতলেন। মূর্তির দিকে যেভাবে তাকিয়ে ছিলেন সেভাবেই তাকিয়ে থাকলেন।

বাইরে সূর্য ডুবছে। গির্জার পশ্চিমদিকের জানালা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছে অস্তায়মান সূর্যের শেষ আলোকরশ্মি, তেরছা হয়ে পড়ছে মূর্তির গায়ে। সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মূর্তির শূন্য দুই অক্ষিগোলক এখন আর শূন্য নয়—জলজ্যান্ত, অতি-বাস্তব দুটো চোখ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এমলিনের দিকে, হয়তো প্রথম থেকেই ছিল, আনমনা থাকায় খেয়ালই করেননি তিনি।

ওই যে, চোখের পলক পড়ল মূর্তিটার, নাকি চোখের মালিকের?

ঘাবড়ে গেছেন এমলিন। তাঁর বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেছে। নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। মনকে বোঝালেন, ওই চোখ দুটো যদি জ্যান্তও হয় তা হলে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো ব্যাখ্যা আছে ঘটনাটার। তাঁকে গির্জায় ঢুকতে দেখে হয়তো কোনো যাজক বা সিস্টারদের কেউ চুপিসারে হাজির হয়েছিল এখানে, তারপর তিনি কী করেন তা গোপনে দেখার জন্য গিয়ে ঢুকেছে ওই মূর্তির ভিতরে। অস্বীকার করার উপায় নেই, দিনের বেশিরভাগ সময়ই নজর রাখা হয় তাঁর উপর।

নাকি এই ব্যাপারটা আসলে অলৌকিক কিছু? অলৌকিক

অনেক ঘটনা অনেকবার শুনেছেন এমলিন, কিন্তু নিজে কখনও সে-রকম কিছু দেখেননি। তা হলে আজ কি সে-রকমই কোনো অলৌকিক ঘটনা চাক্ষুষ করছেন তিনি?

গুপ্তচর হোক অথবা অলৌকিক কোনো ঘটনা হোক, আসলেই কি ভয় পাওয়ার কিছু আছে? সন্দেহ নেই চোখের মালিক তাঁকেই দেখছে, কিন্তু কোনো ক্ষতি তো করছে না। বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেছে, খসখস শব্দটাও বন্ধ হয়ে গেছে, অন্য কিছু ঘটছে না।

এমলিন ঠিক করলেন, যেখানে যেভাবে বসে আছেন সেখানে সেভাবেই বসে থাকবেন। এমনকী ওই দুই চোখের উপর থেকেও দৃষ্টি সরাবেন না। দেখা যাক কী হয়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ভারী, কর্কশ, আর কেমন জড়ানো কণ্ঠে ফিসফিস করে ডাকল কে যেন, 'এমলিন! এমলিন স্টোয়ার!'

'হ্যাঁ,' ফিসফিস করেই জবাব দিলেন এমলিন, 'কে তুমি?'

'কী মনে হয়?' চাপা গলার হাসি শোনা গেল। 'ভূত?'

'ভূতটা যদি ভালো হয় তা হলে কোনো সমস্যা নেই আমার। কারণ এখানে এত একাকিত্বে ভুগছি আমি যে, মানুষ বা ভূত যাকেই পাই না কেন সঙ্গী বানাতে আপত্তি নেই। তবে তুমি যা-ই হও, দয়া করে দেখা দাও।'

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শোনা গেল। এমলিনের বুকের খাঁচায় জোরে বাড়ি মারল হৃৎপিণ্ডটা। কাঁপছে, অল্প অল্প দুলছে মূর্তিটা; মেরি মাতা বা সেইন্ট লুসি যে-ই হোন না কেন সরে যাচ্ছেন তিনি, ভিতরের ফাঁপা গহ্বরটা দেখা যাচ্ছে একটু একটু করে। বোঝা যাচ্ছে, কব্জার সাহায্যে কাঠের মূর্তিটাকে এমনভাবে লাগানো হয়েছিল পাথরের অংশটুকুর সঙ্গে যে, দরজার পাল্লার মতো কাজ করত সেটা, ইচ্ছা করলে খুলে ভিতরে ঢুকে অনায়াসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে এমনকী বিশালদেহী কোনো লোকও।

পাল্লাটা ঠেলে সরাতে কষ্ট হচ্ছে ভিতরে-থাকা লোকটার।

অনেক অনেকদিন ধরে একভাবে পরে থাকতে থাকতে মরিচা ধরে গেছে কব্জায়। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে দাঁড়-করে-রাখা কফিনের ভিতরের কোনো শব যেন। চৌকোনা অবয়ব তার, একনজর দেখেই বোঝা যায় যথেষ্ট শক্তি আছে শরীরে। পরনে সন্ন্যাসীদের মতো আলখাল্লা, তবে জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে সেটা। বিশাল মাথাটা খালি; দেখা যাচ্ছে আগুনের মতো লাল, উসুখুসু বড় বড় চুল। দুই ভ্রূতেও লোমের অভাব নেই, ঝুলে নেমে এসেছে চোখের উপর।

লোকটার দিকে একদৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন এমলিন। তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কী করছ তুমি, থমাস বোল?'

'জানি না,' এমলিনের চেয়েও নিচু গলায় জবাব দিল থমাস, 'ফাদার মল্ডন তোমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন শোনার পর থেকেই অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে ভুগছিলাম। বার বার মনে হচ্ছিল ঢুকে পড়ি আশ্রমে, দরকার হলে পাহারাদারদের খুন করে উদ্ধার করি তোমাকে। কিন্তু সাহসে কুলাচ্ছিল না। কয়েক দিন আগে, রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম তোমাকে। দেখলাম, দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে যেন ডাকছ তুমি, বলছ তোমাকে যেন বাঁচাই। তারপর আর পারলাম না...

'কিন্তু পাহারাদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঢুকলে কীভাবে?'

নিষ্পাপ হাসিতে ভরে গেল থমাসের চেহারা। 'সে এক আশ্চর্য কাহিনি। অনেক বছর আগে, অ্যাবিতে আমার মতোই মেষপালকের দায়িত্ব পালন করতেন আমার দাদা। দু'দিন আগে ঢোকার চেষ্টা করেছিলাম সদর-দরজা দিয়ে, প্রহরীরা তাড়িয়ে দিল আমাকে। দেখলাম, ওদেরকে খুন না-করলে ঢোকা যাবে না এই আশ্রমে। তখন বাড়িতে ফিরে গিয়ে সব বললাম দাদাকে। তিনি বললেন, অ্যাবি থেকে আশ্রমে আসার গোপন একটা পথ আছে—মাটির নীচ দিয়ে। কিন্তু পথটা কোন্‌দিকে মনে করতে

পারলেন না। ভগ্নমনে ফিরে গেলাম অ্যাবিতে, আমার ঘরে। পরদিন গাদার খড় সরাতে গিয়ে দেখি, ঘরের দেয়ালের বাইরেই মাঠের মধ্যে বেশ বড় গর্ত—সাপ বা ইঁদুরের না, কোনো শিয়াল-টিয়ালের হবে। অসাবধান ছিলাম, আমার হাত থেকে শাবলটা তাই পড়ে গেল গর্তের ভিতরে। হাত ঢুকিয়ে তুলতে গিয়ে কাজ বাড়ল আরও—অনেকখানি নীচে চলে গেল সেটা। তখন বাধ্য হয়ে আরেকজনের শাবল এনে গর্তের চারপাশের মাটি খুঁড়তে হলো আমাকে।

'সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে ততক্ষণে, তাই শাবলটা ঠিক কোথায় আছে জানার জন্য একটা লণ্ঠন ধরিয়ে উঁকি দিলাম গর্তের ভিতরে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে আমার শাবলটা—বেশ কিছুটা ভিতরে ঢুকে গেছে; কিন্তু ওটার দিকে মনোযোগ দেয়ার অবকাশ নেই আমার তখন, কারণ আমার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে একধাপ সিঁড়ি। গর্তের মাত্র পনেরো-বিশ ফুট নীচ দিয়ে মাটির আরও নীচে নেমে গেছে সিঁড়িগুলো।'

'তারপর তুমি নামলে গর্তে, সিঁড়ি বেয়ে হাজির হলে এখানে?'

'হ্যাঁ। প্রথমে ভয় হচ্ছিল—দূষিত বাতাসে দম আটকে না মরি আবার! কিন্তু দেখলাম বাতাস বেশ পরিষ্কার, সাপখোপও কিছু নেই। তবে ওই মাদী শিয়ালের কয়েকটা বাচ্চাকে দেখলাম খেলা করছে একদিকে।'

'সিঁড়িটা এখানে কোথায় এসে শেষ হয়েছে?'

'কিছুদূর নেমে শেষ হয়ে গেছে সবগুলো ধাপ, তারপর মাটির নীচ দিয়ে চলাচলের উপযোগী করে কাঁচারাস্তা বানানো আছে আধ মাইলের মতো। তারপর, সম্ভবত এই আশ্রমের দেয়াল পার হওয়ার পর, আবার কয়েক ধাপ সিঁড়ি বানানো আছে—শেষ হয়েছে বাগানের অনেকগুলো কাঁটাঝোপের নীচে।'

'তার মানে এই পথে যদি পালানোর চেষ্টা করি আমি আর সিসিলি তা হলে কোনো লাভ হবে না—আশ্রম থেকে হাজির হবো

অ্যাবিতে।'

'ঠিক বলেছ।'

'হুঁ। অনেকদিন থেকে অযত্নে অবহেলায় পড়ে আছে এই বাগানটা, তাই ওই কাঁটাগাছগুলোর নীচে কী আছে খেয়াল করেনি কেউ। বুড়ো মালিটাও ওই দিকে যায় না, বাগানের সামনের দিকে কাজ করে, তাই সে-ও জানে না।'

'আমার মনে হয় ফাদার ডনও জানেন না, কিংবা জানলেও ভুলে গেছেন। তা না হলে এত সহজে আসতে পারতাম না এখানে।'

'ঠিক আছে, শুনলাম তোমার কাহিনি। এবার বলো, আমার একটা উপকার করতে পারবে?'

'উপকার? এর আগেও কি বিনা-প্রতিদানে অনেকবার তোমার উপকার করিনি আমি?'

থমাসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন এমলিন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, একটা কথা বলো তো। দোষটা কার ছিল? আমার তো মনে হয় আমার না। তুমি আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলে, আমি সাড়া দিয়েছিলাম। বলো, দিইনি? তা হলে কার দোষে, কার কারণে আলাদা হতে হলো আমাদেরকে? আমাদের দু'জনেরই জীবন নষ্ট করে দিল কে?'

'অ্যাবির সন্ন্যাসীরা, বলা ভালো তাদের নেতা ক্লেমেণ্ট মন্ডন। আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যান তিনি, জোর করে বিয়ে দেন বুড়ো স্টোয়ারের সঙ্গে।'

'কেন?'

'কারণ তোমার রূপ দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছিল ঘাটের মড়াটার, তারপর ফাদার মন্ডনকে মোটা অংকের ঘুষ দিয়ে হাত করে তাঁর মাধ্যমে তোমাকে হাতিয়ে নেন তিনি।'

'যৌবন চলে গেছে তোমার-আমার দু'জনেরই। ভালোবাসাবাসির বয়সও হয়তো আর নেই। আরেকজনের বউ

হয়ে তার ঘর করতে হয়েছে আমাকে, অথচ আমি তোমার বউ হতে পারতাম। তোমার সন্তানদের মা হতে পারতাম। কোনোটাই হলো না। আর তোমাকেও বশ করে ফেলল ওরা, ধর্মের দোহাই দিয়ে, পরকালের ভয় দেখিয়ে। স্বাধীন এক কৃষক হতে পারতে তুমি, অথচ তোমাকে ওরা নিজেদের অতি-তুচ্ছ চাকর বানিয়ে ফেলল। আজ তুমি তাদের রাখাল। গতর খেটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওদের হুকুম তামিল করো তুমি, বিনিময়ে তোমাকে মাথামোটা বলে ডাকে ওরা। ধর্মের কথা শুনিয়ে, পরকালের পুরস্কারের কথা বলে বলে একরকম জোর করে তোমার বাবার মতো খাঁটি একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে তোমাদের জমিগুলো লিখিয়ে নিল ওরা, কিছুই করতে পারলে না তোমরা! অথচ মহিষের মতো জোর তোমার শরীরে, সেই তোমাকেই কি না কাবু করে ফেলেছে ওরা কত সহজে!'

রাগে দাঁতে দাঁত পিষল থমাস, এক হাত মুঠো করে কিল মারল আরেক হাতের তালুতে। 'যদি পারতাম...যদি পারতাম তা হলে সবগুলোকে জবাই করতাম নিজের হাতে। তারপর পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করে ছুঁড়ে ফেলতাম যত দূরে সম্ভব।'

'কিন্তু ওই কাজ করা তোমার পক্ষে সম্ভব না, তা-ই না?'

'না, সম্ভব না। কারণ পরকালকে খুব ভয় পাই আমি। বিশেষ করে ওদের কাছ থেকে শুনে শুনে আমার এই ভয় আরও বেড়েছে। ওরা বলে, খুন করলে, কারও উপর অত্যাচার করলে একজন মানুষের আত্মা নাকি বন্দি হয়ে যায়, পরকালে আর মুক্তি পায় না। তাই মুক্তি পাওয়ার জন্য, যখনই কোনো খারাপ কাজ করি, যত তাড়াতাড়ি পারি গিয়ে স্বীকার করি ফাদারের কাছে। ...তোমার মনে আছে, স্যর জনের মৃত্যুসংবাদ তোমাকে দিয়েছিলাম আমি? তারপরই অপরাধবোধে ভুগতে থাকি, তাঁর কাছে গিয়ে সব স্বীকার করি। তিনি তখন কী করলেন, জানো? নিজের হাতে চাবকালেন আমাকে। এত মার আমি জীবনে

খাইনি। আমার বুকের চামড়া-মাংস কেটে পাঁজরের হাড় বের হয়ে গেল, টকটকে লাল হয়ে গেল পিঠটা। আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে মরেই যেত, আমি দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করলাম। ...তবে একটা কথা আজ পর্যন্ত স্বীকার করিনি তাঁর কাছে, কোনোদিন করবোও না, কারণ মরা মানুষের কাফন কেটে চেহারা দেখা কোনো পাপ না।'

থমাসের শেষের কথাটা বুঝতে পারলেন না এমলিন। বরং কিছুটা রেগে গিয়ে বলেই ফেললেন, 'তা হলে তো তোমার উপর ভরসা করা যায় না, অথচ আমি কি না...। ঠিক আছে, বিদায়, থমাস বোল। আমি ভাবতেও পারিনি তুমি এত বড় আহাম্মক, এত ভীতু। আমার ভাবতেও লজ্জা লাগছে তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। যাও, যেখানে লুকিয়ে ছিলে সেখানে লুকিয়ে থাকো, রাত ঘনালে বের হয়ে গোপন-পথ দিয়ে ফিরে যেয়ো অ্যাবিতে, তোমার ঘরে,' উঠে দাঁড়ালেন তিনি, চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন।

হাত বাড়িয়ে তাঁর আলখাল্লার একটা প্রান্ত চেপে ধরল থমাস বোল। 'কী করতে হবে তা কিন্তু বলোনি, এমলিন। যদি এভাবে, ভুল বুঝে আবারও দূরে যাও, তা হলে কিন্তু আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না আমার।'

ঘুরে তাকালেন এমলিন, তাঁর ঠোঁটে করুণ হাসি। 'হায় রে থমাস বোল, আত্মহত্যা করার কথা কোন্ বাইবেলে লেখা আছে? এটা বুঝি পাপ না? এটা করলে আত্মা মুক্তি পাবে কোনোদিন?'

'কী করতে হবে আমাকে?' প্রসঙ্গ বদলাতে চাচ্ছে থমাস।

'কিন্তু যা করতে বলবো তা কী করতে পারবে তুমি? আবার পাপচিন্তায় ভারী হবে তোমার মন, আবার ফাদারের কাছে গিয়ে সব গড়গড় করে বলে দেবে। তখন তোমাকেও খুন করবেন তিনি, আর আমাকে তো কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে

ভাসিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর হাত নিশপিশ করছে অনেকদিন আগে থেকেই।'

'না, না, কথা দিচ্ছি তুমি যে-কাজ করতে বলবে তা পারি বা না-পারি অন্তত কাউকে কিচ্ছু বলবো না কখনও।'

'সত্যি?' বলে ঘুরলেন এমলিন, দরজা লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন থমাস বোলের কাছে। 'কাছে এসো। বিশ বছর আগে ঠিক যেভাবে চুমু খেতে আমাকে সেভাবে চুমু খাও।'

ইতস্তত করছে থমাস। চুমু খেতে ইচ্ছা করছে এমলিনকে, কিন্তু কাছে যাওয়ার সাহস হচ্ছে না।

বিদ্রূপের হাসি হাসলেন এমলিন। 'বুঝেছি। বেদির সামনে, মূর্তিটার মুখোমুখি হয়ে হাঁটু গেড়ে বসো। আমি যা যা বলবো, ঠিক তা-ই উচ্চারণ করবে, শপথ করবে। ঠিক আছে?'

জবাব না-দিয়ে বেদির সামনে হাঁটু গেড়ে বসল থমাস বোল।

'বলো,' বলে চললেন এমলিন, 'আমি আজ থেকে, যতদিন না মুক্তি পাবো ততদিন, এমলিন স্টোয়ারের ক্রীতদাসের মতো কাজ করবো। ...সে যা যা করতে বলবে আমাকে, তা-ই করবো। ...এবং আমি যা করবো সে-ব্যাপারে কাউকে কিছু জানাবো না কোনোদিন। ...ব্লসহোম অ্যাবির ভণ্ড সাধুদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ওদের নেতা ক্লেমেন্ট মন্ডনের চরম ক্ষতি করার চেষ্টা করে যাবো সবসময়। ...তিনি আমার, আমার প্রেমিকার এবং আরও অনেকের সর্বনাশ করেছেন, কাজেই আমিও তাঁর সর্বনাশ করবো। ...আমাকে যদি মারতে মারতে মেরেও ফেলে কেউ, তা হলেও একটা শব্দ উচ্চারণ করবো না আমার কৃতকর্মের ব্যাপারে।'

শেষ হলো থমাস বোলের শপথ নেয়া।

'এবার,' বললেন এমলিন, 'মন থেকে বলো, যাদের জীবন নষ্ট করে দিয়েছেন ফাদার মন্ডন এবং তাঁর কারণে যাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে, একজন আদর্শ খ্রিস্টান হিসেবে, সর্বোপরি পরোপকারী একজন মানুষ হিসেবে, সত্যিই কি বাঁচাবে

তুমি? নাকি বরাবরের মতো কাপুরুষ হিসেবে, মিথ্যা পাপের ভয়ে এমনকী আমার কথাও ভুলে গিয়ে ফিরে যাবে অ্যাবিতে, সব কথা ফাঁস করে দেবে?'

জবাব দিচ্ছে না থমাস বোল। বোঝা যাচ্ছে, অনেক বছরের লালিত সংস্কার আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ওকে, শুভবুদ্ধির উদয় হচ্ছে না ওর। সহজসরল লোকটা চায় না কোনো ক্ষতি হোক এমলিনের কিংবা অন্য কোনো অসহায় মানুষের, কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে, বলা ভালো যারা ধর্ম প্রচার করে তারা ভণ্ড হলেও তাদের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহসও পাচ্ছে না সে। দোদুল্যমান অবস্থায় আছে ওর মন, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আগে বাড়লেন এমলিন, আলতো করে হাত রাখলেন থমাসের কাঁধে। খানিকটা ঝুঁকে, ওর কানে ফিসফিস করে বললেন, 'মনে পড়ে, থমাস, বসন্তের সেই বিশেষ দিনটার কথা? মনে পড়ে, তুমি আর আমি পাশাপাশি বসে ছিলাম নদীর কিনারায়, গাছের নীচে? আমাদের পায়ের কাছে থোকায় থোকায় ফুটে ছিল ড্যাফোডিল আর উডলিলি? মনে পড়ে, সেদিন তুমি আমাকে বলেছিলে ভালোবাসো, আমিও স্বীকার করেছিলাম আমার আবেগের কথা? জন্মজন্মান্তরের বাঁধনে সেদিন জড়িয়ে ছিলাম আমরা, একজন আরেকজনকে কথা দিয়েছিলাম কোনোদিনও আলাদা হবো না। আর ঠিক তখনই, ক্লেমেন্ট মন্ডন গিয়ে হাজির হলেন সেখানে। শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়েই অবশ করে ফেললেন তোমাকে। জিজ্ঞেস করলেন, "ডাইনির মেয়েটার সঙ্গে কী করছিস এখানে, চাষার বাচ্চা চাষা? জানিস না আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে হবে ওর?"'

'চুপ করো!' ফোঁপাচ্ছে থমাস বোল, ওর কপালের শিরা লাফাচ্ছে দপদপ করে, বিশাল বুকটা ওঠানামা করছে। 'ঈশ্বরের দোহাই লাগে চুপ করো। বিশটা বছর ঝরে গেছে আমাদের জীবন থেকে, ওই বিশ বছরের কসম খেয়ে বলছি, তুমি যা বলবে তা

করবো।'

'উঠে দাঁড়াও!' আদেশ দিলেন এমলিন।

উঠে দাঁড়াল থমাস বোল।

ওর দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসলেন এমলিন। 'যদি সবকিছু ঠিক থাকে, যদি শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারি দু'জনে, কথা দিচ্ছি বিশ বছর আগে যা ঘটেনি আমাদের জীবনে তা-ই ঘটবে—তোমাকে বিয়ে করবো আমি। দরকার হলে অনেক দূরে কোথাও চলে যাবো, তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো।'

চোখের পানি মুছে হাসল থমাস বোলও। 'কী করতে হবে আমাকে?'

'আজ রাতে আগুন লাগবে ব্লসহোম অ্যাবিতে। ভয়াবহ আগুন। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সব। শুধু খেয়াল রেখো, গির্জাটার যাতে কোনো ক্ষতি না-হয়। কিন্তু ওদের ডর্মিটরি, ভাঁড়ার, খড়ের গাদা, আস্তাবল—কোনো কিছু যাতে রক্ষা না-পায়। আগুন লাগানোর আগে বোবা জন্তুগুলোকে ছেড়ে দিয়ো যাতে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারে ওগুলো। ...এখন শুকনো মৌসুম, ঠিকমতো আগুন লাগাতে পারলে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগবে না; আর সব যদি ছাই হয় তা হলে ফাদার মন্ডনের মেরুদণ্ডও বেশিদিন সোজা থাকবে না। ...বলো, করবে তুমি কাজটা আমার জন্য?'

'করবো।'

'ঠিক আছে। তা হলে এখন আর দেরি না-করে চলে যাও। আগামীকাল, বা তার পরের দিন ঠিক এই সময়ে দেখা করতে এসো এখানে।'

বাইরে অন্ধকার। বাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলে কালো আলখাল্লা-পরা থমাস বোলকে হয়তো দেখাই যাবে না, চিনতে পারা তো পরের কথা। তা ছাড়া এই সময়ে আশ্রমের সবাই সাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কার দায় পড়েছে বাগানে বেরিয়ে এসে

চারদিকে চোখ বুলাতে!

চলে যাওয়ার জন্য ঘুরেছিল থমাস, হাত ধরে আলতো করে টেনে ওকে থামালেন এমলিন। 'এভাবে চলে যাবে? একটাবারও কি...'

আর বলতে হলো না, কাছে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল থমাস, চুমু খেল ঠোঁটে। এমলিনও সাড়া দিলেন, মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'পাশে থেকো, সবসময়।'

তাঁকে জড়িয়ে ধরে রেখেই বলল থমাস, 'একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। স্যর ক্রিস্টোফার কিন্তু মারা যাননি।'

এত জোরে লাফিয়ে উঠে দূরে সরে গেলেন এমলিন যে, মনে হলো সাপের কামড় খেয়েছেন তিনি। 'কী! কী বললে?'

'স্যর ক্রিস্টোফার মারা যাননি। তাঁর বদলে আরেকজনকে কবর দেয়া হয়েছে। কবর দেয়ার দায়িত্ব ছিল আমার উপর, ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হয় আমার কাছে, লাশের কাফনের কাপড় কেটে চেহারা দেখে নিশ্চিত হই আমি।'

'তা হলে...স্যর ক্রিস্টোফার এখন কোথায়?'

'জানি না। শুনেছি গুরুতর আহত অবস্থায় একটা জাহাজে চড়িয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে স্পেন বা অন্য কোনো দেশে।'

'কোন্ জাহাজে?'

'কোন্ জাহাজে...কোন্ জাহাজে...ধেৎ, নামটা মনে পড়ছে না। তবে...'

বাইরে থেকে আওয়াজ শোনা গেল এমন সময়—একসঙ্গে একাধিক লোক এগিয়ে আসছে গির্জার দিকে।

'তবে?' তাগাদা দিলেন এমলিন, 'তাড়াতাড়ি বলো, ওরা এসে পড়বে।'

'তবে ওই একটা জাহাজে চড়ে নাকি জেফরি স্টকসও দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।'

কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারলেন না এমলিন—দমাদম

কিল পড়ছে গির্জার বন্ধ দরজায়।

ঘাড় ঘুরিয়ে দরজাটার দিকে তাকালেন এমলিন, তারপর থমাসের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়ে দেখতে পেলেন, এক লাফে মূর্তির কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে সে, ভিতরে ঢুকে কাঠের পাল্লাটা আটকে দিচ্ছে।

দৌড় দিলেন এমলিন, হাজির হলেন দরজার কাছে, খুলে দিলেন। তাঁকে বলতে গেলে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন মাদার ম্যাটিল্ডা। সঙ্গে আরেকজন নান এবং সিস্টার ব্রিজিট।

'কী ব্যাপার?' এমলিনকে আপাদমস্তক দেখলেন মাদার ম্যাটিল্ডা, 'তুমি এই সময়ে এখানে কী করছ?'

'গির্জার ভিতরে লোকে কী করে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন এমলিন।

'কয়েকটা জানালা খোলা আছে দেখে সিস্টার ব্রিজিটকে পাঠিয়েছিলাম ওগুলো আটকে দেয়ার জন্য। সে এসে দেখে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ, কারা যেন কথা বলছে।'

এমলিনের বুক দুরুদুরু করছে। মূর্তির দিকে আড়চোখে তাকাতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কথা বলছিল? ...আমি কথা বলছিলাম। জোরে জোরে প্রার্থনা করছিলাম।'

'কিন্তু দরজা আটকে কেন? আর, সিস্টার ব্রিজিট কিন্তু বলেছে যে, একজন পুরুষের গলাও শুনেছে সে।'

হেসে ফেললেন এমলিন, কিন্তু হাসিটা সেভাবে ফুটল না তাঁর ঠোঁটে। 'পুরুষ? পুরুষ হলে তো ভালোই হতো। আমি তো আর নান না, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিনি যে-কারণে সব কামনা-বাসনা চেপে রেখে জীবন কাটিয়ে দিতে হবে। ভিতরে একজন পুরুষ থাকলে অন্তত মজার মজার গল্প করে সময় কাটানো যেত। তবে যখন কথাবার্তার প্রসঙ্গ এল তখন বলেই ফেলি—প্রার্থনা করার সময় অদ্ভুত কিছু শব্দ শুনতে পেয়েছি আমি এখানে। কী রকম শব্দ জানতে চাইবেন না দয়া করে, ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবো

না। তা ছাড়া...বার বার মনে হয়েছে আমার...ছায়ার মতো কিছু একটা যেন সবসময় তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন মাদার ম্যাটিল্ডা আর সিস্টার ব্রিজিট।

'দেখুন, মাদার,' বলে চললেন এমলিন, 'এই গির্জায় ঢোকার বড় দরজাটা অনেকদিন থেকে তালা-দেয়া। পার্শ্ব-দরজাটাই ব্যবহার করি আমরা বেশিরভাগ সময়। আপনারা ঢুকেছেন, এবং সে-সময় কেউ বের হয়ে যায়নি। আমার কথা যদি বিশ্বাস না-হয় তা হলে খুঁজে দেখুন কোনো পুরুষকে পান কি না ভিতরে। ...আমি আর থাকতে পারবো না, ফিরতে হবে আশ্রমে; সিসিলির শরীর ভালো না, সে বলেছে অ.জ রাতে নাকি সাপার নিজের ঘরেই খাবে। কাজেই ওর খাবার নিয়ে যেতে হবে আমাকেই। ...আসি।'

এত রাতে গির্জার ভিতরে থাকার সাহসই নেই মাদার ম্যাটিল্ডার, অন্ধকারে কোনো "পুরুষকে" খোঁজা তো পরের কথা। এমলিন বের হয়ে যাওয়ার পর আর কোনো কথা না-বলে জানালা-দরজা আটকে দিয়ে বের হয়ে গেলেন তিনি, আশ্রমের পথ ধরলেন দুই সঙ্গিনীকে নিয়ে।

সে-রাতে একটার দিকে লাগল আগুন।

হইচই শুনে যার যার বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসল নানরা।

অ্যাবির ঘণ্টাবাদক পাগলের মতো ঘণ্টা বাজাচ্ছে। একছুটে দোতলায় গিয়ে হাজির হলো সবাই, সবচেয়ে বড় ঘরের সবচেয়ে বড় জানালায় দাঁড়াল ভিড় করে।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে অ্যাবিতে। যত সময় যাচ্ছে তত বাড়ছে। লেলিহান শিখা আর কালো ধোঁয়ায় ইতোমধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে অ্যাবির ছাদ।

সিস্টারদের একেকজন একেকরকম কথা বলছে। গণ্ডগোল

থামানোর জন্য বুড়ো মালির কাছে সিস্টার ব্রিজিটকে পাঠালেন মাদার ম্যাটিল্ডা—কী হয়েছে জানতে।

কিন্তু সে-রকম কিছুই জানা গেল না। বুড়ো মালি ভয়েই কাবু, জ্বলন্ত অ্যাবির ধারেকাছে গিয়ে প্রাণ হারানোর ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

কাজেই ভিনদেশী কোনো সেনাবাহিনী অ্যাবির উপর হামলা করেছে ধরে নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা সেরে আবার জানালার কাছে ভিড় করল সবাই। এমলিন আর সিসিলিও দাঁড়িয়ে গেল এককোনায়।

দেখে মনে হচ্ছে ডর্মিটরি থেকেই আগুনের সূত্রপাত। প্রাণ বাঁচাতে জানালা খুলে লাফিয়ে নীচে পড়ছে সন্ন্যাসীরা, এত উঁচু থেকে নীচে পড়ে তাদের কী হচ্ছে দেখা যাচ্ছে না বাগানের পাঁচিলের কারণে। যারা একটু বেশি বুদ্ধিমান এবং একটু কম আতঙ্কিত তারা একটা চাদরের সঙ্গে আরেকটা চাদর গিঁট দিয়ে চাদরের একপ্রান্ত ভারী কোনো কিছুর সঙ্গে আটকে দিয়ে আরেক প্রান্ত ধরে ঝুলে পড়ছে জানালার বাইরে।

জ্বলন্ত অ্যাবির ছাদ ধসে পড়তে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। আগুন যেন লাফিয়ে গিয়ে পড়ল খড়ের গাদা আর আস্তাবলের উপর, তারপর সেখান থেকে ভাঁড়ারে। রাতের আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল লাল আগুনের আভায়। ভোরের আগেই সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

আর কিছু দেখার নেই, পোড়ানোর মতো কিছু না-পেয়ে আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসছে আগুন। ক্লান্ত নানরা একে একে ফিরে গেল যার যার বিছানায়, ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই। এমনকী সিসিলিও গিয়ে শুয়ে পড়ল। শুধু এমলিন স্টোয়ার ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন খোলা জানালার পাশে।

সূর্য উঠছে, সোনালী আলোকরশ্মিতে আরেকদফা লাল হচ্ছে আকাশ এমলিনের চোখে ঘুম নেই, ক্লান্তিও নেই, আছে শুধু

রাতের সেই ভয়ঙ্কর আগুনের উজ্জ্বল প্রতিফলন। আর ঠোঁটের কোনায় আছে রহস্যময় মুচকি হাসি।

নয়

সেদিন বিকেলে আশ্রমে এলেন ফাদার মল্ডন, সিসিলি আর এমলিনকে ডেকে পাঠালেন। অতিথিকক্ষে গিয়ে দেখল দু'জনে, পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন ফাদার, অন্য কেউ নেই। চেহারা দেখেই বোঝা যায় বেশ বিচলিত হয়ে আছেন ফাদার।

'সিসিলি ফোটরেল,' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলেন তিনি, 'শেষবার যখন দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে, একটা দলিল নিয়ে এসেছিলাম, মনে আছে নিশ্চয়ই। সই করতে বলেছিলাম, মুখের উপর মানা করে দিয়েছিলে। ঠিক আছে, এখন আর তেমন দরকারও নেই ওই দলিলের।'

এমলিন বা সিসিলি কেউই কিছু বললেন না। যা বলার নিজে থেকেই বলবেন ফাদার।

'আজ আরও কিছু কাগজপত্র আছে আমার কাছে,' বলে চললেন ফাদার, 'ওগুলোতে তোমাকে স্বাক্ষর করতেই হবে। ইচ্ছা করলে পড়তে পারো। তেমন...কী বলবো...ক্ষতিকর কিছু না—যেসব বর্গাচাষি কাজ করে তোমার বাবার জমিতে তাদের প্রতি একধরনের আদেশ বলতে পারো।'

'কীসের আদেশ?'

'এই সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ওরা যাতে আমার কাছে খাজনা

জমা দেয় সে-আদেশ।'

'আমি আদেশ দিলেই ওরা মানবে? এই এলাকার সবাই দেখছে এবং বুঝতে পারছে, গায়ের জোরে আমাদের জায়গাজমি দখল করে রেখেছেন আপনি। এখন আপনাকে যদি খাজনা দিতে শুরু করে, পরে আমার বা আমার পরিবারের পক্ষ থেকে যে আবার খাজনা দাবি করা হবে না তার নিশ্চয়তা কী? গরিব মানুষগুলো এই ঝুঁকি নিতে যাবে কেন?'

'ঝুঁকি যাতে নেয় সে-ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই করে ফেলেছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, তোমাদের কোনো কোনো প্রজা আবার বেশি বোঝে—টাকাপয়সার লেনদেনের ব্যাপারে দলিলপত্র দেখতে চায়। আমি আবার কোনো কাজ করার সময় পেশীশক্তি আর আইনের-শক্তি দুটোই একসঙ্গে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী। সেজন্যই তোমার কাছে এসেছি।'

কোনো মন্তব্য করল না সিসিলি।

'যেসব জমিতে তোমাদের খাস চাকরদের লাগিয়ে কৃষিকাজ করাতেন তোমার বাবা সেগুলোর ফসল কাটিয়ে এনেছিলাম, এমনকী উলের বড় একটা চালান আটক করে বস্তাবন্দি করে রেখেছিলাম অ্যাবিতে। গত রাতের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সব।'

'ফসল কাটিয়ে আনার বা উলের চালান আটক করার অনুমতি আপনাকে কে দিয়েছিল?'

'কেউ না।'

'তা হলে হিসাব রাখতে শুরু করুন, পরে যখন চাইবো তখন আমাকে ওই ফসল আর ওই উলের ন্যায্য দাম পরিশোধ করবেন আপনি।'

'দেখা যাচ্ছে এ-ক'দিনেই বেশ পেকে গেছ তুমি, সিসিলি। যা-হোক, তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে আসিনি আমি,' কাগজগুলো বাড়িয়ে ধরলেন তিনি মেয়েটার দিকে, 'নাও, সই

করো। আর, এমলিন, তুমিও সই করবে—সাক্ষী হিসেবে।'

সেগুলো নিল সিসিলি, কিছুক্ষণ পড়ল, তারপর ছিঁড়ে চার টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে। 'আমাকে আর আমার পেটের বাচ্চাটাকে নিয়ে পারলে যা খুশি তা-ই করুন, কিন্তু আপনার এই চুরি-ডাকাতির দলিলে স্বাক্ষর করে আপনাকে সাহায্য করবো না আমি। যদি বেশি দরকার হয় তা হলে যারা স্বাক্ষর জাল করতে পারে তাদেরকে দিয়ে আমার স্বাক্ষর জাল করিয়ে নিন। আমি সই করবো না।'

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ফাদার মল্ডনের চেহারা। 'তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ, এই আশ্রমে যতদিন আছো আমার কজার মধ্যে আছো। তোমার মতো পাপীদেরকে শায়েস্তা করার কায়দা কিন্তু জানা আছে আমার। বেশি বাড়াবাড়ি করলে পাতাল কারাকক্ষে নিয়ে বন্দি করবো তোমাকে, রুটি আর পানি ছাড়া অন্য কিছু খেতে দেবো না। এবং যতদিন না অবাধ্যতার বিষ তোমার শরীর থেকে নামবে ততদিন দিনে দু'বেলা করে নিয়মিত চাবকানো হবে তোমাকে। এবার বলো, সই করবে নাকি তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করবো?'

লাল হয়ে গেছে সিসিলির সুন্দর চেহারাটা, ভয়ে আর লজ্জায় পানি চলে এসেছে ওর নীল চোখে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিল সে, ফাদারের দিকে উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'যারা খুন করতে জানে তারা নির্যাতনও করতে জানে। আমার বাবাকে খুন করেছেন আপনি, আপনার সব দলিলে আমি সই করি বা না-করি আমাকেও যে একদিন খুন করবেন তাতে আর সন্দেহ কী? তবে একটা কথা বলি, কথাটা আপনিও জানেন সম্ভবত—ঈশ্বর বলে কেউ একজন আছেন, যিনি নির্দোষ আর নিষ্পাপদেরকে রক্ষা করেন সবসময়, যদিও আমাদের মতো সাধারণ মানুষরা মনে করে অনেক দেরি করে করেন তিনি কাজটা। ...আমি সই করবো না,' ঘুরে বের হয়ে গেল সে ঘর

থেকে।

ঘরে এখন নীরবতা। ফাদার মল্ডন আর এমলিন দাঁড়িয়ে আছেন মুখোমুখি, কেউ কোনো কথা বলছেন না।

হঠাৎ করেই, রাগে বিস্ফোরিত হলেন ফাদার। জঘন্য ভাষায় গালি দিচ্ছেন তিনি সিসিলিকে, ভয়াবহ সব অভিশাপ দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ শোনার পর আর সহ্য করতে না-পেরে হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিতে বাধ্য হলেন এমলিন, 'থামুন, থামুন। শেষে না আবার আপনার অভিশাপ আপনার উপরই নেমে আসে! গত রাতে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়েছে আপনার অ্যাবি, তারপরও দেখছি শিক্ষা হয়নি আপনার।'

'ও, আচ্ছা!' এবার ফাদারের রাগ গিয়ে পড়ল এমলিনের উপর, 'শিক্ষাটা তা হলে তুমিই দিয়েছ আমাকে? আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার—তোমার মতো একজন ডাইনির পক্ষেই কাজটা করা সম্ভব।'

'আপনি খুব ভালোমতোই জানেন যা বলছেন তা মিথ্যা। আমি যদি ডাইনি হতাম, আমার পক্ষে যদি যাদু করে অ্যাবিতে আগুন লাগানো সম্ভব হতো, তা হলে অনেক আগেই সিসিলিকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারতাম। ...অন্য কারও মাঠের ফসল দখল করলে, অন্য কারও ব্যবসার মাল আটক করলে সেখান থেকে কি আসলেই কোনো ফায়দা হয়? স্যর জনের রক্ত মিশে আছে অ্যাবিতে, সেই রক্তই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে গত রাতে। এখনও সময় আছে, আপনার ভালোর জন্যই বলছি, সতর্ক হয়ে যান। ...আজ যা যা বললেন সিসিলিকে, পৃথিবীর কোনো ফাদারের পক্ষে সেসব উচ্চারণ করা তো পরের কথা, কল্পনা করাও সম্ভব বলে মনে হয় না। ...সাহস থাকলে হাত দিয়ে দেখুন মেয়েটার গায়ে, আমরা পারি বা না-পারি ঈশ্বর আপনার চরম ক্ষতি করবে,' আর থাকার দরকার মনে করলেন না তিনি, ঘুরে বের হয়ে গেলেন।

আশ্রম থেকে চলে যাওয়ার আগে মাদার ম্যাটিল্ডার সঙ্গে দেখা করলেন ফাদার মন্ডন। কথাবার্তার প্রথমদিকে তাঁর কণ্ঠ স্বাভাবিক থাকলেও পরে কর্কশ হয়ে উঠল, 'একেবারে বেয়াদব আর বেহায়া হয়ে গেছে সিসিলি, ওকে আদবকায়দা শেখাতে হবে। সারাদিন কী করেন আপনি? এভাবে জীবন কাটালে তো পাপীদের তালিকায় চলে যাবে ওর নাম। আমার মুখের উপর কথা বলে! আমি যা করতে বলি তা সরাসরি মানা করে দেয়! না ইহকালে, না পরকালে—কোনোদিন শান্তি পাবে না ওর আত্মা। আর ওর পালক-মা এমলিনকেও দেখি সবসময় ঘুরঘুর করছে ওর সঙ্গে। কেন, দু'জনকে আলাদা করে দিতে পারেন না আপনি? জানেন না এমলিনের মা কী ছিল? মহিলা যে খুবই বিপজ্জনক বোঝেন না? মা'র মতোই ডাইনি সে—ওর আত্মাও তো কোনোদিন শান্তি পাবে না। ...শুনুন, একটা কথা বলে যাই, মনে রাখবেন এবং ঠিকমতো পালন করার চেষ্টা করবেন। সিসিলির বাচ্চা হওয়ার সময় হয়ে এলে খবর পাঠাবেন আমার কাছে। এমলিনের মতো ডাইনি অথবা ব্রিজিটের মতো বোকাকে দিয়ে কাজ হবে না। আমার চেনাজানা এক মহিলা আছে, ধাত্রীর কাজে খুবই পারদর্শী। ...আমার অ্যাবি পুড়ে ছাই হয়ে গেল গত রাতে, দু'জন সন্ন্যাসী মরল, বেশ কয়েকজন আহত অবস্থায় কাতরাচ্ছে, আমার উপর শুধু বিপদ আর বিপদ—সব দিক কি আমার একাই সামলাতে হবে? আপনাদেরকে বলে না-দিলে কি কিছুই করতে পারেন না? কিছুই বোঝেন না?'

ফাদারের গালমন্দ নীরবে শুনলেন মাদার ম্যাটিল্ডা। তারপর ধীরেসুস্থে বলতে শুরু করলেন, 'না, ফাদার, আজ অসঙ্কোচে স্বীকার করছি, আপনার বেশিরভাগ কথাই বুঝি না আমি, কারণ আপনার মতো পাণ্ডিত্য নেই আমার। কী কারণে সিসিলিকে এত অভিশাপ দিলেন তা-ও বুঝতে পারিনি, আমার দৃষ্টিতে মেয়েটা নিষ্পাপ—শুধু এই ক'মাস না, ওর বয়স যখন তিন কি চার বছর

তখন থেকেই ওকে দেখছি। বাবাকে হারিয়েছে সে, স্বামীকে হারিয়েছে, অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে ইতোমধ্যে। কেন এত দুঃখ পেতে হলো মেয়েটাকে, কেন এত কষ্ট করতে হলো তা আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন। আমি শুধু জানি, আর ক'দিন পর মা হবে মেয়েটা, এখন আমাদের সবারই উচিত ওর সঙ্গে নরম ব্যবহার করা। আপনার অ্যাবি অথবা এই আশ্রমকে যতটা ভালোবাসি আমি, মেয়েটাকেও ঠিক ততটা ভালোবাসি—কখনোই চাই না ওর কোনো ক্ষতি হোক। এখানে আছে সে, আপনি বলেছেন ওর ভালোর জন্যই নাকি আছে, কিন্তু যদি দেখি কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে মেয়েটার তা হলে নিজে গিয়ে দেখা করবো ভিকার-জেনারেলের সঙ্গে, সব জানাবো তাঁকে। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে তাঁর অনীহা হবে বলে মনে হয় না। আর তা-ও যদি না-পারি তা হলে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এই আশ্রমের সদর-দরজার বাইরে দিয়ে আসবো ওদের দু'জনকে, যাতে অন্তত আশপাশের গ্রামবাসীদের কাছে গিয়ে দুটো কথা বলতে পারে ওরা। ...আপনি আমার ধর্মপিতা, আমার কথা বিনা-প্রশ্নে মান্য করা আমার কর্তব্য, কিন্তু আমার ভিতরেও তো বিবেক বলে কিছু একটা আছে, নাকি? ...একজন ধাত্রী পাঠাতে চাচ্ছেন মেয়েটার জন্য—ভালো কথা, যথাসময়ে আপনার কাছে খবর পাঠানো হবে। কিন্তু যদি পাতাল কারাকক্ষে নিয়ে বন্দি করেন সিসিলিকে, দিনরাত রুটি পানি আর চাবুকের বাড়ি ছাড়া আর কিছু না-জোটে ওর কপালে, তা হলে সরাসরি বলছি, যেদিন বন্দি হবে সিসিলি সেদিনই আমার পদ থেকে সরে দাঁড়াবো, এবং সব সিস্টারদের সঙ্গে নিয়ে রাজার দরবারে গিয়ে এত বড় অত্যাচারের বিচার চাইবো।'

মাদার ম্যাটিল্ডা বলল এই কথা! মাদার ম্যাটিল্ডা? একদৃষ্টিতে ওই মহিলার দিকে তাকিয়ে আছেন ফাদার মন্ডন। এতদিন যাকে নিজের পোষা বিড়াল ছাড়া আর কিছু ভাবেননি সেই মাদার

ম্যাটিল্ডা কি না আজ বলছে রাজার দরবারে গিয়ে তাঁরই বিরুদ্ধে বিচার দেবে?

থু করে মেঝেতে একদলা থু থু ফেললেন ফাদার মন্ডন, তারপর ঘুরে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় জঘন্য সব অভিশাপ দিতে লাগলেন আশ্রমের সব বাসিন্দাকে।

বুঝতেও পারলেন না, তাঁর এই আচরণ কত বড় দাগ কাটল মাদার ম্যাটিল্ডার মনে।

অ্যাবি পুড়ে গেছে, জ্বলে ছাই হয়েছে সব রসদ, ফাদারের অনুগত সন্ন্যাসী আর সৈন্যরা এখন উদ্বাস্তুর মতো দিন কাটাচ্ছে—কেউ বলে না-দিলেও বোঝা যায় ফাদারের শক্তি কমে গেছে অনেক। তাই পাতাল কারাকক্ষে বন্দি হতে হলো না সিসিলিকে, এমলিনও রয়ে গেলেন ওর সঙ্গে। তবে মেয়েটাকে ডেকে এনে একদিন বুঝিয়ে বললেন, 'যত যা-ই হোক ফাদার মন্ডন আমাদের ধর্মপিতা, তাঁর মুখে মুখে তর্ক করা আমাদের জন্য পাপ।'

চুপ করে শুধু শুনল সিসিলি, কিছু বলল না।

অ্যাবিতে আগুন লাগার তিন দিন পর আরও একটা দুর্ঘটনা ঘটল।

কে বা কারা যেন রাতের আঁধারে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে "রেড ক্লিফ" নামের চল্লিশ ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে ফেলে দিল অ্যাবির আটশ' ভেড়া।

তোলপাড় শুরু হয়ে গেল ব্যাপারটা নিয়ে, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। বরং তদন্ত করতে গিয়ে আজব একটা ঘটনা জানা গেল অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। স্বয়ং শয়তান নাকি করেছে কাজটা, কারণ ওই কাজ করার সাহস হবে না অন্য কারও।

তারপর একদিন, বলা ভালো একরাতে, সবাইকে চমকে দিয়ে, শেফটন হলের বাগানে দেখা গেল স্যার জন ফোটরেলের

ভূত।

কোনো সন্দেহ নেই ভূতটা স্যর জন ফোটরেলের। প্রায় একই রকম লম্বাচওড়া, পরনে সেই বিশেষ বর্ম যা মৃত্যুর আগে স্যর জনের গায়ে ছিল। শেফটন হলে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ফাদার মন্ডন, কেয়ারটেকার হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন জনাথন ডিকসেকে—ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে আগুন লাগিয়েছিল যে-লোক। যে-রাতে বাগানে, পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়, চোখের সামনে ভূতটাকে দেখল ডিকসে, সে-রাতে তেজী ঘোড়ার চেয়েও জোরে ছুটে সোজা হাজির হয়ে গেল অ্যাবিতে, এবং দৌড়ে পালানোর সময় ডানে-বাঁয়ে তাকানোরও দরকার মনে করল না।

অ্যাবির শক্তসমর্থ দু'-চারজন সন্ন্যাসীকে আদেশ দিলেন ফাদার মন্ডন, তারা যেন গিয়ে শেফটন হলে থাকতে শুরু করে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গেল সন্ন্যাসীরা, এবং দেখা গেল রাতে কেউ ঘুমাতে পারছে না; সবাই জেগে থাকে, একসঙ্গে বসে গল্প করে, রাত যত বাড়ে তাদের অস্থিরতাও তত বাড়ে। দু'-তিন দিন কেটে গেল, ভূতটাকে দেখতে না-পেয়ে খুশি হওয়ার বদলে বরং আরও বাড়ল ওদের সেই অস্থিরতা—সবার ধারণা বাগানের বদলে বাড়ির ভিতরে এসে ঠাঁই নিয়েছে ভূতটা। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলতে লাগল সারা রাত ধরে, যেসব ঘরে কেউ থাকে না সেসব ঘরেও জ্বলন্ত মোমবাতির ব্যবস্থা করা হলো খুট্ করে কোনো শব্দ হলে, বাগানের কোনো গাছের ডালে রাতজাগা নিঃসঙ্গ প্যাঁচা ডেকে উঠলে, এমনকী বাড়ির ভিতরে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ইঁদুর দৌড়ে পালালেও চমকে চমকে উঠতে লাগল সবাই, নিজেদের অজান্তেই তাদের স্নায়ুর উপর বাড়তে লাগল টান। সুতরাং যে-রাতে ভূতটাকে দেখা গেল আবার, যে-ঘরে সন্ন্যাসীরা একসঙ্গে থাকে সে-ঘরের জানালার ঠিক বাইরে—চাঁদের আলোয় চকচকে সেই বর্মে ঢাকা রহস্যময় ছায়াশরীর, সে-রাতে ভয়াবহ আর্তনাদ করতে করতে লাফিয়ে ঘোড়ায় গিয়ে উঠল সবাই একসঙ্গে, আর

কোনোদিন ফিরে এল না।

আক্ষরিক অর্থেই ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হলো শেফটন হল।

দেখাশোনার দায়িত্বে কেউ নেই। রাতের কথা তো বলাই বাহুল্য, আজকাল ভরদুপুরেও কেউ যায় না ওই বাড়ির আশপাশে। আর দশটা ভূতের গল্প যেভাবে ছড়ায়, স্যর জনের ভূতের কাহিনি তার চেয়েও দ্রুত, তার চেয়েও চিত্তাকর্ষকভাবে ছড়িয়ে গেল পুরো এলাকায়।

সবাই বলে, প্রতিদিন দেখা যায় না ভূতটাকে, আবার কোন্‌দিন দেখা যাবে তারও কোনো ঠিক নেই। কোনো রাতে তাকে দেখা যায় বাগানের কোনো এক গাছের নীচে, কোনো রাতে শেফটন হলের হাঁ-হয়ে-খুলে-থাকা সদর-দরজার সামনে। আবার কোনো রাতে বাড়ির ভিতরে জ্বলে উঠে রহস্যময় আগুন, কেউ একজন হেঁটে বেড়ায় এবং তার ছায়া পড়ে পর্দা-ঢাকা জানালায়। কখনও আবার ব্লসহোমের ঘন জঙ্গলের ভিতরে, স্যর জন যেখানে খুন হয়েছিলেন তার আশপাশে দেখা মেলে ভূতটার।

এক গভীর রাতে, সে-রাতে বেশ জোরে বাতাস বইছে, কেঁপে উঠল স্যর জনের জনৈক প্রজার কুঁড়েঘরের দরজা।

ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে তাজ্জব হয়ে গেল লোকটা—কোথাও কেউ নেই।

সম্ভবত বাতাস, ভেবে নিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সে।

কিন্তু সেই একই রাতে যখন একই ঘটনা ঘটল আবার, বিছানায় উঠে বসে দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে দিল বেচারা।

ঠিক এমন সময় শোনা গেল বাইরে কে যেন কথা বলছে। জোরালো বাতাসের কারণে চেনা যাচ্ছে না কণ্ঠটা, কেমন অদ্ভুত কাঁপা ওই কণ্ঠের সব কথা ঠিকমতো বোঝাও যাচ্ছে না, তবে সারমর্ম বুঝতে অসুবিধা হলো না, 'আমাকে খুন করেছে অ্যাবির অধ্যক্ষ বন্দি করে রেখেছে আমার মেয়েকে। ওঠো তোমরা, একত্রিত হও, প্রতিশোধ নাও। ন্যায়বিচার, ন্যায়বিচার...'

সারারাত আর ঘুমাতে পারল না বিছানায়-বসে-থাকা লোকটা।

দু'-তিন দিন পর, ন্যায়বিচার চেয়ে বেড়ানো স্যর জনের ভূতের গল্প যখন ছড়িয়ে পড়েছে পুরো গ্রামে, এক ঘোর অমাবস্যার রাতে, জোরালো বাতাস ছাপিয়ে আরেক প্রজার বাঁড়ির বাইরে শোনা গেল সেই একই ফাঁপা কণ্ঠ, 'আমাকে খুন করেছে অ্যাবির অধ্যক্ষ...'

চাকরি হারিয়েছে, তাই স্যর জনের ভূতের উপর মহাক্ষিপ্ত জনাথন ডিকসে। ভূতটা তখন প্রায় এক মাস ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ-গ্রামে সে-গ্রামে; সুযোগ পেয়ে, মনে যতটুকু সাহস আছে তার সবটুকু সঞ্চয় করে, এক রাতে ভূতটার পিছু নিল সে। মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনার কারণে বেচারা টেরও পেল না ভূতটা নির্জন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে ওকে। যখন বুঝতে পারল তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে উল্টো ঘুরে প্রচণ্ড গতিতে ওর দিকে ছুটে এল ভূতটা, সেই ছুটন্ত ভূতকে দেখে অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো বেচারাকে কয়েক মুহূর্ত, আর এই কালক্ষেপনই বিপদ ডেকে আনল ওর জন্য। দৌড়ে পালানোর জন্য মাত্র উল্টো ঘুরেছে সে, এমন সময় উড়ে এসে ওর মাথায় আঘাত করল বেশ বড় এক টুকরো পাথর। চোখের সামনে পৃথিবীটা দুলে উঠল বেচারার, থেমে দাঁড়াতে হলো ওকে। আর সেই সুযোগে আরও কাছে চলে এল ভূতটা। তারপর ইচ্ছামতো একতরফাভাবে পেটাল সে ডিকসেকে।

ওকে পরদিন সকালে আধমরা অবস্থায় উদ্ধার করার পর আশপাশের সব গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল, কপাল ভালো থাকায় বেচারার ঘাড়টা মটকায়নি ভয়ঙ্কর ওই ভূত।

ফাদার মন্ডনের মাথায় বাজ পড়ল। কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না তিনি এতদিন, এবার কিছু একটা করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। কিন্তু একটা ভূতের বিরুদ্ধে কী করা যায়?

শেষে সবাই মিলে বুদ্ধি দিল, অ্যাবির সবচেয়ে সাহসী আর শক্তিশালী লোক হচ্ছে থমাস বোল, ওর মাথায় সে-রকম বুদ্ধিও নেই, ওকে লাগিয়ে দেয়া হোক ভূতটার পিছনে। কিছু করতে পারলে করবে, না-পারলে মরবে।

সুতরাং শেফটন হলে, জঙ্গলে এবং আশপাশের কয়েকটা গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগল থমাস বোল। এবং এক রাতে হন্তদন্ত হয়ে অ্যাবিতে ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ফাদারকে, 'দেখেছি, দেখেছি ভূতটাকে! আমার নাম ধরে ডেকেছে সে! কীসের ভূত, আমার মনে হয় এসব কোনো মানুষের কাজ—আপনার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে আসলে।'

'ভূতটাকে দেখার পর কী করলে তুমি?' যার-পর-নাই বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ফাদার মন্ডন।

'তীর মেরেছি।'

'তীর মেরেছ! মানে?'

'মানে তূণ থেকে তীর বের করে ধনুকে পরিয়ে সোজা ফুটো করে দিলাম ভূতটার বুক।'

'বলো কী! তারপর কী হলো?'

'তারপর...হা হা করে হাসতে লাগল ভূতটা। এবং উধাও হয়ে গেল চোখের পলকে।'

'যে-জায়গায় ঘটেছে এই ঘটনা সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?'

'কেন পারবো না? চলুন এখনই।'

বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসীসহ ওই জায়গায় গিয়ে হাজির হলেন ফাদার মন্ডন—শেফটন হলের বাইরের এক পরিত্যক্ত ক্ষেত, অযত্নে-অবহেলায় জায়গাটা ছোটখাটো জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।

ওই তো, একটা গাছের কাণ্ডে বিঁধে আছে থমাস বোলের তীরটা। কিন্তু এ কী! তীরের সবগুলো পালক পুড়ে গেছে। আগুনের আঁচ লেগেছে তীরের কাঠের-দণ্ডেও।

সন্ন্যাসীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল কিছুক্ষণ, তারপর ওই জায়গা ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে শুরু করল। দেখা গেল ফাদার মন্ডনও শামিল হয়েছেন তাদের সঙ্গে, অ্যাবিতে পৌঁছানোর পর যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো এত ভয় পেয়েছিলেন কেন তখন তিনি জবাব দিলেন, 'ভয়? আমি ভয় পেয়েছিলাম? মাথা ঠিক আছে না গেছে? ফাদার মন্ডন ভয় পায় না। ...আসলে হয়েছিল কী, তোমাদের ঘোড়াগুলোকে ছুটতে দেখে আমার ঘোড়াটাও দৌড়াতে শুরু করল, চেষ্টা করেও ওটাকে থামাতে পারলাম না!'

এই ঘটনার পর, সম্ভবত নিজের বীরত্ব জাহির করার জন্যই, ব্লসহোমের আশপাশের বেশ কয়েকটা গ্রামে বলতে গেলে "চিরুনি অভিযান" চালালেন ফাদার মন্ডন। কিন্তু কীসের ভূত, কীসের কী! সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। তবে উধাও হয়ে যাওয়ার আগে প্রত্যেক গ্রামে বলে গেছে ভূতটা, 'আমাকে খুন করেছে অ্যাবির অধ্যক্ষ। বন্দি করে রেখেছে আমার মেয়েকে। ওঠো তোমরা, একত্রিত হও, প্রতিশোধ নাও। ন্যায়বিচার, ন্যায়বিচার...'

এ-ব্যাপারে দু'-একজন গ্রামবাসী সাহস করে জানতে চাইল ফাদারের কাছে, সদুত্তরের বদলে তাদের পিঠে পড়ল চাবুকের বাড়ি।

এরপর একদিন, হঠাৎ করেই রটে গেল, অ্যাবি-সংলগ্ন নানদের আশ্রমটাও নাকি ভূতের আড্ডাখানা। বিশেষ করে গির্জাটা। সারাদিন কোনো সমস্যা নেই, রাত হলেই নাকি ভূতদের আনাগোনা শুরু হয় এখানে। অদ্ভুত সব ফিসফিসানি শোনা যায়। মাঝেমধ্যে বাগানে হেঁটেচলে বেড়ায় কালো আলখাল্লা পরা বিশাল এক ছায়ামূর্তি। সূর্য ডোবার আগেই নানরা সবাই চলে আসে আশ্রমে, এরপর গির্জার কাছেও যায় না কেউ, কিন্তু তারপরও কখনও কখনও মাঝরাতে দেখা যায় কে বা কারা যেন আলো জ্বালিয়েছে গির্জার ভিতরে—দূর থেকে দেখে মোমবাতির আলোর

মতো মনে হয়।

এমলিন স্টোয়ারের দিকে কেমন কেমন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল সবাই। কারণ মাঝেমধ্যেই ওই গির্জায় যেতে দেখা যায় তাঁকে, তা-ও আবার শেষবিকেলের দিকে। জিজ্ঞেস করলে বলেন, প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম।

একদিন সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরে অদ্ভুত এক কথা বললেন তিনি, 'গির্জার ভিতরে আগুনের একটা গোলক দেখেছি আজ।'

সিস্টাররা ঘিরে ধরলেন তাঁকে।

'দেখলাম,' বলে চললেন এমলিন, 'গির্জার আসনগুলোর মাঝখানে হঠাৎ করেই উদয় হলো গোলকটা, এদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। গোলকের ভিতরে...' ইচ্ছাকৃতভাবে থেমে গেলেন তিনি।

'কী?' কৌতূহল চেপে রাখতে না-পেরে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে ফেললেন কয়েকজন সিস্টার, 'কী ছিল গোলকের ভিতরে?'

'একটা মাথা...একটা খুলি বলাই ভালো আসলে। আমার সঙ্গে...আমাকে কী যেন বলতে চাইছিল খুলিটা, কিন্তু পারেনি অথবা আমি বুঝতে পারিনি।'

ফাদার মন্ডনের কাছে খবরটা পৌঁছাতে দেরি হলো না।

যেহেতু এমলিনকে ফাঁসানোর সুযোগ পাওয়া গেছে সেহেতু সব কাজ ফেলে আশ্রমে হাজির হলেন তিনি তৎক্ষণাৎ। শুরু হলো তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ, 'শুনলাম, আগুনের গোলক নাকি দেখেছ তুমি?'

'জী,' ফাদারের চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন এমলিন।

'গোলকের ভিতরে একটা মড়ার-খুলিও ছিল?'

'আসলে...মাথা বললেও ভুল হবে, আবার খুলি বলাটাও ঠিক না।'

'তা হলে কী?'

'একটা চেহারা।'

'চেহারা! কার?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জবাব দিলেন এমলিন, 'আমার মনে হয়...অ্যাণ্ড্রিউ উডসের।'

শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল ফাদার মল্ডনের। এই অ্যাণ্ড্রিউ উডস, মাতাল স্কচম্যান, ক্রিস্টোফারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মরেছে। ক্রিস্টোফারের কবরে, ক্রিস্টোফারের বদলে দাফন করা হয়েছে ওকে।

'তুমি...তুমি জানলে কীভাবে...ওই চেহারার মালিক অ্যাণ্ড্রিউ উডস...মানে, অন্য কেউ তো হতে পারে...'

'দেখুন, ওই মাতালটাকে শুধু আমিই না, ব্লসহোমের সবাই ভালোমতো চেনে। সবাই জানে ওর নাকটা ভাঙা, আর ভাঙা-নাকের কারণে আগে থেকেই বদনাম ছিল ওর। এখন যদি আপনি শপথ করে বলতে বলেন আমাকে তা হলে তা করতে পারবো না, কারণ আমি পুরোপুরি নিশ্চিত না। তবে যে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত তা হলো, আমাকে কিছু একটা বলতে চাইছিল ওই চেহারার মালিক, বলতে পারেনি অথবা আমি বুঝতে পারিনি।'

অ্যাণ্ড্রিউ উডসকে নিয়ে কী ঘটনা ঘটেছে তা খুব ভালোমতো জানা আছে ফাদার মল্ডনের। সুতরাং ওকে নিয়ে আলোচনা করার কোনো ইচ্ছা নেই তাঁর। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য ধূর্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্য কেউ দেখলে তো ভয়ে জ্ঞান হারাত। তোমার কিছু হলো না কেন, এমলিন?'

'কিছু হয়নি কখন বললাম? ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু চিৎকার করিনি। তা ছাড়া প্রার্থনা করার জন্য যেহেতু নিয়মিত যাই সেখানে, একা সময় কাটানোর অভ্যাস আছে আমার। আর ভয়ের কথা যদি বলেন,' বাঁকা হাসি হাসলেন এমলিন, 'একজন কুচক্রী স্বার্থপর লোক যতটা ভয়ঙ্কর, একটা ভূত কি তার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর?'

'কী বলতে চাও?' রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন ফাদার মল্ডন।

'অ্যাণ্ড্রিউ উডসকে দেখে ভয় পেয়েছিলে, তা-ই না? তুমি নিজেই তো একটা ডাইনি। ডাকিনিবিদ্যার মাধ্যমে ওই ভূতগুলোকে তুমিই ডেকে এনেছ গির্জার ভিতরে। তুমি আর তোমার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে যতদিন না পুড়িয়ে মারা হবে আগুনে ততদিন এসব ভূতপ্রেত থেকে মুক্তি পাবে না এই অঞ্চলের মানুষরা।'

'তা হলে বরং এক কাজ করি—আবার যদি দেখা হয় অ্যাণ্ড্রিউ উডসের সঙ্গে তা হলে আগেরবারের মতো ঘাবড়ে না-গিয়ে বুঝবার চেষ্টা করবো কী বলতে চায় সে। যদি আবারও বুঝতে না-পারি তা হলে বলবো ওর কথাগুলো যেন অন্তত আপনার কাছে গিয়ে বলে।'

'কেন, আমার কাছে কেন?'

'কারণ যারা পাপী, আপনাদের ভাষায় যারা নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করেছে তাদের কথা শোনার মতো ধৈর্য শুধু আপনাদেরই আছে। তাদের কথা বুঝবার মতো জ্ঞান শুধু আপনাদেরই আছে। তা-ই না?'

কথা বাড়ালে আবার কোন্ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হয়, তাই হন্তদন্ত হয়ে অ্যাবিতে চলে গেলেন ফাদার মন্ডন।

সেদিন রাতে ঘটল সবচেয়ে খারাপ ঘটনাটা।

পুরো অ্যাবি পুড়ে গেলেও ফাদার মন্ডনের কেবিনটা রক্ষা পেয়েছে কোনো এক আশ্চর্য উপায়ে। গরমকাল—কেবিনের জানালা খুলে ঘুমাচ্ছিলেন তিনি। রাত একটার দিকে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর।

কে যেন ডাকছে তাঁকে। গলাটা মুমূর্ষু লোকদের মতো—যেন আর কিছুক্ষণ পরই মারা যাবে লোকটা। উচ্চারণে খাঁটি স্কটিশ টান। বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে তাকাতে বলছে তাঁকে।

কৌতূহলের কাছে ভয় হার মানল একসময়, বিছানা ছেড়ে নামলেন ফাদার, জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে তাকালেন বাইরে।

অন্ধকার। আকাশে মেঘ জমেছে, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আশপাশের প্রকৃতি একমুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েই উধাও হয়ে যাচ্ছে। কী দেখতে বলছিল কণ্ঠটা বুঝতে পারলেন না ফাদার। ঘুমের মধ্যে কী শুনতে কী শুনেছেন ভেবে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তাঁর। বিছানায় ফিরে যাবেন, এমন সময় তাঁকে আবার ডাকল কণ্ঠটা।

চমকে উঠলেন ফাদার, শিরশির করে উঠল তলপেটের ভিতরে। আবারও বাইরে তাকালেন তিনি, এবং অনেকটা হঠাৎ করেই, অ্যাবি-সংলগ্ন গির্জার চূড়ার দিকে দৃষ্টি গেল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে গেলেন তিনি।

চূড়ায় লটকে আছে, এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাণ্ড্রিউ উডসের মাথা!

কেউ বলে দেয়নি, চামড়া পচে যাওয়ায় স্পষ্ট বোঝাও যাচ্ছে না, তারপরও ফাদার জানেন ওই মড়ার-খুলিটা মাতাল অ্যাণ্ড্রিউর।

চিৎকার করে সব সন্ন্যাসীর ঘুম ভাঙালেন ফাদার। খুলিটা দেখিয়ে সবার কাছে জানতে চাইলেন কে করেছে কাজটা।

কেউ জবাব দিল না। দেয়ার মতো জবাব নেইও কারও কাছে। কেউ কাঁধ ঝাঁকাল, কেউ আবার বুকে ক্রস করল।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'ফাদার, আপনি কি নিশ্চিত খুলিটা উডসের?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত,' চেঁচিয়ে জবাব দিলেন পাগলপারা ফাদার।

'তা হলে বরং এক কাজ করি আমরা। গিয়ে খুঁড়ে দেখি উডসের কবরটা। আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য ওর খুলিটা কবর থেকে সরিয়ে রাতের অন্ধকারে গির্জার চূড়ায় বসিয়ে দিয়ে গেছে কি না কেউ জানতে পারবো।'

চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে গেল ফাদারের। কারণ তিনি জানেন উডসের কবর খুঁড়লে কী পাওয়া যাবে। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার

জন্য বললেন, 'না, না, কাউকে কবর দেয়ার পর সেই কবর খুঁড়লে মরা মানুষটার আত্মা কষ্ট পায়। এতে যে লোক কবর খুঁড়ল তার পাপ হয়। এসব করতে যাওয়ার দরকার নেই। ...তোমরা বরং সকাল হলে খুলিটা নামিয়ে ফেলো।'

কিন্তু পাপের ভয়ের কাছে কি হার মানে মানুষের কৌতূহল?

দিন দু'-এক পরই ব্লসহোম থেকে তড়িঘড়ি করে উধাও হয়ে গেলেন ফাদার মল্ডন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, লণ্ডনে কী নাকি জরুরি কাজ আছে তাঁর।

একদিক দিয়ে নিরুদ্দেশ হলেন তিনি, আরেকদিক দিয়ে উডসের কবরটা খুঁড়ল অ্যাবির কয়েকজন সন্ন্যাসী মিলে। বাকিরা তখন দাঁড়িয়ে আছে কবরের চারপাশে।

কিন্তু এ কী! কফিন কোথায়? হতশ্রী এক কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে কিছু একটা!

সরানো হলো কম্বলটা।

ওক গাছের নিষ্প্রাণ এক কাণ্ড। চারদিকে খড়, যাতে কম্বল দিয়ে মোড়ানোর পর "জিনিসটাকে" দেখে মানুষের মৃতদেহ বলে মনে হয়।

কফিন নেই, কঙ্কাল নেই, খুলি তো পরের কথা কিন্তু কম্বল, ওক কাণ্ড আর খড়কুটো দেখলে বোঝা যায় অনেকদিন থেকে কবরের ভিতরে চাপা পড়ে আছে জিনিসগুলো।

তা হলে কবর দেয়ার পরে কোথায় গেল মাতাল অ্যাণ্ড্রিউ? সে না-হয় ভূত হয়েছে, কিন্তু কে কোন্ প্রয়োজনে চুরি করতে গেল ওর কঙ্কালটা?

এমলিনের দেখা আগুনের গোলক, ভিতরের চেহারাটা, এবং অ্যাণ্ড্রিউ উডসের কবরের কাহিনি কয়েকদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল আশপাশের সবগুলো গ্রামে।

ফাদার মল্ডন যদিও বলে গেছেন গির্জার চূড়া থেকে খুলিটা নামাতে, কিন্তু কারোরই সাহস হলো না কাজটা করার। যেখানে

যেভাবে ছিল সেখানে সেভাবেই ঝুলতে থাকল খুলিটা।

কবর খুঁড়বার কিছুদিন পর, অদ্ভুত এক অসুস্থতা পেয়ে বসল বেশিরভাগ সন্ন্যাসীকে। কোনো কাজ করার ইচ্ছা হয় না ওদের, কাজ করার মতো শক্তিও পায় না শরীরে, শুয়ে-বসে অলসভাবে সময় কাটিয়ে দেয়। দিনের বেশিরভাগ সময় ঝিমায়, কেউ কেউ বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না। কারও কারও অবস্থা আরও খারাপ—কিছু খেলেই বমি করে, অথবা একটু পর পর দৌড় দেয় শৌচাগারের দিকে।

ধারণা করা হলো, তাদের খাবারের সঙ্গে বিষ মেশানো হয়েছে।

কিন্তু কে করেছে কাজটা জানার দায়িত্ব নিতে রাজি নয় কেউই। কারণ ফাদার মন্ডন নেই, নেতা না-থাকলে দেখা যায় অনুসারীরা বেশিরভাগ সময়ই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, অ্যাবির সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেও তা-ই হলো।

ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল আরও বড় একটা কারণে।

কোনো কোনো গির্জা বা আশ্রমের প্রধানরা বিদেশি শক্তির সহায়তায় একত্রিত হয়ে রাজা হেনরির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করার চেষ্টা করছেন—এ-রকম খবরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল লণ্ডনে। এতদিন যা ছিল শুধুই গুজব, তা পরিণত হলো রাজার সন্দেহে। শাস্তি হিসেবে বিশেষ করে ইয়র্কশায়ার আর লিঙ্কনশায়ারের বেশ কয়েকটা আশ্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন তিনি।

ব্লসহোম অ্যাবির সন্ন্যাসীরা আশা করেছিল, শীঘ্রই ফিরবেন তাদের নেতা ফাদার মন্ডন, কিন্তু হলো না—খবর এল জরুরি কাজে আগের চেয়েও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ফাদার, ফিরতে দেরি হবে তাঁর।

অবশেষে একদিন ফিরে এলেন তিনি। বিধ্বস্ত, কিন্তু দেখলে মনে হয় সন্তুষ্ট। জানতে পারলেন, মাদার ম্যাটিল্ডা খবর

পাঠিয়েছেন, এবং যে-ক'দিন অনুপস্থিত ছিলেন তিনি ব্লসহোমে সে-সময়ের মধ্যে স্পেন থেকে দু' দুটো চিঠি এসেছে তাঁর নামে।

সব কাজ বাদ দিয়ে স্পেন-থেকে-আসা প্রথম চিঠিটা নিয়ে বসে গেলেন ফাদার:

"মহোদয়,

ঈশ্বরের কৃপায় আশা করি ভালো আছেন। আপনার উপর আশীর্বাদ আছে তাঁর, যাঁরা আপনার সঙ্গে থাকে তাঁদের উপরও আছে, কাজেই আপনারা যদি ভালো না-থাকেন তা হলে কারা ভালো থাকবে?

তবে এখানকার সব খবর ভালো নয়। ন'মাস হতে চলল, আজ পর্যন্ত সেভিলে পৌঁছেনি গ্রেট ইয়ারমাউথ। আমরা জানতে পেরেছি, ডুবে গেছে জাহাজটা। তার মানে, অতি জরুরি যেসব কাগজপত্র পাঠিয়েছিলেন আমাদের কাছে তা আর পাওয়া হলো না। উপরন্তু আমাদের ধারণা, আপনার যে-সৎ অনুচর চিঠিগুলো বহন করে আনছিলেন, তিনিও আর বেঁচে নেই। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।

দেশের অবস্থা ভালো নয়। আপনার ওখানেও নাকি গণ্ডগোল চলছে। সতর্ক থাকবেন, বিশ্বাস রাখবেন। আমাদেরকে না-জানিয়ে এমন কিছু করবেন না যাতে বিশ্বাস ভঙ্গ হয় আমাদের।

আজ এ-পর্যন্তই।"

প্রাপক তার নিজের নাম লেখেনি, সইও করেনি। এবং কারণটা ভালোমতোই জানেন ফাদার।

চিঠিটা পর পর দু'বার পরলেন তিনি, তারপর কেবিনের জানালা খুলে তার পাশে আরামকেদারা নিয়ে বসতে গিয়ে খেয়াল করলেন এখনও অ্যাণ্ড্রিউ'র খুলিটা ঝুলছে গির্জার চূড়ায়। মেজাজ বিগড়ে গেল তাঁর, চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে চিৎকার করে সন্ন্যাসীদেরকে ডাকলেন, ওদেরকে দিয়ে নামালেন খুলিটা। তারপর সেটা দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসতে বললেন।

নিজের কেবিনে ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন, ডুবে গেলেন চিন্তায়, চিঠিটা যে অসাবধানে পড়ে আছে টেবিলের উপর খেয়াল থাকল না।

গ্রেট ইয়ারমাউথ তা হলে ডুবে গেছে? একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে, আরেকদিক দিয়ে হয়নি। ভালো হয়েছে, কারণ, জাহাজটা ডুবে গিয়ে থাকলে ক্রিস্টোফার আর জেফরিও মরেছে। দু'জন বড় বড় শত্রু বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে। স্যর জন যেসব দলিল দিয়েছিলেন জেফরির কাছে সেগুলোও চলে গেছে সাগরের অতলে। আর ভালো হয়নি, কারণ ব্রাদার মার্টিনও মারা গেছেন। লোকটা বিশ্বস্ত ছিল—যখনই কোনো অতি গোপনীয় কাজ সমাধা করার দরকার হতো তখনই তাঁকে খবর দিতেন ফাদার, বিনা-প্রতিবাদে কাজটা করে দিতেন ব্রাদার মার্টিন। তাঁর কাছে বিশেষ একটা চিঠি ছিল, সেটা হারিয়ে গেল—ফাদার মল্ডনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি এটাই।

মৃত মানুষরা কথা বলে না, শুয়ে শুয়ে ভাবছেন ফাদার, এবং ভাবতে ভাবতেই উঠে বসলেন বিছানায়, আসলেই কি তা-ই? যদি কথা না-ই বলবে তা হলে স্যর জনের ভূত কথা বলল কী করে? অ্যাণ্ড্রিউ উডসের খুলিটা গির্জার চূড়ায় গিয়ে আটকে গেল কীভাবে?

বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে হলো ফাদারের, স্যর জনের বর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরে অভিনয় করেনি তো কেউ? কবর থেকে কেউ তুলে নিয়ে গিয়ে উডসের খুলিটা ইচ্ছাকৃতভাবে বসিয়ে দেয়নি তো গির্জার চূড়ায়?

কিন্তু কে করতে যাবে কাজটা?

উত্তরটাও পেয়ে গেলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে।

এমন কেউ, যে জানে কবে কখন কোথায় খুন করা হয়েছিল স্যর জনকে। এমন কেউ, যে জানে ক্রিস্টোফারের কবরে ক্রিস্টোফারের বদলে দাফন করা হয়েছিল অ্যাণ্ড্রিউ উডসকে।

দুটো উত্তর একসঙ্গে করে একটামাত্র নাম মনে পড়ল ফাদারের—থমাস বোল।

কিন্তু এসব করে কী লাভ গর্দভটার?

এমলিন স্টোয়ারকে ভালোবাসে সে, বলা ভালো ভালোবাসত। একবার গিয়ে হাজিরও হয়েছিল আশ্রমের সদর-দরজায়, জোর করে ঢুকতে চাচ্ছিল ভিতরে, বলেছিল এমলিনের সঙ্গে নাকি দেখা করতে চায়। কিন্তু প্রহরীরা তাড়িয়ে দেয় ওকে। তারপর থেকে আগের মতোই আছে হাঁদারামটা—প্রতিদিন সকালে ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে যায়, লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে, দুপুরের দিকে ক্লান্ত হয়ে কোনো গাছের ছায়ায় বসে ঝিমায়, বিকেল হলে সবগুলো ভেড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে খোঁয়াড়ে, সন্ধ্যা হলে পেট ভরে খেয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে নাক ডাকে।

সে ভয় দেখাবে ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষ ফাদার মন্ডনকে? এত সাহস হবে ওর?

জটিল এক ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলেন ফাদার।

যখন রওয়ানা করেছিল গ্রেট ইয়ারমাউথ তখন ছিল শীতকাল; স্পেনের উত্তর উপকূল আর ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলের মাঝখানে অবস্থিত আটলান্টিকের বিস্কে উপসাগর পার হয়ে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড় আর জোরালো স্রোত সহ্য করে এগোতে হয়েছে জাহাজটাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত পারেনি, ডুবে গেছে।

ভালোই হয়েছে—ব্রাদার মার্টিন মরেছে, আরেকজন ব্রাদার মার্টিন পাওয়া যাবে; চিঠিটা হারিয়ে গেছে, আরেকটা চিঠি লেখা যাবে। কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কোনোদিন হাজির হতে পারবে না ক্রিস্টোফার বা জেফরি। এর চেয়ে সুখকর আর কী হতে পারে?

এখন তা হলে চিন্তার বিষয়গুলো কী কী?

খবর পাঠিয়েছেন মাদার ম্যাটিল্ডা—সিসিলির সময় হয়ে

গেছে, যে-কোনোদিন প্রসববেদনা উঠবে। কাজেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এই মেয়েটা আর ওই বাচ্চাটার আসলেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু সবদিক সামলে। তাড়াহুড়ো করা যাবে না, এমন কিছু করা যাবে না যাতে খবর চলে যায় লণ্ডন পর্যন্ত; ক'দিন আগেও ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে এসেছেন।

পাশ ফিরলেন ফাদার। খুব কাহিল লাগছে। ঘুমে বন্ধ হয়ে আসতে চাচ্ছে চোখ। শুয়ে শুয়েই দ্বিতীয় চিঠির খামটা ছিঁড়লেন তিনি, চিঠিটা বের করে পড়তে শুরু করলেন:

"মহোদয়,

কিছুদিন আগে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে, কিন্তু জবাব পাইনি সেটার। নিয়ম অনুযায়ী এত ঘন ঘন চিঠি পাঠানোর কথা না আপনার কাছে, তারপরও পাঠাতে হলো, কারণ ওই চিঠিতে কিছু ভুল ছিল। তবে ভুলটা ইচ্ছাকৃত নয়, আমাদের সংবাদগ্রাহক সঠিক খবর পায়নি।

গ্রেট ইয়ারমাউথ ডোবেনি। কী হয়েছিল সংক্ষেপে বলছি।

আমরা জানতে পেরেছি, একদল তুর্কি জলদস্যু হামলা করেছিল ওই জাহাজে। নাবিকদের নিয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন সাধ্যমতো লড়াই করেন, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। জলদস্যুরা দখল করে নেয় জাহাজটা, সেটাকে জিব্রাল্টার বা অন্য কোনো অজ্ঞাত স্থানের দিকে নিয়ে যায়।

ওই অভিশপ্ত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে লড়াই করার পর যেসব নাবিক আর যাত্রী বেঁচে ছিল তারা যেহেতু ধরা পড়েছে নাস্তিকগুলোর হাতে, তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, ওদেরকে ক্রীতদাস বানাবে ওরা, যা হুকুম দেবে তা তখনই করতে রাজি না-হলে গলা কেটে ফেলবে।

আফসোস, মৃত্যুর চেয়েও দুঃখজনক পরিণতি বরণ করে নিতে হলো আপনার অনুগত আমাদের সেই ধর্মভাইকে!

আজ এ-পর্যন্তই।

ভালো থাকবেন। কোনো খবর থাকলে জানাবেন।"

চিঠিটা পড়তে পড়তে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কখন যে বিছানায় উঠে বসেছেন ফাদার মন্ডন নিজেও জানেন না। চিঠিটা বিছানার উপর রেখে দিয়ে নামলেন তিনি, পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন।

ডোবেনি গ্রেট ইয়ারমাউথ? তার মানে মরেনি ক্রিস্টোফার আর জেফরি? তবে একদিক দিয়ে আরও ভালো হয়েছে—জলদস্যুদের খপ্পরে পড়েছে ওরা, আর কোনোদিন মুক্তি পাবে কি না সন্দেহ।

ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসি নিয়ে আরামকেদারায় গিয়ে বসে পড়লেন ফাদার। এখন ওই দু'জনের কী অবস্থা করছে জলদস্যুরা কল্পনা করে সুখ অনুভব করছেন মনে।

ক্রিস্টোফার আর জেফরির মতো, সিসিলি ফোটরেলও বেঁচে আছে, ভাবছেন তিনি, তার মানে মূল্যবান একটা সম্পত্তির আইনসঙ্গত একজন উত্তরাধিকারী বেঁচে আছে। আজ বাদে কাল মা হবে মেয়েটার। তার মানে আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী আরও একজন বাড়বে। একমাস-দু'মাস করতে করতে ন'মাস কেটে গেল, এখনও এ-ব্যাপারে কিছু করা গেল না।

বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে হবে, যেভাবেই হোক। ওই বাচ্চাটা মরলে ওর মা-ও আপনাআপনি মরে যাবে। এই কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে মাত্র একজন—এমলিন স্টোয়ার। ওই ডাইনিটারও ব্যবস্থা করা হবে শীঘ্রই।

এমন সময় দরজায় টোকা দিল কেউ।

খানিকটা চমকে উঠলেন ফাদার, জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

'ফাদার, গুডি মেগস নামের এক ধাত্রী দেখা করতে এসেছেন আপনার সঙ্গে,' জবাব দিল জনৈক সন্ন্যাসী। 'আপনি নাকি খবর পাঠিয়েছিলেন ওর কাছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' তাড়াহুড়ো করে বাইরে বের হয়ে এলেন ফাদার,

'কিন্তু এখানে আসতে গেল কেন বাচাল মহিলাটা? আমি তো বলেছিলাম আমিই দেখা করতে যাবো ওর সঙ্গে।'

উত্তর না-দিয়ে মাথা চুলকাতে লাগল সন্ন্যাসীটা।

'চলো, তাড়াতাড়ি চলো। ওকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলতে হবে আমার।'

ততক্ষণে রাত ঘনিয়েছে। ফাদারের কেবিনের বাইরে, ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল লোকটা। সন্ন্যাসীকে নিয়ে ফাদার চলে যাওয়ামাত্র সুযোগ বুঝতে পারল সে। সবার অলক্ষে গিয়ে ঢুকল ফাদারের কেবিনে, খোলা দরজা দিয়ে।

দশ মিনিট পর।

গুডি মেগসকে নিয়ে অ্যাবি থেকে বেশ দূরের এক খোলামেলা আর নির্জন জায়গায় সরে এলেন ফাদার মল্ডন।

মেগসের বয়স পঞ্চাশের উপরে। বকবক করে বেশি, সেজন্য সবাই ওকে আড়ালে "বাচাল" বলে ডাকে। ওর শরীরটা হস্তিনীর মতো। কেমন চ্যাপ্টা চেহারা, ছোট ছোট আয়ত চোখ, মুখটা বাঁকানো। ওকে দেখলেই মনে পড়ে যায় ফ্লাউণ্ডার মাছের কথা। এজন্য ওর আরও একটা নাম দিয়েছে নিন্দুকেরা—ফ্লাউণ্ডার।

ফাদার মল্ডনকে খুব সম্মান করে গুডি মেগস, অবতার জাতীয় কিছু একটা বলে মনে করে। আর ফাদার উপরে উপরে সখ্যতা দেখান ওর সঙ্গে, কিন্তু মনে মনে পাগলী বলে ডাকেন।

ভূমিকা না-করে সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলেন ফাদার, 'ভেবে হয়তো আশ্চর্য হচ্ছ, কেন তোমাকে ডেকে নিয়ে এলাম এখানে। হাজার হোক, তোমার মতো একজন ধাত্রীর কোনো কাজ থাকতে পারে না সন্ন্যাসীদের আশ্রমে, তা-ই না?'

'সন্ন্যাসীদের আশ্রমে কাজ নেই, কিন্তু নানদের আশ্রমে কাজ আছে। ঠিক না?' ধূর্ত ভঙ্গিতে পাল্টা প্রশ্ন করল মেগস।

'তুমি দেখছি ভালোই খবর রাখো।'

'রাখতে হয়। খবর না-রাখলে পেট চালাবো কীভাবে? ...অনেক আগেই পোয়াতী হয়েছে স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটের বউ সিসিলি, এবার তা হলে বিয়ানোর সময় হয়েছে ওর।'

'বউ?' কথাটা ধরলেন ফাদার মন্ডন। 'তা, বিয়েটা হলো কবে?'

কোন্ দিকে ইঙ্গিত করছেন ফাদার বুঝতে সময় লাগল না ফ্লাউণ্ডার মেগসের। 'ও, আচ্ছা, আচ্ছা, তা হলে বিয়ে করা ছাড়াই...'

'শোনো মেগস, সিসিলির বাচ্চাটা আসলে একটা জারজ সন্তান। আমি চাই সবাই যেন জানতে পারে কথাটা।'

কীভাবে কথা বললে নিজের ফায়দা হবে বুঝে গেছে মেগস। 'আপনি যা চাইবেন তা-ই হবে।'

'যা চাইবো তা-ই?' আবারও কথা ধরলেন ফাদার।

'জী, মহামান্য।'

'যদি চাই বাচ্চাটা জন্মের পর পরই মারা যাক?'

'তা হলে জন্মের পর পরই মারা যাবে জারজটা। এটা এমন কোনো কাজ? ...এই তো কিছুদিন আগের কথা। তখন এক সপ্তাহও হয়নি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে স্মিথের মেয়েটা। এক বিছানায় আমি আর মেয়েটা পাশাপাশি শুই, মাঝখানে থাকে বাচ্চাটা। ঘুম খুবই গাঢ় আমার, জানেন হয়তো, তা ঘুমের ঘোরেই চড়ে গেলাম বাচ্চাটার উপর। চেঁচানোর আগেই দম বের হয়ে গেল ওটার। সকালে উঠে দেখি ভর্তা হয়ে আছে বাচ্চাটা, নীল হয়ে গেছে। মরা বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল মেয়েটা, বাছুর-হারানো গাভীর মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, "আমার কী দোষ? ঈশ্বর যেভাবে লিখে রেখেছিলেন সেভাবে মরেছে তোমার বাচ্চা। কান্নাকাটি না-করে তোমার বরং খুশি হওয়া উচিত। হাজার হোক জারজ সন্তান, লোকের কাছে

মুখ দেখাতে পারতে না—জন্ম দেয়ার দশ দিনের মাথায়ই এই বোঝা থেকে তোমাকে মুক্তি দিলেন ঈশ্বর। এই পাপের চিহ্নটাকে হয়তো কোথাও ফেলে দিয়ে আসতে হতো তোমার, অথবা এতিমখানায় দিয়ে আসতে হতো একটু বড় হলে। এখন কোনোটাই করতে হবে না। আর দাফন করতে যে-ক'টাকা খরচ হবে তা না-হয় কেটে রেখো আমার পারিশ্রমিক থেকে।"'

'তারপর?' গল্পটা আগ্রহী করে তুলেছে ফাদারকে, 'কী করল মেয়েটা?'

ইতস্তত করছে মেগস, জবাব দিতে চাচ্ছে না।

'কী হলো?' তাগাদা দিলেন ফাদার। 'কথা বলছ না কেন?'

'আপনার সামনে মিথ্যা বলবো না। ...আমার কথা শুনে কান্না থামাল মেয়েটা, তারপর দরজার-পাশে-রাখা হুড়কোটা নিয়ে এসে আচ্ছামতো পেটাতে লাগল আমাকে। দুটো বাড়ি খেয়েই জ্ঞান হারালাম আমি। এই দেখুন,' ব্লাউযের আস্তিন সরিয়ে দেখাল মেগস, 'কালশিরে রয়ে গেছে এখনও। তারপর...'

'থাক, থাক, হয়েছে, আর দেখাতে হবে না। এখন বলো, সিসিলির ব্যাপারটা দেখবে কি না? ভালো পারিশ্রমিক দেয়া হবে তোমাকে।'

'আমার হাত দিয়ে জন্ম নিতে গিয়ে এ-পর্যন্ত ডজনখানেক বাচ্চা মারা গেছে। সিসিলির বাচ্চাটারও যদি সে-রকম কিছু হয় তা হলেও কি পারিশ্রমিক দেয়া হবে আমাকে?'

'আরে বলে কী!' কুটিল হাসি হাসছেন ফাদার মন্ডন, 'তা হলে তো দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দেবো তোমাকে। এবং একই সঙ্গে কথা দিচ্ছি, তোমার গায়ে হাত দেয়ারও সাহস পাবে না কেউ।'

'কেউ না? এমলিন স্টোয়ারের মতো একটা ভয়ঙ্কর ডাইনি আছে সিসিলির সঙ্গে—মেয়েটার পালক-মা, সে-ও না?'

'কথা এত বাড়াচ্ছ কেন?' বিরক্ত হয়ে গেছেন ফাদার। 'বললাম তো কেউ তোমার গায়ে ফুলের টোকাটাও দিতে পারবে

না। বাচ্চাটা মারা যাওয়ামাত্র খবর পেয়ে তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো।'

'কিন্তু...'

'কিন্তু কী? আরও কিছু চাই তোমার? বলে ফেলো। এখানে সারারাত দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারবো না।'

'তা হলে সরাসরিই বলি। আপনি জানেন ছোটখাটো একটা...কী বলবো...ডাক্তারখানা আছে আমার। প্রেমিকের সঙ্গে পাপ করে যেসব মেয়ে ফেঁসে যায় তাদের "সুচিকিৎসার" ব্যবস্থা আছে আমার সেই ডাক্তারখানায়। কামাই যা করি তা ওই বাড়ির ভাড়া দিতে গিয়েই খরচ হয়ে যায়। তারপরও মন ভরছে না বাড়ির মালিকের, আরও বেশি ভাড়ায় রেকজনের কাছে দিতে চাচ্ছে সে বাড়িটা। এখন আপনি যদি ওই লোকটাকে একটু বলে দেন আগামী দু'বছর যাতে ভাড়া নিয়ে বিরক্ত না-করে আমাকে তা হলে...'

'ঠিক আছে, মনে থাকবে আমার। এখন সোজা গিয়ে ঢোকো আশ্রমে। তোমার ব্যাপারে বলে রাখা আছে মাদার ম্যাটিল্ডাকে, সব ব্যবস্থা তিনিই করবেন। আর শোনো, প্রতিদিন সকালে একবার আর রাতে একবার আমার কাছে এসে কী হলো না-হলো জানিয়ে যাবে। ঠিক আছে?'

মাথা নুইয়ে ফাদারকে সম্মান জানাল ফ্লাউণ্ডার মেগস, দাঁত বের করে হাসছে। 'আপনি যা বলবেন তা-ই হবে, মহামান্য।'

দশ

মাদার ম্যাটিল্ডা ব্যবস্থা করলে কী হবে, গুডি মেগসকে দেখামাত্র চিনতে পারলেন এমলিন, এবং ভয়ঙ্কর বাঘিনীর মতো রুখে দাঁড়ালেন।

'এই শয়তানটাকে ভালোমতো চিনি আমি,' চিৎকার করে বললেন তিনি, 'কী কাজ করে তা-ও জানি। আমার মেয়ের গায়ে যদি হাত দেয় সে তা হলে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো ওকে।'

পরিস্থিতি শান্ত করার দায়িত্ব নিলেন মাদার ম্যাটিল্ডা। স্বভাবসুলভ শান্ত গলায় বললেন, 'দেখো এমলিন, যত যা-ই বলো না কেন তুমি, একটা কথা কিন্তু ঠিক—তোমার আমার অথবা এই আশ্রমের কোনো সিস্টারেরই ধাত্রী হিসেবে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আর ধাত্রীর অভিজ্ঞতা থাকা তো পরের কথা, তুমি আর ব্রিজিট বাদে বিয়েই হয়নি কারও—কেউ বাচ্চার জন্ম দেয়নি, কারও বাচ্চা হওয়ার সময় উপস্থিতও ছিল না। ...গুডি মেগসকে আমিও পছন্দ করি না। কেমন বীভৎস চেহারা ওর, লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খায়, বেশি কথা বলে। লোকে বলে, পোয়াতী মেয়েদের বাচ্চা বিয়ানোর নামে নাকি গর্ভপাত ঘটানোর রমরমা ব্যবসা ফেঁদে বসেছে সে। এতকিছুর পরও, এই কাজে ওর মতো অভিজ্ঞ আর কেউ কিন্তু নেই আমাদের কাছে। এমনকী এ-রকমও শুনেছি, যে-মেয়ের বাচ্চা হবে তার অবস্থা যদি খুব খারাপ হয়ে

যায় তা হলে এমন কিছু কায়দা জানে মেগস যার ফলে ঠিকমতোই ভূমিষ্ঠ হয় বাচ্চাটা।'

'কিন্তু ওর হাতে অনেক বাচ্চাও তো মরেছে, তা-ই না?' একগুঁয়ের মতো বললেন এমলিন।

'হুঁ, মরেছে। কিন্তু তাতে ওর দোষের চেয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাই কি বেশি না? যাঁর হাতে জন্ম-মৃত্যু, তিনি যদি চান কাউকে মেরে ফেলতে তা হলে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা আছে কার?'

জবাব দিলেন না এমলিন।

'আরও একটা কথা আছে,' বলে চললেন মাদার ম্যাটিল্ডা, 'গ্রামে আর যে-ক'জন ভালো ডাক্তার আছে যারা এই কাজ করে, তাদের বেশিরভাগই পুরুষ। তাদের কাউকে কি এই আশ্রমে ঢুকতে দেয়া হবে? এখানে কোনো পুরুষের প্রবেশাধিকার কি আছে?'

'কিন্তু...কিন্তু...'

'কিন্তু কী? তুমি নিতে চাও দায়িত্বটা? যখন তোমার নিজের বাচ্চা হয়েছিল তখন তোমার বয়স কত ছিল? আর আজ তোমার বয়স কত? মাঝখানে কতগুলো বছর পার হয়েছে? বলো, সিসিলির দায়িত্ব নেবে তুমি? পারবে?'

আর কোনো উপায় নেই, বুঝতে পেরে চুপ করে চলে গেলেন এমলিন।

কিন্তু হাল ছেড়ে দিলেন না তিনি। আঠার মতো সবসময় সেঁটে থাকেন সিসিলির সঙ্গে। সবসময় চেষ্টা করেন নিজে রান্না করে সিসিলিকে খাওয়াতে, এমনকী সে যে-পানি খায় সেই পানিটাও আগে একচুমুক খেয়ে দেখেন তিনি। রাতে সিসিলির সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমান, দরজার ছিটকিনিটা ভালোমতো আটকানো আছে কি না দেখে নেন। যে-কাজের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে মেগসকে সে-কাজ ছাড়া পারতপক্ষে সিসিলির কাছে ঘেঁষতে দেন না ওকে।

শেষ পর্যন্ত মা হলো সিসিলি। ফুটফুটে একটা ছেলে হয়েছে ওর। ভেড়ার চামড়া দিয়ে বানানো বিছানাযুক্ত ছোট্ট একটা ঝুড়িতে রাখা হয়েছে ছেলেটাকে।

একজন যাজক এসে খ্রিস্টান বানালেন ওকে, নাম রাখা হলো জন ক্রিস্টোফার ফোটরেল। ফাদার মন্ডন আগেই বলে দিয়েছেন বংশের নাম হিসেবে হারফ্লিট নামটা কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।

শিশু ক্রিস্টোফারকে গোসল করাচ্ছেন গুডি মেগস, পাশেই বসে বাঘিনীর মতো ওর দিকে তাকিয়ে আছেন এমলিন, সিসিলি শুয়ে আছে বিছানায়। মেগস বলল, 'আমার হাত দিয়ে এ-পর্যন্ত দু'শ' তিনটা বাচ্চা এল পৃথিবীতে। এই বাচ্চাটা সবার চেয়ে সুন্দর, শপথ করে বলতে পারি। আর স্বাস্থ্যও বেশ ভালো—সাড়ে ন' পাউণ্ডের মতো ওজন। বেশ জোরে কাঁদে, হাত-পা ছুঁড়ে। আশা করা যায়...'

'আপনার কাজ শেষ হয়েছে?' পাশে বসা এমলিন হুঙ্কার দিলেন, 'না-হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি করুন। এত সময় নিয়ে গোসল করালে আর হাত-পা ছুঁড়তে হবে না ক্রিস্টোফারকে, কড়া ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ...কী হলো? আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখছেন? কাজ শেষ করুন, আমার কোলে দিন ক্রিস্টোফারকে।'

দেখা গেল, এভাবে যখনই কোনো বাহানায় শিশু ক্রিস্টোফারকে নেয় মেগস, তখনই পাল্টা অজুহাত দেখিয়ে ওর কাছ থেকে বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নেন এমলিন।

কিন্তু ক্রিস্টোফারকে কড়া পাহারা দিয়ে রাখতে গিয়ে খেয়ালই করলেন না তিনি, দিন দিন খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে সিসিলির স্বাস্থ্য। এতদিন বাচ্চা জন্ম দেয়ার জন্যই যেন বেঁচে ছিল, এবার মরতে বসেছে মেয়েটা।

যখন খেয়াল করলেন ততদিনে দেরি হয়ে গেছে অনেক।

মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়েছে সিসিলি।

'আর বাঁচবে না,' মেয়েটাকে একনজর দেখে ভবিষদ্বাণী করে এমলিনের দিকে তাকাল মেগস। 'ক্রিস্টোফারকে কি দেবেন আমার কাছে? ওকে কোলে নিয়ে বাগানে একটু ঘুরেফিরে বেড়াবো। সারাদিন ঘরে বন্ধ করে রাখাটা কি ঠিক? তাজা আলো-বাতাসের দরকার আছে না?'

এমলিন দেখলেন খুবই জরুরি কিছু কথা বলা দরকার সিসিলিকে, কিন্তু মেগস না-গেলে বলাও যাচ্ছে না। আবার ক্রিস্টোফারকে না-নিয়ে এই ঘর থেকে বেরও হবে না শয়তানটা। কয়েক মুহূর্ত ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি, ক্রিস্টোফারকে দিয়ে দিলেন মেগসের কাছে।

প্রথমে কিছুটা আশ্চর্য হলো মেগস, তারপর দাঁত বের করে হাসল, কথা না-বাড়িয়ে ক্রিস্টোফারকে কোলে নিয়ে দ্রুত বের হয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

সে যাওয়ার পর মুমূর্ষু সিসিলির পাশে বসে পড়লেন এমলিন। 'সিসিলি,' খুব নরম করে ডাকলেন তিনি, 'মেয়ে আমার, তাকাও আমার দিকে।'

তাকানো তো পরের কথা, নড়লও না সিসিলি।

মেয়েটার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল কি না সন্দেহ হলো এমলিনের। ওর বুকে হাত দিয়ে দেখলেন তিনি, তারপর চেপে-রাখা দম শব্দ করে ছাড়লেন। আবার ডাকলেন, 'সিসিলি, মা, কয়েকটা কথা বলার আছে তোমাকে। তোমার স্বামীর ব্যাপারে।'

ধীরে ধীরে দুই চোখ খুলল সিসিলি, নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এমলিনের দিকে। 'আমার স্বামীর ব্যাপারে?' কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে কোনো মড়া মানুষ কথা বলছে, 'আমার স্বামীর ব্যাপারে কী বলবে? অনেক আগেই মারা গেছে সে। আর কিছুক্ষণ পর আমিও মরবো। ওর সঙ্গে এতদিন পর দেখা হবে আমার, তা-ই না?'

প্রচণ্ড অস্থিরতায় ভুগছেন এমলিন। কথাগুলো সিসিলিকে না-

বললেই নয়, আবার এদিকে ক্রিস্টোফারকে নিয়ে মেগস কোথায় গেছে কে জানে! বিছানা থেকে নামলেন তিনি, একছুটে গিয়ে হাজির হলেন জানালার কাছে। তাকালেন বাগানের দিকে।

হ্যাঁ, ওই তো, হাঁটাহাঁটি করছে মেগস। কোলে ক্রিস্টোফার। একটু পর পর হাসছে হোঁতকা মহিলাটা, কী যেন বলছে বাচ্চাটাকে। চোখ পিটপিট করতে করতে ওকে দেখছে শিশু ক্রিস্টোফার, হাত-পা ছুঁড়ছে একটু পর পর।

আবার সিসিলির কাছে ফিরে এলেন এমলিন।

'আমার স্বামীর ব্যাপারে কী যেন বলবে বলছিলে?' ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সিসিলি। 'তাড়াতাড়ি বলো, তা না হলে হয়তো শোনার সৌভাগ্যও হবে না আমার।'

'সে মরেনি।'

উঠে বসতে চাইল সিসিলি, কিন্তু পারল না। অনেক কষ্ট করে মাথাটা একটু উঁচু করল শুধু। 'মরেনি! মানে?'

'মানে সে বেঁচে আছে...আমার অন্তত তা-ই মনে হয়।'

অপার্থিব খুশিতে চকচক করছে সিসিলির দুই চোখ। 'কথাটা এতদিন বলোনি কেন আমাকে?'

'বলিনি...আসলে বলার সুযোগ পাইনি। আর বললেও কিছু করার ছিল না তোমার।'

'ধরো আমাকে, বসিয়ে দাও।'

কাজটা করলেন এমলিন।

'তুমি কি সত্য বলছ? নাকি আমাকে খুশি করার জন্য...'

'না, সত্যি কথাই বলছি। তোমার স্বামী বেঁচে আছে।'

'এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসো আমার জন্য। খাবো আমি, তারপর তোমার কাহিনি শুনবো। কথা দিচ্ছি, সবটুকু শোনার আগে মরবো না। আমার ক্রিস্টোফার যদি বেঁচে থাকে তা হলে আমি মরতে যাবো কোন্ দুঃখে? ওকে খুঁজে বের করতে হবে, আমরা সবাই একসঙ্গে বেঁচে থাকবো...'

দুধ নিয়ে এসে সিসিলিকে দিলেন এমলিন। তারপর ওর পাশে বসে বলতে লাগলেন, 'বিস্তারিত বলতে পারবো না, শুধু আসল ঘটনাটুকু শোনো। কয়েকদিন আগে সবার অলক্ষে ফাদার মন্ডনের কেবিনে ঢুকে পড়েছিল থমাস বোল। এর আগে সে জানতে পেরেছিল স্পেন থেকে দুটো চিঠি নাকি এসেছে ফাদারের নামে। দুটো চিঠিই পায় সে সেখানে, দুটোই পড়ে। তারপর, যেভাবেই হোক, দেখা করতে আসে আমার সঙ্গে। তখন ওর সঙ্গে কথা হয় আমার...'

মেগস দেখল জানালার কাছে একবার এসেই সরে গেলেন এমলিন।

তার মানে, ভাবল মেগস, মুমূর্ষু সিসিলির কাছে গেছে ওই ডাইনিটা।

এতদিন পর সুযোগ এসেছে। মোক্ষম সুযোগ। বিষের পুরিয়া সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছে সে আশ্রমে আসার পর থেকে, কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সিসিলির খাবারে বিষ মেশাতে পারেনি। সব ব্যর্থতা ওই ডাইনি এমলিনের কারণে। ভেবেছিল শিশু ক্রিস্টোফারকে হাতে পেলে মজা বোঝাবে, তা-ও হলো না। কীভাবে যেন ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলল ওই ডাইনিটা। ডাইনি বলেই হয়তো পেরেছে; মুরগি যেভাবে ডিমে তা দেয় সেভাবে আগলে রেখেছিল বাচ্চাটাকে। তা না-হলে কবে আছাড় মেরে...

বাচ্চা জন্ম দেয়ার পর সিসিলির যে-অবস্থা, বাচ্চাটা মরেছে খবর পেলে সে-ও নির্ঘাত মারা যেত। তার মানে এক ঢিলে দু'পাখি ঘায়েল হতো। অসুবিধা নেই, আসার আগে দেখে এসেছে মেগস, মরতে চলেছে সিসিলি—আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার, বেশি হলে দুই দিন।

ক্রিস্টোফারের খাবারেও যে বিষ মেশাবে মেগস সে-উপায়

ছিল না, কারণ বাচ্চাটা এখন শুধু মায়ের-দুধ খায়। সুতরাং আজ, প্রকৃতপক্ষে প্রথমবারের মতো, সুযোগ পাওয়া গেছে। এবং যা করার প্রথম সুযোগেই করতে হবে।

কী করবে তা ভেবে বের করতে বেশি সময় লাগল না মেগসের। কিন্তু হঠাৎ করেই খেয়াল করল সে, সিস্টার ব্রিজিট নিঃশব্দে অনুসরণ করছেন ওকে।

'এই পাগলী!' খেঁকিয়ে উঠল সে, 'এদিকে ঘুরঘুর করছিস কেন? যা এখান থেকে! তা না হলে ঘুসি মেরে তোর নাক ফাটিয়ে দেবো। যা বলছি।'

গুডি মেগসকে ভয় পান সিস্টার ব্রিজিট, সবসময় দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু আজ সিসিলির ছেলেটাকে মেগসের কোলে দেখে কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে তাঁর, তাই সেই তখন থেকে পিছু লেগে আছেন।

ধমক খেয়ে কুঁকড়ে গেলেন তিনি, দৌড়ে পালালেন। কিন্তু ফিরে এলেন একটু পরই। বাগানের একধারে জন্মে আছে বেশ কিছু লাইলাকের-ঝোপ, সেগুলোর আড়ালে লুকিয়ে পড়ে দেখতে লাগলেন কী করে গুডি মেগস।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হয়েছে মেগস, কেউ দেখছে না ওকে। মোটা শরীর নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দৌড়ে গেল সে গির্জার দিকে। ভিতরে ঢুকে দরজার হুড়কো আটকে দিল, দূর থেকে সে-শব্দ শুনতে পেল সিস্টার ব্রিজিট।

কী করা উচিত বুঝতে পারছেন না তিনি। গিয়ে সব বলবেন মাদার ম্যাটিল্ডাকে? কিন্তু মাদার সম্ভবত ঘুমাচ্ছেন এখন। তা হলে? এমলিনকে ডেকে আনবেন? কিন্তু নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো কাজে ব্যস্ত তিনি, তা না হলে সিসিলির ছেলেটাকে নিতে পারত না মেগস।

শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন ব্রিজিট, অন্তত গির্জার কাছে যাবেন, জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখবেন বাচ্চাটাকে নিয়ে কী করছে

গুডি মেগস।

ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে দৌড় দিলেন তিনি। একদৌড়ে গিয়ে হাজির হলেন গির্জার একটা জানালার কাছে। আবর্জনা বহন করার ঠেলাগাড়িটা টেনে আনলেন, তারপর উঠে দাঁড়ালেন সেটার উপর। জানালার কাচে নাক ঠেকিয়ে তাকালেন ভিতরে।

সূর্য ডুবছে। গির্জার ভিতরে ছায়া ছায়া অন্ধকার। বেদির উপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে মেগস। ওর হাঁটুর কাছে চিত হয়ে পড়ে আছে বাচ্চাটা। এক হাতে ওর মুখ চেপে ধরেছে মেগস যাতে কাঁদলেও আওয়াজ বাইরে না-যায়, আরেক হাতে সর্বশক্তিতে চেপে ধরেছে গলা!

দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে শিশু ক্রিস্টোফার!

আতঙ্কে হাত-পা অবশ হয়ে গেছে সিস্টার ব্রিজিটের। নড়তেও পারছেন না তিনি, চেঁচিয়ে কাউকে ডাকতেও পারছেন না। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মেগসের দিকে।

তাই, টেরও পেলেন না, মরচে-ধরা বর্ম-পরা লোকটা কোত্থেকে কখন কীভাবে হাজির হলো গুডি মেগসের পিছনে।

নিজের কাজে এত ব্যস্ত ছিল মেগস যে, সে-ও টের পায়নি কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে ওর পিছনে। যখন বুঝতে পারল ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল সে, দুই হাত আপনাআপনি সরে গেল ক্রিস্টোফারের গলা আর মুখ থেকে।

চিৎকার করে কেঁদে উঠল ক্রিস্টোফার।

গুডি মেগসের ভালোমতোই জানা আছে, বর্ম পরে ব্লসহোমের গ্রামগুলোতে কে ঘুরে বেড়িয়েছে এই কিছুদিন আগেও। তাই চিৎকার করে উঠল সে-ও, ক্রিস্টোফারের চেয়েও অনেক জোরে। চেঁচাতে চেঁচাতেই বলছে, 'আমি না...কোনো দোষ নেই

আমার...আমাকে বলা হয়েছে এই কাজ করলে অনেক টাকা দেয়া হবে...'

কিন্তু ততক্ষণে বিশাল এক খঞ্জর বের হয়ে এসেছে স্যর জনের ভূতের হাতে। গির্জা কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল সে, উঁচু করল হাতে-ধরা খঞ্জর।

এরপর কী হলো দেখার আগে জ্ঞান হারালেন সিস্টার ব্রিজিট, ঠেলাগাড়ির উপর থেকে তাঁর অজ্ঞান দেহটা লুটিয়ে পড়ল বাগানের মাটিতে।

এক ঘণ্টা পর।

উদ্ধার করা হয়েছে ক্রিস্টোফারকে। উদ্ধার করা হয়েছে সিস্টার ব্রিজিটকেও। চিৎকার শুনে ছুটে গিয়েছিল নানরা, কেউ কেউ ভেবেছিল গণ্ডগোলটা যখন গির্জার ভিতরে তখন পার্শ্বদরজার হুড়কো ভিতর থেকে নিশ্চয়ই লাগানো থাকবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ধাক্কা দিতেই খুলে যায় দরজাটা, তখন হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ে সবাই।

দেখতে পায়, মেঝেতে পড়ে আছে গুডি মেগসের নিষ্প্রাণ দেহ। প্রচণ্ড ভয়ে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা, বোঝাই যাচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত ভয়ের কারণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে সে। বেদির উপর চিত হয়ে পড়ে আছে ক্রিস্টোফার, হাত-পা ছুঁড়ছে আর চিৎকার করে কাঁদছে। ওর ফর্সা গলায় আঙুলের দাগ, তার মানে বাচ্চাটার গলা টিপে ধরেছিল কেউ।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আশ্রমে ফিরে আসে সবাই।

ক্রিস্টোফার এখন শুয়ে আছে মায়ের কোলে। ধাতস্থ হতে পেরেছেন সিস্টার ব্রিজিট; কী হয়েছিল, কী দেখেছেন বলছেন সবাইকে। তবে সিসিলি আর এমলিন নেই ওদের মধ্যে, ওরা কিছুই জানে না—জানানো হয়নি। ওদের ঘর সবচেয়ে দূরে, ক্রিস্টোফারের কান্নার আওয়াজ বা গুডি মেগসের চিৎকার শুনতে

পায়নি তাই।

খবর পাঠানো হয়েছে ফাদার মন্ডনের কাছে। কয়েকজন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজির হলেন তিনি। সব শুনলেন, শুনতে শুনতে তাঁর চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল, সঙ্গের সন্ন্যাসীরা কয়েকবার করে ক্রস করল।

ব্রিজিটের কথা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলেন ফাদার, 'গুডি মেগস কোথায় এখন?'

'গির্জার ভিতরেই আছে,' জবাব দিলেন মাদার ম্যাটিল্ডা, 'ওর লাশ সরানোর সাহস পাইনি আমরা।'

'চলো দেখি,' সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গির্জার দিকে এগোলেন ফাদার।

কিন্তু দরজায় ধাক্কা দিয়ে বোকা বনে যেতে হলো তাঁকে।

ভিতর থেকে আটকে দেয়া হয়েছে দরজাটা!

মাদার ম্যাটিল্ডার দিকে তাকালেন তিনি। 'কী ব্যাপার? কে আছে ভিতরে?'

ঢোক গিললেন মাদার। 'কেউ...কেউ না তো! এই সময়ে...এই রাতের বেলায় ঝড়তুফানের মধ্যে এমনকী এমলিনও তো ঢুকবে না ভিতরে।'

'তা হলে কে আছে?' চিৎকার করতে চাইলেন কিন্তু ফাদারের গলা দিয়ে সেভাবে আওয়াজ বের হলো না। 'কে আটকে দিয়েছে দরজাটা? তখন না বললেন খোলা ছিল?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই...খোলা ছিল,' গলায় জোর নেই মাদার ম্যাটিল্ডারও।

কী করবেন সিদ্ধান্ত নিলেন ফাদার। দু'জন সন্ন্যাসীকে পাঠালেন কাছের গ্রামে, তালার মিস্ত্রি নিয়ে আসবে ওরা। বাকিদেরকে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই গির্জার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি।

মিস্ত্রি এল, বাইরে থেকে আংটা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে হলো।

মশাল আর মোমবাতি জ্বালানো হলো।

ফাদার মন্ডন হাঁটছেন সবার আগে। মনে মনে সমানে দোয়াদরুদ পড়ছেন তিনি, যদিও এমন একটা ভান করছেন যেন এসব কোনো ব্যাপারই নয়। সন্ন্যাসীরা ঘিরে আছে তাঁকে, পিছনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এগোচ্ছে নানরা। তালার মিস্ত্রিরা সবার পিছনে; কৌতূহল চেপে রাখতে না-পেরে গির্জায় ঢুকেছে ওরা, তবে অবস্থা বেগতিক দেখলেই ঘুরে ছুট লাগাবে।

সবার চোখ বেদির দিকে। নীচে, মেঝেতে পড়ে আছে কিছু একটা, বলা ভালো কেউ একজন। কে, অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

এবং এই অতি-মনোযোগের কারণেই, এতগুলো লোকের কেউই খেয়াল করল না, গির্জার ভিতরে এতক্ষণ ধরে লুকিয়ে-থাকা ঘন কালো বিশালদেহী একটা ছায়া বের হয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে।

গুডি মেগসের মৃতদেহ থেকে ঠিক দশ হাত দূরে থেমে দাঁড়ালেন ফাদার মন্ডন। এদিক-ওদিক তাকালেন, এখনও বুঝতে পারছেন না মৃত মেগস ছাড়া আর কেউ যদি গির্জার ভিতরে না-ই থাকবে তা হলে ভিতর থেকে হুড়কো আটকে গেল কীভাবে? তবে কি যা রটেছে তা সত্যি?

জোরে মাথা ঝাঁকালেন তিনি, এসব অশুভ চিন্তা মন থেকে জোর করে দূর করতে চাইলেন বোধহয়। তাকালেন মেগসের দিকে।

এতগুলো জ্বলন্ত-মশালের আলো সরাসরি গিয়ে পড়ছে মরা মানুষটার উপর। এই এক ঘটনাতেই ওর বয়স যেন বেড়ে গেছে দশ বছর। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, সেজন্য আরও মোটা দেখাচ্ছে ওকে। চ্যাপ্টা চেহারার একদিকে বেশ বড় নীলচে দাগ, তার মানে কেউ, বা কিছু একটা জোরে আঘাত করেছে সেখানে। বিস্ফারিত হয়ে আছে দুই আয়ত চোখ, জঘন্য লাগছে দেখতে।

বাঁকানো মুখটা আরও বেঁকে গেছে।

মরার পর প্রচণ্ড ভীতিকর চেহারা হয়েছে ফ্লাউণ্ডারের। কাউকে, অথবা কিছু একটা দেখে চরম ভয় পেয়েছিল সে। আর সেই ভয়েই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে ওর।

রক্ত সরে গেছে ফাদার মন্ডনের চেহারা থেকে। আবারও এদিক-ওদিক তাকালেন তিনি। এবং এতক্ষণে ক্রস করলেন।

পরদিন সকালে আশ্রমের অতিথিকক্ষে প্রায় সব সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন ফাদার মন্ডন। মাদার ম্যাটিল্ডা, নানরা সবাই এবং এমলিনও আছেন।

'যাদুবিদ্যা!' চেঁচিয়ে উঠলেন ফাদার, কিল মারলেন টেবিলে। 'শয়তান নিজে হাজির হয়েছে এই অঞ্চলে, কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গও যোগাড় করে ফেলেছে ইতোমধ্যে। ঘাঁটি গেড়েছে এই আশ্রমে। গতরাতে...'

'তবে এ-পর্যন্ত কারও কোনো ক্ষতি করেনি শয়তানটা,' বলে উঠলেন এমলিন, গতকালের ঘটনা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছেন তিনি, 'বরং নিষ্পাপ একটা বাচ্চার জীবন বাঁচিয়েছে, আর জঘন্য খুনিকে নিজের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখিয়ে পাঠিয়েছে পরপারে।'

'চুপ করো, ডাইনি কোথাকার! ...একে এখানে নিয়ে এসেছে কে? এখান থেকে বের করে দিন ওকে,' মাদার ম্যাটিল্ডার দিকে তাকালেন ফাদার।

'সে কি ভুল কিছু বলেছে?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন মাদার ম্যাটিল্ডা, 'স্যর জনের ভূতটাকে দেখা গেছে গির্জার ভিতরে–স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু সিসিলির ছেলেটাকে নিয়ে গির্জার ভিতরে কেন গিয়েছিল গুডি মেগস তা জানতে কি বাকি আছে কারও? ছেলেটাকে খুন করতে পারলে, মরার আগে বলছিল সে, অনেক টাকা নাকি দেয়া হবে ওকে—নিজের কানে শুনেছে সিস্টার ব্রিজিট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে দেবে টাকাটা? আশ্রমের

কেউ তো ওকে একটা টাকা দেয়ার কথাও বলেনি? তা হলে?'

'আমি কি এখানে জবাবদিহি করতে এসেছি? আপনি কিন্তু ইদানীং বাড়াবাড়ি করছেন, মাদার ম্যাটিল্ডা। আমাকে প্রশ্ন করার সাহস কোত্থেকে পেলেন আপনি? জানেন, ইচ্ছা হলেই আপনাকে বাধ্য করতে পারি এই আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে? নাকি ধরে নেবো ডাইনিদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আপনার স্বভাব-চরিত্রও নষ্ট হয়ে গেছে?'

রেগে গেলেন মাদার ম্যাটিল্ডা, 'কী ভেবেছেন আপনি? কিছুই জানি না আমি? কোন্ অধিকার বলে আমাকে বাধ্য করবেন আপনি আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে? আমাকে তাড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা কে দিয়েছে আপনাকে? এই আশ্রম, এবং এটার মতো আর যত আশ্রম আছে সবগুলো দায়িত্ব ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের হাতে। রাজা প্রথম এডওয়ার্ড চালু করে গেছেন এই আইন, এবং আজ পর্যন্ত তা চলছে। আপনি, নিজের তথাকথিত ক্ষমতাধর বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় এই আশ্রমের শাসনভার জোর করে দখল করেছেন। রাজা অষ্টম হেনরির সংশোধনী অনুযায়ী আমি এখনও এককভাবে এই আশ্রম চালানোর ক্ষমতা রাখি, জানেন? আর আপনি কি না বলছেন আমাকে তাড়িয়ে দেবেন? ঠিক আছে, চলুন রাজার কাছে, সেখানে গিয়ে সব বলি, দেখি কে কাকে তাড়ায়।'

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ফাদার মন্ডন, কল্পনাও করতে পারেননি তাঁর মুখের উপর এত বড় কথা বলতে পারেন মাদার ম্যাটিল্ডা।

সিস্টারদের নিয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলেন মাদার।

দ্রুত সেরে উঠছে সিসিলি।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে হেঁটেচলে বেড়াতে লাগল সে, দশ দিন পর আগের শক্তি ফিরে এল শরীরে। ফাদার মন্ডনের কোনো খবর নেই, কাজেই ক্রিস্টোফারকে নিয়ে বেশ সুখেই দিন কাটিয়ে

দিচ্ছে সে।

আশপাশের ঘটনা নিয়ে এমলিনের সঙ্গে প্রতিদিন আলোচনা চলে ওর, এবং এ-রকম টুকটাক কথাবার্তা থেকেই সিসিলি জানতে পারল থমাস বোলের ব্যাপারে।

এমলিনের পরামর্শেই, অ্যাবির আটশ' ভেড়া পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলেছে থমাস বোল, যাতে খোলা আকাশের নীচে থাকার কষ্টের পর এবার খাবারের কষ্টে ভুগতে শুরু করেন ফাদার আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। স্যর জনের বর্ম চুরি করে পরে ভূত সেজে ভয় দেখিয়েছে সে-ই, ন্যায়বিচারের "প্রার্থনা" জানিয়েছে আশপাশের কিছু গ্রামে। জনাথন ডিকসেকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে আধমরা করেছে। তীরে আগুন লাগিয়ে অ্যাবিতে গিয়ে মুখরোচক গল্প শুনিয়ে ফাদার আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের ভয় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

আর গির্জার ভূত তো সে নিজেই। কালো আলখাল্লা পরে রাতের বেলায় বাগানের মধ্য দিয়ে চলাচল করার সময় দু'-একজন সিস্টারের চোখে পড়ে গেছে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নানরা ওকে ভূত বলেই ধরে নিয়েছে। এমলিনের সঙ্গে গির্জার ভিতরে নিয়মিত কথা হয় ওর, সেই আওয়াজ শুনে অন্য কিছু ভেবেছে সিস্টাররা।

আগুনের গোলকের ভিতরে অ্যাণ্ড্রিউ উডসের চেহারা দেখার গল্প সম্পূর্ণ বানোয়াট। স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটের "তথাকথিত" কবর খুঁড়ে অ্যাণ্ড্রিউর খুলিটা সরিয়েছে থমাস বোল, তারপর সেটা রাতের আঁধারে বসিয়ে দিয়েছে ফাদারের কেবিনের দিকে মুখ-করে-থাকা গির্জার চূড়ায়। ওই কেবিনে ঢুকে স্পেন-থেকে-আসা চিঠি দুটো সে-ই পড়েছে, পরে এমলিনের সঙ্গে দেখা করে স্যর ক্রিস্টোফার যে বেঁচে আছেন তা জানিয়েছে।

শিশু ক্রিস্টোফারকে গুডি মেগসের কবল থেকে বাঁচিয়েছে সে-ই। তবে ব্যাপারটায় ঈশ্বরের হাতও আছে, অস্বীকার করা যাবে না। এমনিতে শেষবিকেলের দিকে এমলিনের সঙ্গে দেখা

করতে আসে থমাস বোল, কিন্তু সেদিন, অনেকটা অলৌকিকভাবেই, তাড়াতাড়ি এসে পড়েছিল। এমলিন যতক্ষণ না গির্জার ভিতরে ঢুকে ততক্ষণ সেইণ্ট লুসির মূর্তির ভিতরে লুকিয়ে থাকে থমাস। সেদিনও ছিল, হঠাৎ দেখে ক্রিস্টোফারকে কোলে নিয়ে ভিতরে এল গুডি মেগস, হুড়কো আটকে দিয়ে বেদির কাছে এসে শুইয়ে দিল বাচ্চাটাকে। তারপর একহাতে বাচ্চাটার গলা টিপে ধরে আরেকহাতে চেপে ধরল মুখ।

ডালা খুলে বাইরে বের হয়ে এল থমাস। মেগস তখন নিজের কাজে এত ব্যস্ত যে, কিছুই টের পেল না। থমাসের বিশাল শরীরের ছায়া পড়ল বেদির উপর, চমকে গেল মহিলা, চিনতে পারল "ভূতটা" কার, ওকে খঞ্জর তুলতে দেখে ভয়েই প্রাণ হারাল।

তবে মহিলার চেহারার একপাশে থমাসের লাথিটা যে মোক্ষম হয়েছিল তা-ও অস্বীকার করার উপায় নেই।

কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না থমাস। ক্রিস্টোফার তখন গলা ফাটিয়ে কাঁদছে। বেদি থেকে নেমে দরজার হুড়কো খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখে থমাস, নানরা ছুটে আসছে। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে আবার মূর্তির ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নেয় সে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দরজা আটকানোর কথা মনে থাকে না। ভালোই হয় একদিক দিয়ে—নানরা সহজেই ঢুকতে পারে ভিতরে। ক্রিস্টোফার আর সিস্টার ব্রিজিটকে উদ্ধার করা হয়।

এমলিনের সঙ্গে দেখা করাটা জরুরি ছিল, তাই গির্জার ভিতরে অপেক্ষা করতে থাকে থমাস বোল। মেঝেতে তখন পড়ে ছিল গুডি মেগসের লাশ। কিন্তু সন্ধ্যার পর জানালা দিয়ে দেখে থমাস, তুমুল বৃষ্টি উপেক্ষা করে দলবল নিয়ে আসছেন ফাদার মন্ডন। তখন দুষ্টু বুদ্ধি পেয়ে বসে ওকে; হুড়কোটা আবার আটকে দিয়ে গির্জার অন্ধকার এক কোনায়, কতগুলো ভাঙা বেঞ্চির আড়ালে বসে দেখতে থাকে কী হয়।

হুড়কো ভেঙে সবাইকে নিয়ে ভিতরে ঢোকেন ফাদার, থমাস বোল যখন বুঝতে পারে সবার নজর মৃত মেগসের উপর তখন চুপিসারে পালায়।

সব কথা জানার পর সিসিলি বলল, 'তা হলে তো থমাসের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করতে হয় আমার।'

'কেন?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইলেন এমলিন।

'ধন্যবাদ জানাবো।'

'এখন আর ধন্যবাদ দিয়ে কী হবে? যা করার নিঃস্বার্থভাবে করেছে সে। এ-ই হচ্ছে একজন খাঁটি মানুষের পরিচয়।'

'মানলাম। কিন্তু আমি দেখা করবোই ওর সঙ্গে। ঝুঁকি নিয়ে যা সে করেছে আমাদের জন্য তা কেউ কোনোদিন করবে কল্পনাও করিনি। কে বন্ধু আর কে শুধু সঙ্গী তা দুর্দিনেই বোঝা যায়। ...ওকে দেয়ার মতো কিছুই নেই আমার কাছে, শুধু ধন্যবাদটুকু দিতে চাই।'

'কিন্তু...কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে।'

'কেন?'

'কারণ আমি গির্জায় যাই, সবাই আমাকে অন্য চোখে দেখে, পিছু নেয় না বা ঘাঁটায় না। থমাসের সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে আমার অসুবিধা হয় না তাই। কিন্তু তুমিও যদি যাতায়াত শুরু করো তা হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে, কারও-না-কারও চোখে পড়বেই, খবরটা ফাদারের কানে পৌঁছাতে সময় লাগবে না। আর তিনি যদি একবার সন্দেহ করতে শুরু করেন তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমাদের।'

'কিচ্ছু হবে না। তুমি এত চিন্তা কোরো না। আমি থমাস বোলের সঙ্গে দেখা করবোই।'

জেদ চেপে বসেছে মেয়েটার মনে, ভাবলেন এমলিন, থমাসের সঙ্গে দেখা না-করা পর্যন্ত পীড়াপীড়ি করতে থাকবেই সে। 'ঠিক আছে,' শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন তিনি, 'ঈশ্বরই

জানেন কী আছে আমাদের কপালে।'

সেদিনের সেই কথোপকথনের সময়, এমলিন বা সিসিলির কেউই টের পেলেন না, তাঁদের ঘরের আধখোলা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন সিস্টার ব্রিজিট।

এতদিনের সব "রহস্যের" সমাধান শোনার পর, এতদিনের সব "গোপন" খবর জানার পর, আধ-পাগল সেই নান কী করবেন ভেবে পেলেন না প্রথমে। খুশিতে, উত্তেজনায় তাঁর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে যেন!

মাদার ম্যাটিল্ডাকে গিয়ে বলবেন সব? নাহ্। মাদারকে তেমন একটা পছন্দ হয় না ওর। এই কিছুদিন আগেও ওকে বকাঝকা করেছেন মাদার, তা-ও আবার সবার সামনে। সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত বাড়াবাড়ি না-করলেও পারতেন তিনি।

অন্য সিস্টারদের জানাবেন? না, সেটাও করা যাবে না। তাঁর মনে হয় অন্য সিস্টাররা আসলে হিংসা করে তাঁকে, বাইরে যত খাতিরই দেখাক না কেন আসলে ভিতরে ভিতরে জ্বলে-পুড়ে মরে। না, ওদেরকেও বলা যাবে না। তাঁর কাছ থেকে জেনে গির্জার ভূতের রহস্য উদ্ঘাটন করার কৃতিত্ব তখন দাবি করতে পারে যে-কেউ।

কিন্তু কাউকে-না-কাউকে বলতেই হবে। না-বললে পেট ফেটে মরবেন সিস্টার ব্রিজিট। তিনি আবার পেটে কথা রাখতে পারেন না, রাখতে গেলেই পেট ভীষণ ফেঁপে যায়, দম আটকে আসতে থাকে!

কাকে বলা যায়? কাকে?

ভাবতে ভাবতে বাগানে চলে এলেন সিস্টার ব্রিজিট। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলেন, এক ধারে কাজ করছে বুড়ো মালিটা।

সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে নেচে উঠল ব্রিজিটের মন।

এ-ই তো, পাওয়া গেছে!

সিস্টার ব্রিজিট শুনেছেন বুড়ো নাকি কালা। তার মানে, ওকে সব বললেও সমস্যা নেই, আবার নিজের শারীরিক-মানসিক সব অস্বস্তি থেকে বাঁচারও সমূহ সম্ভাবনা।

এক দৌড়ে গিয়ে হাজির হলেন তিনি বুড়ো মালির কাছে।

সূর্য ডুবছে। শেষবিকেলের লম্বা লম্বা ছায়া বাগানের এখানে-সেখানে।

গির্জার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছেন এমলিন, পাশে ক্রিস্টোফারকে কোলে নিয়ে সিসিলি। আসার আগে নানদের বলে এসেছে সে, চরম বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে ওর ছেলেটা, তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে গির্জায় যাচ্ছে। কেউ কিছু বলেনি, কিছু জানতেও চায়নি।

বেদির সামনে হাঁটু গেড়ে বসল দু'জনে, প্রার্থনা করার ভান করছে। এমন সময় শোনা গেল টোকা দেয়ার মৃদু আওয়াজ—ঠক ঠক!

এসে গেছে থমাস বোল, লুকিয়ে আছে সেইন্ট লুসির মূর্তির ভিতরে।

বেদির কাঠে দু'বার টোকা দিলেন এমলিনও। তার মানে, সব ঠিক আছে, বিপদের সম্ভাবনা নেই।

মূর্তির ভিতর থেকে বের হয়ে এল থমাস। পোশাকের উপরে স্যর জনের বর্মটা পরে আছে। এগিয়ে গিয়ে সিসিলির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে, চুমু খেল হাতে। 'কেমন আছেন আপনি?' আবেগে কাঁপছে ওর কণ্ঠ, 'আপনার ছেলেটা কেমন আছে? আমাকে যা যা করতে বলেছিল এমলিন সেগুলো ঠিকমতো করে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি তো?'

'অবশ্যই, অবশ্যই,' আবেগে কাঁপছে সিসিলির কণ্ঠও, 'আজ আমি নিঃস্ব এক ভিখিরি ছাড়া আর কিছুই নই, যদি একটুকরো সোনাও থাকত আমার কাছে তা হলে তা-ও দিয়ে দিতাম

তোমাকে। মন থেকে প্রার্থনা করি, সাহস করে ঝুঁকি নিয়ে এত কিছু করেছ আমার জন্য—ঈশ্বর যেন তোমাকে পুরস্কৃত করেন।'

'ধন্যবাদ দিয়ে আরও ছোট করবেন না আমাকে, লেডি সিসিলি,' চোখের পানি মুছছে থমাস, 'নিজের বুদ্ধিতে তেমন কিছুই করিনি আমি। এমলিন বলে দিয়েছে, আমি সেসব পালন করেছি মাত্র। আর আপনার বাচ্চাকে বাঁচানোর কথা যদি বলেন, তা হলে বলবো আমার চেয়ে ঈশ্বরের অবদানই বেশি। ভেড়ার পাল নিয়ে ফিরে এসেছি, বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দেবো ভাবছি, হঠাৎ মনে হলো জরুরি একটা কথা এমলিনকে না-জানালেই নয়। বর্ম আর আলখাল্লা পরে ছুটে এসে দেখি...। সেদিনের সেই ঘটনার পর আবারও জানতে পারলাম, জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বরের হাতে—আমাকে দিয়েই গুডি মেগসকে তুলে নিলেন তিনি পৃথিবী থেকে, আর বেঁচে থাকল আপনার ছেলেটা।'

'হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই আমিও। আমাদের আশপাশে যা যা ঘটে তার সবকিছুতেই হাত আছে তাঁর। ...একটা কথা বলো তো, থমাস। আমার স্বামী নাকি বেঁচে আছে? সে নাকি মরেনি, আহত হয়েছিল শুধু? ওর বদলে নাকি অন্য লোককে দাফন করা হয়েছে? শুনেছি ওকে অজ্ঞান অবস্থায় জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে অন্য দেশে? সব বলো আমাকে, কিচ্ছু বাদ দেবে না। আমি সব শুনতে চাই।'

সব বলতে শুরু করল থমাস বোল।

ওর বলা শেষ হলে জিজ্ঞেস করল সিসিলি, 'আর? আর কিচ্ছু জানো না তুমি? জলদস্যুদের হাতে ধরা পড়েছে ওরা...তারপর? তারপর কী হয়েছে?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল থমাস, এমন সময় গির্জার জানালায় কিছু একটার, অথবা কোনো একজনের ছায়া পড়ল।

চমকে উঠে সেদিকে তাকাল ওরা তিনজন।

সঙ্গে সঙ্গে শরীরের রক্ত জমে গেল ওদের।

ফাদার ক্লেমেন্ট মন্ডন!

একদৃষ্টিতে দেখছেন তিনি ওদের তিনজনকে। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছে তাঁর চেহারায়।

কেউ নড়ার আগেই দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা।

ফাদার মন্ডনের সাঙ্গপাঙ্গরা দাঁড়িয়ে আছে। কারও হাতে নগ্ন তরবারি, কারও হাতে খঞ্জর।

ভয়ঙ্কর জোরে চিৎকার করে উঠল থমাস বোল, দৌড় দিল দরজার দিকে, ওর এক হাতে দেখা যাচ্ছে খঞ্জর আরেক হাতে বিশাল এক হাতকুড়াল।

সন্ন্যাসীরা কিছু করার আগেই ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। তরবারির কোপ আর খঞ্জরের গুঁতো সমানে লাগছে ওর শরীরে, কিন্তু বর্ম আর শিরস্ত্রাণের কারণে কিছুই হচ্ছে না ওর। এদিকে দু'হাত সমানে চালাচ্ছে সে—যুদ্ধবিদ্যায় বলতে গেলে অপটু সন্ন্যাসীদের অনেকেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে ওর কুড়ালের কোপে, অথবা খঞ্জরের আঘাতে।

ভুল করেছেন ফাদার মন্ডন—মালির কাছ থেকে "স্যর জনের ভূতের" ব্যাপারে জানতে পেরে এত তাড়াহুড়ো করে এসেছেন যে, ভাড়াটে সৈন্যদের সঙ্গে করে নিয়ে না-এসে সন্ন্যাসীদের নিয়ে এসেছেন।

আর এ-কারণেই পালাতে অসুবিধা হলো না থমাস বোলের। যখন বুঝতে পারল ওকে বাধা দিতে পারবে না কেউ, তখন একদৌড়ে গিয়ে হাজির হলো আশ্রমের সদর-দরজার কাছে। গির্জার ভিতরে কী হচ্ছিল কিছুই জানে না পাহারাদাররা, রক্তাক্ত খঞ্জর আর হাতকুড়ালসহ থমাসকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল ওরা, আর এই সুযোগে ভিতর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে সবার সামনে দিয়ে। মাঠ পার হয়ে সোজা ঢুকে পড়ল জঙ্গলে, আর দেখা গেল না ওকে।

ওকে পালিয়ে যেতে দেখলেন ফাদার মন্ডন, তারপর যে-

ঠেলাগাড়ির উপর দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন ওর বীরত্ব সেখান থেকে লাফিয়ে নেমে গিয়ে ঢুকলেন গির্জার ভিতরে। দাঁড়ালেন এমলিন আর সিসিলির মুখোমুখি। যে ক'জন সন্ন্যাসী অক্ষত আছে তারাও আছে তাঁর সঙ্গে।

এমলিন, সিসিলি আর ক্রিস্টোফারকে পালা করে দেখলেন ফাদার, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, 'থমাসের সঙ্গে তোমাদের এই আঁতাত কত দিন থেকে?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমলিন, কিন্তু তার আগেই বলে উঠল সিসিলি, 'সে থমাস বোল না, আমার বাবার ভূত।'

নিজেকে সংযত রাখতে কষ্ট হচ্ছে ফাদারের। 'তোমার বাবার ভূত?'

'জী।'

'তা, সে এই সময়ে এখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল কেন?'

'আমি আসতে বলেছিলাম।'

'ও, আচ্ছা। তুমি তা হলে ভূতদের দেখা করতে আসতে বলতেও পারো?'

'সব ভূতকে না। আপনি যাদেরকে খুন করেছেন, শুধু তাদেরকে।'

'তা হলে তো দু'দিন পর তোমার স্বামীর ভূতও দেখা যাবে গির্জার ভিতরে, তা-ই না?'

'না, যাবে না।'

'কেন?'

'কারণ সে মরেনি।'

মনে মনে হোঁচট খেলেন ফাদার মন্ডন। তবে চেহারায় সে-ভাব প্রকাশিত হতে দিলেন না। সঙ্গে বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসী আছে, ওদের সামনে কিছু জিজ্ঞেস করলেও বিপদ হতে পারে আবার জিজ্ঞেস না-করলেও ভুল বুঝতে পারে ওরা।

শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেললেন তিনি, 'কে বলেছে তোমাকে মরেনি ক্রিস্টোফার?'

'ওই ভূতটা,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল সিসিলি।

ভূতটা মানে থমাস বোল। আর এই থমাসের উপরই দায়িত্ব ছিল "ক্রিস্টোফার" ওরফে অ্যাণ্ড্রিউ উডসের লাশটা কবর দেয়ার।

গলা খাঁকারি দিলেন ফাদার, অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। আর কিছু জানতে চাওয়ার সাহস হচ্ছে না। রাগ উবে গেছে তাঁর।

খোঁচা মারার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইল না সিসিলি। 'কী ব্যাপার, ফাদার? শরীর খারাপ লাগছে?'

'আর কী কী বলেছে সে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন ফাদার।

'বলেছে ক্রিস্টোফারের ব রে ক্রিস্টোফারের বদলে দাফন করা হয়েছে অ্যাণ্ড্রিউ উডস নামের এক মাতাল স্কচম্যানকে আর এজন্যই শান্তি পাচ্ছে না উডসের আত্মা, ওর খুলিটা হাজির হয়েছে আপনার কেবিনের সামনে। ভূতটা আরও বলেছে, ক্রিস্টোফারকে গুরুতর আহত অবস্থায় ব্রাদার মার্টিন নামের এক লোককে দিয়ে জাহাজে চড়িয়ে স্পেনে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনি। জলদস্যুদের কবলে পড়েছে গ্রেট ইয়ারমাউথ নামের জাহাজটা, কিন্তু বেঁচে আছে আমার স্বামী। ওই জাহাজে আবার আমার বাবার একান্ত সহচর জেফরি স্টকসও ছিল। বেঁচে আছে সে-ও। নিরাপদেই আছে ওরা, আপনার ধরাছোঁয়ার বাইরে আছে। তবে আসছে ওরা, চরম প্রতিশোধ নেবে আপনার উপর।'

এত চমকপ্রদ খবর শুনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে সন্ন্যাসীরা। এদিকে এতগুলো গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় মুখ শুকিয়ে গেছে ফাদার মন্ডনের। 'তা-ই নাকি?' গলায় জোর নেই তাঁর, তবে পুরো ঘটনাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন তা ভেবে ফেলেছেন। 'এবার আমি বলি, তোমরা দু'জন শোনো। থমাস বোলও না, তোমার বাবার ভূতও না। কার সঙ্গে কথা বলছিলে তোমরা জানো?'

চুপ করে থাকল সিসিলি। এমলিনও কিছু না-বলে তাকিয়ে আছেন ফাদারের দিকে।

'খোদ শয়তানের সঙ্গে,' বলে চললেন ফাদার মন্ডন, 'কারণ শয়তান নিজে হাজির হয়েছিল এই গির্জার ভিতরে। সে সবসময় তোমাদের সঙ্গে আছে। তোমরা, সিসিলি ফোটরেল আর এমলিন স্টোয়ার, জঘন্য আর নীচ দুই ডাইনি। তোমাদের কুকীর্তির ব্যাপারে নিজের মুখেই সব স্বীকার করেছ তোমরা। আশপাশের গ্রামের মানুষদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে তোমাদের কারণে, এমনকী কেউ যে গির্জায় এসে শান্তিতে একটু প্রার্থনা করবে সে-উপায়ও রাখোনি। অনেক সহ্য করা হয়েছে, আর না। এবার ঈশ্বর আর সাধারণ মানুষদের সামনে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে তোমাদের দু'জনকে। আর এই বিচারকার্যের আয়োজন করা এবং পরিচালনা করার অধিকার আমার, মানে ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষের আছে।' সাঙ্গপাঙ্গদের দিকে তাকালেন তিনি। 'কী দেখেছ তোমরা? বিচারের সময় যদি সাক্ষ্যের দরকার হয় তা হলে কী বলবে?'

চুপ করে আছে সন্ন্যাসীরা, আসলে প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি কেউ।

ভেঙে বললেন ফাদার, 'একটু আগে কাকে কথা বলতে দেখেছ এই দুই ডাইনির সঙ্গে? থমাস বোল, স্যর জনের ভূত, নাকি শয়তান?'

এবার বুঝতে সময় লাগল না সন্ন্যাসীদের। একসঙ্গে বলল সবাই, 'শয়তান! খোদ শয়তান!'

'এই দুই মহিলা যে ডাইনি সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে তোমাদের মনে?'

আছে, কিন্তু কারোরই বুঝতে বাকি নেই ফাদার চান না কারও মুখ দিয়ে সে-কথা উচ্চারিত হোক। সুতরাং এবারও একসঙ্গে জবাব দিল সবাই, 'না, না। এরা ডাইনি, ডাইনি!'

'তা হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছ হাঁ করে? এখনও গ্রেপ্তার করছ না কেন এদের দু'জনকে?'

এমলিন আর সিসিলিকে ঘিরে ধরল সন্ন্যাসীরা।

'যাও,' আদেশ দিয়ে চললেন ফাদার মল্ডন, 'যে-ঘরে থাকে ওরা সে-ঘরে নিয়ে আটকে রাখো ওদেরকে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো কারণে বের হতে দেবে না। আশ্রমের ভিতরে আমি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের পা দেয়ার নিয়ম নেই, কিন্তু আজ এই দুই ডাইনির জন্য সে-নিয়মও ভাঙতে হলো। ওদের ঘরের বাইরে কড়া পাহারা দিয়ে রাখবে তোমরা। তবে বেশিদিন না, শীঘ্রই আদালত গঠন করে ওদের বিচারের ব্যবস্থা করা হবে।'

এমলিন আর সিসিলিকে নিয়ে বাগান পার হয়ে আশ্রমের দিকে যখন এগোচ্ছে সন্ন্যাসীরা তখন মাদার ম্যাটিল্ডা আর কয়েকজন সিস্টারের সঙ্গে দেখা হলো।

'কী হয়েছে?' মাদার ম্যাটিল্ডার প্রশ্নটা ঠিক কার উদ্দেশ্যে বোঝা গেল না।

'কী আবার? হাতেনাতে ধরা পড়েছে এই দুই ডাইনি,' জবাব দিল একজন সন্ন্যাসী।

'ডাইনি! মানে?'

'মানে স্যর জনের ভূত, ওরফে খোদ শয়তানকে গির্জার ভিতরে ডেকে এনেছে এই দু'জন, কথা বলেছে।'

'সিস্টার ব্রিজিটও তো দেখেছে ওই ভূতটাকে,' দুই অভিযুক্তের পক্ষে ওকালতি করছেন মাদার ম্যাটিল্ডা, 'তা হলে কি সে-ও ডাইনি হয়ে গেল?'

'সিস্টার ব্রিজিট তো ঘটনাক্রমে দেখেছে। আর এই দু'জন রীতিমতো ডেকে এনে উপাসনা করছিল শয়তানটার।'

'কিন্তু...'

'আর কোনো কিন্তু না, মাদার। দয়া করে আমাদের কাজ করতে দিন আমাদেরকে। আপনার কিছু বলার থাকলে ফাদার

মল্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

বন্দি করা হয়েছে এমলিন আর সিসিলিকে। ঘরের বাইরে সন্ন্যাসীদের কড়া পাহারা। কয়েকজন ভাড়াটে সৈনিকও আছে ওদের সঙ্গে। তবে এদের কেউই এমলিন বা সিসিলির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না।

সারাদিন এক ঘরে বন্দি হয়ে থাকার ব্যাপারটা বাদ দিয়ে বললে, সময় খুব একটা খারাপ কাটে না এমলিন আর সিসিলির। মা'র সঙ্গেই আছে ক্রিস্টোফার, কাজেই ওকে নিয়েই দিনের বেশিরভাগ সময় কেটে যায় মেয়েটার। ওকে সাহায্য করেন এমলিন। তা ছাড়া নানরা দেখা করতে পারে ওদের সঙ্গে, তাই বাইরের দুনিয়াটার খবর কিছু-না-কিছু জানতে পারে ওরা।

মোক্ষম চাল চেলেছেন ফাদার মল্ডন, স্বীকার করতেই হবে। থমাস বোলকে দেখেছেন তিনি এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। হয়তো ভেবেছিলেন পাকড়াও করবেন থমাসকে, কিন্তু সবাইকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে পালিয়ে গেছে প্রচণ্ড শক্তিশালী লোকটা। এদিকে ফাদারের অনেক গোপন কথাই ফাঁস হয়ে গেছে এমলিন আর সিসিলির কাছে। আবার এ-ব্যাপারেও সন্দেহ নেই, থমাসকে "শয়তান" হিসেবে প্রচার করে এমলিন আর সিসিলিকে "ডাইনি" বানিয়ে সারা ব্লসহোমে ঢোল পিটিয়েছেন ফাদার; এবার নিজের গড়া আদালতে নিজেই বিচার করবেন সেই ডাইনিদের, তারপর...।

'কী করবে এখন?' একদিন সিসিলিকে জিজ্ঞেস করলেন এমলিন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল সিসিলি, জবাব দিল না প্রশ্নটার।

'ভেবে দেখেছি,' বলে চললেন এমলিন, 'আমাদেরকে পুড়িয়ে মারবেন ফাদার। এতদিন আমাদেরকে খুন করতে পারছিলেন না, কারণ অজুহাত ছিল না তাঁর কাছে। এবার শক্ত অজুহাত আছে।

ডাইনি খুব খারাপ একটা ব্যাপার; জানো নিশ্চয়ই, সারা ইউরোপের গ্রামেগঞ্জে কোনো মহিলার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনে অভিযোগকারী যদি তা প্রমাণ করতে পারে তা হলে ওই মহিলার শাস্তি একটাই—আমৃত্যু আগুনে দগ্ধ হওয়া। যারা আমাদের ধর্মপ্রচারক তারা এই ব্যাপারটা সমর্থন করেন, অশিক্ষিত আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ লোকেরাও সমর্থন করে। ...তোমাকে যদি না-ও মারেন, অন্তত আমাকে যে পুড়িয়ে মারবেন ফাদার তাতে সন্দেহ নেই। কারণ তিনি জানেন তোমার কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে দিতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে, একাকিত্বে ভুগতে ভুগতে একদিন হয়তো আপনাথেকেই...

'কিছুই হবে না আমাদের,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সিসিলি। 'ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আছে আমার।'

'ঈশ্বর?' খুব হতাশ শোনাল এমলিনের কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, ঈশ্বর। গুডি মেগস আমার ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিল গির্জার ভিতরে, খুন করতে। কিন্তু নিজেই মরল, আর ক্রিস্টোফার বেঁচে থাকল। আমাদের দু'জনেরও কিছু হবে না, দেখে নিয়ো।'

'না-হলে তো ভালোই,' জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এগিয়ে এসে বিছানার উপর ধপ্ করে বসে পড়লেন এমলিন। 'কিন্তু সমস্যা কী জানো? এই পৃথিবীতে যারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে তারা কষ্ট পায় বেশি। আর যারা খারাপ তারা ওই ভালো লোকগুলোর কষ্ট মজা করে দেখে, রীতিমতো উপভোগ করে।'

'তর্ক করবো না তোমার সঙ্গে। শুধু বলবো, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেও কষ্ট পায় তাদের বিশ্বাস খাঁটি না, সঠিক না। তিনি যদি আমার মরণ আগুনে লিখে রেখে থাকেন তা হলে তা-ই হবে।'

আশ্চর্য হয়ে মেয়েটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন এমলিন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ভয় লাগছে না?'

'লাগছে,' মাথা ঝাঁকাল সিসিলি। 'তবে নিজের জন্য না,' ঘুমন্ত ক্রিস্টোফারের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওই নিষ্পাপ বাচ্চাটার জন্য।'

তালা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল এমন সময়। চোখ তুলে দরজার দিকে তাকালেন এমলিন আর সিসিলি।

ফাদার মন্ডন।

দরজায় দাঁড়িয়েই ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন তিনি তাঁর দুই বন্দিনীর দিকে। ওভাবে তাকিয়েই থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর পিছন ফিরে নিচু কণ্ঠে কী যেন বললেন প্রহরীদেরকে, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

হেঁটে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন ফাদার। বাইরে তাকালেন, বাগানটা দেখলেন কিছুক্ষণ। গির্জার কিছুটা চোখে পড়ে এখান থেকে, সেদিকেও তাকালেন কিছু সময়ের জন্য। তারপর হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, 'এমলিন, সিসিলির গহনাগুলো আমাকে দিয়ে দাও। আগামীকাল বিচার হবে তোমাদের, যদি গহনাগুলো পাই তা হলে কথা দিচ্ছি অন্তত প্রাণে বেঁচে যাবে তোমরা।'

'আমার কাছে নেই ওগুলো,' নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিলেন এমলিন। ফাদারের মতো চরম লোভী একটা মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও গা ঘিনঘিন করছে তাঁর।

'তা হলে কোথায় আছে খুঁজে বের করো। মনে রেখো, এ-ই তোমাদের শেষ সুযোগ।'

'সুযোগটা নেয়া সম্ভব না, ফাদার। আমি আসলেই জানি না কোথায় আছে ওগুলো।'

'সামান্য কিছু গহনার জন্য আগুনে পুড়ে মরতে চাও? নিজেদের অমূল্য প্রাণ হারাতে চাও?'

'না, চাই না,' এবার মুখ খুলল সিসিলি, 'কিন্তু আমার মনে হয় ওগুলো কোথায় আছে আসলেই জানে না এমলিন। আর যদি

জানেও, আমার আদেশ থাকল ওর উপর যাতে একটা শব্দও উচ্চারণ না-করে।'

রাগে লাল হয়ে গেল ফাদারের চেহারা। 'তোমার কী হাল করতে পারি আমি, জানো?'

জবাব দিল না সিসিলি।

'তোমাদের দু'জনকে আলাদা করে দেবো আমি। এমন অত্যাচার শুরু করবো যে, নিজেদের নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে। না-খাইয়ে রাখবো, এমনকী পানিও দেবো না। পুড়িয়ে মারবো।'

ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই সিসিলির চেহারায়। 'তবে তা-ই করুন। আমার তো মনে হয় না এ-পর্যন্ত একবারও আপনার কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়েছি আমরা কেউ। ...গহনাগুলো কোথায় আছে জানা নেই আমাদের, আর থাকলেও সেগুলো আমার, অন্য কারও না, আপনার তো না-ই। তা ছাড়া আমি ডাইনি না, কখনও ডাকিনীবিদ্যার চর্চাও করিনি। আপনার যা খুশি করুন, আমাদের কপালে ভালোমন্দ যা আছে হবে।'

দাঁতে দাঁত পিষলেন ফাদার। 'শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি, দেবে আমাকে গহনাগুলো?'

'না,' অবিচল কণ্ঠে উত্তর দিল সিসিলি।

কাছেই পানিভর্তি কলস, রাগে এক লাথি মেরে সেটা ভেঙে ফেললেন ফাদার। সব পানি ছড়িয়ে গেল মেঝেতে।

আর একটা মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না তিনি, দুদ্দাড় করে বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আবার

তালা লাগানোর শব্দ শুনলেন এমলিন আর সিসিলি।

এগারো

আজ বিচার হবে এমলিন আর সিসিলির।

ঘরের জানালা দিয়ে সকাল থেকেই দেখছেন এমলিন, আশ্রমের পাঁচিলের বাইরের মাঠে দলে দলে লোক জড়ো হচ্ছে। তার মানে ওখানেই "আদালত" বসানো হয়েছে।

সকাল আটটার দিকে নাস্তা নিয়ে এলেন একজন সিস্টার। ভয়ে সাদা হয়ে আছে বেচারীর চেহারা; তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন এমলিন, কিন্তু প্রথমে জবাব দিতে চাইলেন না তিনি। তারপর, বেশ কয়েকবার দরজার দিকে তাকিয়ে, ফিসফিস করে বললেন, 'আমার মনে হয় নজর রাখা হচ্ছে আমার উপর।'

কথাটা শোনার পর গলা খাদে নামাতে বাধ্য হলেন এমলিনও, 'বিচারকের আসনে বসেছেন কে?'

'ফাদার মন্ডন। সঙ্গে অ্যাবির উপাধ্যক্ষ। এক বুড়ো বিশপকেও হাজির করা হয়েছে কোত্থেকে যেন। ...ঈশ্বর আপনাদের দু'জনকে সাহায্য করুন, ঈশ্বর আমাদের সবাইকে সাহায্য করুন!' বলে আর অপেক্ষা করলেন না সিস্টার, দৌড়ে পালালেন।

দমে গেলেন এমলিন। বাঁচার কি তা হলে কোনো আশাই নেই? বিচারকের আসনে ফাদার মন্ডন। বাকি দু'জন, বোঝাই যাচ্ছে, তাঁর অনুগত।

এমলিন শুনেছেন, সারা ইংল্যাণ্ডে যত "ডাইনি" আছে তাদের

সবার বিরুদ্ধে "ক্রুসেড" ঘোষণা করেছেন এক বুড়ো বিশপ। আজকের এই বিশপ আর ওই বুড়ো বিশপ কি একই লোক? তা হলে ধরেই নিতে হবে আর কোনো আশা নেই। ওই বুড়োর মতো নিষ্ঠুর লোক নাকি আর নেই ইংল্যাণ্ডে। সে শুধু ডাইনিদের বিচারই করে না, নিজের হাতে আগুন দেয় ওদের গায়ে।

এ-ব্যাপারে সিসিলিকে কিছু বললেন না এমলিন। বিশ্বাস নিয়ে আছে মেয়েটা, বিশ্বাস নিয়েই থাক।

নাস্তা সেরে নিলেন তিনি, সিসিলিকেও পেট ভরে খেতে বললেন। ক্রিস্টোফারকে দুধ খাওয়াল সিসিলি, তারপর ওকে এমলিনের কোলে দিয়ে প্রার্থনা করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসল মেঝেতে।

প্রার্থনা তখনও শেষ হয়নি মেয়েটার, বাইরে থেকে খুলে গেল দরজাটা। প্রথমে ঢুকল দু'জন সন্ন্যাসী, তারপর ছ'জন ভাড়াটে সশস্ত্র সৈন্য। এদের পিছনে মাদার ম্যাটিল্ডা, সঙ্গে তিন জন নান।

চিৎকার করে উঠল একজন সন্ন্যাসী, 'ধরো ওই অভিশপ্ত ভণ্ড মেয়েমানুষটাকে। যদি না-আসতে চায় আমাদের সঙ্গে, তা হলে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলো।'

ওর কথামতো সিসিলির দিকে হাত বাড়াল এক সন্ন্যাসী। যতটা না আদেশ পালনের অভিপ্রায়ে, তারচেয়ে বেশি মেয়েমানুষের শরীরে হাত দিয়ে বিকৃত আনন্দ পাওয়ার জন্য। কিন্তু ওই লোকটাকে সে-সুযোগ দিল না সিসিলি, ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'খবরদার ধরবে না আমাকে। চলো, স্বেচ্ছায় যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে। ...এমলিন, ক্রিস্টোফারকে আমার কোলে দাও।'

ভাড়াটে সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ঘর থেকে বের হলো সিসিলি আর এমলিন, এগিয়ে চলল।

সন্ন্যাসী দু'জন সবার সামনে। মাদার ম্যাটিল্ডা আর তিন নান একেবারে পিছনে। নিজেদের অসহায়ত্বে মাথা হেঁট হয়ে আছে

চার জনেরই। সিসিলি আর এমলিনকে বাঁচানো তো দূরের কথা, বিচারের নামে যে-প্রহসন হতে যাচ্ছে তার প্রতিবাদ করারও উপায় নেই তাঁদের।

মাঠের একপ্রান্তে এসে থামল ওরা। দাঁড়াল দড়ি-দিয়ে-ঘেরা একটা জায়গায়।

চমৎকার এক হৈমন্তী সকাল। সোনালী সূর্যালোক চারদিকে। "ডাইনিদের" বিচার দেখতে অনেক লোক জড়ো হয়েছে মাঠে। শত শত লোক—শত শত চেহারা। ক্রিস্টোফারকে কোলে নিয়ে অবাক বিস্ময়ে একে একে ওই চেহারাগুলো দেখছে সিসিলি। কত দিন...কত বছর আগে থেকে এদের সবাইকে চেনে সে? চেনার মতো বয়স যেদিন হয়েছে সেদিন থেকেই কি নয়?

কীভাবে তাকিয়ে আছে লোকগুলো ওর দিকে! কী অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছে ওরা ওর কোলের বাচ্চাটাকে! কারও চেহারায় বিস্ময়, কেউ আবার মহাবিরক্ত, রাগে ফুঁসছে কেউ কেউ, আবার কেউ কেউ শুধুই তাকিয়ে আছে ভ্রূ কুঁচকে। আঙুলের ইশারায় ওকে দেখাচ্ছে, চিৎকার করে বলছে, 'ডাইনি! ডাইনি!'

এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে ওরা সব? ভুলে গেছে বছরখানেক আগেও স্যার জনের প্রজা ছিল ওরা? ভুলে গেছে স্যার ক্রিস্টোফার হারফ্লিটের কথা? ফাদার মন্ডনের অপপ্রচারে এতটা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এই সহজসরল লোকগুলো? একটা লোকও কি ওর পক্ষে নেই আজ?

বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে না সিসিলির।

কিন্তু...কই, কেউ তো পাথর ছুঁড়ে মারছে না ওর দিকে? কেউ তো গালি দিচ্ছে না? যারা "ডাইনি, ডাইনি" বলে চেঁচিয়েছিল একটু আগে এখন ওরা নিশ্চুপ কেন? ক্রিস্টোফারকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মায়া জেগেছে ওদের মনে? কেউ কি অনুমান করতে পারছে, এই বিচার নামের প্রহসনের মাধ্যমে কত বড় অন্যায় হতে চলেছে ওর আর

এমলিনের সঙ্গে?

জানে না সিসিলি, জানার উপায়ও নেই।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সে-জায়গা থেকে কিছুটা দূরে বসানো হয়েছে "বিচারকদের" টেবিল। তার পিছনে লম্বা একটা বেঞ্চ। বুড়ো বিশপকেই প্রথমে নজরে পড়ল সিসিলির। কঠোর চেহারা, লম্বা নাকটা আংটার মতো বাঁকানো। পরনে জমকালো এক আলখাল্লা, মাথায় উঁচু গম্বুজওয়ালা টুপি। বিশপদের বিশেষ একরকমের লাঠি থাকে, এই বুড়ো তার সেই লাঠি বেঞ্চের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ছোট ছোট, গোল গোল চোখের অস্থির দৃষ্টিতে বার বার এদিকে-সেদিকে তাকাচ্ছে। তার বাঁ-দিকে, সাধারণ একটা কালো গাউন পরে গোমড়ামুখে বসে আছে অ্যাবির উপাধ্যক্ষ, দুই চোয়াল সেঁটে বসেছে একটা আরেকটার সঙ্গে।

একেবারে ডান দিকে বসে আছেন ক্লেমেণ্ট মন্ডন। তাঁর চেহারায় স্নিগ্ধতা; কিন্তু সেই স্নিগ্ধতা যে কৃত্রিম, সেই স্নিগ্ধতা যে উপস্থিত গ্রামবাসীদেরকে দেখানোর জন্য তা জানে সিসিলি। কালো দুই চোখে যথেষ্ট অস্বস্তি নিয়ে সবাইকে দেখছেন তিনি। বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করছেন না, কিন্তু সিসিলি জানে আসলে সবই করছেন তিনি–দুই কান খাড়া রেখে ঠিকই শুনে নিচ্ছেন উপস্থিত জনতার সব গুঞ্জন, সব মন্তব্য।

মৃত এক জমিদারের মেয়েকে ডাইনি আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে মারার আগে আশপাশের সব গ্রামের বেশিরভাগ অধিবাসীর সমর্থন দরকার তাঁর, ভালোমতোই জানেন তিনি।

এই দড়ি-দিয়ে-ঘেরা জায়গাটার এককোনায়, সিসিলিরা আসার আগে থেকে, দাঁড়িয়ে আছেন সিস্টার ব্রিজিটও। একমনে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন, দুই হাত কচলাচ্ছেন সমানে।

বুড়ো বিশপের কানে কানে কী যেন বললেন ফাদার মন্ডন। শুনে নির্দয় হাসি হাসল বিশপ। হাতে-ধরা পাখির পালক, যা রায়

লেখার জন্য কলম হিসেবে ব্যবহৃত হবে, উঁচু করে সিসিলিকে ইঙ্গিত করল, জানতে চাইল, 'তোমার নাম?'

'সবাই জানে। সিসিলি হারফ্লিট,' নরম গলায় জবাব দিল মেয়েটা।

'মিথ্যা কথা!' গর্জে উঠল বিশপ। 'কবে বিয়ে হলো তোমার, আর কবে নাম পাল্টালে তুমি?'

'আরে কীসের বিয়ে?' ফোড়ন কাটলেন ফাদার মন্ডন, 'ক্রিস্টোফার হারফ্লিট নামের এই এলাকার জনৈক উড়নচণ্ডীর সঙ্গে...কী বলবো এত মানুষের সামনে...ইয়ে করে...। ওর কোলের বাচ্চাটা জারজ। আর ওর নাম সিসিলি ফোটরেল।'

এমলিন আর সিস্টার ব্রিজিটকে জিজ্ঞেস করে ওদের নামও লেখা হলো।

'কী অভিযোগ ওদের বিরুদ্ধে?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো বিশপ।

ইশারা করলেন ফাদার। কিছু কাগজ হাতে নিয়ে সিসিলিদের সামনে এসে দাঁড়াল এক সন্ন্যাসী, ইংরেজি আর ল্যাটিন মেশানো ভাষায়, যথেষ্ট কৌশল করে লেখা "অভিযোগনামা" পড়তে শুরু করল–'ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছে এরা, বিশেষ করে এমলিন স্টোয়ার আর সিসিলি ফোটরেল। আগে থেকেই ডাকিনীবিদ্যার চর্চা করত এমলিন, ওর সেই অভ্যাস বাদ দিয়ে যাতে ধর্মকর্মে মন দিতে পারে সে সেজন্য আশ্রমে পাঠানো হয়েছিল ওকে। কিন্তু কয়লা ধুলে ময়লা যায় না—আশ্রমে এসে পালক-মেয়ে সিসিলিকেও ডাইনি বানায় সে। তারপর একদিন সন্ধ্যার সময় দু'জনে মিলে ডেকে আনে আমাদের শত্রু, ধর্মের শত্রু, সারা পৃথিবীর শত্রু খোদ শয়তানকে। যারা দেখেছিল তারা বলে সিসিলির মৃত বাবার রূপ ধরে হাজির হয়েছিল শয়তান।'

'সেই শয়তানটা কি আমাদের কোনো ক্ষতি করেছে?' জিজ্ঞেস করলেন ফাদার মন্ডন।

'অবশ্যই, মহামান্য,' জবাব দিল সন্ন্যাসী। 'আপনার

আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়ে আপনি ওকে আটকে ফেলেছিলেন প্রায়, এমন সময় প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে আমাদের কয়েকজন ধর্মভাইকে খুন করে শয়তানটা, আহত করে বেশ কয়েকজনকে। ওর সেই বীভৎস চেহারা দেখে হতভম্ব হয়ে যায় আমাদের প্রহরীরাও, ওদের চোখের সামনে দিয়ে অবলীলায় পালিয়ে যায় সে।'

'এই অভিযোগের জবাবে কী বলার আছে তোমাদের?' সিসিলি আর এমলিনের দিকে তাকাল বিশপ।

'অভিযোগ সম্পূর্ণ বানোয়াট,' ধীরস্থির কণ্ঠে বললেন এমলিন, 'শয়তানকে ডেকে আনতে হয় না। যারা মানুষের ক্ষতি করতে চায় তাদের ভিতরেই থাকে সে। আমরা কাউকে ডাকিনি, অন্তত কোনো শয়তানকে না। যে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে জলজ্যান্ত একজন মানুষ...'

এমলিনের মুখের কথা কেড়ে নিলেন ফাদার মল্ডন, 'সিস্টার ব্রিজিট, তুমি কী দেখেছিলে গির্জার ভিতরে জানাও সবাইকে।'

যেন এই আদেশের অপেক্ষাতেই ছিল, আদেশ পাওয়ামাত্র গড়গড় করে সব বলতে শুরু করলেন সিস্টার ব্রিজিট। তাঁর সেই অসংলগ্ন বক্তব্যের বেশিরভাগই বুঝল না কেউ। শেষ পর্যন্ত থামিয়ে দেয়া হলো ওকে।

'এত কথার দরকার কী?' জোরে ধমক দিল বুড়ো বিশপ, 'যে শয়তানের সঙ্গে হাতেনাতে ধরা পড়েছে ওরা সেই একই শয়তানকে গির্জার ভিতরে দেখেছ কি না তুমি?'

'জী, দেখেছি।'

'ওই শয়তানটা গুডি মেগস নামের এক পরোপকারী মহিলার মৃত্যুর জন্য দায়ী কি না?'

'জী, দায়ী।'

এরপর সাক্ষী হিসেবে হাজির করা হলো নিতান্তই সহজসরল এক গ্রামবাসীকে।

জেরা শুরু করলেন ফাদার, 'কোনো কারণ ছাড়াই আমার

অ্যাবিতে ভয়াবহ আগুন লেগেছিল এক রাতে, জানো?'

'জী, জানি।'

'কী মনে হয় তোমার, কার কাজ এটা?'

'হয় ঈশ্বর, না-হয় শয়তান।'

'আমার অ্যাবি পুড়িয়ে দেবেন ঈশ্বর? মাথা ঠিক আছে তোমার?'

'না, না, তা হলে তো শয়তানের কাজ।'

'কোনো কারণ ছাড়াই অ্যাবির আটশ' ভেড়া পড়ে মরেছে পাহাড়ের উপর থেকে...'

'জী, একমাত্র শয়তান ছাড়া আর কারও পক্ষে ওই কাজ করা সম্ভব না।'

'মড়া মানুষের খুলি হাজির হয়েছে গির্জার চূড়ায়?'

'জী, হয়েছে।'

'শেফটন হলে নাকি ঘাঁটি গেড়েছে শয়তানটা?'

'জী, গেড়েছে।

'কী করে সে সেখানে?'

'কাউকে থাকতে দেয় না। ভয় দেখিয়ে তাড়ায়।'

'এমনকী অ্যাবির সন্ন্যাসীদেরকেও না?'

'না, কাউকেই না। জনাথন ডিকসে নামের একজন সাহস করে একবার...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাহস করে...বলো, বলো, থেমে গেলে কেন?'

'সাহস করে শয়তানটার পিছু নিতে গিয়ে ওর মার খেয়ে আধমরা হয়েছে।'

'আচ্ছা! তার মানে তুমি স্বীকার করছ এই শয়তানটার কারণে আতঙ্কে আছো তোমরা সাধারণ গ্রামবাসীরা? স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছ না?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে জবাব দিল লোকটা, 'জী, চরম আতঙ্কে আছি আমরা সবাই। স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে

পারছি না। সন্ধ্যা হলেই...

'থাক, থাক, আর বলতে হবে না। এবার মাদার ম্যাটিল্ডাকে হাজির করা হোক।'

তিন "বিচারকের" মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালেন মাদার।

'যথাসম্ভব সংক্ষেপ করবেন আপনার বক্তব্য,' এতক্ষণ পর মুখ খুললেন অ্যাবির উপাধ্যক্ষ, 'যেসব প্রশ্নের জবাব শুধু হ্যাঁ অথবা না-এর মাধ্যমে দেয়া যায় সেগুলো সেভাবেই বলবেন। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন মাদার ম্যাটিল্ডা।

'বলুন, এমলিন স্টোয়ারকে কি আগে থেকেই চেনেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'ওর বিরুদ্ধে ডাকিনীবিদ্যার এই অভিযোগ কি সাম্প্রতিক নাকি অনেকদিন আগে থেকেই?'

'অনেক আগে থেকেই।'

'এই একই অভিযোগে কি পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ওর মাকে?'

জবাব দিলেন না মাদার। গুঞ্জন করে উঠল সমবেত জনতা।

'ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে আগুন লেগেছিল কীভাবে?' প্রশ্ন করে চললেন উপাধ্যক্ষ।

'জানি না।'

'ওই আগুনে কোনো মানুষ বা জীবজন্তুর পক্ষে কি বেঁচে থাকা সম্ভব?'

'না।'

'কিন্তু এমলিন আর সিসিলি বেঁচে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে?'

চুপ করে আছেন মাদার ম্যাটিল্ডা।

'জবাব দিন। তা না-হলে পক্ষপাতের অভিযোগ আনা হবে

আপনার বিরুদ্ধে।'

'ওরা...জ্বলন্ত আগুনের ভিতর থেকে...'

'বের হয়ে এসেছিল, তা-ই না?'

'সে-রকমই শুনেছি।'

'এরপর আশ্রমে কি স্বেচ্ছায় এসেছিল এমলিন?'

'না...আসলে...শুনেছি শুধু সিসিলিকে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু এমলিন নাকি একরকম জোর করেই...'

'আর এমলিন আসার পর থেকেই গির্জার সমস্যাগুলো শুরু হয়েছে?'

'জী।'

'আগে ফাদারকে যথেষ্ট মান্য করত সিসিলি, কিন্তু এমলিনের সঙ্গে থাকতে থাকতে অন্যরকম হয়ে গেছে ওর মনোভাব—উদ্ধত হয়ে গেছে মেয়েটা?'

চুপ করে আছেন মাদার ম্যাটিল্ডা।

'আপনার মৌনতাকে কি আমরা সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নেবো?'

তবুও কিছু বলছেন না মাদার।

'এমলিন নাকি একবার পানির এক গামলার দিকে তাকিয়ে, ঠিক আগের দিনের ডাইনিদের মতো, অদ্ভুত কিছু কথা বলেছিল মহামান্য ফাদার মন্ডনকে? পরে সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে?'

কিছুই বলছেন না মাদার ম্যাটিল্ডা।

'ঠিক আছে,' বলল বিশপ, 'যা বুঝবার বুঝে নিয়েছি আমরা। আমার মনে হয় সিস্টার ব্রিজিটের কোনো দোষ নেই, সে ঘটনার শিকার মাত্র। আর সিসিলির ছেলেটাকেও অভিযুক্ত করা উচিত। কারণ সে-ও ওই শয়তানটার স্পর্শ পেয়েছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা শয়তানি কায়দাতেই জন্ম হয়েছে ওর। কাজেই এমলিন আর সিসিলি যদি দোষী হয় তা হলে এই বাচ্চাটা নির্দোষ হয়ে কী

করে? আজ যদি ওকে আমরা রেহাই দিই তা হলে বড় হয়ে অবশ্যই আমাদের সবার ক্ষতি করবে সে।'

এবার চিৎকার করে উঠলেন এমলিন, 'আপনারা একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। অন্তত একজন উকিল নিয়োগ করুন আমাদের পক্ষে। আমাদের পক্ষে তো কেউ কথা বলছে না?'

'বলার দরকারও নেই,' ক্রূর হাসি হাসল বিশপ, 'সব উকিলের সেরা উকিল, মানে খোদ শয়তান আছে না তোমাদের পক্ষে? তোমাদের আবার ওকালতির দরকার কী? খবর দাও ওকে, দেখা যাক তোমাদের জন্য কী করতে পারে সে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি,' ধীরস্থির কণ্ঠ সিসিলির, 'সব উকিলের সেরা উকিল আমাদের সঙ্গেই আছেন। তবে নামটা বলতে ভুল হয়েছে আপনার। তিনি শয়তান নন, নির্যাতিত মানুষের একমাত্র সহায়—ঈশ্বর।'

'চুপ করো!' ধমকে উঠলেন ফাদার মল্ডন। 'ভূতের মুখে রাম নাম? এসব ভালো ভালো কথা বাদ দিয়ে অন্য কিছু বলার থাকলে বলতে পারো। তোমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে আমাদের।'

'জী, অনেক কথা বলার আছে আমার। আর আজ যখন সুযোগ পেয়েছি, এখানে যারা উপস্থিত আছে তাদের সবাইকে জানাতে চাই। ...আমি ডাইনি না। ডাকিনীবিদ্যা কী আমি জানি না। ...আপনি, ফাদার ক্লেমেণ্ট মল্ডন, আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। সামান্য কিছু জমির জন্য নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছেন আপনি আমার বাবাকে। আমার বিশ্বাস সেসব জমি এখন আপনার দখলে। আপনার বিরুদ্ধে রাজদরবারে অভিযোগ জানানোর জন্য লণ্ডনে যাচ্ছিলেন বাবা...'

'কী বলছ তুমি এসব পাগলের মতো?' আবারও ধমকে উঠলেন ফাদার। 'থামো!'

'বাবাকে খুন করার পর আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য শেফটন হলে যান আপনি,' বলে চলছে সিসিলি, 'গিয়ে দেখেন আমি চলে গেছি অন্য কোথাও। তখন দলবল নিয়ে হামলা করেন ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে, পুড়িয়ে দেন আমার স্বামী স্যর ক্রিস্টোফার হারক্লিটের বাড়িটা। রাতারাতি উধাও করে দেন তাঁকে। আমাকে আর আমার পালক-মা এমলিন স্টোয়ারকে বন্দি করেন আশ্রমে। আমাকে দিয়ে কিছু দলিলে সই করিয়ে নেয়ার ইচ্ছা ছিল আপনার, কিন্তু কাজটা করিনি বলে ডাকিনীবিদ্যার মিথ্যা অভিযোগে আজ এই বিচারের ব্যবস্থা করেছেন। এই আদালত আমি মানি না। আমি রাজার কাছে অভিযোগ জানাচ্ছি, আমি ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছি। আপনার জন্য আমার বাবা আর স্বামীকে হারিয়েছি, এবার আমার এই এতিম বাচ্চাটাকেও...' কথা শেষ করতে পারল না সে, চোখের সামনে হঠাৎ করেই দুলে উঠল পৃথিবীটা, ক্রিস্টোফারকে কোলে নিয়েই বসে পড়তে বাধ্য হলো সে। সামান্য একটা টুলের ব্যবস্থাও করা হয়নি ওদের জন্য, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না তাই। এমনকী কথাও বলতে পারছে না।

রাজা হেনরিকে ভীষণ ভয় পায় বুড়ো বিশপ, জানে এই কিছুদিন আগেও কিছু কিছু আশ্রমের কী হাল করে ছেড়েছেন তিনি।

ঘাড় ঘুরিয়ে ফাদারের দিকে তাকাল বিশপ। 'এই ব্যাপারটা যে এত জটিল আগে বলেননি তো?'

'কীসের জটিল?' রেগে গিয়ে চেঁচাচ্ছেন ফাদার, খেয়াল নেই সবাই শুনতে পাচ্ছে তাঁর কথা। 'ওই ডাইনিটার মনে যা এল বলে দিল আর অমনি বিশ্বাস করে নিলেন আপনি?'

বিশপ কিছু বলার আগেই চেঁচিয়ে উঠলেন এমলিন, 'আজ আমাদেরকে ডাইনি অ্যাখ্যা দিয়ে বিচারের সম্মুখীন করেছেন ওই স্প্যানিশ যাজকটা। কিন্তু সে কে তা কি জানেন আপনারা সবাই?

অনেক বছর আগে স্পেন থেকে কেন পালিয়ে এসেছিলেন তিনি এই দেশে, জানেন আপনারা? শুনুন তা হলে, আমি বলছি সব। আমার বাবার এক চাচাতো বোন, ইসাবেলা নামের এক নানের সঙ্গে...ওসব কথা মুখে আনাটাও পাপ। শেষপর্যন্ত কী হয়েছিল বেচারী ইসাবেলার জিজ্ঞেস করুন আপনারা ওই ভণ্ডটাকে। জিজ্ঞেস করুন...'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন ফাদার মন্ডন, কিছু একটা ইশারা করলেন একজন সন্ন্যাসীকে। তৎক্ষণাৎ একলাফে এমলিনের সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা, একটা কম্বল ছুঁড়ে মারল তাঁর মুখের উপর। কিন্তু এ-রকম কিছু ঘটতে পারে আগেই অনুমান করেছিলেন এমলিন, এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলেন তিনি কম্বলটা। আবারও চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'ফাদার মন্ডন একজন খুনি! একজন বিশ্বাসঘাতক! তিনি আমাদের রাজাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করছেন! প্রমাণ আছে আমার কাছে। প্রমাণ ছিল স্যর জনের কাছেও। আর সেজন্যই খুন করা হয়েছে তাঁকে...'

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ফাদার মন্ডন। অ্যামব্রোস নামের ওই সন্ন্যাসী আবারও কম্বলটা ছুঁড়ে মারল এমলিনের মুখে। কিন্তু আগেরবারের মতোই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন তিনি কম্বলটা, জনতার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'আপনাদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে আমাকে সাহায্য করতে পারেন? আমি শুধু কথা বলতে চাচ্ছি কিন্তু এই লোকটা বার বার বাধা দিচ্ছে আমাকে। এমন কেউ কি নেই...'

আর কিছু বলতে পারলেন না এমলিন। অ্যামব্রোস আর আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর উপর। মাথায় জোরে ঘুসি মেরেছে একজন, আরেকজন দুই হাতে চেপে ধরেছে গলা।

চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এমলিন।

এসব দেখে ঘাবড়ে গেল বিশপ। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ফাদার মল্ডনকে বলল, 'আমি আর নেই খুনখারাপির মধ্যে। আমি চললাম, আপনার বিচারকাজ আপনিই চালান।'

ইতোমধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে জনতার মধ্যে। এতক্ষণ সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সবাই, হঠাৎ করেই হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে। ওদেরকে থামানোর জন্য আবারও গলা ফাটাতে হলো ফাদারকে, 'আমি, ক্লেমেণ্ট মল্ডন, ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষ, এই বিচারকাজের প্রধান-বিচারক, রায় ঘোষণা করছি। সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ শোনার পর, আমরা তিন জন মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এমলিন স্টোয়ার আর সিসিলি ফোটরেল দু'জনই ডাইনি। আজ থেকে, চরম শাস্তির আগ পর্যন্ত, দু'জনই আলাদা থাকবে। ওদের আত্মা সমর্পণ করা হলো ওদের প্রভুর কাছে। তবে কবে, কীভাবে, কার দ্বারা ওদেরকে পুড়িয়ে মারা হবে সে-ব্যাপারে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এখন...'

কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠল জনতা। একদল সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার হাজির হয়েছে কোত্থেকে যেন, বিশালকায় ঘোড়াগুলো উঠিয়ে দিয়েছে জনতার উপর। আতঙ্কে মাথা খারাপ হয়ে গেছে সবার, যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে। পরিস্থিতি একটুও সামাল দিতে পারছে না ফাদারের সৈন্য বা সন্ন্যাসীরা, ধাক্কাধাক্কিতে বেসামাল অবস্থা তাদের।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করল ঘোড়সওয়ারেরা। কারও হাতে লম্বা বর্শা, কারও হাতে খাটো তরবারি, আবার কেউ বহন করছে হাতকুড়াল—ভাড়াটে সৈন্যদের উপর হামলা করেছে তারা। এ-রকম কিছু হবে কল্পনাও করতে পারেনি সৈন্যরা, ওরা না-পারছে প্রতিরোধ করতে, না-পারছে আতঙ্কিত জনতার কারণে পালাতে; কেউ মারা যাচ্ছে ঘোড়সওয়ারদের হামলায়, আবার কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পদদলিত হচ্ছে।

প্রথমে বেঞ্চের উপর, তারপর টেবিলের উপর উঠে দাঁড়াল

বুড়ো বিশপ। চিৎকার করে থামতে আদেশ দিচ্ছে সবাইকে। কিন্তু এখন এত কোলাহল চারদিকে যে, বুড়োর খনখনে কণ্ঠ তো পরের কথা বাজ পড়লেও কেউ শুনতে পাবে কি না সন্দেহ! কাজেই কেউ থামল না, বরং কে যেন বেশ বড় একটা পাথর ছুঁড়ে মারল তাকে লক্ষ্য করে। পাথরটা সজোরে আঘাত করল বুড়োর চেহারায়, টেবিলের উপর থেকে উল্টে পড়ে গেল সে।

অবস্থা একেবারেই বেগতিক বুঝতে পেরে পালাতে গেলেন ফাদার আর উপাধ্যক্ষ, কিন্তু ততক্ষণে ত্রিশ-চল্লিশজন লোক দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটে এসেছে তাদের দিকে।

লোকগুলো দৌড়ে পালানোর পর দেখা গেল, উপাধ্যক্ষকে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন ফাদার মন্ডন। জনতার ঠেলাধাক্কায়, পায়ের চাপায় অথবা কিলঘুসিতে আলখাল্লা এবং অন্যান্য কাপড় উধাও হয়ে গেছে দু'জনের শরীর থেকেই, বলতে গেলে উলঙ্গ হয়ে পড়েছেন দু'জনই। নাকমুখ থেঁতলে গেছে, রক্ত বের হচ্ছে সমানে।

কে যেন বিশপের লাঠিটা ভেঙেছে বিশপের মাথাতেই, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে বুড়ো টেবিলের একপাশে। তার সেই লাঠি দু'টুকরো হয়ে গেছে, একটুকরো পড়ে আছে তার বুকের উপর, আরেক টুকরো পায়ের কাছে। সবচেয়ে খারাপ কথা—কে বা কারা যেন জবাই করে ফেলেছে অ্যামব্রোসকে, ওর ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে মাঠের একদিকে।

ঘুমিয়ে গেছে সিসিলি।

গভীর ঘুম। শেষপর্যন্ত ঘুমাতে পেরেছে বেচারী। ওর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন এমলিন।

আবার ঘরে ফিরে এসেছেন তাঁরা—মাদার ম্যাটিল্ডার আশ্রমের সেই ঘরে। ঘোড়সওয়ারেরা সংখ্যায় বেশি ছিল না, ফাদারের ভাড়াটে সৈন্যরা একযোগে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই

ঘোড়া দাবড়িয়ে পালিয়ে যায় ওরা। কিন্তু ততক্ষণে কাজের কাজ হয়ে গেছে—ফাদার মন্ডন, উপাধ্যক্ষ, বিশপসহ অনেক সন্ন্যাসী আর সৈন্য আহত হয়েছে, অ্যামব্রোসের মতো মারা পড়েছে কেউ কেউ। তবে শেষপর্যন্ত জনতাকে সামলাতে সক্ষম হয় সৈন্যরা, বলা ভালো বেশিরভাগ লোক পালিয়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি আপনাথেকেই সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তখন লড়াই শুরু হয়; জানা গেছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে নাকি হাতকুড়ালওয়ালা লম্বাচওড়া এক ঘোড়সওয়ার মারা পড়েছে।

এমলিন আর সিসিলিকে গ্রেপ্তার করা হয় আবার, কিন্তু ওদের ব্যাপারে কী করা হবে তা বলে দেয়ার মতো অবস্থায় তখন ছিলেন না ফাদার মন্ডন। কাজেই আবার আশ্রমে, আবার সেই ঘরে নিয়ে এসে বন্দি করা হয়েছে দু'জনকে। দরজায় তালা লাগানো হয়েছে, কয়েকজন সশস্ত্র পাহারাদারও আছে বাইরে।

পালানোর আর কোনো আশা থাকল না, ঘুমন্ত সিসিলির দিকে তাকিয়ে ভাবছেন এমলিন। কারও সাহায্য ছাড়া পালানো সম্ভবও নয়। খাবার নেই, ঘোড়াও নেই যে দূরে কোথাও চলে যাবেন। অলৌকিক কোনো উপায়ে যদি আশ্রমের উঁচু পাঁচিল ডিঙাতেও পারেন তা হলেও লাভ নেই তেমন একটা—এক মাইল যাওয়ার আগেই ধরা পড়বেন সৈন্যদের হাতে। আরও বড় কথা, সঙ্গে একটা দুধের-বাচ্চা আছে। ওকে ছেড়ে কোথাও যাবে না সিসিলি।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন এমলিন। ঘুটঘুটে অন্ধকার—রাত ঘনিয়েছে বাইরে। ওই আঁধারের চেয়েও বড় আঁধার এমলিনের মনে, কারণ সেখানে আশার কোনো আলো নেই। তাঁর পুরো মন ছেয়ে আছে তিক্ততায় আর আশঙ্কায়। রায় ঘোষণা করে ফেলেছেন ফাদার মন্ডন, আজ বাদে কাল যখন সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি, যখন জানতে পারবেন খাঁচার পাখি খাঁচার ভিতরেই আছে

তখন কী করবেন?

আচ্ছা, ওই ঘোড়সওয়াররা কারা? সন্দেহ নেই সিসিলিদেরকে উদ্ধার করতে এসেছিল লোকগুলো, কিন্তু ফাদারের এত সৈন্যের বিরুদ্ধে জিততে পারেনি। আচমকা হামলা করে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছে, কিন্তু ওদের নিজেদেরকেও ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়েছে। যেমন ওদের একজন যে মারা পড়েছে তা তো সবাই জানে। লোকটা লম্বাচওড়া, হাতে বিশাল হাতকুড়াল।

তবে কি...?

গির্জার ভিতরে ধরা পড়ার পর পালিয়ে গিয়েছিল থমাস বোল, তবে কি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছিল সে-ই? ফাদার মল্ডনের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা চালানোর মতো সাহস সারা ব্লসহোমের মধ্যে যদি কারও থেকে থাকে তা হলে শুধু থমাসেরই আছে। কিন্তু...যে-উদ্দেশ্যে হামলা করেছিল সে তা সফল হয়নি, বরং কমপক্ষে একজন হামলাকারী মারা গেছে এবং তার শারীরিক বর্ণনা থমাসের সঙ্গে মিলে যায়।

অস্থির বোধ করছেন এমলিন, চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছে তাঁর। শেষ ভরসা হিসেবে ছিল বলশালী সাহসী লোকটা, ওকেও কি সরিয়ে দিলেন ঈশ্বর? তিনি এত নিষ্ঠুর?

দরজাটা খুলে গেল এমন সময়, ভিতরে ঢুকলেন মাদার ম্যাটিল্ডা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা, তালা লাগানোর আওয়াজ পাওয়া গেল।

মাদার ম্যাটিল্ডার হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি। এমলিনের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। সিসিলির ঘুম যাতে না-ভাঙে সেজন্য নিচু কণ্ঠে বললেন, 'কেমন আছো তোমরা?'

জবাব দিলেন না এমলিন। হতাশ দৃষ্টিতে মাদারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'কী বলতে এসেছেন আপনি অনুমান করতে পারছি বোধহয়।'

'তা-ই নাকি! কী?'

'আগামীকাল আমাদের দু'জনকে পুড়িয়ে মারা হবে, তা-ই না?'

'না, এমলিন। যদি আগুনে পোড়ানোও হয় তোমাদেরকে, এক সপ্তাহের আগে হবে বলে মনে হয় না। বুড়ো বিশপ ভয় পেয়ে পালিয়েছেন, আর ফাদার মন্ডনের অবস্থাও ভালো না। সপ্তাহখানেকের আগে তিনি সেরে উঠবেন বলে মনে হয় না। ...আচ্ছা, একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। সিস্টার ব্রিজিটের কাছ থেকে যা যা শুনেছি সব কি সত্যি?'

'মানে থমাস বোলের ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ। ব্রিজিটের তো মাথার ঠিক নেই, কী শুনতে কী শুনেছে...'

'না, ঠিকই শুনেছে সে। থমাস বোল জড়িত আছে এসবের সঙ্গে। বলা ভালো জড়িত ছিল। কারণ, আমার মনে হয় ফাদারের সৈন্যদের উপর সকালে হামলা করেছে সে-ই, এবং তা করতে গিয়ে...' থেমে গেলেন এমলিন, কান্না চাপতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

একদৃষ্টিতে এমলিনের দিকে তাকিয়ে আছেন মাদার ম্যাটিল্ডা, মুচকি হাসছেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। তোমার যদি খাঁটি বন্ধু বলে কেউ থেকে থাকে তা হলে সে থমাস বোল ছাড়া আর কে?'

কিছু বললেন না এমলিন।

'তা হলে আজ ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে সে-ই হাজির হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করলেন মাদার।

'মনে হয়। কথাটা বললাম কারণ কাউকেই চিনতে পারিনি আমি। তখন আমার নিজের অবস্থাই ভালো না—তিন-চার জন লম্পট সন্ন্যাসী আমাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চড়ে বসেছে গায়ের উপর। তবে যারাই এসে থাকুক সকালে, এ-ব্যাপারে সন্দেহ নেই, সিসিলির ভালো চায় তারা।'

'সম্ভবত...' গলা আরও খাদে নামালেন মাদার ম্যাটিল্ডা,

'সম্ভবত ঈশ্বরও ভালো চান মেয়েটার।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল এমলিনের। 'কীভাবে?'

দরজাটা বন্ধ, তারপরও পিছনে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলেন মাদার ম্যাটিল্ডা। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের রাজা হেনরি খুব একটা পছন্দ করেন না পোপকে। লোকে বলে, পোপ নাকি নির্দিষ্ট কিছু যাজকদের সংগঠিত করে রাজা হেনরিকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করছেন। তাই যেসব চার্চ, মানে যাজকরা পোপের অনুগত, তাঁদেরকেও দু'চোখে দেখতে পারেন না হেনরি। মাস দু'-এক আগে দুটো কাউণ্টিতে বড় রকমের অভিযান চালিয়েছেন তিনি। ফাদার মন্ডন তখন ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন। যা-হোক, প্রায় সব কাউণ্টিতেই কমিশনার পাঠিয়েছেন বা পাঠাচ্ছেন রাজা—তাঁরা নিজেরাই বিচারক, নিজেরাই জুরি। এরকম এক কমিশনারের নাম থমাস লেঘ। এখান থেকে আশি মাইল দূরে, ইয়র্কশায়ারের বেক্লিটের এক আশ্রমে "তদন্ত" করতে যাওয়ার কথা থমাস লেঘের। আমার এক মামাতো ভাই আবার ওই আশ্রমের অধ্যক্ষ, চিঠি লিখে ঘটনাটা আমাকে জানিয়েছে সে। আজ সকালে চিঠিটা এসেছে আমার কাছে। অবশ্য ফাদার মন্ডন যদি সুস্থ থাকতেন তা হলে চিঠিটা আমি পড়তে পারতাম কি না সন্দেহ।'

'কিন্তু...থমাস লেঘের কাহিনি আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?'

'বুঝতে পারছ না? ফাদার মন্ডন এখন অসুস্থ। তার মানে আমাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই। প্রহরীদেরকে কিছু একটা বুঝ দিয়ে আমি যদি বের হয়ে পড়ি তা হলে কে আটকাবে আমাকে?'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন...'

'হ্যাঁ, বলতে চাচ্ছি আমি যত বুড়ি আর দুর্বলই হই না কেন, যেভাবেই পারি গিয়ে হাজির হবো বেক্লিটে। ব্লসহোমে যা যা ঘটেছে এবং ঘটছে সব বলবো থমাস লেঘকে। তোমাকে আর সিসিলিকে বাঁচাবো।'

'আপনি যাবেন!' বিশ্বাসই করতে পারছেন না এমলিন, 'আপনি সত্যিই যাবেন? ...ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। কিন্তু প্রহরীদেরকে কী বলবেন?'

'প্রথমে সত্যি কথা বলবো—বেফ্লিটে যাচ্ছি। এরপর যদি জিজ্ঞেস করে কেন যাচ্ছি, মিথ্যা বলবো—আমার ভাই মুমূর্ষু, ওকে শেষবারের মতো না-দেখলেই নয়। আশা করি তখন আর আমাকে বাধা দেবে না ওরা।'

'কিন্তু...আশি মাইল...একা এতদূর যাবেন কীভাবে?'

'সে-ব্যবস্থাও হয়ে গেছে,' মিটিমিটি হাসছেন মাদার ম্যাটিল্ডা।

আবারও ভ্রূ কুঁচকে গেল এমলিনের। 'ব্যবস্থা হয়ে গেছে মানে?'

'মানে থমাস বোল রাজি হয়েছে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য।'

'থ...' চিৎকার করতে গিয়েও নিজেকে সামলেন নিলেন এমলিন। 'কিন্তু...কিন্তু...সে যদি বেঁচে থাকে তা হলে ওই লম্বাচওড়া লোকটা যে মারা পড়েছে ফাদারের সৈন্যদের হাতে সে কে?

'ওর কোনো বন্ধু হবে, আমি নিশ্চিতভাবে জানি না।'

'থমাসকে রাজি করানোর জন্য পেলেন কোথায় আপনি?'

'এখানে। আশ্রমের ভিতরে!'

'কী!'

'ভালোবাসা...এরই নাম বোধহয় ভালোবাসা। সকালে তোমার উপর হামলা হয়েছে, তারপর কী অবস্থা তোমার না-জেনে থাকতে পারছিল না বেচারা। আজ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাই হাজির হয়ে গেছে সন্ধ্যার পর। প্রথমে বোধহয় লুকিয়ে ছিল গির্জায়, কিন্তু তুমি যাবে না বুঝতে পেরে চরম ঝুঁকি নিয়ে আশ্রমে ঢুকে পড়ে। ভাগ্য ভালো, প্রহরীদের কেউ দেখে ফেলেনি বিশালদেহী লোকটাকে। কিন্তু আমার কাছে ধরা পড়ে যায়। ওকে

দূরে সরিয়ে নিয়ে যাই আমি, আমার কাছ থেকে তোমার ব্যাপারে সব জেনে আশ্বস্ত হয় সে।'

'তারপর?' চোখের পলক পড়ছে না এমলিনের, হাঁ করে শুনছেন তিনি মাদারের কথাগুলো।

'আমার ভাইয়ের চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই কী করবো ভাবছিলাম, থমাস বোলকে দেখার পর একটা বুদ্ধি খেলে যায় আমার মাথায়। সে যখন অনুরোধ করে বলল ওর কথা কারও কাছে না-বলতে তখন বললাম, আমার একটা কাজ করে দিলে বলবো না।'

'কাজটা কী? আপনার সঙ্গে বেফ্লিটে যেতে হবে ওকে?'

'হ্যাঁ। তবে আমি ব্লসহোম থেকে বের হওয়ার পর আমার সঙ্গে যোগ দেবে সে। ...ওকে বেছে নেয়ার কিছু কারণও আছে অবশ্য। সে একটু স্থূলবুদ্ধির হলেও প্রচণ্ড সাহসী। এমন কোনো দুর্বৃত্ত নেই, যে ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে। ভালো ঘোড়সওয়ার সে, ঘোড়া সামলাতেও পারে ভালো। এই এলাকার পথঘাট হাতের উল্টোপিঠের মতো চেনে।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলেই চলে গেল থমাস? আর কিছু বলল না?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। কিন্তু আমি বুঝিয়ে বললাম কাজটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। তখন সে হঠাৎ করেই গোঁ ধরল, তোমার অনুমতি না-পেলে ব্লসহোম ছেড়ে কোথাও যাবে না। তুমি নাকি ওকে সবসময় পাশে থাকতে বলেছ!'

মধুর হাসিতে ভরে গেল এমলিনের চেহারা। এক মুহূর্তের জন্য কী যেন ভাবলেন তিনি। তারপর ডান হাতের মধ্যমা থেকে একটা আংটি খুলে নিয়ে দিলেন মাদারের হাতে। বললেন, 'এই আংটিটা দেখানোমাত্র চিনতে পারবে সে। বলবেন, যার হাতে আংটিটা ছিল সে বলেছে আপনার কথামতো কাজ করতে। ব্যস, তা হলেই হবে।'

আংটিটা নিলেন মাদার, পরলেন নিজের ডান হাতের মধ্যমায়। তারপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন খাটের পাশে, সিসিলি আর ওর ছেলেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, আশীর্বাদ করলেন দু'জনকেই। তারপর চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন।

কিন্তু যেতে পারলেন না—পিছন থেকে তাঁর রোব টেনে ধরেছেন এমলিন।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইলেন মাদার।

'আপনি হয়তো মনে করছেন আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু ঠিকই বুঝতে পেরেছি আমি।'

'কী?'

'থমাস লেঘ যদি এখানে আসে এবং সবকিছু জানতে পারে তা হলে শুধু ফাদার আর তাঁর অ্যাবির বিরুদ্ধেই না, আপনার এই আশ্রমের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে পারে। কারণ জোর করে হোক আর যেভাবেই হোক, এই আশ্রমকে নিজের আয়ত্তে রেখেছেন ফাদার এতদিন ধরে এবং আমাদেরকে বন্দি করে রাখার মতো, আমাদের অন্যায্য বিচার করার মতো জঘন্য কিছু কাজ করেছেন এখানে।'

'তাতে কী?' এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন মাদার ম্যাটিল্ডা।

'তাতে কী আপনি ভালোমতোই জানেন। আশ্রমটা যদি বন্ধ করে দেয়া হয় তা হলে চারশ' বছরের এই পুরনো বাড়িটা বুনো নেকড়েদের আবাসস্থলে পরিণত হবে এক বছরের মাথায়, আপনিই বা এই বয়সে কোথায় গিয়ে উঠবেন? আর,' ঘুমন্ত সিসিলির দিকে ইঙ্গিত করলেন এমলিন, 'এখন আমি যা বুঝতে পারছি, দু'দিন পর ওই মেয়েটাও তা বুঝতে পারবে। তখন যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে কেন বাধা দিইনি আপনাকে তা হলে কী বলবো?'

'কিছুই বলার দরকার নেই। তুমি ধরেই নিয়েছ বেফ্লিট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো আমি। কিন্তু এমনও তো হতে পারে সেখানে

যাওয়ার অনেক আগেই...। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।'

'হ্যাঁ, আমিও সে-প্রার্থনা করি। তবে, একটা কথা জানিয়ে রাখি, মাদার। আজ নিজের উদ্যোগে যা করতে যাচ্ছেন তা যদি ঠিকমতো করতে পারেন তা হলে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তো অবশ্যই পুরস্কার পাবেন, আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করবো আপনাকে।'

'সাহায্য করবে! মানে?'

'এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় জায়গাটা। সেখানে লুকানো আছে সিসিলির সব গহনা। ওই জায়গা সে-ও ভালোমতো চেনে না। শুধু আমি চিনি, আমি জানি, ক রণ আমিই ওগুলো লুকিয়েছি সেখানে। কথা দিচ্ছি, সব যদি ভালোয় ভালোয় শেষ হয় তা হলে গহনাগুলোর একটা ভাগ আপনারাও পাবেন।'

কিছু না-বলে মৃদু হাসলেন মাদার ম্যাটিল্ডা, আশীর্বাদ করলেন এমলিনকে। তারপর গিয়ে দাঁড়ালেন দরজার কাছে। মৃদু করাঘাত করে জানান দিলেন বাইরে দাঁড়িয়ে-থাকা সৈন্যদের যে, বের হতে চান তিনি।

তিন দিন পর এমলিন আর সিসিলির সঙ্গে দেখা করতে এলেন ফাদার মন্ডন।

'আমার হাতে সময় খুব কম,' ভূমিকা করলেন না তিনি, 'শুধু জানাতে এসেছি, আগামী সোমবার পুড়িয়ে মারা হবে তোমাদেরকে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।'

'কোথায়?' জানতে চাইলেন এমলিন।

'আশ্রমের সদর-দরজার বাইরে, যে-জায়গায় তোমাদের বিচার হয়েছিল সেখানে। ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কাজটা, তারপরও ওখানেই করতে হবে, কারণ গ্রামবাসীদের দেখানো দরকার যে বা যারা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করবে, ডাকিনীবিদ্যার চর্চা করবে তাদের

কী শাস্তি হওয়া উচিত। এবার নিরাপত্তাব্যবস্থা অনেক জোরদার করা হবে, কাজেই তোমাদের বন্ধুরা যদি কিছু করতেও চায়, পারবে না।'

'আমাদেরকে পুড়িয়ে মারার জন্য রাজার পরোয়ানা আছে আপনার কাছে?' জিজ্ঞেস করল সিসিলি।

'তোমাদেরকে পুড়িয়ে মারার জন্য আমার পরোয়ানাই তো যথেষ্ট, আবার রাজার পরোয়ানা লাগে নাকি? ওই হোঁতকাটা ধর্মকর্মের কী বোঝে?'

'তার মানে এত বড় শাস্তি আপনি দিচ্ছেন আমাদেরকে অথচ আইনসঙ্গত কোনো কাগজপত্র নেই আপনার কাছে?'

রাগে লাল হয়ে গেল ফাদারের চেহারা। 'আছে, তোমাদের দু'জনকে যে-খুঁটিতে বেঁধে পোড়ানো হবে সে-খুঁটি আছে। পছন্দ হয় না? আবার কাগজপত্রও চাও?'

যা বুঝবার বুঝে নিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টাল সিসিলি, 'আমার ছেলেটার কী হবে?'

'তোমাদেরকে যখন টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বাঁধা হবে খুঁটির সঙ্গে, তার আগে ওই বাচ্চাটাকে কেড়ে নেয়া হবে তোমার কাছ থেকে। কথা দিচ্ছি, আগুন থেকে দূরে, মাঠের এককোনায় ফেলে রাখা হবে ওকে। খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে ওকে, খ্রিস্টান নাম রাখা হয়েছে, এবং তোমাদের মতো জঘন্য পাপ করার মতো বয়সও হয়নি ওর। তাই আপাতত বেঁচে গেল সে। এখন, গ্রামবাসীদের কেউ যদি দয়া করে ওকে তুলে নিয়ে যায়, লালনপালন করে তা হলে আমার কোনো আপত্তি নেই। আর কেউ তা না-করলে যেখানে পড়ে থাকবে সে, ওর মৃত্যুর পর সেখানেই কবর দেয়া হবে ওকে।'

'আপনি কি সত্যিই পুড়িয়ে মারবেন আমাদেরকে?' জিজ্ঞেস করলেন এমলিন।

'নিঃসন্দেহে। তবে...একটা প্রস্তাব ছিল আমার, তোমাকে

নতুন করে বলতে চাই না, আমার হাতে সময়ও কম। যদি সেই প্রস্তাবটা...'

'সেই প্রস্তাবটা রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভবও না কারণ চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে ওই অলঙ্কারগুলো—পুড়ে গেছে।'

'তা হলে আর কী? তোমরাও পুড়ে ছাই হও। একটা কথা বলে রাখি, আগুন দেবো আর অমনি জ্বলেপুড়ে সব শেষ হয়ে যাবে ভেবো না, বৃষ্টিতে ভিজে সবুজ হয়ে আছে খুঁটির কাঠ আর ডালপালা, আগুন ধরতে সময় লাগবে, তোমাদের মরতেও সময় লাগবে। একটাবার ভেবে দেখো মরার আগে কতখানি কষ্ট পেতে হবে তোমাদেরকে।'

'আশা করি আপনি যখন মর'বন, সেটা কাল হোক বা পরশু বা একশ' বছর পর, তখন আমাদের চেয়েও হাজার গুণ বেশি কষ্ট পেয়ে মরবেন।'

চেহারা কালো হয়ে গেল ফাদার মন্ডনের।

'পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে,' বলে চললেন এমলিন, 'প্রত্যেক সভ্য সমাজে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তার শেষ ইচ্ছা কী। আমাদের কি সে-রকম কোনো সুযোগ আছে?'

কৌতূহল বোধ করলেন ফাদার মন্ডন। 'শুনি তোমাদের শেষ ইচ্ছা কী। দেখি তা রাখতে পারি কি না।'

বুদ্ধিমতী এমলিন বললেন, 'মাদার ম্যাটিল্ডার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ চাই আমি। আমার কিছু গোপন কথা আছে, মরার আগে সেগুলোকে জানিয়ে যেতে চাই তাঁকে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছেন ফাদার মন্ডন, 'কপাল খারাপ তোমার, এমলিন। আমার শরীরটা তখন ভালো ছিল না, এই সুযোগে প্রহরীদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে কোথায় যেন চলে গেছেন মাদার। জিজ্ঞেস করলাম, ছাগলগুলোর কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারল না কোথায় গেছেন তিনি। তবে এই বয়সে সঙ্গী

ছাড়া কতদূরই বা যেতে পারবেন? আমার মনে হয় কাছেপিঠেই কোথাও গেছেন, ফিরে আসবেন শীঘ্রই কারণ এই আশ্রম ছাড়া থাকার মতো আর কোনো জায়গা নেই তাঁর। যা-হোক, কথা দিচ্ছি, যদি সোমবারের আগে ফিরে আসেন তিনি তা হলে তোমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেবো, কথা বলতে দেবো। ...এখন, শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি কোথায় আছে গহনাগুলো। বলে দাও, কথা দিচ্ছি আর যা-ই করি অন্তত আগুনে পুড়িয়ে মারবো না তোমাদেরকে।'

'আমি জানি না,' নিচু কণ্ঠে জবাব দিল সিসিলি।

'আমিও না,' তাল মেলালেন এমলিন।

'এ-ই তা হলে তোমাদের শেষ কথা?'

'জী,' একসঙ্গে বললেন এমলিন আর সিসিলি।

'ঠিক আছে, দেখা যাবে,' ঘুরে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন ফাদার মন্ডন।

দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

বারো

রোববারের রাতটা যেন কাটতে চাচ্ছে না কিছুতেই।

কী ভয়ঙ্কর একটা রাত! কাল সকালেই পুড়িয়ে মারা হবে এমলিন আর সিসিলিকে। মেয়েটা এখনও নেহাত এক কিশোরী, কিন্তু আশপাশের গ্রামগুলোর বেশিরভাগ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসীরা বিশ্বাস করে সে জঘন্য এক ডাইনি। সুতরাং কাল

সকালে যখন ওকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে বাঁধা হবে খুঁটির সঙ্গে, বেশিরভাগ দর্শকই হয়তো উপহাস করবে ওকে নিয়ে, টিটকারি দেবে। আবার অভিশাপও দিতে পারে কেউ কেউ। ওর অপরাধ? সে কোনো অপরাধ করেনি এটাই বোধহয় ওর সবচেয়ে বড় অপরাধ। নিজেকে বাঁচাতে বিয়ে করেছিল সে প্রেমিককে এটাই বোধহয় ওর সবচেয়ে বড় পাপ। এত নির্যাতনের পরও মাথা নত করেনি সে ফাদার মল্ডনের কাছে এটাই বোধহয় ওর চরিত্রের সবচেয়ে খারাপ দিক।

এই অঞ্চলের সহজসরল গ্রামবাসীদের কাছে ফাদার ক্লেমেণ্ট মল্ডন মানে একেবারেই অন্য কিছু। ওরা জানে, ফাদার দুধে-ধোওয়া তুলসিপাতা নন, কিন্তু ফাদারের দোষটা কী তা-ও জানে না। ওরা জানে স্যর জন বা স্যর ক্রিস্টোফারের হত্যাকাণ্ডের পিছনে হাত আছে ফাদারের, কিন্তু বিশ্বাস করে ধর্মের ভালোর জন্যই কাজটা করতে হয়েছে তাঁকে। ওরা জানে সিসিলি বন্দি হয়ে আছে অ্যাবি-সংলগ্ন আশ্রমে, কিন্তু মনে করে মেয়েটার "চরিত্র" যাতে সংশোধিত হয় সেজন্যই করা হয়েছে কাজটা।

ফাদার মল্ডন ওদের কাছে দেবতা নন, আবার দেবতার চেয়ে কিছু কমও নন। তাঁর কথা বাইবেলের বাণী নয়, তারপরও তিনি যা বলেন তা-ই করে বেশিরভাগ লোক। কারণ যুগের পর যুগ ধরে, ধর্ম এবং সহজসরল মানুষের সংস্কার আর কুসংস্কারকে পুঁজি করে, নিজেদের বুদ্ধিমত্তা আর শক্তিমত্তা কাজে লাগিয়ে, এই ফাদার মল্ডনের মতো লোকেরাই হয়েছে ব্লসহোমের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোর অঘোষিত প্রভু, মুকুটহীন রাজা। বুনো নেকড়ের মতো হিংস্র অন্তরটা এরা লুকিয়ে রাখে দেবদূতের মতো আচরণ আর কথাবার্তায়—এটাই এদের সবচেয়ে বড় সাফল্য; আর সেজন্যই লোকে প্রতারিত হয়, যাচাই-বাছাই করা ছাড়াই এদেরকে নেতা বলে মেনে নেয়।

সুতরাং ফাদার মল্ডন যখন বলেছেন সিসিলি আসলে একটা

ডাইনি, তখন মেয়েটা আসলেই ডাইনি। তা না হলে যে মেয়েকে আগে কালেভদ্রে শেফটন হল থেকে বের হতে দেখা যেত, সে এত তেজ পেল কোত্থেকে? আগে তো গ্রামের কোথাও কোনো "অপার্থিব" সমস্যা ছিল না, হঠাৎ করেই ভূতের উৎপাত শুরু হলো কেন? আর ভূতটা এল তো এল, স্যর জনের রূপ ধারণ করে আসতে গেল কেন? তার মানে শয়তানের সঙ্গে যোগসাজশ করে সিসিলিই ডেকে এনেছে ওকে। আর যে মহিলা শয়তানের উপাসনা করে সে ডাইনি ছাড়া আর কী?

স্যর জন বা স্যর ক্রিস্টোফার যদি খুন হয়েও থাকেন, দেশে রাজার লোকজন আছে, আইন আছে, বিচারব্যবস্থা আছে—রুটি-কাপড় জোটাতেই গ্রামবাসীদের মাথার ঘাম পায়ে পড়ে, কে কবে কোথায় খুন হলো না-হলো তা নিয়ে ভাবার সময় কোথায় ওদের? কিন্তু ডাকিনীবিদ্যা? এ তো খুনের চেয়েও জঘন্য অপরাধ! এবং ফাদার মন্ডন যদি বলে থাকেন ডাইনিদের পুড়িয়ে মারা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তা হলে অনতিবিলম্বে সেটাই করতে হবে। এখানে কে জমিদারের মেয়ে আর কে জমিদারের স্ত্রী তা কোনো ব্যাপার নয়।

ঘুমানোর চেষ্টা করছে সিসিলি, কিন্তু ঘুম আসছে না। তন্দ্রামতো আসে, সঙ্গে আসে ভয়ঙ্কর কোনো দুঃস্বপ্ন—হাঁপাতে হাঁপাতে জেগে উঠতে হয় ওকে। কয়েকবার এ-রকম হওয়ার পর ঘুমানোর চিন্তা বাদ দিল সে। বিছানা থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে, প্রার্থনা করতে লাগল একমনে।

একটা চেয়ার নিয়ে জানালার কাছে অনেকক্ষণ আগে থেকেই বসে আছেন এমলিন, উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আশ্রমের সদর-দরজার দিকে। একটু পর পর মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাঁর, তখন জঘন্য সব অভিশাপ দিচ্ছেন ফাদার মন্ডনকে। ভালোমতোই জানেন ঘুম আসবে না, তাই বিছানার কাছেও যাননি, আবার প্রার্থনা করার মতো মনমানসিকতাও নেই এই

মুহূর্তে। ধরেই নিয়েছেন আগামীকাল সকালে অত্যন্ত লজ্জাজনক উপায়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে তাঁকে এবং সিসিলিকে। কিন্তু ফাদার মন্ডন? তিনি বেঁচে থাকবেন বিজয়ী হিসেবে, আগের মতোই সম্মান নিয়ে।

সিসিলির ছেলেটাও বোধহয় টের পেয়েছে খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে। একটু পর পরই জেগে উঠছে, কান্নাকাটি করছে। তখন সিসিলিকে প্রার্থনা বাদ দিয়ে বিছানায় গিয়ে শান্ত করতে হচ্ছে বাচ্চাটাকে।

ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। ঘুমিয়ে পড়েছে শিশু ক্রিস্টোফার। নিচু গলায় ডাকল সিসিলি, 'এমলিন?'

'উঁ?' জানালার লোহার শিকে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে আছেন এমলিন।

'কী মনে হয় তোমার? সময়মতো আসতে পারবেন মাদার ম্যাটিল্ডা? বাঁচাতে পারবেন আমাদেরকে?'

'না। আশা ছেড়ে দেয়াই ভালো। তাঁর বয়স হয়েছে, শরীরও অসুস্থ। তা ছাড়া যেখানে গেছেন তিনি সে-জায়গা এখান থেকে অনেক দূরে। কাজেই ফিরে আসতেও সময় লাগবে তাঁর। কে জানে, হয়তো সেখানে পৌঁছাতেই পারেননি তিনি!'

কিছু বলল না সিসিলি, দীর্ঘশ্বাস গোপন করল বুকের ভিতরে।

'আবার এমনও হতে পারে,' বলে চললেন এমলিন, 'ঠিকমতোই পৌঁছেছেন সেখানে, কিন্তু কমিশনারকে পাননি। কিংবা কমিশনার লোকটা তাঁর কথা শোনেননি অথবা শুনলেও এখানে আসতে পারবেন না। খবর নিলে দেখা যাবে আমাদের মতো কত ডাইনি প্রতিবছর পুড়ে মরছে দেশের গ্রামেগঞ্জে; কই, তাদের তো বাঁচায় না কেউ? কোথাকার কোন্ কমিশনারের কী দায় পড়েছে একশ' মাইল দূর থেকে ছুটে এসে আমাদেরকে বাঁচানোর? আমরা কী লাগি ওর? মা, না বোন?'

চুপ করে আছে সিসিলি। বুঝতে পারছে রাগ সামলাতে

পারছেন না এমলিন।

'কাজেই আশা ছেড়ে দেয়াই ভালো।'

'তবে...' ইতস্তত করে বলে চলল সিসিলি, 'মাদার ম্যাটিল্ডা চেষ্টা করেছেন আমাদের জন্য। ঈশ্বর সাক্ষী হয়ে থাকলেন। একদিন না একদিন এই কাজের জন্য পুরস্কার পাবেন মাদার।'

কিছু বললেন না এমলিন।

'থমাস বোলের কী খবর?'

'জানি না,' মুখ ঝামটা মারলেন এমলিন। 'ওই কাপুরুষটার নামও উচ্চারণ কোরো না আমার সামনে। ওর ভিতরে পৌরুষ বলে যদি কিছু থাকত তা হলে কবেই ওই শয়তান মল্ডনটার ঘাড় মটকে দিত! সে আসলে একটা গাধা—লাল চুলের গাধা যে কেবল চেঁচাতে জানে কিন্তু সময়মতো লাথি মারতে পারে না। ...ছাগল! ছাগল তোকে কে বলেছিল আটশ' ভেড়া পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে নীচে ফেলে মারতে? ওই শয়তান মল্ডনকে কেন নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলি না?'

কী বলা যায় ভেবে পাচ্ছে না সিসিলি।

'থমাস বোলের ব্যাপারে আর একটা কথাও বোলো না আমাকে। কী কাজে যে চুমু খেয়েছিলাম ওকে আমি! কেন যে বলেছিলাম সবসময় পাশে থাকতে...' অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল এমলিনের।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সিসিলি বলল, 'বললে বিশ্বাস করবে কি না জানি না—আমার কিন্তু মরতে একটুও ভয় লাগছে না। মনে হচ্ছে...মনে হচ্ছে অনেক কষ্ট হবে, কিন্তু তা-ও বেশি সময় না...হয়তো দুই কি তিন মিনিট, বড়জোর পাঁচ। তারপর জ্ঞান হারাবো, আর কখন যে পুড়ে ছাই হবো টেরও পাবো না। তবে...ক্রিস্টোফারের কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে। বেচারা স্বামী আমার! যদি সত্যিই বেঁচে থাকে সে তা হলে আমার এভাবে মরার খবর জানতে পারবেই কখনও-না-কখনও, সেদিন নিশ্চয়ই

খুব কষ্ট পাবে সে, তা-ই না?'

এবার এমলিনের চুপ করে থাকার পালা।

'আর এই বাচ্চাটা!' ঘুমন্ত ক্রিস্টোফারের গায়ে আলতো করে হাত রাখল সিসিলি। 'কী হবে ওর? কে দেখে রাখবে ওকে? আমাদের মতো ওকেও খুন করে ফেলবে ওরা, অথবা যতক্ষণ না-মরে ততক্ষণ ফেলে রাখবে কোথাও।'

ভোরের আলো ফুটছে। জানালা দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে পুবাকাশ দেখছেন এমলিন। ঈশ্বর...তিনি আজ কোথায়? এই বিশাল পৃথিবী যিনি বানিয়েছেন তাঁর কী প্রচণ্ড ক্ষমতা...কোথায় গেল তাঁর সে-সব ক্ষমতা? নাকি ব্লসহোমের গ্রামবাসীদের মতো তিনিও নিশ্চেষ্ট হয়ে তামাশা দেখছেন? তাঁর শক্তিও কি ফাদার মল্ডনের শক্তির তুলনায় তুচ্ছ হয়ে গেল? তিনি যদি আজ সাহায্য না-করেন তা হলে কবে করবেন?

ঘাড় ঘুরিয়ে সিসিলির দিকে তাকালেন এমলিন।

বিছানার পাশে, মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে বসে ছিল মেয়েটা। ওই অবস্থাতেই ওর শরীরটা নুয়ে পড়েছে বিছানার উপর। ঘুমিয়ে গেছে সে।

সকাল আটটার দিকে খুলে গেল ঘরের দরজা। খাবার নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন একজন নান। দু'চোখ লাল হয়ে আছে বেচারীর, বোঝা যাচ্ছে রাতে ভালোমতো ঘুমায়নি অথবা অনেকক্ষণ কেঁদেছে।

তিনি ভেবেছিলেন ঘরে ঢুকে হয়তো দেখবেন আতঙ্কে আধমরা হয়ে আছেন এমলিন আর সিসিলি। কিন্তু যা দেখলেন তাতে কিছুটা আশ্চর্যই হতে হলো তাঁকে। জানালার পাশে বসে আছে দু'জনে, পরনে যার যার সবচেয়ে ভালো পোশাক। কী নিয়ে যেন কথা বলছিল ওরা, এমলিন কোনো একটা মন্তব্য করলেন, হেসে উঠল সিসিলি।

'গুড মর্নিং, সিস্টার মেরি,' বলল মেয়েটা, 'মাদার ম্যাটিল্ডা কি ফিরেছেন?'

'না। তিনি কোথায় জানি না আমরা কেউ, তাঁর কোনো খবরও পাইনি। আজ তিনি না-ফিরলে একদিক দিয়ে ভালোই হয়—ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য দেখতে হয় না তাঁকে। ...তোমরা কিছু জানো নাকি তাঁর ব্যাপারে?'

মাথা নাড়ল সিসিলি।

খোলা দরজাটার দিকে তাকালেন সিস্টার মেরি, প্রহরীরা কেউ দেখছে কি না লক্ষ করলেন। তারপর পোশাকের ভিতর থেকে দুটো প্যাকেট বের করে ধরিয়ে দিলেন সিসিলির হাতে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল মেয়েটা।

'সুযোগ পেলে পরে নিয়ো,' ফিসফিস করে বললেন সিস্টার মেরি।

'কিন্তু কী আছে প্যাকেটের ভিতরে?' জানতে চাইলেন এমলিন।

'আমরা, এই আশ্রমের নানরা সবাই বিশ্বাস করি আপনারা নিরপরাধ। তাই আপনাদেরকে বাঁচানোর জন্য জঘন্য এক অপরাধ করেছি সবাই মিলে। আমাদের রেলিকোয়ারি খুলে বের করেছি এটা। এই দড়িটাই, যা দিয়ে সেইন্ট ক্যাথেরিনকে বাঁধা হয়েছিল, আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তিন ভাগে ভাগ করেছি আমরা দড়িটা, আপনাদের তিন জনের জন্য একটা করে ভাগ...'

'তিন জন?' বুঝতে পারছে না সিসিলি।

'বিচার পক্ষপাতদুষ্ট হয়নি প্রমাণ করার জন্য সিস্টার ব্রিজিটকেও পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফাদার মল্ডন। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে নাকি আপনাদের "ডাকিনীবিদ্যার" কাজে সাহায্য করত।'

এমলিন আর সিসিলি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন, কোনো মন্তব্য করলেন না।

'সিসিলি,' বলে চললেন সিস্টার মেরি, 'যদি সম্ভব হয় দড়ির টুকরোটা পরে নিয়ে, অথবা অন্তত সঙ্গে রেখো। তোমরা সত্যিই নির্দোষ হয়ে থাকলে অলৌকিক কিছু-না-কিছু ঘটবেই, দেখে নিয়ো। হয়তো ঠিকমতো জ্বলবে না আগুন, কিংবা মুষলধারে বৃষ্টি নামবে, অথবা...অথবা হয়তো ফাদারের মন নরম হয়ে যাবে।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন এমলিন। 'মন নরম হবে ফাদার মন্ডনের? পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা অলৌকিক ঘটনা ঘটবে তা হলে! যা-হোক, আমাদের জন্য যতটুকু করা সম্ভব ছিল আপনাদের পক্ষে তা করেছেন আপনারা, এজন্য অন্তর থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। ...দড়ির টুকরো সঙ্গে রাখবো আমরা। ...ওই যে,' খোলা দরজার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, 'প্রহরী এসে গেছে। যাওয়ার সময় হয়েছে আপনার। ...বিদায়।'

ঘুরে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন সিস্টার মেরি। আবারও আশ্চর্য হয়েছেন তিনি। ভাবছেন, সিস্টার ব্রিজিটের সঙ্গে এমলিন আর সিসিলির কোনো মিলই নেই। পাতাল কারাকক্ষে বন্দি করে রাখা হয়েছে সিস্টারকে, সারা রাত চিৎকার করে কেঁদেছেন তিনি আর আর্তনাদ করেছেন। কিন্তু এই দু'জন? ভয়ের আভাসমাত্র নেই কারও চেহারায়! এরা যদি ডাইনি না-হয় তা হলে এত সাহস পেল কোত্থেকে?

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, তাই পেট ভরে খেয়ে নিলেন এমলিন আর সিসিলি। তারপর আবার বসে পড়লেন জানালার পাশে। আশ্রমের দরজার বাইরে শত শত লোক জড়ো হয়েছে, হচ্ছে। কেউ আসছে ঘোড়ায় চড়ে, কেউ পায়ে হেঁটে। আশ্রম আর অ্যাবির মাঝখানে বেশ উঁচু একটা ঢাল, সেখানে সারি সারি গাছ; তাই এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না অ্যাবিটা।

'শোনো, সিসিলি,' মেয়েটার দিকে তাকালেন এমলিন, 'বাঁচবো না মরবো জানি না। তবে যা-ই ঘটুক, একটা জরুরি কথা বলতে চাই তোমাকে।'

'কী?'

'গহনাগুলো কোথায় লুকানো আছে বলে যেতে চাই তোমার কাছে। আমাকে ছাড়া কেউ কখনও খুঁজে পাবে না ওই জায়গা। এখন, আমাদেরকে যদি পুড়িয়ে মেরে ফেলেন ফাদার, তা হলে তোমার-আমার কারোরই কোনো কাজে লাগবে না গহনাগুলো। কিন্তু যদি ধরে নিই আমাদের মৃত্যুর পর কেউ-না-কেউ দয়াপরবশ হয়ে দায়িত্ব নেবে ক্রিস্টোফারের, তা হলে একদিন-না-একদিন ওগুলো কাজে লাগবে ওর।'

'তা হলে তো...কারও কাছে বলে যেতে হবে কোথায় আছে গহনাগুলো।'

'হ্যাঁ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কার কাছে বলবো? কাকে বিশ্বাস করতে পারি আমরা?'

চুপ করে আছে সিসিলি, ভাবছে।

'এই আশ্রমের কোনো নানকে কি...'

মাথা নাড়ল সিসিলি। 'না। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেছি আমি, ওই গহনাগুলোর ব্যাপারে কাউকে কিছু বললে একঅর্থে বিশ্বাস ভঙ্গ করা হবে। তোমার মনের ভিতরে আছে কথাটা, তোমার মনের ভিতরেই থাকুক।'

'ঠিক আছে।'

আশ্রমের ঘণ্টা বেজে উঠল এমন সময়। সকাল দশটা। দরজার তালা খোলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এসে গেছে প্রহরীরা।

'এগারোটার সময় পোড়ানো হবে আমাদেরকে,' নিচু কণ্ঠে বললেন এমলিন।

'আর মাত্র এক ঘণ্টা,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সিসিলি, পৃথিবীর আলো-বাতাস সম্ভবত শেষবারের মতো দেখে নেয়ার জন্য।

খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে ঢুকল একদল সন্ন্যাসী এবং বেশ

কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী। একজন উঠে দাঁড়ানোর আদেশ করল সিসিলিকে, ওদের পিছন পিছন যেতে বলল।

আদেশ পালন করলেন এমলিন আর সিসিলি।

কিছুক্ষণ পর আশ্রমের দরজা দিয়ে বাইরে বের হলেন দু'জনে। বেচারী ব্রিজিট, আধপাগল সেই বুড়ি, দাঁড়িয়ে আছেন কাছেই। তাঁর সব কাপড় খুলে নেয়া হয়েছে, লম্বা চাদর জাতীয় কিছু একটা দিয়ে কোনোরকমে লজ্জা নিবারণ করেছেন তিনি। কেমন ক্ষ্যাপাটে দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন সবার দিকে। খুলে কাঁধের উপর ছড়িয়ে আছে তাঁর এলোমেলো ধূসর চুল। একটু পর পর মাথা ঝাঁকাচ্ছেন সজোরে, আর চিৎকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

ভয়াবহ এই দৃশ্য দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল সিসিলির। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ হলো না, কে যেন খোঁচা দিল পিঠে। আবার হাঁটতে লাগল।

সামনে লম্বা লাইন করে হাঁটছে সন্ন্যাসী আর বৃন্দগায়কেরা, করুণ সুরে গাইছে কোনো ল্যাটিন অন্ত্যেষ্টিসঙ্গীত। এমলিন আর সিসিলিকে দু'দিক থেকে ঘিরে আছে ছ'জন করে মোট বারো জন সশস্ত্র প্রহরী। সবার পিছনে আশ্রমের নানরা—এখানে আসতে, এই "মিছিলে" অংশ নিতে বাধ্য করা হয়েছে তাঁদেরকে। দু'পাশে ব্লসহোমের একাধিক গ্রামের অগণিত অধিবাসী।

ঢাল পেরিয়ে, সারি সারি গাছের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে-চলা হেমন্তের-বৃষ্টিতে-কর্দমাক্ত পথ ধরে হাজির হলো ওরা অ্যাবির সিংহদ্বারের সামনে। আপনাথেকেই কমে এল ওদের গতি।

অনতিদূরে ঘাসে-ছাওয়া মাঠ। একজায়গায় পোঁতা হয়েছে ছ'ফুট বা তার কিছু বেশি উচ্চতাসম্পন্ন চোদ্দ ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট তিনটা ওক কাণ্ড। প্রতিটা কাণ্ডের চারপাশে লাকড়ির স্তূপ। প্রতিটা কাণ্ডের গায়ে লোহার শিকল প্যাঁচানো। নেহাই আর স্লেজহ্যামার নিয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে আছে স্থানীয় এক কামার আর তার

সহকারীরা।

এই জায়গা থেকে কিছুটা দূরে থামল সিসিলিদের মিছিলটা। অ্যাবির সেই সিংহদ্বার খুলে তখন অনেকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে বের হয়ে এলেন ফাদার মন্ডন। পরনে আলখাল্লা, মাথায় উঁচু গম্বুজওয়ালা টুপি। তাঁর সামনে কয়েকজন সহকারী, পিছনে কয়েকজন সন্ন্যাসী।

সিসিলি আর এমলিনের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি, একঘেয়ে কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন কী অপরাধ ওদের, কী শাস্তি দেয়া হচ্ছে ওদেরকে। ল্যাটিনে বললেন তিনি কথাগুলো, কাজেই কী বললেন তা তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝল না। সবশেষে ইংরেজিতে বললেন, 'এবার, সবার সামনে, নিজেদের ভালোর জন্য, নিজেদের সব পাপের কথা স্বীকার করো তোমরা। পাপ স্বীকার করে নিয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি দয়াপরবশ হতেও পারেন; ডাকিনীবিদ্যা চর্চা করার মতো জঘন্য পাপ করেছ তোমরা এবং তার উপযুক্ত শাস্তি হিসেবে জ্যান্ত পুড়ে মরবে, তারপরও তোমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারেন তিনি।'

সিসিলি বলল, 'আমরা নিরাপরাধ। মিথ্যা অভিযোগে আমাদেরকে অভিযুক্ত করেছেন আপনি। কিছুই স্বীকার করবো না আমরা, কারও কাছে ক্ষমাও চাইবো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন এমলিন।

কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে তখন ব্রিজিট বললেন, 'আমি একটা ডাইনি। আমার মা আর আমার নানীও ডাইনি ছিল। জেনেবুঝে, স্বেচ্ছায় ডাকিনীবিদ্যার চর্চা করেছি আমি। ওই অপরাধের জন্য আজ যে-শাস্তি দেয়া হচ্ছে আমাকে তা ঠিকই আছে। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।'

সবাই চুপ করে আছে, মনোযোগ দিয়ে শুনছে সিস্টার ব্রিজিটের কথা, 'তবে এই পথে পা বাড়াতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এমলিন স্টোয়ার। ওই মহিলাই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে

শয়তানের সঙ্গে। আর প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে আদেশ করে শয়তান, আমি যেন ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষকে জাদু করি। কারণ তিনি খুবই পবিত্র একজন মানুষ, একমাত্র এ-ধরনের মানুষের পক্ষেই ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা সম্ভব। তাই তাঁকে অপবিত্র করাটা খুবই জরুরি ছিল শয়তানের জন্য। শয়তানি কায়দাতেই গর্ভবতী হয় সিসিলি ফোটরেল, ওর কোলের ওই বাচ্চাটা যদি বেঁচে থাকে তা হলে বড় হয়ে ভয়ঙ্কর এক জাদুকর হবে। ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিলেন বলেই গুডি মেগস নামের ঈশ্বরপ্রেরিত এক মহামানবী স্বেচ্ছায় বাচ্চাটাকে খুন করতে প্রবৃত্ত হন, কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল দরকার হলে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে হলেও শত শত গ্রামবাসীর জীবন রক্ষা করা। তখন স্যর জনের রূপ ধরে হাজির হয় শয়তান, বাচ্চাটাকে বাঁচায় আর মেরে ফেলে গুডি মেগসকে। চোখের সামনে এসব দেখে জ্ঞান হারাই আমি, মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার।'

হাঁ হয়ে গেছেন এমলিন আর সিসিলি। গ্রামবাসী, সন্ন্যাসী, প্রহরী—সবাই চুপ করে আছে, কেউই হয়তো ভাবেনি এত নির্জলা "সত্যি" এভাবে শুনতে হবে। আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন ফাদার মন্ডন।

'সবশেষে আবারও বলতে চাই,' বলে চলেছে ব্রিজিট, 'জাদু করা হয়েছিল আমাকে, পাপের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। আমি অতি সাধারণ এক মানুষ, আমার ক্ষমতা ছিল না প্রতিরোধ করার। তাই ইচ্ছা না-থাকার পরও বাধ্য হয়ে ডাইনির ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। এই ব্যাপারে এমলিন স্টোয়ার আর সিসিলি ফোটরেল যতটা দোষী, আমার দোষ তার চেয়ে অনেক অনেক কম। তাই আমি প্রার্থনা করবো আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হোক, অন্তত জ্যান্ত অবস্থায় পোড়ানো না-হোক।'

কিন্তু এত সহজে ছাড় দিলে জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে, তাই ফাদার মন্ডন বললেন, 'না, ব্রিজিট, সম্ভব না। যে খুন করে আর

যে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক ওই খুনের কাজে সাহায্য করে, জানো নিশ্চয়ই, দু'জনেরই...'

কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে লাগল আধপাগল ব্রিজিট, 'তা হলে এতগুলো মিথ্যা কথা কেন শিখিয়ে দিলেন আমাকে? কেন এগুলো সবার সামনে বলতে বললেন? শেষপর্যন্ত তো একই পরিণতি হতে যাচ্ছে আমার...'

"পাগলির" পাগলামি দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল উপস্থিত জনতা।

'তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছ?' সহকারীদের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার ছাড়লেন ফাদার মন্ডন, 'শোনোনি নিজের সব দোষ স্বীকার করেছে ব্রিজিট? যাও, ওকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে বাঁধো খুঁটির সঙ্গে।'

প্রতিবাদে চিৎকার করে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ফেলতে লাগল ব্রিজিট, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। ওকে বাঁধা হলো একটা ওক কাণ্ডের সঙ্গে, শিকল দিয়ে প্যাঁচানো হলো পুরো শরীর, তারপর কামার আর ওর সহকারীরা মিলে হাতুড়ি আর নেহাইয়ের সাহায্যে আরেকটা ছোট খুঁটির সঙ্গে শিকলের দু'প্রান্ত আটকে দিল মাটিতে। এবার যতই চেঁচাক আর যতই জোরাজুরি করুক, অন্য কারও সাহায্য ছাড়া কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন না সিস্টার ব্রিজিট।

একজন সন্ন্যাসী এগিয়ে গেল সিসিলির দিকে, ওর কোল থেকে বলতে গেলে ছিনিয়ে নিল ক্রিস্টোফারকে। অনতিদূরে মাটির উপর ফেলে রাখা হয়েছে একটা কাটাগাছের কাণ্ড, সেটার উপর শুইয়ে দিল বাচ্চাটাকে। চিৎকার করে বলল, 'ঈশ্বর চাইলে এই ছেলে বাঁচবে, না-চাইলে মরবে।'

খুঁটির সঙ্গে সিসিলিকে বেঁধে ফেলার জন্য ফাদার মন্ডনের কয়েকজন সহকারী আগে বাড়ল। কিন্তু ওদেরকে গায়ে হাত

দেয়ার সুযোগ দিল না সিসিলি, নিজেই গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল খুঁটি ঘেঁষে। অপেক্ষা করছিল কামার, এগিয়ে এল সে, শিকল দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধতে শুরু করল সিসিলিকে।

লোকটাকে একনজর দেখল সিসিলি, তারপর বলল, 'তোমাকে চিনি আমি, আগে দেখেছি। আমার বাবার ঘোড়াগুলোকে তুমিই নাল পরাতে, তা-ই না? ভাগ্য কী বিচিত্র! আজ সেই তুমিই আমাকে শিকল দিয়ে বাঁধছ।'

সিসিলির কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল লোকটা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ফাদার মন্ডনের দিকে, অভিশাপ দিল তাঁকে, তারপর হাতুড়ি আর নেহাই ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল।

ওস্তাদকে পালাতে দেখে সাগরেদরাও ইতস্তত করছে, এমন সময় কয়েকজন সৈন্য এগিয়ে গেল ওদের দিকে। ওদের একজন তরবারি উঁচিয়ে ইশারা করল, বাধ্য হয়ে হাতুড়ি আর নেহাই তুলে নিল ওরা। হাত বাঁধা হলো সিসিলির, তারপর শিকল দিয়ে প্যাঁচানো হলো ওকে, এরপর শিকলের দু'প্রান্ত একসঙ্গে করে আটকে দেয়া হলো মাটিতে। তিন নম্বর খুঁটির সঙ্গে এমলিনকেও বাঁধা হলো একই কায়দায়।

"জল্লাদের" দায়িত্ব পালন করছে অ্যাবির বাবুর্চি। জ্বলন্ত কয়লায় পূর্ণ একটা ধাতব পাত্রের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে, এবার কিছু লাকড়ি ফেলল পাত্রের ভিতরে। আগুন ধরার জন্য অপেক্ষা করছে, এমন সময় ওর এক সহকর্মী মন্তব্য করল, 'বাতাস ভালোই আছে আজ। আগুন ছড়াতে দেরি হবে না।'

হাসতে হাসতে বাবুর্চি বলল, 'পুড়ে মরতেও বেশি সময় লাগবে না তিন ডাইনির।'

দর্শকরা যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে। ভুলে গেছে কোথায় আছে ওরা, কী করছে। একদৃষ্টিতে সবাই তাকিয়ে আছে তিন "ডাইনির" দিকে। দেখছে ধাতব পাত্র থেকে একটা জ্বলন্ত লাকড়ি তুলে নিল বাবুর্চি, ঘুরল, এখন ধীর গতিতে এগোচ্ছে

সিসিলির দিকে। আর মাত্র কয়েক পা, তারপরই জ্বলন্ত লাকড়িটা নিক্ষেপ করবে সে সিসিলির পায়ের কাছে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে আগুন...

'থামো!' ভারী কণ্ঠে চিৎকার করে আদেশ দিল কে যেন, 'রাজা হেনরির দোহাই লাগে থামো!'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সবাই।

দূরে কয়েক সারি গাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা সাদা ঘোড়া। জন্তুটার পেটের দু'পাশ ক্ষতবিক্ষত, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে; বোঝা যায় ঊর্ধ্বশ্বাসে সেটাকে ছোটানোর জন্য নির্দয়ভাবে স্পার চালিয়েছে আরোহী। লোকটা অস্বাভাবিক লম্বাচওড়া, মাথায় লাল চুল আর গালে লাল দাড়ি, পরনে বর্ম এবং এক হাতে বিশাল এক হাতকুড়াল।

থমাস বোল।

'আগুন লাগাও!' চিৎকার করে আদেশ দিলেন ফাদার মল্ডন।

কিন্তু বাবুর্চি লোকটা প্রকৃতপক্ষে ভীতু, থমাস বোলকে দেখার পর যা বোঝার বুঝে নিয়েছে, আপনাথেকেই ওর হাত থেকে খসে পড়েছে জ্বলন্ত লাকড়ি, ভেজা মাটিতে পড়ে নিভে গেছে সেটা।

বিশাল কুড়ালটা মাথার উপরে কয়েকবার ঘুরাল থমাস বোল, ভয় ধরিয়ে দিল দর্শকদের মনে, তারপর গুঁতো দিল ঘোড়ার পেটে। প্রচণ্ড ব্যথায় তীক্ষ্ণ হ্রেষা ছাড়ল জন্তুটা, দাঁড়িয়ে গেল পিছনের দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে, সামনের দুই পা মাটিতে পড়ামাত্র তুমুল গতিতে ছুটে এল ফাদারের সৈন্যদের দিকে। কোমরের খাপ থেকে তরবারি বের করার আগেই ওদের উপর উঠে গেল ঘোড়াটা, যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই পিষ্ট করছে পায়ের নীচে। কিন্তু বেশিক্ষণ চলল না এই তাণ্ডব, ক্লান্ত জন্তুটার দম ফুরিয়ে গেল হঠাৎ করেই, একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেল। স্যাডল ছেড়ে পিছলে নেমে পড়ল থমাস বোল, মাথার উপর কুড়াল তুলল কোপ দেয়ার জন্য।

'আগুন লাগাও! আগুন লাগাও!' সমানে চেঁচাচ্ছেন ফাদার মল্ডন।

একটা লাকড়ি নিয়ে ছুটে গেল একজন সৈন্য। ধাতব পাত্রে, জ্বলন্ত কয়লার উপর বসাল। কিন্তু ওকে ছুটে যেতে দেখে দৌড় দিয়েছে থমাসও, পাত্রটার কাছে পৌঁছে এক লাথি মেরে সেটা উল্টে ফেলে দিল সে। সব কয়লা গিয়ে পড়ল সৈন্যটার গায়ে, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আগুনের ছ্যাঁকা খেয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে।

একমুহূর্তও দেরি করল না থমাস, সিসিলি আর এমলিনের খুঁটির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। কুড়ালটা মাথার উপরে উঁচু করে ধরে চেঁচিয়ে বলছে, 'ফোটরেল! ফোটরেল! হারফ্লিট! হারফ্লিট! তোমরা যারা এই দুই পরিবারের নুন খেয়েছ তারা আজ নিমকহারামি করছ কেন? এসো, আমার সঙ্গে হাত লাগাও, সবাই মিলে মুক্ত করি এই অসহায় মহিলাদেরকে। ...এসো...কে কে আছো আমার সঙ্গে? মল্ডন আর তার কসাইদের বিরুদ্ধে লড়তে চাও কারা?'

'আমি!' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল উপস্থিত জনতার একজন।

'আমিও!' সুর মেলাল আরেকজন।

'আমি...আমি...আমি...' ফুঁসে উঠেছে জনতা, অনেকেই এগিয়ে যাচ্ছে থমাস বোলের দিকে।

এমন সময় আরেক বিশালদেহী গ্রামবাসী দৌড় দিল যেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে শিশু ক্রিস্টোফারকে সেদিকে। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে হাত-পা ছুঁড়ছিল বাচ্চাটা, ওকে কোলে তুলে নিল লোকটা, পরম মমতায় জড়িয়ে ধরল বুকের সঙ্গে, তারপর আবার দৌড়ে গিয়ে থামল থমাসের পাশে। একহাতে ক্রিস্টোফারকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রেখে আরেকহাতে কোমর থেকে টেনে বের করল বড় একটা খঞ্জর, চিৎকার করে বলল, 'আমিও! ...ঈশ্বরের শপথ, যতক্ষণ প্রাণ আছে আমার, ততক্ষণ কেউ এই

বাচ্চার গায়ে একটা টোকাও দিতে পারবে না।'

'শিকল ভাঙো!' চিৎকার করে আদেশ দিল থমাস, ছুটে গেল সে সিসিলির খুঁটির দিকে। কুড়াল দিয়ে সর্বশক্তিতে কোপ দিল মাটিতে-আটকানো শিকলের উপর। বিশাল কুড়ালের প্রচণ্ড আঘাতে ফুলকি ছুটল শিকল থেকে, বার কয়েক আঘাতের পর টুকরো হয়ে গেল সেটা। কয়েকজন তখন সিসিলির গা থেকে টেনে খুলছে শিকলের প্যাঁচ। আরেকজন ছুরি নিয়ে এগিয়ে গেছে—দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে দু'হাত বাঁধা হয়েছিল মেয়েটার, কাটছে দড়ির বাঁধন। ওদিকে বেশ কয়েকজন মিলে সমানে এদিক-ওদিক ধাক্কাচ্ছে এমলিন আর ব্রিজিটের খুঁটি, কিছুক্ষণের মধ্যেই খুঁটিসহ উল্টে পড়ে গেল দু'জনই, মাটিতে-গাঁথা শিকলের দু'প্রান্ত ছুটে গেল, ছোটানো হলো শিকলের প্যাঁচ।

মুক্ত হলো তিন জনই।

ক্রিস্টোফারকে নিজের কোলে নিল সিসিলি, জড়িয়ে ধরল বুকের সঙ্গে।

'সবাই ঘিরে ধরো এই তিন জনকে!' আবারও আদেশ দিল থমাস, 'মন্ডনের সৈন্যরা আসছে আমাদের দিকে!' কথা শেষ করেই ছুটে গেল সে সামনের দিকে, যে-সৈন্যটা সবার আগে ছিল তার গায়ে সর্বশক্তিতে কোপ মারল কুড়াল দিয়ে।

শুরু হলো লড়াই।

থমাস বোলের নেতৃত্বে জনা বিশেক গ্রামবাসী গোল করে ঘিরে ধরেছে সিসিলিদেরকে। আর ফাদার মন্ডনের সৈন্যরা, ত্রিশ জনের কিছু কম-বেশি হবে, ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের উপর। রাগে বলতে গেলে পাগল হয়ে গেছেন ফাদার, কারণ তাঁর বন্দিদেরকে মুক্ত করা হয়েছে।

থমাস বোল জানে সে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ এই অসম লড়াই চলবে, সে মরে গেলে বা গুরুতর আহত হলে সব শেষ হয়ে যাবে। তাই প্রাণপণে লড়ছে সে। সৈন্যদের যাকেই সামনে

পাচ্ছে কোপ মারছে ওর সেই ভয়ঙ্কর কুড়াল দিয়ে। সৈন্যদের কেউ কেউ ঢাল দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করছে ওর কোপ, কিন্তু এত জোরে মারছে সে যে, আঘাত সামলাতে না-পেরে উপুড় হয়ে পড়ে যেতে হচ্ছে লোকগুলোকে। তখন তিন-চার জন গ্রামবাসী ছুটে যাচ্ছে ওদের দিকে; লাঠি, পাথর, শিকলের টুকরো—যে যা পাচ্ছে হাতের সামনে তা দিয়েই পেটাচ্ছে ওদেরকে। এদিকে হাতের পাশাপাশি দু'পা-ও সমানে চালাচ্ছে থমাস বোল, তাই ওর কাছে ঘেঁষতে পারছে না কোনো সৈন্য।

যেসব গ্রামবাসী এতক্ষণ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল, বীভৎস এই মারামারি দেখে তারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদল সিসিলিদের পক্ষে, আরেকদল সমর্থন করছে ফাদার মন্ডনকে। যারা সিসিলিদের পক্ষে তারা ছুটে গেল সৈন্যদের দিকে, কিন্তু ওদের পথরোধ করে দাঁড়াল ফাদারের সমর্থকরা। হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল দু'পক্ষের মাঝে, কেউ কেউ লাঠি বা পাথর ব্যবহার করে ঘায়েল করছে প্রতিপক্ষকে।

এভাবে মুখোমুখি লড়ে জয়ী হওয়া যাবে না, বুঝতে পারলেন ফাদার মন্ডন। চিৎকার করে বললেন তিনি, 'তীর-ধনুক নিয়ে এসো। দূর থেকে ঘায়েল করতে হবে সবগুলোকে। ওদের একজনের কাছেও তীর-ধনুক নেই, আমাদের সঙ্গে পারবে না ওরা।'

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবির দিকে দৌড় দিল কয়েকজন সৈন্য।

একটা মুহূর্তও নষ্ট না-করে চেঁচিয়ে সবাইকে বললেন এমলিন, 'পিছাও! জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। গাছের আড়ালে থাকলে ওরা তীর মারলেও ক্ষতি হবে না আমাদের।'

কিন্তু দৌড় দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়াতে হলো ওদেরকে। জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে একদল সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার। সবার আগে এক বুড়ি মহিলা, ছুটন্ত ঘোড়ার কেশর দু'হাত দিয়ে কোনোরকমে খামচে ধরে ঘোড়ার পিঠের উপর প্রায়

শুয়ে পড়েছেন তিনি, যাতে পড়ে না-যান।

'মাদার ম্যাটিল্ডা!' চিৎকার করে উঠলেন এমলিন।

হ্যাঁ, মাদার ম্যাটিল্ডা। তাঁর আলখাল্লার হুড বাতাসের ধাক্কায় পড়ে গেছে ঘাড়ের উপর, চুল সবসময় পরিপাটি করে আঁচড়ে রাখতেন তিনি কিন্তু এখন বাতাসের ধাক্কায় এলোমেলো হয়ে উড়ছে। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকার কারণে আলখাল্লার নীচের প্রান্ত উঠে এসেছে, দেখা যাচ্ছে দুই হাঁটু। ঘোড়ার দৌড়ানোর সঙ্গে তাল রেখে লাফাচ্ছে বুকে-ঝোলানো ক্রসটা।

দমকা বাতাসের মতো হাজির হলেন তিনি লড়াইরত দুই দলের মাঝখানে, ঘোড়া থামিয়ে পিছলে নামলেন স্যাডল থেকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ঈশ্বরের দোহাই লাগে এসব বন্ধ করো তোমরা।'

অনুরোধ করার দরকার ছিল না, তাঁকে দেখে, বলা ভালো সশস্ত্র ঘোড়সওয়ারদেরকে দেখে আপনাথেকেই বন্ধ হয়ে গেছে মারামারি। ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে সশস্ত্র লোকগুলোও, মাদার ম্যাটিল্ডার কাছে থেমে দাঁড়িয়েছে।

ফাদার মন্ডনের সৈন্যরা বুঝতে পারছে না কী করা উচিত, তাই বার বার ফাদারের দিকে তাকাচ্ছে ওরা। কিন্তু ফাদারও বুঝতে পারছেন না এই "অসময়ে" কোত্থেকে এতগুলো সশস্ত্র লোক নিয়ে হাজির হলেন মাদার ম্যাটিল্ডা। বুড়ির মতলবটাও বুঝতে পারছেন না তিনি। তাই একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন চুপ করে।

সশস্ত্র ঘোড়সওয়ারদের নেতা, অন্তত যাকে আপাতদৃষ্টিতে নেতা বলে মনে হয়, নামলেন স্যাডল থেকে। মোটা, কদাকার একটা লোক; দেখলেই বোঝা যায় হুকুম দিয়ে এবং তা তামিল হতে দেখে অভ্যস্ত তিনি। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হচ্ছে এখানে?'

জনতার ভিড়ের মধ্য থেকে জবাব দিল কেউ, 'ফাদার

মন্ডনকে জিজ্ঞেস করুন।'

'কোথায় তিনি?' আবারও জিজ্ঞেস করল লোকটা।

কয়েকজন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন ফাদার মন্ডন। "দাম্ভিক" আগন্তুককে দেখলেন আপাদমস্তক, বললেন, 'আমার মতো একজন পবিত্র যাজকের কাছে এভাবে জবাবদিহিতা চাওয়ার আপনি কে?'

'পবিত্র যাজক?' কথাটা ধরলেন আগন্তুক, 'আপনি তা হলে নিজেই নিজেকে পবিত্র মনে করেন? অথচ লোকে বলে আপনি নাকি স্বেচ্ছাচারী, অসংযত এবং বিশ্বাসঘাতক। আপনার সঙ্গে নাকি সবসময় একদল ভাড়াটে সৈন্য থাকে, আপনাকে পাহারা দিয়ে রাখে ওরা, দরকার হলে আপনার হুকুমমতো খুনখারাপি করতেও দ্বিধা করে না। যা-হোক, পবিত্র যাজক সাহেব, আমি কে জানতে চেয়েছেন, বলছি। আমার নাম থমাস লেঘ। রাজা হেনরি কর্তৃক নিযুক্ত একজন কমিশনার আমি, তথাকথিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তদারক করাই আমার কাজ। এখানে নানদের জন্য একটা আশ্রম আছে, সেই আশ্রমের প্রধান আমার কাছে গিয়ে অভিযোগ করেছেন, তাই এখানে আসতে হয়েছে আমাকে।'

চেহারা শুকিয়ে গেছে ফাদারের। মাদার ম্যাটিল্ডার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার বিরুদ্ধে কী বলেছেন তিনি?'

'বলেছেন আপনি নাকি ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে তিন তিনজন জলজ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারতে উদ্যত হয়েছেন। যদি ওই পদ্ধতিতে খুন করতে পারেন ওদেরকে তা হলে নাকি বিশেষ একটা স্বার্থ হাসিল হয় আপনার।'

'তা-ই নাকি?' ফাদারের গলায় জোর নেই।

'জী, তা-ই।'

কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না ফাদার। বোকার মতো হাসলেন তিনি, পিপাসার্তের মতো ঢোক গিললেন। এই থমাস লেঘের নাম

আগেও শুনেছেন তিনি, জানেন কী কাজ তাঁর। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, কেন হঠাৎ করে হাজির হয়ে চিৎকার করে বলছিল থমাস বোল, 'রাজা হেনরির দোহাই লাগে থামো!'

তেরো

'কেন লড়াই করছিলেন আপনারা?' হুঙ্কার ছাড়লেন থমাস লেঘ। 'দেখতে পাচ্ছি আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন, মারাও গেছে কেউ কেউ। ব্যাপার কী? কোন্ অপরাধে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল এই তিন মহিলাকে? এদের মধ্যে একজন যে সাধারণ বংশের না, জানেন না আপনি?' সিসিলির দিকে তাকালেন তিনি।

'আসলে এই গোলমালটা...' আবারও ঢোক গিললেন ফাদার মন্ডন, 'বেধে গেছে থমাস বোল নামের এক হাঁদারামের কারণে। আমার অ্যাবিতেই মেষপালক হিসেবে কাজ করে সে। হাতে এত্ত বড় এক কুড়াল নিয়ে হঠাৎ করে কোত্থেকে ছুটে এল সে, বলতে লাগল, "রাজা হেনরির দোহাই লাগে থামো!"'

'তারপরও কেন থামলেন না? তা হলে কি আমি ধরে নেবো আপনার কাছে কি রাজা হেনরি ফালতু কেউ? যে লোক রাজা হেনরির দোহাই দেয় তার সঙ্গে রাজদরবারের কেউ-না-কেউ আছে—কথাটা বুঝতে আপনার মতো লোকের তো অসুবিধা হওয়ার কথা না।'

'সে যে আপনার পক্ষ থেকে এসেছে, আমি জানবো কীভাবে? ওর কাছে ওয়ারেন্ট ছিল না, স্যর কমিশনার,' পরিস্থিতি বুঝে

থমাস লেঘের প্রতি সম্বোধন পাল্টে নিয়েছেন চতুর ফাদার, 'থাকলেও দেখায়নি আমাদের কাউকেই। আর ওই তিন মহিলার কথা যদি বলেন, উপযুক্ত শাস্তিই দেয়া হচ্ছিল ওদেরকে।'

'কীসের উপযুক্ত শাস্তি?'

'ডাইনিদেরকে যে-শাস্তি দেয়া হয় সারা ইউরোপে।'

'কোন্ ধর্মগ্রন্থে, কোন্ দেশের সংবিধানে লেখা আছে ওই শাস্তির কথা? আপনারা নিজে থেকে যা খুশি তা-ই বানিয়ে নেবেন আর সবাইকে মানতে হবে, নাকি? ওদেরকে পুড়িয়ে মারার জন্য আপনার কাছেই বা কোন্ ওয়ারেন্ট ছিল, শুনি?'

'ওয়ারেন্ট?' ভাব দেখে মনে হলো শব্দটা জীবনে প্রথমবার শুনছেন ফাদার মন্ডন।

'জী, ওয়ারেন্ট। আছে নাকি? থাকলে দেখান।'

'আসলে...এই তিন ডাইনির বিচার করা হয় স্থানীয় এক আদালতে।'

'কে গঠন করেছিল ওই আদালত?'

'জী...আমি, মানে আমরা।'

'বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছে কে কে?'

'জী...আমি, মানে আমরা...একজন বিশপ, আমার অ্যাবির উপাধ্যক্ষ, আর আমি নিজে। আদালত রায় দেয় তিন ডাইনিকেই পুড়িয়ে মারতে হবে, তাই...'

'দেশে কি রাজা হেনরির শাসন আছে না উঠে গেছে?' গর্জে উঠলেন থমাস লেঘ। 'যার যখন ইচ্ছা হলো গায়ের জোরে একটা আদালত বসিয়ে দিল আর নির্দোষ ইংরেজদেরকে বিচারের নামে পুড়িয়ে মেরে ফেলল, নাকি? আমি বলবো, ওই তিনজনকে বিচারের নামে খুন করার ইচ্ছা ছিল আপনার। যদি তা না-হয় তা হলে রাজার স্বাক্ষর-করা ওয়ারেন্ট দেখান আমাকে।'

চুপ করে আছেন ফাদার মন্ডন।

'তার মানে ওয়ারেন্ট নেই আপনার কাছে?' ঘাড় ঘুরিয়ে

সিসিলির দিকে তাকালেন থমাস লেঘ। 'আপনি স্যর জন ফোটরেলের একমাত্র সন্তান?'

মাথা ঝাঁকাল সিসিলি।

'আপনি তো নিজেকে স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটের স্ত্রী বলে দাবি করেন, তা-ই না?'

আবারও মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'কী হয়েছিল, বলবেন?'

'আমাকে, আমার পালক-মা এমলিন স্টোয়ারকে আর এই সিস্টার ব্রিজিটকে পুড়িয়ে মারার আদেশ দেয়া হয়েছিল।'

'আপনাদের অপরাধ?'

'আমরা নাকি ডাকিনীবিদ্যার চর্চা করেছি। কিন্তু, স্যর, বিশ্বাস করুন, ওসব কিছুই করিনি আমরা, জানিও না কীভাবে করতে হয়। ফাদার মন্ডনের কাছে আমার অপরাধ, আমার ছেলেটাকে জারজ সন্তান বলেছিলেন তিনি, আমি প্রতিবাদ করেছি। আমার সহায়সম্পত্তি লিখিয়ে নিতে চেয়েছিলেন তিনি, আমি দিইনি। আমার বাবাকে খুন করেছেন তিনি, সম্ভবত আমার স্বামীকেও।'

'সব খুলে বলুন,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন থমাস লেঘ।

ধীরস্থিরভাবে, গুছিয়ে, সংক্ষেপে আদ্যোপান্ত বলল সিসিলি। ওর সেই নম্র ভাষণে আর মিষ্টি কথায় একরকম বিমোহিত হয়ে ওর দিকে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তাকিয়ে থাকল সবাই।

'আচ্ছা!' সব শোনার পর মাথা ঝাঁকালেন থমাস লেঘ, 'পবিত্র যাজক মন্ডন, এবার বোধহয়...'

কিন্তু কোথায় ফাদার মন্ডন? এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সবাই, ফাদারের কোনো চিহ্নই দেখতে পাচ্ছে না। লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

সিসিলি যখন কথা বলছিল, তখন সুযোগ বুঝে কেটে পড়েছেন তিনি, এতগুলো লোকের কেউই খেয়াল করতে পারেনি।

'খোঁজো!' গর্জে উঠলেন থমাস লেঘ, 'লোকটাকে খুঁজে বের করো। এত তাড়াতাড়ি বেশি দূরে যেতে পারে না সে। জঙ্গলের ভিতরে, না-হয় অ্যাবিতেই আছে। যে খুঁজে বের করতে পারবে ওই ভণ্ডটাকে তাকে পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা দেবো আমি।'

হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। গ্রামবাসীদের যারা কিছুক্ষণ আগেও সমর্থন করছিল ফাদারকে, তারা এখন বুঝতে পেরেছে দান উল্টে গেছে, তা ছাড়া পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা কম কথা নয়। সন্ন্যাসী আর ফাদারের ভাড়াটে সৈন্যদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পথ করে নিল ওরা, কেউ কেউ গিয়ে ঢুকল জঙ্গলে, কেউ আবার অ্যাবিতে। নিজের লোকদের সঙ্গে নিয়ে থমাস লেঘ গেলেন অ্যাবির দিকে।

তিন "ডাইনি", থমাস বোল, মাদা্র ম্যাটিল্ডা আর নানরা দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়।

মাদার ম্যাটিল্ডা বললেন, 'চলো, আশ্রমে ফিরে যাই। এখানে আর কোনো কাজ নেই আমাদের, তা ছাড়া প্রার্থনার সময় হয়েছে। এখন কেউ আমাদেরকে বাধা দেবে বলে মনে হয় না।'

ঘুম ভাঙল সিসিলির। বিছানায় শুয়ে থেকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে।

সকাল হয়ে গেছে অনেক আগেই। বাইরে কড়া রোদ। মনে পড়ে গেল গতকালের কথা। আশ্রমে ফিরে প্রার্থনায় অংশ নেয় ওরা সবাই, কিন্তু বিড়বিড় করে কী বলছিল সে স্মরণ করতে পারছে না। ক্রিস্টোফারকে এমলিনের কাছে দিয়ে বিকেলে কিছুক্ষণ একাকী হেঁটে বেড়ায় সে বাগানে, তারপর ডিনার সেরে বাচ্চাটাকে খাইয়ে শুয়ে পড়ে। সেই ঘুম ভাঙল এখন।

একই আশ্রম, একই ঘর। পার্থক্য, আজ ওরা বন্দি নয়। আজ দরজায় বাইরে থেকে তালা নেই, সশস্ত্র প্রহরীও নেই দরজার বাইরে। আচ্ছা, ফাদার মন্ডনের কী হলো? ধরা পড়েছেন তিনি? নাকি...

কেউ একজন কিছু একটা করছে ঘরের ভিতরে, আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পাশ ফিরে শুল সিসিলি। জামাকাপড় ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখছেন এমলিন। শুয়ে আছে ক্রিস্টোফার, হাত-পা নেড়ে নিজের মনেই খেলছে। কোনো চিন্তা নেই, কোনো দুঃখ নেই। এই পৃথিবীর সবাই যদি এই বাচ্চাটার মতো নিষ্পাপ হতো! তা হলে হানাহানি, মারামারি কিছুই থাকত না পৃথিবীতে।

প্রায় একটা বছর, একটা বছর ধরে অবস্থা কী ভয়াবহ ছিল! আজ আর সেসব দুশ্চিন্তা নেই। মনে হচ্ছে, যেন গত রাতে লম্বা একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে। কখনও কখনও বাস্তব এত অবিশ্বাস্য মনে হয় মানুষের কাছে?

বিছানা ছেড়ে নামল সিসিলি, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে। এত বড় বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য মন থেকে ধন্যবাদ জানাল ঈশ্বরকে।

এমন সময় নাস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন একজন নান, টেবিলের উপর নাস্তার প্লেট রাখতে রাখতে বললেন, 'মাদার ম্যাটিল্ডা তাঁর চেম্বারে দেখা করতে বলেছেন আপনাদেরকে।'

নাস্তা সেরে সেখানে গেলেন এমলিন আর সিসিলি।

উঁচু একটা চেয়ারে বসে আছেন মাদার। বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে তাঁকে।

তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল সিসিলি, চুমু খেল তাঁর কপালে। একটা হাত উঁচু করে মেয়েটার মাথায় রাখলেন মাদার, আশীর্বাদ করলেন। বললেন, 'গতকাল তোমরা ঘুমাতে চলে যাওয়ার পর থমাস লেঘের সঙ্গে এই আশ্রম নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমার। কথাগুলো তোমাদেরকে জানানো দরকার, তাই আসতে বলেছি।'

'কী বলেছেন তিনি?' জানতে চাইলেন এমলিন।

'তিনি খুবই কড়া লোক, নীতি বা দুর্নীতি কোনো ব্যাপারেই খাতির করেন না কাউকে। ...ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে এর আগে যেসব জায়গায় সরকারি আদেশ অনুযায়ী যা করেছেন

তিনি, এখানেও নাকি তা-ই করবেন। বিলুপ্ত ঘোষণা করা হবে এই আশ্রম, এই বাড়ি আর আশ্রমের আয় কব্জা করে নেবে সরকার। সিস্টারদেরকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে আমার।'

'এই বয়সে কোথায় যাবেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল সিসিলি। 'থাকবেন কোথায়? খাবেন কী?'

'জানি না,' অসহায় কণ্ঠে বললেন মাদার।

তাঁর দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সিসিলি। বুঝতে পারছে, ওকে বাঁচানোর জন্য কত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে মাদারকে। থমাস লেঘের কাছে আবেদন করে কাজ হবে না, কারণ গতকালই বুঝতে পেরেছে সে ওই লোকের মন পাথর দিয়ে বানানো। কিন্তু মাদার ম্যাটিল্ডাকেও এভাবে চলে যেতে দেয়া যায় না। যাওয়ার কোনো জায়গা নেই তাঁর, কিছু করে খাওয়ার মতো শারীরিক সামর্থ্যও নেই।

মাথা ঝাঁকাল সিসিলি, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। বলল, 'মাদার, ভেঙে পড়বেন না, আমার কথা শুনুন। বলতে গেলে কিছুই নেই আমার এই মুহূর্তে, আবার অনেক কিছু আছে। বিয়ের সময় যেসব গহনা পরেছিলাম, সেগুলো কোনো এক নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে এমলিন। সব গহনা আপনাকে দিয়ে দেবো আমি, ওগুলো বেচে যে-টাকা পাবেন তা দিয়ে অন্য কোথাও কোনো-না-কোনো উপায় হয়ে যাবে আপনার। আর, সরকার যদি নিলামে তোলে এই বাড়ি তা হলে আমার মনে হয় ওই টাকা দিয়ে এগুলো কিনে নিতে পারবেন অনায়াসে।'

'না, সিসিলি,' মাথা নাড়ছেন মাদার ম্যাটিল্ডা, 'উচিত হবে না কাজটা। শুনেছি তোমার স্বামী বেঁচে আছে, সে যদি ফিরে আসে তা হলে সবকিছু নতুনভাবে শুরু করতে হবে তোমাদের দু'জনকে, আর সেজন্য অনেক টাকার দরকার হবে তোমাদের।'

'মরতে বসেছিলাম আমি, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে

আমাকে বাঁচিয়েছেন আপনি এই ঋণ আমাকে শোধ করতেই হবে। সবকিছু নতুনভাবে শুরু করার কোনো-না-কোনো বিকল্প উপায় খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে ক্রিস্টোফার—যদি সত্যিই বেঁচে থাকে সে এবং যদি ফিরে আসে, কিন্তু অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিত ছেড়ে দেবো কেন? আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন আপনি, এবার আমাকে সুযোগ দিন যাতে আপনার জন্য কিছু করতে পারি।'

মাদার ম্যাটিল্ডার দুই চোখ ছলছল করে উঠল। 'তোমাকে কীভাবে ধন্যবাদ দেবো জানি না। তবে ওই গহনা বিক্রির টাকা নেবো কি না তা এখনই বলতে পারছি না। সবার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাকে। কোথায় রেখেছ ওগুলো, এমলিন?'

সিসিলির দিকে তাকালেন এমলিন। জবাব দিতে ইতস্তত করছেন তিনি।

'ভয় পেয়ো না,' আশ্বস্ত করলেন মাদার ম্যাটিল্ডা, 'তোমার ওই গোপন কথা গোপনই থাকবে আমার কাছে। কাউকে বলবো না, বলার দরকারও নেই আমার। বরং আমি মনে করি জানার দরকার আছে। কারণ এখন শুধু তুমি জানো কোথায় আছে গহনাগুলো, আমাদের সামনে বলে দিলে আরও দু'জনের জানা হবে। ঈশ্বর না-করুক তোমার যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে আমরা, অন্তত সিসিলি চেষ্টা করে খুঁজে বের করতে পারবে।'

'হ্যাঁ, এমলিন, কথাটা ভুল বলেননি মাদার,' বলল সিসিলি, 'বলে ফেলো। জানার আগ্রহ হচ্ছে আমারও।'

মাথা ঝাঁকালেন এমলিন। 'সিসিলি, তোমার মনে আছে কি না জানি না, ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে যে-রাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়, তোমাকে নিয়ে সেণ্ট্রাল টাওয়ারে গিয়ে আশ্রয় নিই আমি। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে তুমি, তাই তোমাকে একরকম পাঁজাকোলা করে ভল্টে গিয়ে ঢুকি। ওখানেই সারারাত ছিলাম আমরা। যা-হোক, তখনও জ্ঞান ফেরেনি তোমার, আর এদিকে দাউ দাউ করে

পুড়ছে বাড়িটা। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর বুঝতে পারলাম আসলে সময় নষ্ট করছি, কিছু একটা করা দরকার, যদিও জানতাম না কী করলে উপকার হতে পারে আমাদের। হাতড়াতে লাগলাম অন্ধকারের মধ্যেই। পেয়ে গেলাম একটা আলগা পাথর ভল্টটা অনেকদিনের পুরনো, তা ছাড়া মনে হয় আর্দ্রতার কারণে আলগা হয়ে গিয়েছিল পাথরটা। সরালাম পাথরটা। দেখি, ফাঁপা একটা গর্তের মতো ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ দিলাম ভাগ্যকে—গহনাগুলো লুকানোর উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেয়েছি। আমার পোশাকের ভিতরে ঢুকিয়ে ওগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে, বের করলাম। একটা রেশমী রুমাল দিয়ে পেঁচিয়ে ঢুকিয়ে রাখলাম গর্তে, তারপর জায়গামতো বসিয়ে দিলাম পাথরটা।'

'কিন্তু...' মাদার ম্যাটিল্ডার কণ্ঠে সংশয়, 'তখন হাতড়াতে হাতড়াতে কোন্ পাথর সরিয়েছিলে তুমি সেটা কি এত সহজে বের করতে পারবে এখন?'

হাসলেন এমলিন। 'মনে হয় পারবো। কারণ আমি হিসেব করে রেখেছি। ভল্টের পুবদিক থেকে গুনতে শুরু করলে পিছনের দিকের দেয়ালের দ্বিতীয় সারির তিন নম্বর পাথরের নীচেই আছে গহনাগুলো। আগুনে কোনো ক্ষতি হয়নি ভল্টের, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ভেবে কেউ যায়নি সেখানে, তাই আমার মনে হয় যেভাবে রেখেছিলাম আমি সেভাবেই আছে ওগুলো। তবে ইতোম্ধ্যে যদি কেউ টাওয়ারটা ভেঙে ফেলে না-থাকে...'

কে যেন টোকা দিল দরজায়। চমকে উঠলেন তাঁরা তিন জন। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন এমলিন। একজন নান দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। ভিতরে ঢুকে মাদার ম্যাটিল্ডাকে বললেন তিনি, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান কমিশনার থমাস লেঘ।'

'এখানে আসতে বলো,' বললেন মাদার ম্যাটিল্ডা। 'আমার পক্ষে চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে যাওয়াটা সম্ভব না। ...সিসিলি,

এমলিন, তোমরা দু'জন থাকো আমার সঙ্গে।'

মিনিটখানেক পর কয়েকজন সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন থমাস লেঘ। বললেন, 'মাদার, আসলে শুধু আপনার সঙ্গেই না, মিসেস সিসিলি ফোটরেল বা সিসিলি হারফ্লিট যা-ই বলি না কেন, তাঁর সঙ্গেও কথা আছে আমার। ভালোই হলো এখানে পেয়ে গেছি তাঁকে। তবে আগে আপনার ব্যাপারটাই ফয়সালা করি। এই আশ্রম, এই বাড়ি আর আপনাদের আয়ের উৎসগুলোর কী হতে পারে তা আগেই জানিয়েছিলাম আপনাকে। এবার আমার কাজ শুরু করবো। দলিলপত্র যা আছে আপনার কাছে সব দিতে হবে আমাকে। কোন্ কোন্ খাত থেকে কত টাকা আয় করেছেন এতদিন সে-হিসেবও দিতে হবে। সব সঙ্গে করে লণ্ডনে নিয়ে যাবো আমি, আপনাদের ব্যাপারে আলোচনা করবো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।'

একজন নানকে ডাকলেন মাদার ম্যাটিল্ডা, যেসব কাগজ চাচ্ছেন থমাস লেঘ সেগুলো আনতে বললেন।

'এবার,' সিসিলির দিকে তাকালেন থমাস লেঘ, 'স্বীকার করতেই হবে মরতে মরতে বেঁচে গেছেন আপনি আর আপনার পালক-মা। আপনাদের বিরুদ্ধে ডাকিনীবিদ্যার চর্চার অভিযোগ আনা হয়েছিল। সবচেয়ে খারাপ কথা হচ্ছে, বলতে গেলে বিনা-প্রমাণে পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল আপনাদেরকে। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন কি না জানি না, আপনাদের বিরুদ্ধে কিন্তু আদালত গঠন করা হয়েছিল এবং এই রকম আদালত গঠন করাটা প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুযায়ী অবৈধ না। রায় বা পরিণতি যা-ই হোক না কেন, যতদিন না রাজা নিজে সব শুনে আপনাদেরকে ক্ষমা করছেন, ততদিন এই আশ্রম ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না আপনারা। যদি যান, রাজদরবার ধরে নেবে পালিয়ে গেছেন আপনারা।'

'কিন্তু স্যার,' বলল সিসিলি, 'আজ বাদে কাল এই আশ্রম

দখল করে নিতে যাচ্ছেন আপনারা। ইতোমধ্যেই এখান থেকে চলে যাওয়ার নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন মাদার ম্যাটিল্ডা আর নানদেরকে। তা হলে এখানে কি একা একা থাকতে হবে আমাদেরকে? কীভাবে সম্ভব সেটা? আমার স্বামীর বাসা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আমার বাবার বাড়ি দখল করে রেখেছে অ্যাবির লোকজন। কাজেই আমি যদি এখানে একা থাকি তা হলে তার মানে হবে অ্যাবির লোকদেরকে সুযোগ দেয়া যাতে তারা আবারও বন্দি করতে পারে আমাকে।'

'ফাদার মন্ডন পালিয়ে গেছেন,' গম্ভীর গলায় বললেন থমাস লেঘ, 'অনেক খুঁজেও তাঁর কোনো হদিস পাইনি আমরা।'

'তার মানে আবারও ফিরে আসতে পারেন তিনি এখানে। আগের বার তো পুড়িয়ে মারতে চেয়েছেন, এবার নাগালে পাওয়ামাত্র আমাদেরকে নিজের হাতে খুন করবেন তিনি।'

অস্বস্তি বোধ করছেন থমাস লেঘ, বোঝা যাচ্ছে। সিসিলির প্রশ্নটার জবাব দিলেন না।

'স্যর, আপনি এখানে রাজার প্রতিনিধি; আপনার কাছে আমি এমলিন স্টোয়ার, আমার আর আমার বাচ্চাটার নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।'

'যদি আপনাকে রাজদরবারে হাজির করা হয়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন থমাস লেঘ, 'তা হলে এই ভণ্ড মন্ডনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারবেন?'

'অবশ্যই,' বলে উঠলেন এমলিন, 'এমন সব সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারবো যে, দশবার ফাঁসি হয়ে যাবে শয়তানটার।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন থমাস লেঘ, তারপর সিসিলিকে বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে একটু বাইরে আসুন তো। বিশেষ কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

তাঁর পিছু পিছু বাইরে গেল সিসিলি।

চারদিকে তাকালেন থমাস লেঘ, নিশ্চিত হয়ে নিলেন

কাছেপিঠে কেউ নেই। তারপর মুখ খুললেন, 'আপনাদের জমিদারির পুরোটাই কি এখন ফাদার মন্ডনের দখলে?'

বিব্রত বোধ করছে সিসিলি। হঠাৎ এই ব্যাপারে কেন জানতে চাইছে লোকটা? বলল, 'আমি আসলে...আমাকে দিয়ে কিছু দলিলপত্র সই করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন ফাদার মন্ডন। আমি রাজি হইনি। শুধু ওই জমিগুলোই তিনি কব্জা করে রেখেছেন, নাকি পুরোটাই...'

'আপনাদের পুরো জমিদারি থেকে আয় হতো কত? জানেন কিছু?'

'সঠিক জানি না। তবে বাবা একবার আমাকে বলেছিলেন বছরে তিনশ' পাউণ্ডের মতো।'

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল থমাস লেঘের। স্যর জন ফোটরেল বা তাঁর উত্তরাধিকারী এই মেয়েটা যে এত ধনী বুঝতে পারেননি তিনি। অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন, 'তা হলে আপনারা, বলতেই হয়, বেশ ধনী। ...শুনুন, আসলে একটা প্রস্তাব দিতে চাই আমি আপনাকে। রাখতে পারবেন?'

'কী প্রস্তাব?'

'রাজার কমিশনার হিসেবে কাজ করি আমরা। কিন্তু বেতন যা পাই তা দিয়ে সংসারে চালাতে খুব কষ্ট হয়। এখন...বলছিলাম কী...আমি যদি এমন ব্যবস্থা করি যাতে আপনার সব সম্পত্তি ফিরে পান আপনি, সেই সাথে আপনার উপর আনা ডাকিনীবিদ্যা-চর্চার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তা হলে কি...পুরস্কার হিসেবে...আপনার এক বছরের আয় আমাকে দিয়ে দিতে পারবেন?'

ঘুষ চাচ্ছেন থমাস লেঘ, বুঝতে পারল সিসিলি। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, দিতে পারবো। এবং খুশিমনেই দেবো। কিন্তু একটা শর্ত আছে আমার।'

'কী?'

'রাজদরবারে এই আশ্রমের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে পারবেন না আপনি। ফাদার মন্ডনের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে বাকি সব স্রেফ চেপে যাবেন। সিস্টাররা আগে যেভাবে ছিল এখানে, সেভাবেই থাকবে।'

মাথা নাড়লেন থমাস লেঘ। 'এখন আর সম্ভব না ব্যাপারটা। কারণ অনেক বেশি লোক জানাজানি হয়ে গেছে। আমার মনে হয় ভিকার-জেনারেল ক্রমওয়েল পর্যন্ত খবর চলে গেছে। এখন আমি যদি কিছু না-বলি এই ব্যাপারে তা হলে বুঝে যাবেন তিনি, ঘুষ দেয়া হয়েছে আমাকে। তখন, বুঝতেই পারছেন, চাকরি চলে যাবে আমার।'

'ঠিক আছে, এ-ব্যাপারে চাপাচাপি করবো না আমি। তবে আপনি রাজি থাকলে আরেকটা অনুরোধ করতে পারি।'

'কী?'

'অন্তত আগামী একটা বছর এখানে থাকতে দিন মাদার ম্যাটিল্ডা আর তাঁর সিস্টারদেরকে, যেভাবে চলছিল আশ্রমটা সেভাবে চলতে দিন। তারপর না-হয়...'

'কথা দিতে পারছি না, তবে চেষ্টা করবো। রাজদরবারকে বোঝাবো, এখানে যাঁরা থাকতেন তাঁরা নিরাপরাধ এবং আশ্রমের আয় দিয়েই তাঁরা সাংসারিক প্রয়োজন মেটান। তা ছাড়া তাঁরা আপনাকে রাজার একজন বড় শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করেছেন।'

'ঠিক আছে, যদি সে-রকম কিছু করতে পারেন, যা চাচ্ছেন তা পাবেন, কথা দিলাম।'

'ভালো,' দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব খুশি হয়েছেন থমাস লেঘ। 'আমার সঙ্গে তা হলে লণ্ডনে চলুন আপনি।'

'লণ্ডনে?'

'হ্যাঁ। তা হলে এখানে একা থাকতে হয় না আপনাকে, আবার আমার সঙ্গে থাকলে আপনার নিরাপত্তাও বাড়ে।'

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি...গোছগাছ করতে হবে আমাকে...'

'এত তাড়াতাড়ি কোথায়? আমি কি বলেছি আজই রওনা হতে হবে? আগামীকাল সকালে যাবো। তার মানে গোছগাছ করার জন্য পুরো একটা দিন হাতে পাচ্ছেন।'

'আমি কিন্তু একা যাবো না। এমলিনও যাবে আমার সঙ্গে।'

'ঠিক আছে।'

'আর, থমাস বোলও যাবে। ওর মতো একজন বিশ্বস্ত আর শক্তিশালী সহচরের দরকার হবে আমাদের মতো দু'জন অসহায় মহিলার।'

'কিন্তু...'

'থমাস বোল গেলে আরেক দিক দিয়ে লাভ হবে আমাদের। যদি দরকার হয় রাজদরবারে সাক্ষ্য দিতে পারবে সে-ও, বলতে পারবে বাবার বর্ম পরে ভূত সেজে ভয় দেখিয়েছে সে-ই, তার মানে শয়তানকে ডেকে আনার যে-অভিযোগ করা হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে তা পুরোপুরি বানোয়াট।'

'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আমি বলতে চাইছিলাম...এত লোককে সঙ্গে নিয়ে গেলে তো...বুঝতেই পারছেন, খরচপাতির একটা ব্যাপার আছে...'

'কিছু টাকা আছে আমাদের কাছে। এই ধরুন...পঞ্চাশ পাউণ্ডের মতো হবে।'

'তা-ই নাকি? বাহ্ বাহ্ বেশ ভালো। এতগুলো লোককে কষ্ট করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লণ্ডন পর্যন্ত নিয়ে যাবো আমরা, খরচ হিসেবে...যা আছে আপনার কাছে তার অর্ধেক দিলেই চলবে,' দাঁত বের করে হাসছেন থমাস লেঘ।

'দেবো,' এককথায় জানিয়ে দিল সিসিলি। এই কমিশনার লোকটাকে যে-রকম ভেবেছিল সে, দেখা যাচ্ছে মোটেও সে-রকম নন তিনি।

'হয়তো বিরক্ত হচ্ছেন আমার উপর। কিন্তু একটা কথা বলে

রাখি, থমাস লেঘ যদি কারও নুন খায় তা হলে শুধু ওই লোকেরই গুণ গায়। আমার দ্বারা নিমকহারামি হবে না, বিশ্বাস করতে পারেন। ...সন্ধ্যার সময় আবার দেখা করতে আসবো আপনার সঙ্গে, আশা করি তখন পঁচিশ পাউণ্ড পেয়ে যাবো।'

মাথা ঝাঁকাল সিসিলি। 'আমি তা হলে যাই, নাকি? মাদার ম্যাটিল্ডা চোখে অন্ধকার দেখছেন, তাঁকে বুঝিয়ে বলি। এমলিনের সঙ্গেও কথা বলতে হবে, এদিকে যাত্রার প্রস্তুতির জন্য খুঁজে বের করতে হবে থমাস বোলকে। লোকটা কোথায় আছে কে জানে!'

থমাস বোলকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিলেন এমলিন। এবং অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর ওকে পাওয়া গেল এক প্রতিবেশীর বাসায়, ঘুমে বিভোর অবস্থায়।

ঘুমানোর আগে গলা পর্যন্ত মদ গিলেছে সে, তাই ওকে জাগাতে সময় লাগল।

'তুমিও তা হলে কাপুরুষদের মতো মদ গিলে মাতাল হয়ে পড়ে থাকো, নাকি?' চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেন এমলিন। 'ওঠো, ওঠো বলছি। কাজ কি সব শেষ হয়ে গেছে নাকি আমাদের?'

ধড়মড় করে উঠে বসল থমাস বোল, শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এমলিনের দিকে।

'হাঁ করে কী দেখছ? বুঝতে পারছ না আমার কথা?' আবারও চেঁচালেন এমলিন। 'লণ্ডনে যাচ্ছি আমি আর সিসিলি, তোমাকেও যেতে হবে সঙ্গে। গোছগাছ করতে হবে। কয়েকটা ভালো ঘোড়া যোগাড় করতে হবে তোমাকে। কাল ভোরের মধ্যেই প্রস্তুত করতে হবে ওগুলোকে।'

'কিন্তু...লণ্ডনে গিয়ে আমি কী করবো?' টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে থমাস বোল।

'কী বলছ বোকার মতো? এই মুহূর্তে ব্লসহোমে তোমার শত্রুর

সংখ্যা কত জানো? গতকাল যাদেরকে হত্যা করেছ তাদের আত্মীয় আর বন্ধুদের কথা না-হয় বাদই দিলাম, যাদেরকে আহত করেছ তারা কি এত সহজে ছেড়ে দেবে তোমাকে?'

ঘোর কেটে গেল থমাস বোলের। ওর কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বললেন এমলিন। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল থমাস, চোখেমুখে ভালোমতো পানি ছিটিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় এসে দাঁড়াল এমলিনের সামনে। বলল, 'চলো, যেখানে নিয়ে যাবে, যাবো।'

আশ্রমে ফিরে আসতে আসতে সন্ধ্যা হলো এমলিনের। ঘরে, উদ্বিগ্ন অবস্থায় পায়চারি করছিল সিসিলি, এমলিন ঢোকামাত্র জিজ্ঞেস করল, 'পেয়েছ গহনাগুলো?'

'পেয়েছি,' জবাব দিলেন এমলিন। 'কে যেন পাথর ফেলে বন্ধ করে দিয়েছিল ভল্টের প্রবেশপথটা। ভাগ্যিস থমাস বোলের মতো প্রচণ্ড শক্তিশালী কেউ ছিল আমার সঙ্গে! তা না হলে কোনোদিন ঢুকতেই পারতাম না ভিতরে। তবে ফাদার মন্ডন অনুমান করতে পেরেছিলেন ওখানে লুকানো আছে গহনাগুলো। তাই আমাদের অনেক আগেই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন সেখানে।'

'তা-ই নাকি? বুঝলে কীভাবে?'

'মেঝের প্রতিটা পাথর উপড়ে ফেলা হয়েছে। খুব চালাক লোকরাও অনেক সময় মস্ত বড় বোকামি করে ফেলে, যেমন এই গহনাগুলোর ব্যাপারে করেছেন ফাদার মন্ডন। মেঝের সব পাথর তিনি খুলে ফেলেছেন, কিন্তু দেয়ালের পাথরগুলো সরিয়ে দেখার কথা তাঁর মাথাতেই আসেনি।'

'ভালোই হয়েছে। গহনাগুলো রক্ষা করেছেন ঈশ্বর, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।'

'আমি ঠিক করেছি ওগুলো দু'ভাগে ভাগ করবো। এক ভাগ কাপড়ে মুড়ে সেলাই করে দেবো তোমার পেটিকোটের সঙ্গে, আরেকভাগ সেলাই করে নেবো আমার পেটিকোটের সঙ্গে। আর, যে-পঁচিশ পাউণ্ডের মতো আছে আমার কাছে সেগুলো নিয়ে নেবো

একটা পোঁটলায়। তোমার ঘাগড়ার ভিতরে রেখো পোঁটলাটা।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল সিসিলি।

'ও, আরেকটা কথা। বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। গহনা ছাড়াও আরও কিছু আছে তোমার জন্য,' জামার ভিতর থেকে একটা প্যাকেট বের করে টেবিলের উপর রাখলেন এমলিন।

'কী?' জাহাজের পালের কাপড় দিয়ে মোড়া প্যাকেটটার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিসিলি।

'জানি না। খুলিনি আমি প্যাকেটটা। সেলাই কেটে দেখো।'

'পেলে কীভাবে?'

'আশ্রমের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। থমাস বোল তখন ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে রাখতে গেছে। হঠাৎ কোত্থেকে অচেনা এক লোক এসে দাঁড়াল আমার সামনে। লোকটাকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না, কিংবা দেখলেও মনে করতে পারছিলাম না। বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই হুডওয়ালা ইয়া বড় এক আলখাল্লা পরে ছিল সে।'

'তারপর?' তীব্র কৌতূহল সিসিলির চোখেমুখে।

'আমাকে জিজ্ঞেস করল আগন্তুক, "আপনিই কি এমলিন স্টোয়ার?" বললাম, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো চিনলাম না?" কোনো জবাব দিল না লোকটা, পোশাকের ভিতর থেকে প্যাকেটটা বের করে ধরিয়ে দিল আমার হাতে। বলল, "দয়া করে লেডি হারফ্লিটের কাছে পৌঁছে দেবেন এটা।" তারপর আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করল না, যেভাবে নিঃশব্দে এসেছিল সেভাবেই মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে।'

প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে আছে সিসিলি। ওর বুকের ভিতরে কেমন যেন করছে। কেন যেন মনে হচ্ছে খুব পরিচিত কেউ পাঠিয়েছে প্যাকেটটা। মনে হচ্ছে...

হাত কাঁপছে ওর, ওই অবস্থাতেই সেলাই কাটল সে।

ভিতরে বেশ পুরনো কিছু কাগজপত্র। সঙ্গে আরেকটা

প্যাকেট, তাতে কিছু দলিল।

সবচেয়ে উপরের কাগজটা তুলে নিয়ে খুলল সিসিলি।

ঘরের অনুজ্জ্বল আলোয় ঠিকমতো পড়া যাচ্ছে না। তবে হিজিবিজি হাতের লেখাটা চিনতে একটুও অসুবিধা হচ্ছে না সিসিলির—ওর বাবা স্যর জন ফোটরেলের। কাগজটার একেবারে নীচে ঝাপসা-হয়ে-আসা দুটো স্বাক্ষরও চেনা যাচ্ছে: ফাদার নেকটন এবং জেফরি স্টকস। বিশেষ দুটো শব্দও পড়তে অসুবিধা হচ্ছে না: শেফটন এবং ব্লসহোম।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকাল। দূরে কোথাও বাজ পড়ল সশব্দে। এমলিন চমকে উঠলেন, কিন্তু সিসিলি যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল। হাতের কাগজটা ওকে নিথর করে দিয়েছে।

ফাদার ক্লেমেন্ট মন্ডনের বিরুদ্ধে এই সেই প্রমাণ। সাধুর মুখোশ পরিহিত ফাদার যে আসলে একজন স্প্যানিশ গুপ্তচর, তিনি যে রাজা হেনরির চরম ক্ষতি চান, এই কাগজটাই তার দলিল।

'এমলিন,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অনেকটা চাপা কণ্ঠে বলল সিসিলি, 'এগুলো কীসের কাগজ জানি আমি। এগুলো নিয়েই লণ্ডনের পথে রওয়ানা হয়েছিলেন বাবা। এগুলোর জন্যই খুন করা হয়েছে তাঁকে। যে-লিনিনের টুকরোটা দিয়ে দলিলগুলো পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে সেটাও আমার। এখন কথা হচ্ছে, আগামীকাল সকালে আমিও রওনা হবো লণ্ডনের পথে, বাবার মতো। দেখো, আমাদের যাত্রার ঠিক আগমুহূর্তে অভিশপ্ত এই দলিলগুলো এসে হাজির হয়েছে আমার কাছে। কেন? তা হলে বাবার মতো আমার ভাগ্যেও খারাপ কিছু আছে?'

এমলিনের মুখে কোনো জবাব নেই।

'কে নিয়ে এল এগুলো?'

চুপ করে আছেন এমলিন। লিনিনে-মোড়া প্যাকেটটা হাতে

নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছেন। এমন সময় আলগা একটুকরো কাগজ প্যাকেট থেকে খসে পড়ল টেবিলের উপর। সেটা কী হতে পারে অনুমান করতে পারামাত্র ছোঁ দিয়ে তুলে নিল সিসিলি। ভাঁজ খুলে এগিয়ে গেল লণ্ঠনের কাছে, তারপর বিড়বিড় করে পড়তে শুরু করল,

"লেডি হারফ্লিট,

আপনার বাবা যখন মারা যান তখন যেভাবেই হোক এই কাগজগুলো রক্ষা করতে পেরেছিল জেফরি স্টকস। পরে আপনাদের জমিদারির সব দলিল আর অন্য কাগজগুলো, এই চিঠির লেখকের হেফাজতে রাখে সে। তারপর সমুদ্রপথে পাড়ি জমায় অন্য কোথাও।

যতদূর জানি, বেঁচে আছেন আপনার স্বামী এবং জেফরি স্টকস। তাঁরা দু'জনই ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসার চেষ্টা করছেন।

মাঝখানে অনেকদিন কোনো খবর ছিল না আপনার, তাই সবার মতো আমিও ভেবেছিলাম আগুনে পুড়ে মারা গেছেন আপনি। মাত্র কয়েকদিন হলো জানতে পেরেছি বেঁচে আছেন আপনি, এবং সবচেয়ে বড় কথা ব্লসহোমেই আছেন। তাই আর দেরি না-করে যে মালিক তার কাছে দলিল আর কাগজগুলো হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বিশেষ একটা কারণে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে বাধ্য হলাম। শুধু জেনে রাখুন, আমি আপনার স্বামীর বন্ধু, সে-হিসেবে আপনারও বন্ধু। একই কারণে বেশি কিছু লিখতেও পারলাম না। অতি জরুরি কিছু কাজ আছে আমার, যদি সেগুলো ঠিকমতো সারতে পারি এবং যদি বেঁচে থাকি, দেখা করার চেষ্টা করবো আপনার সঙ্গে। আর যদি তা না-পারি, আমাকে আপনার একজন অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে ভেবে নেবেন।"

চিঠিটা এমলিনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল সিসিলি। ওর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে।

চোদ্দ

অদ্ভুত লাগছে সিসিলির কাছে। যতবার ভাবছে ততবার আশ্চর্য হতে হচ্ছে ওকে। এ-জীবনে শেফটন হল থেকে পঞ্চাশ মাইলের বেশি দূরে যায়নি সে কখনও, আর আজ কি না রওয়ানা হতে হয়েছে সুদূর লণ্ডনের পথে! তবে একবার লিঙ্কন গিয়েছিল, তা-ও অনেক ছোট থাকতে, ওর এক অসুস্থ খালাকে দেখতে। সেসব স্মৃতি এখন আর ঠিকমতো মনেও পড়ে না।

মোটা শরীরের কারণে চলাফেরা করতে কষ্ট হয় কমিশনার থমাস লেঘের, তাই সকালে রওয়ানা দেয়ার কথা থাকলেও দেরি হয়ে গিয়েছিল ওদের। তারপর কয়েক মাইল যেতে-না-যেতেই যাত্রা বিরতি করতে হয়। দলবল নিয়ে মোটামুটি ভালো একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠেন থমাস লেঘ। আশপাশে যে-ক'টা আশ্রমের খোঁজ পান, সুযোগ বুঝে সেগুলোতে হানা দিয়ে আসেন। এসব আশ্রমের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছিল না তাঁর কাছে, তারপও হুমকি-ধমকি দিয়ে কিছু-না-কিছু, অন্তত একবেলার খাবার আর পানীয় আদায় করে নেন। কেউ প্রতিবাদ করলেই হাতে খাতা-কলম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যান তিনি, কোনো কথা না-বলে লিখতে শুরু করেন। দেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলগুলোতে কী ঘটছে তা অজানা নয় অনেকেরই, সুতরাং থমাস লেঘের সেই মিথ্যা অভিযোগের ভয়ে মুখ বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হলো নিরীহ গ্রামবাসীরা। তিনি যা যা চাইলেন তাদের কাছে, বেশিরভাগই দিয়ে দেয়া হলো তাঁকে।

প্রথমে ভালো লেগেছিল, কিন্তু এখন ওই লোকটাকে ঘেন্না হচ্ছে সিসিলির। ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিরপরাধ মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদ লুটে নিচ্ছেন থমাস লেঘ। ভালো একটা কাজের জন্য কমিশনার বানিয়ে তাঁকে পাঠিয়েছেন রাজা, সেই ভালো কাজের কতটুকু তিনি করছেন কে জানে, কিন্তু পাশাপাশি ঘুষ খাওয়ার মতো জঘন্য একটা কাজ যে করছেন তা তো চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। তাঁর এসব কাজের প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা করছে মেয়েটার, কিন্তু তাতে বিপদ আরও বাড়তে পারে ভেবে চুপ করে আছে সে। এরকম খারাপ লোকদেরকে দু'চোখে দেখতে পারেন না এমলিন, তিনি "যা হয় হবে" ভেবে ঠিক করে ফেলেছিলেন জবাবদিহি চাইবেন থমাস লেঘের কাছে, কিন্তু ওকেও চুপ করে থাকতে বাধ্য করেছে সিসিলি।

থমাস লেঘের সঙ্গে যেসব সৈন্য আছে তারা রাজার সেনাবাহিনীর সদস্য। দিনের পর দিন পরিবার থেকে দূরে থাকে তারা। ফলে মন উচাটন হয়। সিসিলি জমিদারের মেয়ে, ওর স্বামীও জমিদার, তাই সৈন্যদের কেউ ওকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। কিন্তু এমলিন সম্ভ্রান্ত কেউ নন, তা ছাড়া বয়স হওয়ার পরও যথেষ্ট সুন্দরী এবং যৌবন এখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি তাঁর শরীর থেকে; কাজেই স্ত্রীসঙ্গ-বঞ্চিত সৈন্যদের নজর পড়ল তাঁর উপর। প্রথমে বাঁকা হাসি, তারপর অশ্লীল মন্তব্য, শেষে একদিন তাঁর গায়ে হাতই দিয়ে বসল এক দুর্বৃত্ত সৈনিক। বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ করতে হলো এমলিনকে, তাঁর চেঁচামেচি শুনে ছুটে এল থমাস বোল। সব জানার পর এমন রণমূর্তি ধারণ করল সে যে, সাবধান হয়ে গেল সৈন্যরা। আর যা-ই করুক ওই "ভালুকটার" সঙ্গে হাতাহাতি করতে রাজি নয় কেউই।

এরকম কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিয়ে বললে সিসিলির লণ্ডন যাত্রাটা ভালোই হলো। পথে কোনো ঝামেলা হলো না, হেমন্তের আবহাওয়া বৈরী রূপ ধারণ করল না, শিশু ক্রিস্টোফারের স্বাস্থ্যও

ঠিক থাকল, ব্লসহোমের বাইরের অদেখা-অজানা দেশটাকে বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে প্রথমবারের মতো দেখে নিল মেয়েটা।

শেষপর্যন্ত একদিন সন্ধ্যাবেলায় বারনেট থেকে লণ্ডনে পৌঁছাল ওরা। এত বড় শহর দেখে থমকে গেল সিসিলি।

চারদিকে কত উঁচু উঁচু বাড়িঘর! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তা দিয়ে লোকজন যার যার কাজে ছুটছে, এক মুহূর্তের জন্যও থেমে দাঁড়ানোর অবকাশ নেই কারও যেন। কোনো কোনো রাস্তা বেশ প্রশস্ত, কোনো কোনোটা আবার সরু। তবে রাস্তার প্রশস্ততা যা-ই হোক না কেন, সন্ধ্যা হলেই ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত হয়ে যায়।

কোথায় গিয়ে উঠবে সিসিলিরা, সে-ব্যাপারে থমাস লেঘের সঙ্গে আলোচনা হলো ওদের।

'আমি একটা বাড়ি চিনি,' বললেন কমিশনার, 'এখান থেকে বেশ দূরে, একটু নির্জন হলেও ভালো আর ভাড়াও কম। নিশ্চিন্তে সেখানে গিয়ে উঠতে পারেন আপনারা।'

কিন্তু সেখানে আসলেই "নিশ্চিন্তে" ওঠা যাবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে এমলিনের। থমাস লেঘকে আজকাল সাপের চেয়েও বেশি অবিশ্বাস করেন তিনি, তাঁর মনে হয় তাঁদের গহনাগুলোর খবর কোনো-না-কোনোভাবে জানতে পেরেছে শয়তানটা, এখন নিজের লোকদের দিয়ে ডাকাতি করানোর পরিকল্পনা করছে। তাই নির্জন জায়গায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে তাঁদেরকে।

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে দিলেন তিনি, বললেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ, স্যর কমিশনার। এই শহরে অনেক বছর পরে এসেছি সত্য, কিন্তু এখানে দু'-একজন হলেও আত্মীয় আছে আমার।'

'তা-ই নাকি?' থমাস লেঘের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'জী। ভদ্রলোকের নাম স্মিথ। পেশায় স্বর্ণকার। আমার

খালাতো ভাই। চীপসাইডে থাকেন। ঠিক করেছি ওখানে যাবো আমরা, খুঁজে বের করবো আমার সেই ভাইকে।'

যে-কোনো কারণেই হোক চেহারা কালো হয়ে গেল থমাস লেঘের, ভদ্রতা দেখানোর জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিয়ে দলবলসহ চলে গেলেন তিনি। তবে যাওয়ার আগে বললেন, 'যদি কিছু মনে না-করেন, আমার একজন লোক দিয়ে দিতে চাই আপনাদের সঙ্গে। আপনারা কোথায় গিয়ে উঠেন দেখে আসুক সে। পরে যে-কোনো সময় আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার হতে পারে।'

রাজি হয়ে গেলেন এমলিন।

সময় নষ্ট করার মানে হয় না; লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে সিসিলি, থমাস বোল আর কমিশনারের লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে চীপসাইডে গিয়ে হাজির হলেন এমলিন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে সরু এক গলির শেষমাথায় নোংরা একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। বাড়িটার সামনের দিকের বেড়ায় রঙ দিয়ে তিনটা বল আঁকা আছে, আর লেখা আছেঃ "জ্যাকব স্মিথ"।

ঘোড়া থেকে নামলেন এমলিন। সদর-দরজা খোলাই আছে, সোজা ঢুকে পড়লেন ভিতরে। তাঁকে চিনতে পেরে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন সাদা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো। বুড়োর চোখে শিং-এর চশমা, চামড়া এমলিনের মতোই গাঢ় রঙের।

দু'জনের মধ্যে কী কথা হলো শুনতে পেল না বাইরে-দাঁড়িয়ে-থাকা সিসিলি বা থমাস বোল। একটু পর দেখতে পেল ওরা, প্রায় ত্রিশ বছর পর দেখা-পাওয়া "বোনকে" জড়িয়ে ধরে সদর-দরজা দিয়ে বলতে গেলে নাচতে নাচতে বের হয়ে আসছে বুড়ো লোকটা। কাছে এসে সিসিলি আর থমাস বোলকে আপাদমস্তক দেখল সে, তারপর ছোট করে শুধু বলল, 'হ্যাঁ, কয়েকটা ঘর খালি পড়ে আছে আমার বাড়িতে। খুব আরামদায়ক না, কিন্তু একটু কষ্ট স্বীকার করে নিলে আশা করি থাকতে

অসুবিধা হবে না তোমাদের। তবে আস্তাবলে ঘোড়া রাখা আর খাওয়ার খরচ হিসেবে কিছু দিতে হবে আমাকে।'

'কত?' জানতে চাইল সিসিলি।

'সপ্তাহ প্রতি দশটা রৌপ্যমুদ্রা।'

'আস্তাবলটা কোথায়?' আবারও জিজ্ঞেস করল সিসিলি।

'কাছেই। আরেকটু ভিতরে, কয়েকটা বাড়ির পরে।'

'এমলিন, অগ্রীম হিসেবে এক পাউণ্ড দিয়ে দাও তাঁকে।'

স্বর্ণমুদ্রাটা জ্যাকব স্মিথের হাতে দিয়ে কমিশনারের সহকারীর দিকে তাকালেন এমলিন। 'আমার মনে হয় আপনার আর থাকার দরকার নেই। কোথায় উঠেছি তা তো দেখলেনই। যখনই দরকার হবে, আমাদেরকে খবর দিলেই স্যর থমাস লেঘের কাছে গিয়ে হাজিরা দেবো।'

চলে গেল লোকটা।

বাড়ির ভিতরে ঢুকল সিসিলিরা।

ঘরগুলো তেমন বড় নয়, কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এতটা আশা করেনি ওরা। বড় সমস্যা আপাতত একটাই—বাড়িটা সরু গলির ভিতরে হওয়ায় এবং আশপাশে আরও বড় বড় বাড়ি থাকায় ঘরগুলো দিনের বেশিরভাগ সময়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।

এক সহকারীকে ডেকে নিয়ে এলেন জ্যাকব স্মিথ, থমাস বোলকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে চলে গেল লোকটা। দু'জনে মিলে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাবে আস্তাবলে, প্যাকহর্সের পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে সেগুলো নিয়ে আসবে বাসায়।

ওরা চলে যাওয়ার পর এমলিন আর সিসিলিকে নিজের দোকানের পিছনে অবস্থিত বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন জ্যাকব স্মিথ। হাসিখুশি চেহারার মধ্যবয়স্কা হাউসকিপারকে বললেন খাবার তৈরি করতে। বোতল থেকে মদ ঢেলে নিয়ে এলেন দুই অতিথির জন্য, এককোনায় রাখা সোফায় বসতে বললেন দু'জনকে।

বলতে শুরু করলেন বাচাল বুড়ো, 'এত বছর পর তোমাদেরকে দেখে কী ভালো যে লাগছে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। এমলিন তো আমার নিজের রক্তের মতো। আমার আর কেউ বেঁচে নেই, স্ত্রী আর দুই সন্তান মারা গেছে মহামারিতে। আমাকে নিতে ইচ্ছা হয়নি ঈশ্বরের, তাই রয়ে গেছি আজও। যা-হোক, আমার শিকড় কিন্তু ব্লসহোমেই। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে গ্রামের ভিটেমাটি সব বেচে দিয়ে শহরে চলে আসি আমি। সিসিলির দাদাকে চিনতাম আমি, আর ওর বাবার সঙ্গে ছোটবেলায় কত ঘুরেছি মাঠে-ময়দানে...'

হ্যাঁ-হুঁ বলা ছাড়া আর কিছু বলছেন না এমলিন, আর সিসিলি তো বলতে গেলে ঠোঁট সেলাই করে বসে আছে। জানে কথার পিঠে কথা বললে কথা শুধু বাড়তেই থাকবে।

আজেবাজে বকে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না দেখে শেষ পর্যন্ত কাজের কথায় এলেন জ্যাকব স্মিথ, 'ব্লসহোমের কিছু কিছু খবর আমাদের এই লণ্ডন পর্যন্তও এসেছে। শুনেছি জনৈক অধ্যক্ষ নাকি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন সেখানে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নাকি যা খুশি তা-ই করে বেড়াচ্ছেন...'

হাউসকিপার এসে খবর দিল এমন সময়, খাবার প্রস্তুত হয়ে গেছে।

খাওয়া শেষে ঘর গোছানোর পর প্রতিবেশীদের সঙ্গে খাতির জমাতে গেলেন এমলিন। এই কাজে তিনি আবার বেশ পাকা। কথায় কথায় জানতে পারলেন, তাঁর ভাই জ্যাকব স্মিথের বেশ সুনাম আছে এই মহল্লায়। লোকজন বলতে গেলে চোখ বুজে বিশ্বাস করে তাঁকে।

সন্তুষ্ট হলেন এমলিন, একটা খুঁতখুঁতানি বিদায় নিল তাঁর মন থেকে।

'সবাই যখন বিশ্বাস করে তখন আমাদের বিশ্বাস করতে অসুবিধা

কোথায়?' রাতে সিসিলির ঘরে এসেছেন এমলিন, তাঁর কাছ থেকে সব শোনার পর জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। 'আমার মনে হয় এখানে বিশ্বস্ত কাউকে খুঁজে বের করাটা আমাদের প্রাথমিক এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ।'

'মানলাম,' মাথা ঝাঁকালেন এমলিন। 'কিন্তু তা-ই বলে গহনাগুলোর ব্যাপারেও কি...'

'কেন, অসুবিধা কী? গহনা নিয়েই তো কারবার তোমার ভাইয়ের। নিজের সিন্দুকের ভিতরে সেগুলো যদি ঢুকিয়ে রাখেন তিনি তা হলে আমার মনে হয় যথেষ্ট নিরাপদেই থাকবে। পেটিকোটের সঙ্গে সেলাই করে কতদিন বয়ে বেড়ানো যায়? আগে যখন গহনাগুলো ছিল না আমাদের কাছে তখন বেশ ভালোই ছিলাম। এখন এগুলোর চিন্তা আর ভালো লাগে না আমার, দিনরাত কেবল তাড়া করে বেড়ায়।'

'আমারও এসব চিন্তা বয়ে বেড়াতে ভালো লাগে না। কিন্তু উপায় নেই। ...এক কাজ করি বরং—আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করি। আরেকটু দেখে বোঝার চেষ্টা করি জ্যাকব স্মিথ কেমন লোক। আমার আপন ভাই না সে, এত দামি দামি গহনা নিজের সিন্দুকে একবার ঢুকিয়ে তালা মারলে আমরা চাওয়ামাত্র যে ফেরত দেবে তার নিশ্চয়তা কী?'

পরদিন সকালে দেখা করতে এলেন থমাস লেঘ। কুশল বিনিময়ের পর বললেন, 'যত দিন যাচ্ছে আপনাদের ব্যাপারটা তত জটিল হয়ে উঠছে। ফাদার মন্ডনের ব্যাপারটা গতকালই রাজদরবারে উপস্থাপন করেছিলাম আমি। শুনে, আশ্চর্যের ব্যাপার, শুধু ভিকার-জেনারেল ক্রমওয়েল ছাড়া বাকি সবাই রেগে আগুন হয়ে গেলেন। আপনাদের উপর ফাদার নির্যাতন করেছেন কি না তা প্রমাণসাপেক্ষ ব্যাপার, তবে আপনাদের কিছু জমির উপর তাঁর দাবি কিন্তু বলতে গেলে ন্যায়সঙ্গত। এর আগেও পুরনো কিছু দলিলপত্র উপস্থাপনা করা হয়েছিল এটা

নিয়ে। তা ছাড়া ওই যে বললাম, ভিকার-জেনারেল সমর্থন করছেন তাঁকে।'

'বুঝলাম না,' মাথা নাড়ছে সিসিলি, 'কী বোঝাতে চাচ্ছেন আপনি? আমাদের জমি আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে?'

'না, এখনও হয়নি। বুঝতেই পারছেন রাজদরবারের ব্যাপার, স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে কিছু খরচপাতি করতে হয়।'

এতক্ষণে বোঝা গেল আসলে কী বলার জন্য এসেছেন থমাস লেঘ। পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে সিসিলি, এই ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুললেন এমলিন, 'সিসিলির অবস্থা তো জানেন আপনি, স্যর কমিশনার। বলতে গেলে পথের ভিখিরি সে এখন। অল্প কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া ওর কাছে আর কিছু নেই এই মুহূর্তে। তা ছাড়া, জমিদারি ফিরে পাওয়ার পর আপনাকে এক বছরের খাজনা দিয়ে দেয়া হবে, সে তো কথা দিয়েছেই...'

'ও, সেই কথা তা হলে আপনার কানেও পৌঁছে গেছে?' বাঁকা হাসি হাসলেন থমাস লেঘ।

'পৌঁছাবে না? হাজার হোক আমি ওর পালক-মা।'

'আচ্ছা। আমার কানেও কিছু কথা এসেছে। সেগুলো উড়োখবর, নাকি সত্যি বুঝতে পারছি না।'

'যেমন?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে সিসিলির।

'যেমন, আপনার কাছে নাকি অনেক দামি দামি গহনাগাটি আছে। আপনার মা সেগুলো দিয়ে গেছেন আপনাকে।'

লাল হয়ে গেল সিসিলি, কী বলবে বুঝতে পারছে না।

'শুনুন, স্যর,' পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব নিলেন এমলিন, গলা নামিয়ে যেন গোপন কিছু বলছেন এমন ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, 'আপনি আমাদের একজন খাঁটি বন্ধু—শুরু থেকে নিঃস্বার্থভাবে আমাদের উপকার করে চলেছেন আপনি। আপনার কাছে সব কথা বলবো না তো কার কাছে বলবো? ...ঠিকই

শুনেছেন আপনি। অনেক দামি কিছু গহনা ছিল সিসিলির। কিন্তু আফসোস, সব হাতিয়ে নিয়েছে ওই শয়তান ফাদার মন্ডন। আস্ত মুরগি রোস্ট করার আগে সেটার গা থেকে যেভাবে সব পালক ছাড়িয়ে নেয় বাবুর্চি, ওই ফাদারও তেমনি সিসিলির গা থেকে সব গহনা খুলে নিয়ে গেছে। যদি পারেন, ধরুন ফাদারকে, আদায় করুন গহনাগুলো, কথা দিচ্ছি অর্ধেক দিয়ে দেয়া হবে আপনাকে। ...কি, সিসিলি, স্যর কমিশনার যদি তোমার এত বড় একটা উপকার করে তা হলে দেবে না তাঁকে অর্ধেক গহনা?'

'অবশ্যই, অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জবাব দিল সিসিলি, 'স্যর কমিশনারের কাছে এমনিতেই আমাদের অনেক ঋণ। তিনি যদি এত বড় একটা উপকার করতে পারেন তা হলে তার প্রতিদান দেবো না কেন?'

খুশিতে সব দাঁত বের হয়ে গেছে থমাস লেঘের। সামান্য একটু খোঁচা মেরেছেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে সব স্বীকার করে নিয়েছে এই দুই বোকা মহিলা। আবার না-চাইতেই অর্ধেক গহনা দিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে! নিজের খুশি চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, 'ফাদার মন্ডন! যখনই কিছু বলি তখনই ওই লোকটার নাম উচ্চারণ করেন আপনারা। দেখা যাচ্ছে আপনাদের সঙ্গে জাত শত্রুতা আছে লোকটার। ...ভালো কথা, এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে জানেন?'

একসঙ্গে মাথা নাড়লেন এমলিন আর সিসিলি।

'আমি নিশ্চিত না, তবে শুনেছি পালিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চলে চলে গেছেন তিনি। সেখানে বেশ কিছু স্প্যানিশ আছে, তাদের নিয়ে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা করছেন রাজা হেনরির বিরুদ্ধে।'

'আপনাদের কাছে যখন এত খবর আছে তখন ধরছেন না কেন ওকে?' জানতে চাইলেন এমলিন।

'এত সহজ না। রাজার সেনাবাহিনীর সবাই তো আর তাঁর অনুগত না। আরও কারণ আছে, তবে সেসব নিয়ে কথা বলার

জন্য এখানে আসিনি আমি। যা-হোক, ওই গহনাগুলোর কোনো তালিকা কি আছে আপনার কাছে, লেডি ফোটরেল?'

'না,' কিছু না-ভেবেই জবাব দিল সিসিলি।

'না-থাকলেও অসুবিধা নেই,' তাড়াহুড়ো করে বললেন এমলিন, 'বানিয়ে দেয়া যাবে।'

'বানিয়ে দেয়া যাবে মানে?'

'মানে কী কী ছিল দু'জনে মিলে মনে করে লিখে ফেলবো একটা কাগজে, তারপর কাগজটা দেবো আপনাকে।'

'ভালো। আশা করি খুব তাড়াতাড়িই পেয়ে যাবো কাগজটা। এবার একটা, সুসংবাদই দিই আপনাদেরকে। আপনাদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আমাদের মহান রাজা।'

'বলেন কী?' সিসিলি যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না খবরটা।

'জী, সত্যি বলছি। আগামীকাল দুপুর তিনটার সময়, হোয়াইট-হলে অবস্থিত তাঁর প্রাসাদে থমাস বোলকে নিয়ে যাবেন আপনারা।'

খবরটা এতই আকস্মিক যে, এমলিনও চুপ হয়ে গেছেন, কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

মুচকি হাসলেন থমাস লেঘ, আর কিছু না-বলে বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে, বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

সিসিলির দিকে তাকালেন এমলিন। তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

'রাজার কাছে যাওয়ার আগে,' অবশেষে মুখ খুললেন এমলিন, 'আমার মনে হয় তোমার সব গহনা আমার ভাইয়ের কাছে রেখে যাওয়া উচিত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল সিসিলি।

পনেরো

দুপুর আড়াইটা। ক্রিস্টোফারকে কোলে নিয়ে হোয়াইট-হল প্যালেসের বিশাল চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে সিসিলি। এমলিন, থমাস বোল আর জ্যাকব স্মিথ আছেন ওর সঙ্গে। জায়গাটা বলতে গেলে লোকারণ্য হয়ে গেছে, কারণ সবাই কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে রাজা অথবা রাজদরবারের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কাউকে আবার রাজাই দেখা করতে বলেছেন, সিসিলিদের মতো। জনতার ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে দূত আর সশস্ত্র সৈন্যরা আসা-যাওয়া করছে বার বার।

কী করবে বুঝতে পারছে না সিসিলি। এমনকী জ্যাকব স্মিথও কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারছেন না। কোথায় যেতে হবে, কার সঙ্গে দেখা করে জানাতে হবে ওদের আসার খবর—কিছুই জানে না ওরা কেউ।

থমাস লেঘ সম্ভবত বলে রেখেছিল সিসিলিদের কথা, দেখা গেল একটা লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। চালচলন দেখে লোকটাকে রাজার দূত বলে মনে হয়। কাছে এসে পরিচয় জানতে চাইল লোকটা, উত্তর পাওয়ার পর বলল, 'আপনাদেরকে খুঁজছিলাম আমি। বিশেষ করে লেডি হারফ্লিটকে।'

'কখন দেখা করতে পারবো আমরা রাজার সঙ্গে?' উত্তেজনা চেপে রাখার চেষ্টা করেও পারছে না সিসিলি।

'আদৌ পারবেন কি না সন্দেহ,' বলল লোকটা।

‘কেন?’

‘দেখছেন না কত লোক হাজির হয়ে গেছে? শুধু বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে এতজন, অন্দরমহলের অবস্থা তো আরও খারাপ—লোক গিজগিজ করছে সেখানে। তিনটার সময় আপনাদেরকে আসতে বলেছেন মহামান্য রাজা, তাঁর সেই তিনটা কখন বাজবে কে জানে!’

‘সবসময়ই কি এত ভিড় থাকে এখানে?’ জানতে চাইলেন এমলিন।

‘জী, ভিড় সবসময়ই থাকে, কিন্তু এত বেশি না।’

‘তা হলে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সংখ্যা আজ এত বেশি হওয়ার কারণ কী?’

‘দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে বিদ্রোহের খবর আসছে সমানে। লর্ড আর পরামর্শদাতাদের প্রায় সবাই হাজির হয়ে গেছেন। কেউ এসেছেন কী করবেন জানার জন্য, আবার কেউ এসেছেন সৈন্য বা টাকা চাইতে। বেশিরভাগেরই উদ্দেশ্য তিলকে তাল বানিয়ে রাজার কাছে প্রচার করে রাজভাণ্ডার থেকে কিছু হাতিয়ে নেয়া। কাজেই সাক্ষাৎপ্রার্থী যাঁরা আছেন তাঁদের সবাইকেই মনে হয় আজ মানা করে দেবেন রাজা, দেখা করতে পারবেন না। লর্ড ক্রমওয়েল তো আমাকে সে-রকমই বললেন।’

পকেট থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন জ্যাকব স্মিথ, সেটা নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খেলা করতে করতে বললেন, ‘আপনার কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না আমাদের, স্যর। তবে বলছিলাম কী, রাজার সঙ্গে দেখা না-হোক, অন্তত যদি লর্ড ক্রমওয়েলের কাছেও নিয়ে যেতে পারেন আমাদেরকে...। অনেক দূর থেকে অনেক কষ্ট করে এসেছি আমরা আসলে...’

হাত বাড়িয়ে স্বর্ণমুদ্রাটা নিল রাজার দূত। ‘আমার পক্ষ থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না, মিস্টার স্মিথ। দেখি কী করতে পারি আপনাদের জন্য। আপাতত আসুন আমার সঙ্গে, আপনাদের

বসার ব্যবস্থা করি।'

লণ্ডনে দেখা যাচ্ছে ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না, মনে মনে ভাবছে সিসিলি। তবে বসতে পেরে একদিক দিয়ে ভালোই হলো—টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এই বৃষ্টির মধ্যে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো ঠাণ্ডা লেগে যেত ক্রিস্টোফারের।

একসঙ্গে এত লোক দেখে স্বাভাবিকভাবেই চুপ মেরে গেছে সহজসরল প্রকৃতির থমাস বোল, হাঁ করে তাকিয়ে থেকে দেখছে জনতার ভিড়। বার বার এদিকে-সেদিকে তাকাচ্ছেন এমলিন, যাকেই পরিচিত বলে মনে হচ্ছে তাকে দেখছেন ভালোমতো, লোকটার চেহারা মগজে গেঁথে নিচ্ছেন। আর সেই তখন থেকে নিচু গলায় বকবক করছেন বাচাল স্মিথ, পরিচিত বিভিন্ন লোকদের অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প শোনাচ্ছেন তিন সঙ্গীকে, যদিও তাঁর সেসব গল্প মনোযোগ দিয়ে শুনছে না কেউ।

ঝামেলাটা বেধে গেল হঠাৎ করেই।

খিটখিটে মেজাজের এক মোটা হোঁতকা লোক, মদ খেয়ে অর্ধেক মাতাল হয়ে আছে, বলা নেই কওয়া নেই কোত্থেকে হাজির হয়ে পেয়ে বসল থমাস বোলকে। লাল চুল-দাড়িওয়ালা, গ্রাম্য চেহারার এবং লম্বা ঝুলের পোশাক পরিহিত বোলকে বলল সে, 'কী হে! তুমি দেখছি একেবারে ক্ষেত থেকে উঠে সোজা রাজদরবারে হাজির হয়ে গেছ?'

এড়িয়ে যেতে চাইল বোল, কিন্তু মাতালটা নাছোড়বান্দা, 'ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় শরীরও তো বানিয়েছ একখানা! বলি, ছোটবেলায় কার দুধ খেয়েছিলে—মায়ের, না হাতির?'

চুল-দাড়ির মতো বেচারা থমাসের চেহারাটাও লাল হয়ে গেছে। তারপরও চুপ করে বসে আছে সে।

'কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?' ক্ষেপেছে মাতাল লোকটা। 'করো কী তুমি গ্রামে? বলদের বদলে তোমাকে দিয়ে হাল টানায় নাকি ওরা? তোমার কাপড়চোপড় তো দেখি কাকতাড়ুয়ার মতো;

তার মানে তোমাকে কাকতাড়ুয়া সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে গমক্ষেতে, তা-ই না?'

থমাস বোলের দুই চোয়ালের একটা আরেকটার সঙ্গে শক্তভাবে এঁটে বসেছে। এমলিনের দিকে তাকাল সে, তারপর মাথা নত করে তাকিয়ে থাকল নীচের দিকে।

'তোমার বউয়ের কোলে যে বাচ্চাটা আছে,' সিসিলিকে ইঙ্গিত করে বলছে মাতালটা, 'তার চোখমুখ তো দেখি তোমার মতো না। গায়ের রঙও তোমার মতো লাল না। বাচ্চাটা আসলেই তোমার, নাকি অন্য কারও? শুনেছি গ্রামের লোকেরা নাকি সুযোগ পেলেই যার-তার সঙ্গে ফুর্তিফার্তি করে...'

আর সহ্য করতে পারল না থমাস বোল, রাগে ফেটে পড়ল। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে, চেঁচিয়ে বলল, 'লণ্ডনের নেড়ি কুত্তা! দেখাচ্ছি মজা!' বলেই প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মারল মাতাল লোকটার মুখে।

ছিটকে দশ হাত দূরে গিয়ে পড়ল লোকটা, ওর আর্তচিৎকার শুনে ছুটে এল প্রহরীরা। পুরো ঘটনা শোনার আগেই, রাজদরবারের শান্তি নষ্ট করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করল ওরা থমাসকে। গায়ে যতই শক্তি থাক, এতগুলো নগ্ন তরবারির বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না, তাই বিনা-বাধায় আত্মসমর্পণ করল সে।

ওকে নিয়ে যাবে প্রহরীরা, এমন সময়, যারা মজা দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছিল সিসিলিদের আশপাশে তারা পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। দেখা গেল মধ্যবয়স্ক এক লোক দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছেন এদিকে। চতুর চেহারা লোকটার, পরনে দামি পোশাক। মাথায় ফারের ক্যাপ, গায়ে ফারের গাউন।

সিসিলি বুঝতে পারল এই লোকই ক্রমওয়েল—রাজা হেনরির পর সারা ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি। এই লোকের হাতেই এখন ওর আর ওর সন্তানের ভাগ্য। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে

আছে সে ওই ধূর্ত চেহারাটার দিকে, দেখছে ভিকার-জেনারেলের দুই ঠোঁট মেয়েদের মতো সরু, নাকটা খাড়া আর তীক্ষ্ণ, হালকা বাদামি দুই চোখে খেলা করছে অদ্ভুত এক নিষ্ঠুরতা। চোখের কোনার চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে বয়সের কারণে।

এই লোককে ঘুষ দিয়ে হাত করেছিলেন ফাদার মন্ডন। এই লোকই চিঠি পাঠিয়েছিলেন সিসিলির বাবার কাছে, ফাদার যেসব জমির দখল চাইছিলেন সেগুলো দিয়ে দিতে বলেছিলেন তাঁকে।

সিসিলি টের পাচ্ছে, ক্রমওয়েলকে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে ওর। লোকটা যেন পেতে-রাখা জালের ঠিক মাঝখানে বসে-থাকা মাকড়সা, আর সে সেই জালে আটকা-পড়া একটা মাছি। শিকারের দিকে যেভাবে এগিয়ে যায় মাকড়সা, ওর দিকে ঠিক সেভাবেই যেন এগিয়ে আসছেন ইংল্যাণ্ডের ভিকার-জেনারেল।

'কী হচ্ছে এখানে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ক্রমওয়েল। 'কোথায় আছো সে-ব্যাপারেও কি জ্ঞান নেই তোমাদের? মহামান্য রাজা এসব জানতে পারলে তোমাদের কারও ধড়ে মুণ্ডু থাকবে?'

তাঁকে চটজলদি বাউ করলেন জ্যাকব, গড়গড় করে বলতে শুরু করলেন, 'এই বিশালদেহী লোকটা লেডি হারফ্লিটের চাকর। ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই আসলে, কারণ যা ঘটেছে তার জন্য সে এককভাবে দায়ী না। ওই হোঁতকা লোকটা লেডি হারফ্লিটকে জঘন্য ভাষায় অপমান করেছে, তাই বাধ্য হয়ে...'

উপস্থিত আরও কয়েকজন তখন সাক্ষ্য দিল জ্যাকব যা বলছেন সত্য বলছেন।

সৈন্যদের দিকে তাকালেন ক্রমওয়েল। 'ছেড়ে দাও থমাস বোলকে। আর ওই মাতালটাকে নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। ঠিক পাঁচ মিনিট ওকে চুবিয়ে রাখবে চৌবাচ্চায় যাতে ওর নেশা কেটে যায়। এবং আর কোনোদিন ঢুকতে দেবে না রাজদরবারে। যদি ঢুকে, ধরে নিয়ে সোজা ঢুকাবে জেলে। ...মাস্টার স্মিথ,

আপনার সঙ্গীদেরকে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করুন।'

অন্দরমহলে, ছোট একটা ঘরে ওদেরকে নিয়ে গেলেন ক্রমওয়েল; অন্য কেউ নেই সেখানে। প্রত্যেককে, বিশেষ করে সিসিলিকে ভালোমতো দেখলেন তিনি।

'এত বড় বোকামি করলেন কী করে আপনারা বুঝতে পারছি না,' কিছুটা বিরক্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন তিনি, 'রাজদরবারে প্রথমবার এসেই মারামারি শুরু করে দিয়েছেন! আমার যেতে যদি কয়েক মিনিট দেরি হতো তা হলে থমাস বোলকে জেলখানায় ঢুকিয়ে দিত সৈন্যরা, মাসখানেকের আগে ছাড়া পেত না সে। আর আমার মনে হয় মহামান্য রাজার সঙ্গেও দেখা করা হতো না আপনাদের। আগামীকাল সকালে লণ্ডন ছাড়ছেন তিনি, উত্তরাঞ্চলের দিকে যাওয়ার কথা আছে তার। অবশ্য, তিনি একটু খেয়ালী প্রকৃতির—যখন খুশি তখন মত পাল্টান। জানেন নিশ্চয়ই, সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, মহামান্যের ইচ্ছা আছে কঠোর হাতে তা দমন করবেন।' শ্রোতারা তাঁর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনছে দেখে খুশি হলেন তিনি, বলে চললেন, 'বাইরে যা করেছেন, করেছেন। রাজার সামনে, নিজেদের ভালোর জন্যই, উল্টোপাল্টা কিছু করতে যাবেন না, বা বলবেন না। আগেই বলে রাখি, তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। আরেকটা কথা, আপনাদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা যতটা না মহামান্য রাজার তারচেয়ে বেশি মহামান্য রানির। তিনি যখন শুনেছেন তিন জন মহিলাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে যাচ্ছিল গ্রামবাসীরা, কিন্তু কপালগুণে বেঁচে গেছে ওরা, তখন আপনাদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন নিজে থেকেই। ...চলুন, এবার। মহামান্য যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন আপনাদের কাউকে, ঠিক ঠিক জবাব দেবেন। আর তিনি অনুমতি না-দিলে তাঁকে প্রশ্ন করার মতো দুঃসাহস দেখাতে যাবেন না দয়া করে। মনে থাকবে?'

ভিকার-জেনারেলের ওই খাস-কামরা থেকে অন্য একটা

দরজা দিয়ে বের হলো ওরা। সামনে সরু আর লম্বা একটা প্যাসেজ। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী। থমাস বোলকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে ওরা, কিন্তু ক্রমওয়েল সঙ্গে থাকায় কিছু বলল না।

এগিয়ে চলল সিসিলিরা। প্যাসেজ পার হয়ে আরেকটা দরজা দিয়ে ঢুকল বেশ বড় একটা ঘরে।

ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। ঘরের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন বেশ লম্বাচওড়া একটা লোক। মাথাটা চ্যাপ্টা এবং ষাঁড়ের খুলির মতো চওড়া, চেহারায় নিষ্ঠুরতা। একনজর দেখলেই বোঝা যায় তিনি বেশ অহঙ্কারী। পরনে খুবই দামি পোশাক। মাথায় ভেলভেটের ক্যাপ। এক হাতে একটা পার্চমেণ্ট। তাঁর সামনে, একটা টেবিলের একপ্রান্তে বসে আছে কালো রোব পরিহিত এক অফিসার। আরেকটা পার্চমেণ্টে কী যেন লিখছে লোকটা। টেবিলের উপরে, এমনকী মেঝেতেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরও কিছু পার্চমেণ্ট।

'ছাগল!' ঘর কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন রাজা হেনরি, 'আবারও ভুল করেছ তুমি! এই সামান্য ক'টা কথা লিখতে এতবার ভুল হচ্ছে কেন তোমার? ...উফ্ফ্! আমার কপালটাই খারাপ। সবসময় হাঁদারামগুলোই এসে জড়ো হয় আমার চারপাশে।'

'ক্ষমা করুন, মহামান্য,' কম্পিত কণ্ঠে বলল সেক্রেটারি লোকটা। 'তিন বার দেখেছি...'

'তিন বার দেখার পরও এই অবস্থা? যাও, দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে। আর...দেখো কী অবস্থা করেছ তুমি ঘরটার। যাওয়ার আগে সব কাগজ নিয়ে যাবে,' হাতের পার্চমেণ্টটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললেন রাজা, 'একটুকরো কাগজও যদি পাই কোথাও তা হলে...'

তা হলে কী হবে তা আর বললেন না রাজা, ক্রমওয়েল আর তাঁর সঙ্গীদের উপর দৃষ্টি পড়েছে তাঁর।

মাথা নুইয়ে তাঁকে সম্মান জানাল সবাই।

ফায়ারপ্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন দু'জন সম্ভ্রান্ত মহিলা। নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিলেন তাঁরা, আলোচনা থামিয়ে দেখলেন আগন্তুকদের, তারপর আবার ফুসুরফাসুর করতে লাগলেন। ততক্ষণে টেবিল আর মেঝে থেকে সব কাগজ তুলে নিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে সেক্রেটারি লোকটা।

'কারা এরা?' ক্রমওয়েলের কাছে জানতে চাইলেন রাজা, 'কী চায় আমার কাছে?'

এক কদম আগে বাড়লেন ক্রমওয়েল। কাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন বললেন রাজাকে। তাঁর কথা শুনছিলেন ওই দুই মহিলা, একজন এগিয়ে এলেন সিসিলির দিকে, বললেন, 'তুমিই তা হলে লেডি হারফ্লিট? ডাইনি বানিয়ে তোমাকেই তা হলে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল ওরা?' ক্রিস্টোফারের উপর চোখ পড়ল তাঁর। 'কী সুন্দর বাচ্চা! দাও, আমার কোলে দাও ওকে। পরে যখন সে বড় হবে তখন বলতে পারবে ওকে, ইংল্যাণ্ডের রানি ওকে কোলে নিয়ে আদর করেছিলেন,' দুই হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

রানির নাম জেন সীমোর। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠ শুনেই হোক, অথবা গলায়-পরা মহামূল্য নেকলেসে ফায়ারপ্লেসের আগুনের উজ্জ্বল প্রতিফলন দেখেই হোক, তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ক্রিস্টোফারও। ওকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন রানি।

তাকিয়ে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ক্রিস্টোফারকে দেখলেন রাজা হেনরি, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বড় করে। বিয়ে করেছেন এতদিন হলো, অথচ আজও বাচ্চা হলো না তাঁর। কবে হবে তা-ও জানেন না। তাঁর স্ত্রী তাঁকে কোনো সুখবর দিতে পারছেন না। আরও একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকালেন তিনি ক্রমওয়েলের দিকে। 'বলো, এদেরকে নিয়ে কেন এসেছ আমার কাছে। গালগল্প বাদ দিয়ে শুধু আসল কথা বলবে। আমার হাতে সময়

কম।'

'মহামান্য,' বলতে শুরু করলেন ক্রমওয়েল, 'লেডি হারফ্লিট আপনার কাছে ন্যায়বিচার চাইতে এসেছেন।'

'কেন? কী অন্যায় করা হয়েছে ওর সঙ্গে?'

'এই ভদ্রমহিলার অভিযোগ, ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষ, ফাদার ক্লেমেন্ট মল্ডন নাকি তাঁর বাবা স্যর জন ফোটরেল আর স্বামী স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটকে খুন করেছেন। তবে আমার কাছে খবর আছে, ক্রিস্টোফার হারফ্লিট বেঁচে আছেন। স্যর জনের মৃত্যুর পর তাঁর বেশ কিছু জায়গাজমি দখল করে নিয়েছেন ফাদার মল্ডন, যা উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা এই লেডি হারফ্লিটের পাওয়ার কথা ছিল।'

দুম করে টেবিলে কিল মারলেন রাজা হেনরি। 'ফাদার মল্ডন মানে ওই স্প্যানিশ শয়তানটা?'

'জী,' ছোট করে উত্তর দিলেন ক্রমওয়েল, আড়চোখে দেখছেন সিসিলিদেরকে, ভাবছেন ওদের কেউ না আবার বেফাঁস কিছু বলে বসে!

কিন্তু কেউ সে-রকম কিছু বলল না।

রাজা বললেন, 'ন্যায়বিচার পাবে এই মেয়েটা। ফাদার মল্ডনের বিরুদ্ধে অনেক আগে থেকেই অভিযোগ শুনে আসছি, সে যা করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। ওর গুপ্তচরগিরি এই বার নিজের হাতে শেষ করবো আমি। ...আর কিছু?'

'জী। আপনার পক্ষ থেকে একটা অনুমোদন চান লেডি হারফ্লিট।'

'কীসের অনুমোদন?'

'স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিটের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে, অথচ ব্লসহোমের অনেকেই এখনও সন্দেহ করে সে-ব্যাপারে। লেডি দাবি করছেন তাঁর কাছে কাগজপত্র আছে, সাক্ষীসাবুদ আছে। ফাদার মল্ডন এই বিয়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছেন...'

'খুব শীঘ্রই ওই শয়তানটার বিরুদ্ধে অভিযান চালাবো আমি, এবং একবার যদি ধরতে পারি ওকে তা হলে আশা রাখি ওর সব অপপ্রচার ওর সঙ্গে মাটির নীচে যাবে। ...এই মেয়ের বিয়ে যাতে বৈধতা পায় সে-ব্যাপারটা দেখবো আমি। ...আর কিছু?'

'ব্লসহোমে একটা আশ্রম আছে, নানদের আশ্রম। রাজদরবারের কাছে আশ্রমটা অধিগ্রহণের আবেদন জানিয়েছে থমাস লেঘ। কিন্তু মহামান্যের কাছে বিনীত অনুরোধ জানিয়ে লেডি হারফ্লিট বলছেন যাতে তিনি ক্ষমা করে দেন...'

'কেন? ওরা যদি কোনো দোষ করে থাকে তা হলে তার উপযুক্ত শাস্তিই দেয়া হবে ওদেরকে।'

"উপযুক্ত শাস্তি" কেন দেয়া উচিত নয় মাদার ম্যাটিল্ডা আর তাঁর অনুসারীদেরকে, বুঝিয়ে বললেন ক্রমওয়েল। আরও বললেন, যদি সময় দেয়া হয় তা হলে লেডি হারফ্লিট যথোপযুক্ত মাশুল দিয়ে রাজদরবারের কাছ থেকে ওই আশ্রম ছাড়িয়ে নিতে রাজি আছেন।

'সময় আসুক,' বললেন হেনরি, 'তখন দেখা যাবে। যেভাবে চলছিল, আপাতত সেভাবে চলতে থাকুক আশ্রমটা। আমি লণ্ডনে ফিরে আসার পর এ-জাতীয় আশ্রমগুলো নিয়ে বৈঠক করবো আপনার সঙ্গে। তখন ওদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে।'

'মহানুভব যা ভালো বলে বিবেচনা করেন। এবার আরেকটা কথা। লেডি সিসিলি, তার পালক-মা এমলিন স্টোয়ার এবং ব্রিজিট নামের এক আধপাগল সিস্টারের বিরুদ্ধে ডাকিনীবিদ্যার চর্চার অভিযোগ আনা হয়েছিল। রীতিমতো আদালত গঠন করা হয়েছিল তাঁদের তিন জনের বিরুদ্ধে। ফাদার মল্ডন ছিলেন ওই আদালতের বিচারক, আবার তিনিই ছিলেন বাদী।'

'কী অভিযোগ ছিল শয়তানটার?'

'ওরা তিন জন মিলে নাকি তাঁকে এবং তাঁর সহায়-সম্পত্তিকে জাদু করেছিল!'

'তা-ই নাকি?'

'জী, মহামান্য। আপনার ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুড়িয়ে মারার আয়োজন করা হয়েছিল তিন অভিযুক্তকে। তাঁরা এখন আপনার কাছে ক্ষমা চান।'

'কেন?'

'যেহেতু আদালত গঠন করা হয়েছে, বিচার হয়েছে এবং রায়ও ঘোষণা করা হয়েছে, সেহেতু তাঁরা তিন জন এখনও দণ্ডিত। আপনার পক্ষ থেকে নিঃশর্ত ক্ষমা ঘোষিত হলে অত বড় অপবাদ নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে না তাঁদের তিন জনকে, পরবর্তীতে অন্য কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা করতে পারবে না।'

'ঠিক আছে, নিঃশর্ত ক্ষমা করা হলো। ...আর সময় দিতে পারবো না আমি, অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।' সিসিলির দিকে তাকালেন রাজা। 'ঠিক আছে তা হলে, লেডি হারফ্লিট, লেডি অভ ব্লসহোম, ভাগ্যে যদি লেখা থাকে তা হলে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে। এবার যাও তোমরা।'

'মহানুভব,' দু'পা আগে বাড়ল সিসিলি, 'আপনার তুলনায় আমি ভিখিরিনি। তারপরও, সামান্য একটা উপহার এনেছিলাম আপনার জন্য...মানে আসলে মহামান্য রানির জন্য। যদি গ্রহণ করেন, সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।'

'কী?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে রাজা হেনরির।

'আমার মা তাঁর সব গহনা দিয়ে গেছেন আমার জন্য। সেগুলোর মধ্যে খুব বড় আর সুন্দর দুটো গোলাপি মুক্তো আছে। একটা নিয়ে এসেছি আমি মহামান্য রানির জন্য,' বলতে বলতে মুক্তোটা বের করল সে গাউনের ভিতর থেকে। রানির সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে উপহার দেবে ভেবে জ্যাকব স্মিথের কাছে এটা জমা রাখেনি সে।

'বাহ্!' রানি জেনের দু'চোখে অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস, 'মুক্তোটা তো

আসলেই সুন্দর!'

এগিয়ে গিয়ে তাঁর কোল থেকে ক্রিস্টোফারকে নিলেন এমলিন। তাঁর কাছে এতই আরাম পেয়েছে বাচ্চাটা যে, ঘুমিয়ে পড়েছে কখন যেন। তাঁর দিকে মুক্তোটা বাড়িয়ে ধরল সিসিলি, হাত বাড়িয়ে সেটা নিলেন তিনি। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দেখলেন মুক্তোটা, তারপর নেবেন কি না জানার জন্য তাকালেন রাজা হেনরির দিকে।

'তোমার ইচ্ছা,' রানির জিজ্ঞেস-না-করা প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে দিলেন রাজা, 'যদি তোমার ভালো লেগে থাকে, যদি তোমার কাছে মনে হয় আন্তরিকভাবেই তোমাকে মুক্তোটা দিচ্ছে লেডি হারফ্লিট তা হলে আমি মানা করবো না।'

মুক্তোটা নিলেন না রানি। সিসিলির বাড়ানো হাতে আলতো করে চাপ দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, বললেন, 'এটা তোমার মা দিয়েছেন তোমাকে, মা'র স্মৃতি হিসেবে এটা রেখে দাও তোমার কাছে। পরে কোনোদিন কাজে লাগবে তোমার।'

'ক্রমওয়েল,' ভিকার-জেনারেলের দিকে তাকালেন রাজা হেনরি, 'লেডি অভ ব্লসহোমের ব্যাপারে যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি সেগুলো দলিল করে লিখে দাও ওদেরকে। সীলগালা করে দেবে, আমার সীলমোহর ব্যবহার করবে। আশা করি আমার আদেশের অনুলিপি যদি থাকে ওদের কাছে তা হলে পরে আর কখনও কোনো সমস্যা হবে না,' কথা আর বাড়ানোর সুযোগ দিলেন না তিনি, চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে চলে গেলেন।

ক্রিস্টোফারের দিকে আরেকবার তাকালেন রানি জেন, দৃষ্টি দিয়েই আদর করলেন বাচ্চাটাকে, তারপর পিছু নিলেন রাজার।

ষোলো

চীপসাইডে, জ্যাকব স্মিথের আস্তানায় ফিরে এসেছে ওরা। সাপারে বসেছে সবাই মিলে। এমন সময় দরজায় টোকা দিল কেউ।

'থমাস, যাও তো,' বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন জ্যাকব স্মিথ, 'গিয়ে বলো আজ রাতে কারও সঙ্গে দেখা করা সম্ভব না আমাদের পক্ষে। সারাদিন অনেক ধকল গেছে।'

দরজা খুলতে গেল থমাস।

কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আলখাল্লা পরিহিত এক লোককে নিয়ে ভিতরে ঢুকল থমাস, বলল, 'এই লোককে মানা করা সম্ভব হলো না আমার পক্ষে।'

লোকটা কে দেখার পর খাওয়া থামিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই।

ভিকার-জেনারেল লর্ড ক্রমওয়েল।

'জানি এই অসময়ে এসে বিরক্ত করছি আপনাদেরকে, সেজন্য আমি দুঃখিত। আসলে...কিছু কথা বলার ছিল আমার, যা মহামান্য রাজার সামনে বলতে পারিনি। কিন্তু...কথাগুলো না-বলেও পারছি না—কেমন যেন খচখচ করছে মনের ভিতরে।' জ্যাকব স্মিথের দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনাদের সঙ্গে যদি আমিও বসে পড়ি, অসুবিধা হবে? ডিনার করতে পারিনি, ক্ষুধা লেগেছে।'

নীরবে কিছুক্ষণ খেলেন তাঁরা, পান করলেন। তারপর

একসময় অনেকটা হঠাৎ করেই বলে উঠলেন ক্রমওয়েল, 'খুব খারাপ একটা কাজ করে ফেলেছি আমি।'

খাওয়া থামিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে বাকিরা।

'ফাদার মন্ডনের কাছ থেকে...কী বলবো...কিছু উপঢৌকন গ্রহণ করেছি, তাঁকে বিশেষ কিছু সুবিধা দিয়েছি। আমার এই খারাপ কাজের ফলাফল যে এত জঘন্য হবে ভাবতে পারিনি। আমার এক চিঠির জন্য নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন স্যর জনের মতো একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, আমার কারণেই নষ্ট হয়ে গেছে নিরপরাধ এক মেয়ের সংসার। ...আমি...আমি দুঃখিত, ক্ষমাপ্রার্থী।'

কেউ কিছু বলছে না। এমনকী এমলিনও চুপ করে আছেন।

'জানি হাজারবার অনুতপ্ত হলেও, বার বার ক্ষমা চাইলেও যে-ভুল আমি করেছি,' বলে চললেন ক্রমওয়েল, 'তার মাশুল দেয়া হবে না। স্যর জন আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না, সিসিলিও যা হারিয়েছে তা ফিরে পাবে না।'

মাথা নিচু করে আছে সিসিলি, হাতের রুমালে চোখের পানি মুছছে।

'তবে, কথা দিচ্ছি, এখন যা যা করলে উপকার হয় আপনাদের, আমার সাধ্যে যদি কুলায় তার সবকিছুই করবো আপনাদের জন্য। রাজার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন আপনারা, সিসিলির দুরবস্থা শোনার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে-ব্যবস্থা করে দিয়েছি, যা যা চেয়েছিলেন রাজার কাছ থেকে তার প্রায় সবকিছুই আদায় করে দিয়েছি,' মদের পাত্রে আরেকবার চুমুক দিলেন তিনি। তারপর বলে চললেন, 'একটা খবর দিই আপনাদেরকে। সিদ্ধান্ত বদল করেছেন রাজা। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর, ঠিক করেছেন যাবেন না আপাতত। তবে অভিযান চালানো হবে; নরফোকের ডিউক আর নামীদামি কয়েকজন লর্ড নেতৃত্ব

দেবেন।' বলে থেমে গেলেন, কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর আর কিছু না-বলে খাওয়া শেষ করে প্লেট-কাপ ঠেলে সরিয়ে দিলেন সামনে থেকে। সামনে-বসা লোকগুলোর দিকে তাকালেন একে একে, তারপর কেমন বিষণ্ন কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'সময় খুব খারাপ। দেশের পরিস্থিতি এককথায় ভয়াবহ। আজ যার কাছে বস্তাভর্তি টাকা আছে, কাল সে যে ভিখিরি হয়ে যাবে না, সে-ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারছে না কেউই। উত্তরাঞ্চলে ঝড় উঠেছে, সে-ঝড় কাঁপিয়ে দিয়েছে রাজা হেনরির সিংহাসন। বিদেশি শক্তি ক্রমাগত মদদ যোগাচ্ছে, শেষপর্যন্ত গৃহযুদ্ধ বেধে যায় কি না কে জানে! আমাদের রাজার আবার যে-রকম মেজাজ, তিনি যদি চাল দিতে একটু ভুল করেন তা হলে গৃহযুদ্ধ লাগাটা অস্বাভাবিক না। আর তখন আমাদের বেসামাল অবস্থার সুযোগ নেবে বিদেশিরা। সবচেয়ে বড় অসুবিধা আমাদের রানিকে নিয়ে। তিনি রোমের গির্জার সঙ্গে সখ্যতা বজায় রেখে চলেন, নিজের স্বামী আর দেশকে নিয়ে তাঁর যত না চিন্তা তারচেয়ে অনেক বেশি চিন্তা ওই গির্জা নিয়ে, পোপকে নিয়ে। শুনেছি তাঁকে নাকি হাত করার সুযোগ খুঁজছে বিদ্রোহীরা; ভেবে দেখুন যদি কাজটা করতে পারে ওরা তা হলে কী অবস্থা হবে এই দেশের!'

'কিন্তু...এসব কথা আমাদেরকে বলছেন কেন?' অস্থির হয়ে উঠেছেন এমলিন।

'বলছি, কারণ আমার মনে হয় আপনাদের জানার দরকার আছে। আপনাদের মতো সাধারণ মানুষদের জীবন আসলে নৌকার মতো। সেই নৌকা রাজনীতি নামের একটা নদী দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। এখন, ওই নদীতে যদি বড় বড় ঢেউ ওঠে, তা হলে নৌকা উল্টে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা যেতে পারে আরোহীরা, তা-ই না? তাই কখন ঢেউ ওঠে, আর কখন ওই নদী শান্ত থাকে তা জানার দরকার আছে না?'

আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছিল সিসিলি। ক্রমওয়েলের দিকে

তাকিয়ে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল, 'রাজা হেনরির সামনে বলছিলেন, ক্রিস্টোফার নাকি বেঁচে আছে। এই ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি তখন। এখন ঠিক করে বলুন তো, আসলেই কি বেঁচে আছে আমার স্বামী? কোথায় আছে সে?'

মুচকি হাসলেন ক্রমওয়েল। 'শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে আপনার স্বামী নিরাপদে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে ইংল্যাণ্ডে।'

'ঈশ্বর!' চিৎকার করে উঠল সিসিলি, 'তা হলে এখন কোথায় সে?'

'সত্যি বললে, জানি না। তবে ওরা ইংল্যাণ্ডে পৌঁছানোর পরে কী হয়েছিল সে-ব্যাপারে যা জানি তা খুব একটা সুখকর না। আমার কাছে খবর আছে, হাম্বার নদীর তীরবর্তী বন্দরনগরী হাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিল ওরা। কিন্তু সেখানে একদল বিদ্রোহী আটক করে ফেলে ওদেরকে, তারপর লিঙ্কনে নিয়ে যায়। কিন্তু যেভাবেই হোক একটা চিঠি লিখতে বা কাউকে দিয়ে লেখাতে সক্ষম হন আপনার স্বামী, তারপর লোক মারফত সেটা পাঠিয়ে দেন ওই এলাকার সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের কাছে। সেই চিঠি আজ এসে পৌঁছেছে আমার হাতে। ...দেখুন তো,' পোশাকের ভিতর থেকে চিঠিটা বের করলেন ক্রমওয়েল, 'হাতের লেখাটা চিনতে পারেন কি না।'

একনজর তাকিয়েই মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল সিসিলি, ভুল বানানে ভরা হিজিবিজি লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ তো ক্রিস্টোফারের হাতের লেখা! পড়াশোনা...বেশিদূর করেনি সে, তাই...'

'চিঠিটা পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের সবাইকে,' বললেন ক্রমওয়েল, 'পরে এটার অনুলিপি তৈরি করতে হবে যাতে প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগানো যায়। ...শুনুন:

'"লিঙ্কনের বাইরে নিযুক্ত রাজার সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের

উদ্দেশ্যে,

"“মহামান্য রাজা, তাঁর মন্ত্রীপরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমরা, নাইট ক্রিস্টোফার হারফ্লিট ও তাঁর অনুগত ভৃত্য জেফরি স্টকস, স্পেন থেকে যাত্রা করে এই বন্দরনগরীতে পৌঁছানোর পর একদল বিদ্রোহী কর্তৃক বন্দি হই। এতজন লোকের বিরুদ্ধে কিছু করাটা সম্ভব ছিল না আমাদের পক্ষে, তার উপর ওদের কাছে অস্ত্র ছিল। আমাদেরকে গ্রেপ্তার করার পর জোর করে এখানে, মানে লিঙ্কনে নিয়ে আসে ওই দুর্বৃত্তরা। আমার মনে হয় আমার নাম হারফ্লিট জানার পর ইচ্ছা করেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমাকে—আমাকে দিয়ে কোনো-না-কোনো ফায়দা লুটবার আশায়। আমাদের সঙ্গে এমন মারমুখী আচরণ শুরু করেছিল ওরা যে, বাধ্য হয়ে ওদের কথামতো শপথ করতে হয়েছে রাজার বিরুদ্ধে আমিও বিদ্রোহ করবো। কিন্তু তারপর থেকেই বিবেকের দংশনে ভুগছি আমি, তাই আমাদের ব্যাপারে মোটামুটি জানিয়ে এই চিঠিটা লিখে গোপনে পাঠিয়ে দিলাম লোক মারফত। আমার মূল উদ্দেশ্য, আমি সবাইকে জানাতে চাই, শুধু নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও আছি বিদ্রোহীদের সঙ্গে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন-মানসিকতায় রাজার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত আছি, থাকবো আজীবন। জীবনের কোনো মূল্য আমার কাছে নেই, কারণ আমি জানতে পেরেছি আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী মারা গেছে, আমার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি দখল করে নেয়া হয়েছে। আমি বেঁচে আছি শুধু একটা কারণে—ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষ, ক্লেমেন্ট মল্ডন নামের জনৈক খুনিকে নিজের হাতে খুন করার জন্য। আমি জানি বেঁচে থাকতে হবে আমাকে, কারণ যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—হয়তো পালাতে পারবো কখনও-না-কখনও, পূর্ণ করতে পারবো আমার প্রতিশোধস্পৃহা।

"“শুনেছি অনুসারীদের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে নাকি খুনি

মন্ডন এগোচ্ছে লণ্ডনের দিকে, আমি এখন যেখানে আছি সেখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে আছে সে। আপনারা প্রার্থনা করবেন আমার জন্য যাতে শয়তানটা আমাকে ধরতে না-পারে, আর যদি ধরে তা হলে মহামান্য রাজাকে জানিয়ে দেবেন দয়া করে: তাঁর অনুগত হারফ্লিট, তাঁর প্রতি অনুগত থেকেই মারা গেছে।—"ক্রিস্টোফার হারফ্লিট, জেফরি স্টকস।"'

'আমি...আমি কী করবো এখন?' বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সিসিলি।

'ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখা এবং ভালো কিছুর আশা করা ছাড়া অন্য কিছু করার নেই,' বললেন ক্রমওয়েল। 'পালানোর সুযোগ পেয়ে যেতেও পারে ক্রিস্টোফার। ...আগামীকাল সকালে এই চিঠিটা দেখাবো আমি মহামান্য রাজাকে, তখন হয়তো কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন তিনি। ...জ্যাকব স্মিথ, এই চিঠির একটা অনুলিপি তৈরি করে ফেলুন এখনই।'

চিঠিটা নিলেন জ্যাকব, হুবহু লিখতে শুরু করলেন দ্রুত হাতে।

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন ক্রমওয়েল। তারপর বললেন, 'একটা প্রস্তাব দিতে চাই আমি।'

'কী?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইলেন এমলিন।

'ফোটরেল আর হারফ্লিট দুই পরিবারই ব্লসহোমে সম্মানিত, পরিচিত। আপনারা যদি যান সেখানে, গ্রামেগঞ্জে ঘুরে কি লোক যোগাড় করতে পারবেন না?'

'কেন?'

'রাজার পক্ষ নিয়ে লড়বে ওরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে।'

'পারবো,' বলে উঠল থমাস বোল। 'এক সপ্তাহের মধ্যেই এক শ' লোক যোগাড় করে ফেলতে পারবো আমি। এর আগে, লেডি সিসিলি আর এমলিনের যখন বিচার হচ্ছিল, কিছু লোক যোগাড় করে হামলা করেছিলাম ফাদার মন্ডনের উপর। ইচ্ছা ছিল

তাঁকে খুন করবো, কিন্তু ভাড়াটে সৈন্যরা প্রতিরোধ গড়ে তোলায় বেঁচে যান তিনি।'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে থমাস বোলের দিকে তাকালেন ক্রমওয়েল। 'সত্যিই কি পারবে তুমি?'

'দায়িত্ব দিয়েই দেখুন পারি কি না। এই ব্যাপারে যথাযথ ক্ষমতা দিন লেডি সিসিলিকে, আর যথেষ্ট পরিমাণ টাকাপয়সা দিয়ে দিন তাঁর কাছে। আমাকে তাঁর বাহিনীর ক্যাপ্টেন বানিয়ে দিন। কথা দিচ্ছি ঠকতে হবে না আপনাকে।'

'আবারও ভেবে দেখো, যথেষ্ট ঝুঁকি আছে এই কাজে, অথচ এখানে যতদিন থাকবে আর কিছু না-হোক অন্তত নিরাপদে থাকতে পারবে।'

'আমি জানি আপনি যে-কাজের কথা বলছেন তাতে ঝুঁকি আছে,' মুখ খুলল সিসিলি, 'তারপরও করবো আমি কাজটা। কারণ এরচেয়েও বড় বিপদের মধ্যে মাসের পর মাস কাটাতে হয়েছে আমাকে। তা ছাড়া কাজটা করতে পারলে...হয়তো কোনো-না-কোনো উপকার হতে পারে আমার স্বামীর।'

লেখা শেষ হয়ে গেছে জ্যাকব স্মিথের, সিসিলির কথা শুনছিলেন তিনি, ওর মন্তব্য শুনে বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। তাঁর কাছ থেকে ক্রিস্টোফারের চিঠির অনুলিপিটা নিলেন ক্রমওয়েল, নীরবে পড়ে মিলিয়ে দেখলেন, তারপর আসল চিঠিটা পোশাকের ভিতরে ঢুকিয়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন, কাল সকাল ন'টার দিকে কয়েকজন লোক পাঠাবেন সিসিলির কাছে।

বোঝা গেল, তাঁর হাতে সময় কম কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সংখ্যা প্রচুর।

লর্ড ক্রমওয়েল চলে যাওয়ার পর সিসিলির দিকে তাকালেন জ্যাকব স্মিথ। 'আপনারা তা হলে কাল সকালে চলে যাচ্ছেন?'

'যেতে তো হবেই,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল সিসিলি। 'যে-

কাজের জন্য এসেছিলাম লণ্ডনে তা শেষ, এখন আর থেকে কী করবো?'

'আচ্ছা, আমিও যদি যেতে চাই আপনাদের সঙ্গে...'

'সত্যিই আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে, জ্যাকব স্মিথ?'

'যাবো। যেখানে জন্মেছিলাম, মরার আগে সে-জায়গা দেখে যেতে চাই অন্তত আরেকবার। তা ছাড়া এখানে আমার করার মতো তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজও নেই। ভাবছি ছুটি নেবো, বয়স যা-ই হোক না কেন আপনাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়বো অভিযানে। এখন কথা হচ্ছে, আগামীকাল যদি যাত্রা করেন আপনারা, তা হলে বেশ কিছু কাজ সেরে ফেলতে হবে আজই। যেমন, লেডি সিসিলির যেসব গহনা আর গুরুত্বপূর্ণ কাগজ আছে আমার কাছে সেগুলো নিরাপদ কোনো জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হবে। ...কাল ঠিক কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'লর্ড ক্রমওয়েল বলে গেছেন ন'টার দিকে লোক পাঠাবেন আমার কাছে,' বলল সিসিলি। 'ওরা হয়তো ঘণ্টাখানেক থাকবে। যদি গোছগাছ সেরে ফেলতে পারি আজ রাতের মধ্যেই, তা হলে এগারোটার দিকে রওনা করবো।'

'তা হলে সে-কথাই থাকল। ...গুডনাইট। ...থমাস বোল, চলো আমার সঙ্গে। তোমার আর আমার ঘুম নেই আজ রাতে। আমার কেরানিদেরকে ডেকে আনছি আমি, এই ফাঁকে আস্তাবলে চলে যাও তুমি। ...এমলিন, লেডি হারফ্লিটকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো তুমি, তোমাদের কোনো কাজ নেই আপাতত।'

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে গেল সিসিলি। রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়নি ওর। ঘুম আসতে দেরি হয়েছে, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটাতে হয়েছে লম্বা সময়। তারপর একসময় যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন শুরু হয়েছে দুঃস্বপ্ন। দেখেছে, মেঘের মতো ভারী গলায় ওকে ধমকাচ্ছেন রাজা হেনরি, ওর যা কিছু আছে সব

কৌশলে হাতিয়ে নিয়েছেন লর্ড ক্রমওয়েল, আর কমিশনার লেঘ ওকে বেঁধেছেন খুঁটির সঙ্গে পুড়িয়ে মারার জন্য।

কিন্তু ঘুরেফিরে বার বার দেখেছে সে প্রাণপ্রিয় ক্রিস্টোফারকে। দেখেছে, অনেক কাছে আছে লোকটা, তারপরও যেন বহু দূরে। বন্দি হয়ে আছে একদল বিদ্রোহীর হাতে, খালি ঘরে একলা বসে পাতার পর পাতা চিঠি লিখছে কাকে যেন, আর বিষণ্ন হয়ে বার বার ভাবছে মরে গেছে সিসিলি।

শেষপর্যন্ত ঘুম ভেঙেই গেল মেয়েটার। খেয়াল করল, ফোঁপাচ্ছে সে, অদ্ভুত এক আতঙ্ক পেয়ে বসেছে ওকে। এতদিন পর বাঁধভাঙা আনন্দ যখন স্পর্শ করতে যাচ্ছে ওকে ঠিক সে-মুহূর্তে আবারও ঘনঘটা দেখা দিয়েছে ভাগ্যের আকাশে। ঘুমন্ত ক্রিস্টোফারকে স্পর্শ করল সে, আধো আলো আধো অন্ধকারেই তাকিয়ে থাকল বাচ্চাটার চেহারার দিকে। আস্তে আস্তে সাহস পেল মনে, বিশ্বাস ফিরে এল আবার। মনে হতে লাগল, ক্রিস্টোফার যদি বেঁচে থাকে তা হলে সত্যিই কোনো-না-কোনো উপায়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে দুর্বৃত্তদের কবল থেকে, হাজির হতে পারবে ক্র্যানওয়েল বা ব্লসহোমে। তবে যেখানেই যাক না কেন সে, ঘোটকীর মতো দ্রুতগতিতে ছুটে গিয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে সিসিলি।

মাঝ দুপুর। চীপসাইড থেকে বের হয়ে এসেছে ওরা চারজন। সহজে যাতে চেনা না-যায় ওদেরকে সেজন্য সাধারণ বণিকের মতো পোশাক পরেছে; ভাবখানা এমন, লণ্ডনে কিছুদিন কাটানোর পর ফিরে যাচ্ছে ক্যামব্রিজে। যেহেতু খারাপ সময় যাচ্ছে, সেজন্য ওরা ঠিক করেছে কেউ জিজ্ঞেস করলে সিসিলির নাম বলবে মিসেস জনসন—সদ্য বিধবা।

গহনা আর গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলো নিরাপদে রেখে এসেছে ওরা। তবে কাজে লাগতে পারে ভেবে কিছু কাগজ রেখেছে সঙ্গে।

সিসিলি আর ওর স্বামীকে "লোক যোগাড়ের" অনুমতিপত্র দিয়েছেন রাজা, সেটা আছে সঙ্গে। থমাস বোলকে ক্যাপ্টেনসি দেয়া হয়েছে, সেটাও আছে। আর আছে বেশ কিছু টাকা। পোশাকের সেলাই বা বুটের ভিতরে লুকিয়ে এগুলো সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে ওরা।

ওদের ঘোড়াগুলো শক্তিশালী, লম্বা সময় ধরে বিশ্রাম নিয়ে তরতাজা। তাই যথেষ্ট দ্রুত এগোতে পারছে ওরা। কোনো ঝামেলা ছাড়াই দ্বিতীয় দিন রাতের বেলায় ক্যামব্রিজে পৌঁছে গেল ওরা। রাতটা কাটিয়ে দিল সেখানেই।

পরদিন ক্যামব্রিজ পার হওয়ার পর জানতে পারল, বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে, অরাজকতার সুযোগ নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা। কাজেই এই অবস্থায় দু'জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আর না-এগোনোটাই ভালো হবে ওদের জন্য। হতোদ্যম হয়ে পড়তে যাচ্ছিল ওরা, কিন্তু সাহায্য চলে এল অপ্রত্যাশিতভাবে।

লিঙ্কনশায়ারে অবস্থানরত ডিউক অভ নরফোকের বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য একদল সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার যাচ্ছিল ওই পথ দিয়ে। জেফরিস নামের ওই ঘোড়সওয়ার বাহিনীর ক্যাপ্টেনকে রাজার, বলা ভালো লর্ড ক্রমওয়েলের দেয়া কিছু কাগজ দেখালেন জ্যাকব স্মিথ। ভালো কাজ হলো তাতে। জেফরিস বুঝতে পারলেন এই চারজন মানুষ আসলে ছদ্মবেশে আছেন, রাজার কাজেই যাচ্ছেন তাঁরা ব্লসহোমের দিকে। তখন ক্যাপ্টেন নিজে থেকেই বললেন, দু'দলের পথ আলাদা হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সঙ্গ দিতে রাজি আছেন তিনি এবং তাঁর সৈন্যরা।

পরদিন থেকে আবার শুরু হলো পথ চলা। কিন্তু শ'খানেক সশস্ত্র রুক্ষ স্বভাবের সৈন্যের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এগোনোটা সহজ কথা নয়। সিসিলি আর এমলিনের দিকে ঘন ঘন তাকায় সবাই, এবং স্ত্রী-সঙ্গ বঞ্চিত এসব সৈন্যের চোখের ভাষা পড়তে অসুবিধা হয় না কারোরই। শেষপর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন

ক্যাপ্টেন, যে বা যারা "মিসেস জনসন" বা তাঁর সহচরীকে অপমান করবে অথবা তাঁদেরকে স্পর্শ করবে, তাদেরকে সোজা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবেন তিনি।

সাবধান হয়ে গেল সৈন্যরা।

এভাবে টানা দু'দিন চলার পর দ্বিতীয় দিন বিকেলে হাজির হলো ওরা পিটারবোরোতে। লিঙ্কনশায়ারের পথ আলাদা হয়ে গেছে এখান থেকে, কাজেই সৈন্যদের নিয়ে বিদায় নিলেন ক্যাপ্টেন জেফরিস। রাত কাটানোর জন্য ছোট্ট একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠল সিসিলিরা।

সরাইয়ের মালিক জিজ্ঞেস করলেন, ওদের পরিচয় কী।

গল্প বানিয়ে বলতে হলো আবারও: বোস্টোনের বাসিন্দা ওরা। শুনেছে পূর্ব ইংল্যাণ্ডের অনেক জায়গা নাকি এখনও শান্ত আছে, বিদ্রোহের লেলিহান শিখা পৌঁছায়নি সে-পর্যন্ত। তা ছাড়া সেখানে লোকবসতিও কম। তাই আশ্রয় নিতে সেখানেই যাচ্ছে আপাতত। ওদেরকে গাইড করছে থমাস বোল। এসব এলাকায় যাতায়াত আছে ওর—গ্রামের সন্ন্যাসীরা তাদের খামারে-পালা গরু বেচে ওর কাছে, সে আবার সেসব গরু শহরে নিয়ে গিয়ে কিছু বেশি দামে বিক্রি করে।

সরাইয়ের মালিক আর কিছু বললেন না। থাকাখাওয়া বাবদ খরচ যা হয় তা পেলেই সন্তুষ্ট তিনি, বেশি কিছু জানার দরকারও নেই এই দুঃসময়ে।

পরদিন থেকে আবার শুরু হলো সিসিলিদের পথ চলা।

হেমন্তকাল চলছে, যখন-তখন বৃষ্টি নামে, যেখান দিয়ে যাচ্ছে সিসিলিরা সেখানে কয়েক জায়গায় বন্যা দেখা দিয়েছে। পথঘাট পরিণত হয়েছে খানাখন্দে। রাতে বাধ্য হয়ে জলাভূমির ধারে গরিব এক চাষির ভাঙাচোরা কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিতে হলো ওদেরকে। বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বাচ্চাটার জন্য ভয় হতে লাগল সিসিলির—এই খারাপ আবহাওয়ায় আবার না জ্বর

চলে আসে!

পরদিন সকালে থেমে গেল বৃষ্টি, কেটে গেল মেঘ, পরিষ্কার হলো আবহাওয়া। দেরি না-করে রওয়ানা হয়ে গেল ওরা, সারাদিন পথ চলে উঠে এল জলাভূমির চেয়ে বেশ উঁচুতে। বিশ্রামের জন্য খুঁজে নিল আরেকটা সরাইখানা।

কিন্তু কপাল খারাপ, এখানে একদল বিদ্রোহীর পাল্লায় পড়ে গেল ওরা। তবে থমাস বোল আর জ্যাকব স্মিথ মিলে বোঝালেন লোকগুলোকে, খারাপ কোনো উদ্দেশ্য নেই ওদের, জরুরি কাজ সেরে শহর থেকে ফিরে যাচ্ছেন গ্রামে। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে পান করার আহ্বান জানালেন লোকগুলোকে জ্যাকব স্মিথ। মদ খাওয়ার সুযোগ পেলে ছাড়ে না এ-ধরনের লোকরা, তাই প্রস্তাবটা লুফে নিল ওরা। খরচ একটু বেশিই হয়ে গেল, কারণ ওদেরকে দেদারসে মদ খাওয়ানো হলো। তবে ফল হলো ভালো, কারণ ঘণ্টাখানেক পর হুঁশ থাকল না কারও; তখন একরাতের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে পড়ল সিসিলিরা।

ওরা ভেবেছিল পরদিন সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাবে ব্লসহোমে। কিন্তু পারল না। বন্যার পানিতে ডুবে গেছে পথঘাট, জায়গায় জায়গায় থকথকে কাদা। কাজেই সরাইখানা থেকে বের হয়ে দু'মাইল এগোনোর পরই দিক পাল্টাতে হলো ওদেরকে। অনেক ঘুরে, জলাভূমি এড়িয়ে গিয়ে উঠল ওই জঙ্গলে যেখানে ফাদার মন্ডনের সৈন্যরা খুন করেছে স্যর জন ফোটরেলকে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে ওরা, যে-জায়গায় মারা গেছেন স্যর জন সে-জায়গার কাছাকাছি চলে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ করেই ঘোড়ার গতি কমিয়ে নিচু কণ্ঠে বলে উঠল থমাস বোল, 'শুনুন! শুনতে পাচ্ছেন?'

'কী?' নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব স্মিথ। ঘোড়ার গতি কমিয়েছেন তিনিও, কিন্তু কিছু শুনতে পাননি।

'ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ,' জরুরি কণ্ঠে বলল থমাস বোল,

'অনেকগুলো ঘোড়া। তার মানে বেশ কয়েকজন ঘোড়সওয়ার!'

রাশ টেনে যার যার ঘোড়া থামাল ওরা। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। মৃদু, কিন্তু কান পাতলে টের পাওয়া যায়। চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজও শোনা যাচ্ছে।

'জলদি,' চাপা গলায় বলল থমাস বোল, 'সবাই আসুন আমার সঙ্গে। কোথায় লুকাতে হবে জানা আছে আমার।'

প্রায় দু'শ' গজ দূরে ঘন হয়ে জন্মে আছে অনেকগুলো কাঁটাগাছ, সঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে বিচফলের গাছ। এগুলোর মাথা ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে সারি সারি ওক গাছ। সবাইকে সেদিকে নিয়ে গেল থমাস বোল। বুনো পথ চলে গেছে কাছ দিয়েই, কিন্তু গাছপালার আড়াল এত ঘন যে, ওই পথ ধরে গেলেও ঘোড়সওয়ারেরা দেখতে পাবে না সিসিলিদেরকে। অন্তত দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

চুপচাপ অপেক্ষা করছে সিসিলিরা। এখন ঘুমন্ত ক্রিস্টোফার হঠাৎ জেগে উঠে কান্নাকাটি শুরু না-করলেই হয়!

সূর্য ডুবছে। ডুবন্ত সূর্যের লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে জঙ্গলের ভিতরে। চারদিকে কেমন ছায়া ছায়া অন্ধকার। হঠাৎ অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেল ওরা।

সামনের বুনো পথ ধরে ছুটে আসছে ধূসর একটা ঘোড়া। তার সওয়ারীকে একনজর দেখলেই বলে দেয়া যায় লোকটা বেশ লম্বাচওড়া। চকচকে একটা বর্ম পরে আছে লোকটা, মাথায় শিরস্ত্রাণ। ওর পাশাপাশি ছুটে আসছে কালো আরেকটা ঘোড়া। সেটার পিঠে চামড়ার জ্যাকেট-পরা হালকা-পাতলা এক লোক। এই দু'জনের থেকে প্রায় একশ' গজ পিছনে আছে একদল ঘোড়সওয়ার। যেভাবে ছুটে আসছে লোকগুলো, দেখলেই বোঝা যায় ধাওয়া করছে সামনের দু'জনকে।

'মনে হয় পলাতক কয়েদি,' যে দু'জন পালাচ্ছে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করল থমাস বোল। 'অবস্থা সুবিধার না

বেচারাদের। ঘোড়াগুলো বেশি দূর যেতে পারবে বলে মনে হয় না। ধরা পড়ে যাবে ওরা।'

কিন্তু সিসিলি যেন শুনতেই পায়নি থমাস বোলের কথাগুলো। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে ধূসর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার লোকটার দিকে। কিছু একটা আছে ওই লোকের মধ্যে, বিশেষ কিছু; যার কারণে লোকটার উপর যেন দৃষ্টি আটকে গেছে ওর, বেড়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি। সামনের দিকে ঝুঁকে বসল সে, বলতে গেলে নুয়ে পড়েছে ঘোড়ার ঘাড়ের উপর। আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওই বিশালদেহী লোকটার দিকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল লোকটা, ধাওয়াকারীরা কত দূরে আছে দেখে নিল। মনে মনে হিসেব কষে বুঝে নিল অবস্থাটা। তারপর ছুটন্ত সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা মনে হয় জিতে গেছি, জেফরি! ওদের ঘোড়াগুলো অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমাদেরকে ওরা ধরতে পারবে না।'

গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ওরা চারজন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল এই দু'জন কারা।

'ক্রিস্টোফার!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সিসিলি, 'ক্রিস্টোফার!'

কণ্ঠটা কার চিনতে অসুবিধা হলো না ক্রিস্টোফারেরও। সবাই দেখল, চেহারায় একই সঙ্গে অবিশ্বাস আর খুশি নিয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল সে। আচমকা থেমে দাঁড়ানোর আদেশ পেয়ে পিছনের দুই পায়ে দাঁড়িয়ে গেল জন্তুটা। ক্রিস্টোফার তখন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, খুঁজছে কোথায় আছে সিসিলি। থেমে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে জেফরিও, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বার বার তাগাদা দিচ্ছে ক্রিস্টোফারকে, বলছে নষ্ট করার মতো একটা মুহূর্তও নেই ওদের হাতে, দেরি করলে ধরা পড়ে যেতে পারে ধাওয়াকারীদের হাতে। কিন্তু সব শুনেও যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না ক্রিস্টোফার, ঘোড়ার মুখ বার বার ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে ঘন

জঙ্গলের এদিকে-সেদিকে। সে এখন খোলা একটা জায়গায় সহজ টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সুযোগ বুঝে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে আরও কাছিয়ে আসছে ধাওয়াকারীরা।

লোকগুলো যখন প্রায় ধরে ফেলেছে ওদের দু'জনকে তখন হুঁশ ফিরল ওর, যা শুনেছে ভুল শুনেছে ভেবে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল, ছুটতে উদ্যত হলো। কিন্তু ততক্ষণে কয়েকজন চলে এসেছে একেবারে কাছে, তরবারি বের করে ফেলেছে খাপ থেকে। পালানো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে বাধ্য হয়ে তরবারি বের করতে হলো ক্রিস্টোফার আর জেফরিকেও, ডুবন্ত সূর্যের লাল আলোয় শুরু হলো লড়াই।

ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিল সিসিলি, ছুটে যেতে চায় ক্রিস্টোফারের কাছে। কিন্তু এ-রকম কিছু ঘটতে পারে আগেই অনুমান করতে পেরেছিল থমাস বোল, ঘোড়ার লাগাম শক্ত হাতে ধরে রাখল সে। ওদিকে এমলিন চেপে ধরে রেখেছেন মেয়েটার মুখ যাতে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে না-পারে সে।

দূরে, যেখানে লড়াই বেধেছে, সে-জায়গায় এখন ধুলোর ঝড়, কারণ বিদ্রোহী ঘোড়সওয়ারেরা সবাই চলে এসেছে, ঘিরে ধরেছে ক্রিস্টোফার আর জেফরিকে। উড়ন্ত ধুলো আর ছুটন্ত ঘোড়া বাদে মাঝেমধ্যে শুধু দেখা যাচ্ছে চকচকে তরবারিতে প্রতিফলিত-হওয়া শেষবিকেলের সূর্যের প্রতিফলন।

তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেল অসম লড়াইটা। যেভাবে হঠাৎ করেই উদয় হয়েছিল লোকগুলো সেভাবে আচমকাই যেন উধাও হয়ে গেল ঢাল বেয়ে। পিছনে রেখে গেল ধুলোর একটা ঝড়। সন্ধ্যার আঁধার তখন ঘনাচ্ছে।

দশ মিনিট অপেক্ষা করার পর আড়াল ছেড়ে বের হলো থমাস বোল। ঘোড়া হাঁটিয়ে গিয়ে হাজির হলো ক্রিস্টোফাররা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। একাকী ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে এল আগের জায়গায়।

‘সবাই চলে গেছে,’ ঘোষণা করল সে।

‘ওহ্!’ কান্না চেপে রাখতে পারল না সিসিলি, ‘তার মানে মরে গেছে সে! আমার বাবা আর স্বামী দু’জনই মরল এই জঙ্গলের ভিতরে?’

‘মনে হয় না,’ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে থমাস বোল, ‘রক্তের কোনো চিহ্ন তো দেখলাম না। কাউকে, মানে কারও মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এমন কোনো প্রমাণও পাইনি। অবশ্য...ঘাসের উপর অন্ধকারে...আমি আসলে নিশ্চিত না। আমার মনে হয় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন স্যর ক্রিস্টোফার, যদি তিনি আহতও হয়ে থাকেন তা হলেও ঘোড়ার পিঠে চেপেই ওই জায়গা ছেড়ে চলে গেছেন বিদ্রোহীদের সঙ্গে।’

কেউ কোনো মন্তব্য করল না এ-ব্যাপারে।

তাড়া দিলেন জ্যাকব স্মিথ, ‘এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। চলুন গন্তব্যের পথে রওনা হই। স্যর ক্রিস্টোফার বেঁচে থাকলে দেখা হবেই।’

সতেরো

ভোরের আলো এখনও ফোটেনি আকাশে। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত অবস্থায় ব্লসহোম আশ্রমের দরজায় এসে পৌঁছাল সিসিলি এবং ওর সঙ্গীরা। ঘোড়াগুলো আর চলতে পারছে না, রীতিমতো খোঁড়াচ্ছে।

‘ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো যাতে নানরা এখনও থাকে

এখানে,' বললেন এমলিন, শিশু ক্রিস্টোফার তাঁর কোলে। 'সন্ন্যাসীরা ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে থাকলে খবর আছে আমাদের সবার। দরজায় জোরে ধাক্কা দাও, থমাস।'

বেশ কিছুক্ষণ ধাক্কাতে হলো থমাস বোলকে। অবশেষে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে শোনা গেল কম্পিত কণ্ঠ, 'কে?'

'মাদার ম্যাটিল্ডা এসেছেন,' বলে স্যাডল ছেড়ে পিছলে নামলেন এমলিন। দৌড়ে গেলেন দরজার কাছে, কিছুক্ষণ কথা বললেন মাদারের সঙ্গে। ততক্ষণে অন্য নানরাও এসে দাঁড়িয়েছে মাদারের পাশে। দরজা খুলে দিল ওরা, সিসিলিরা গিয়ে ঢুকল আশ্রমের চত্বরে।

নানদের পক্ষ থেকে উষ্ণ আমন্ত্রণ জানানো হলো সিসিলিকে, কিন্তু বেচারীর এমন অবস্থা হয়েছে যে, কথা বলার মতো শক্তিও যেন নেই। এক বাটি দুধ খেয়ে আগের সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল সে, ক্রিস্টোফারকে পাশে নিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

সকাল ন'টার সময় ঘুম ভাঙল ওর। দেখল, এমলিন উঠে গেছেন আগেই, ঘরের এককোনায় দাঁড়িয়ে মাদার ম্যাটিল্ডার সঙ্গে কথা বলছেন নিচু গলায়।

কী হচ্ছে বুঝতে পারল না সে প্রথমে, মনে হলো আবার যেন বন্দি হয়েছে আশ্রমের এই ঘরে, বাইরে কড়া পাহারা বসিয়েছেন ফাদার মল্ডন। তারপর হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল সব। তখন ধড়মড় করে উঠে বসল সে বিছানায়, অনেকটা আর্তনাদের মতো করে বলল, 'আমার স্বামীর ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন আপনারা?'

মাথা নাড়লেন এমলিন আর মাদার ম্যাটিল্ডা।

মাদার বললেন, 'আগে কিছু খেয়ে নাও। তারপর না-হয় এসব নিয়ে কথা বলা যাবে। অবশ্য, বলার মতো তেমন কিছু নেইও আসলে।'

চুপচাপ খেয়ে নিল সিসিলি। তারপর এমলিনের কাছ থেকে

জানতে পারল, অ্যাবিতে অনেক সৈন্য অবস্থান নিয়েছে। তবে তারা রাজার সেনাবাহিনীর সদস্য নয়, আবার ফাদার মন্ডনের আগের সেই ভাড়াটে সৈনিকও নয়। সম্ভবত দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে এসেছে, আবার বিদেশিও হতে পারে। ফাদার মন্ডন অ্যাবিতে আছেন এ-রকম কোনো খবর পাওয়া যায়নি এখন পর্যন্ত।

এমলিন আরও বললেন, সকালে বাইরে বের হয়েছিল থমাস বোল। জানতে পেরেছে, রাতে এক দল ঘোড়সওয়ার গ্রামের মধ্য দিয়ে কোথাও গেছে। কোথায় জানা যায়নি, নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না কেউ। ওদের কোনো ট্র্যাকও নেই, কারণ গত রাত থেকে মুষলধারে শুরু হয়েছে বৃষ্টি, এখনও হচ্ছে, আর বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গেছে সব চিহ্ন। তা ছাড়া দেশের অবস্থা খুব খারাপ, রাতবিরেতে চেনা-অচেনা লোকজনের আসা-যাওয়া বেড়ে গেছে এই অঞ্চলে, তাই সবাইকে সবসময় ঠাহর করা সম্ভবও নয় গ্রামবাসীদের পক্ষে। যাদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে ক্রিস্টোফার আর জেফরি তাদের সঙ্গে অ্যাবির সৈন্যদের আদৌ কোনো যোগাযোগ আছে কি না জানা যায়নি। ওরা কোথায় গেছে সে-ব্যাপারেও কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি।

পোশাক পাল্টে নীচে নামল সিসিলি, মাদার ম্যাটিল্ডার ব্যক্তিগত চেম্বারে গিয়ে ঢুকল। দেখল সেখানে থমাস বোলকে সঙ্গে নিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন জ্যাকব স্মিথ।

'লেডি হারফ্লিট,' সিসিলিকে দেখামাত্র বললেন জ্যাকব স্মিথ, 'আপনি যে এখানে এসেছেন তা এখন পর্যন্ত জানে না অ্যাবির কেউ। বুড়ো মালি আর তার বউ গত রাতে কিছু টের পেয়েছে বলে মনে হয় না, তাদেরকে কিছু জানানোও হয়নি। কিন্তু আপনার আসার খবর যদি অ্যাবিতে গিয়ে পৌঁছায় তা হলে বড় রকমের সমস্যা হয়ে যেতে পারে। ওরা হয়তো তখন হামলা করবে আশ্রমে, আবার গ্রেপ্তার করতে চাইবে আপনাকে। বুঝতেই

পারছেন বাধা দেয়ার মতো সামর্থ্য নেই আমাদের। তবে আমরা যদি কোনোভাবে শেফটনে যেতে পারি তা হলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে বলে মনে হয়। ওখানে গড়খাই আছে, টানাসেতু আছে। তার মানে সামান্য হলেও নিরাপত্তা পাবেন আপনি। কাজেই আপনি যদি এখনই, সবার চোখ এড়িয়ে রওনা হয়ে যান শেফটনের পথে তা হলে মনে হয় লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না আপনার। থমাস বোল ইতোমধ্যে ঘুরে এসেছে সেখান থেকে, আপনার কয়েকজন প্রজার সঙ্গে দেখা করে কথাও বলেছে। আপনি যাবেন শুনে গোছগাছ আর মেরামতের কাজ শুরু করে দিয়েছে ওরা। সন্ধ্যা নাগাদ ত্রিশ জনের মতো লোক পেয়ে যাবে বলে আশা করছে সে, ওরা থাকবে পাহারার কাজে। আর, তিন দিনের মধ্যে একশ' লোক যোগাড় হয়ে যাবে বলে ওকে আশ্বাস দিয়েছে গ্রামবাসীরা। ...এখানে আর একটা মুহূর্তও থাকতে রাজি নই আমরা, আপনার শত্রুদের কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই চলে যেতে চাই শেফটনে। ...ঘোড়া প্রস্তুত।'

মাদার ম্যাটিল্ডার গালে চুমু খেয়ে বিদায় নিল সিসিলি। ওকে আশীর্বাদ করলেন মাদার, আশ্রমের জন্য সে যা যা করেছে তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল ওরা, রওয়ানা হলো তিন মাইল দূরে অবস্থিত শেফটন হলের দিকে।

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। পরিচিত পথ ধরে, গাছপালার আড়ালে থেকে এগিয়ে যাচ্ছে সিসিলিরা। পথেঘাটে কেউ নেই—এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এত ডামাডোলের মধ্যে কে বাড়ির বাইরে বের হবে? দূরের ওই ভয়াবহ অ্যাবিটাও কেমন থমথম করছে, পাহারাদাররাও বোধহয় বৃষ্টির কবল থেকে বাঁচার জন্য গিয়ে ঢুকেছে গার্ডহাউসে, আড্ডা দিচ্ছে।

সুতরাং বিনা বাধায় শেফটনে হাজির হতে পারল ওরা।

এতদিন পরে এসেছে—সব কেমন অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে

সিসিলির কাছে। কত মাস আগে, নিজেও জানে না ঠিকমতো— সেই বিয়ের রাতে, পালিয়েছিল এখান থেকে, তারপর আর আসা হয়নি। কত স্মৃতি, কত আনন্দ-বেদনা; সব যেন জমাট বেঁধে আছে গড়খাইয়ের ওই পাড়ের বাড়িটাতে।

সিসিলি টের পেল, ওর হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে। কিন্তু কেন, জানে না সে।

টানাসেতু পার হলো ওরা, ভেজা আর আগাছায়-ভরা পথ ধরে হাজির হলো অতি-পরিচিত সদর-দরজায়। আগেই এখানে এসে ভালো কাজ করেছে থমাস বোল, কারণ এক ডজনেরও বেশি গ্রাম্য মহিলাকে দেখা যাচ্ছে স্বেচ্ছায় কাজ করছে ভিতরে। ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করেছে এতদিনের জঞ্জাল, ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে, রান্নাঘর আর ভাঁড়ারে বেশ ভালো পরিমাণে মজুদ করা হয়েছে খাবার আর জ্বালানি কাঠ।

একতলার বড় হলরুমে জড়ো হয়েছে জনা বিশেক প্রজা। মাথার চ্যাপ্টা টুপি খুলে উপরে তুলে ধরে সিসিলিকে স্বাগত জানাল ওরা, জয়ধ্বনি দেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে ঠিক মানানসই হলো না কাজটা। লড ক্রমওয়েলের ইস্যু-করা কমিশনটা পড়ে ওদেরকে শোনালেন জ্যাকব স্মিথ, রাজার সীলমোহর আর সীল দেখালেন। থমাস বোলকে যে রাজার থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেন বানানো হয়েছে তা-ও দেখালেন।

এতদিন কোনো নেতা ছিল না এই লোকগুলোর, তাই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কিছু করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও করতে পারছিল না। থমাস বোলের মতো একজন সাহসী শক্তিশালী দেশপ্রেমিক লোককে নেতা হিসেবে পেয়ে সাহস পেল ওরা, বিদ্রোহীদের অনাচারের প্রতিবাদে কিছু করার ইচ্ছাটা জোরদার হলো ওদের মনে। রাজা হেনরি, লেডি সিসিলি হারফ্লিট এবং স্যর ক্রিস্টোফারের প্রতি অনুগত থাকার শপথ করল সবাই স্যরে

ক্রিস্টোফার যদি মারা গিয়ে থাকেন তা হলে ভবিষ্যতে তাঁর ছেলের নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি হলো। তারপর অর্ধেক লোক ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল বিভিন্ন গ্রামে, রাজার নামে লোক যোগাড় করে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়তে। পাহারা দেয়ার জন্য শেফটন হলে রয়ে গেল বাকি অর্ধেক।

সন্ধ্যা নাগাদ বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে হাজির হতে লাগল লোকজন। ঘোড়ার গাড়িতে মালসামান, খাবার, অস্ত্র, বিচালি নিয়ে আসছে অনেকে, আবার কেউ কেউ সঙ্গে করে নিয়ে আসছে ভেড়ার পাল যাতে মাংসের প্রয়োজন মেটানো যায়। যারা দলে যোগ দিচ্ছে তাদের সবার নাম-ঠিকানা লিখে রাখছেন জ্যাকব স্মিথ, আর থমাস বোল তাদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছে। রাত ঘনাবার পর দেখা গেল চল্লিশ জন সশস্ত্র যোদ্ধা পেয়ে গেছে ওরা, এবং যারা এসেছে তারা বলছে আরও লোক নাকি আসবে।

খবর ছড়িয়ে গেছে চারদিকে, সিসিলির শেফটনে ফিরে আসার ব্যাপারটা আর গোপন নেই এখন। চিমনি থেকে প্রতিদিন ধোঁয়া বের হয়, কাজেই কয়েক মাইল দূর থেকেও যে-কেউ বুঝবে কয়েক সপ্তাহ আগেও যে-বাড়িকে ভূতের বাড়ি বলে জানত সবাই সেখানে মানুষ থাকতে শুরু করেছে, এবং যারা থাকছে তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

ব্যাপার কী জানার জন্য একদিন হাজির হলো এক গুপ্তচর, শেফটন হলের উল্টোদিকের এক পাহাড়ের ঢালে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করল সে, তারপর উধাও হয়ে গেল হঠাৎ করেই। ঘণ্টাখানেক পর লোকটা ফিরে এল, সঙ্গে দশ জন সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার। একজনের হাতে একটা ব্যানার, তাতে চলমান আন্দোলনের প্রতীক খোদাই-করা। শেফটন হলের একশ' গজের মধ্যে হাজির হলো লোকগুলো, উদ্দেশ্য হামলা করবে। কিন্তু গড়খাইয়ের কাছে পৌঁছে দেখল, টানাসেতুটা তুলে রাখা হয়েছে এবং ওই পাড়ে ধনুকে তীর পরিয়ে অপেক্ষা করছে

তীরন্দাজেরা।

কাজেই মত পাল্টাতে হলো লোকগুলোকে। পিছিয়ে গেল ওরা, একজনের হাতে সাদা পতাকা ধরিয়ে দিয়ে সেতুর কাছে পাঠাল। সেতুর কাছে এসে চিৎকার করে বলল লোকটা, 'কে, কী কারণে দখল করেছে এই বাড়ি?'

জবাব দিলেন জ্যাকব স্মিথ, 'দখল? এখানে দখল করার কী আছে? বাড়ির মালিক লেডি হারফ্লিট ফিরে এসেছেন।'

'সঙ্গে এত লোক কেন?'

'তাঁর ক্যাপ্টেন থমাস বোল আছে তাঁর সঙ্গে, আর আছে তাঁর প্রজারা। রাজার কাজে এখানে জড়ো হয়েছেন সবাই।'

'রাজার কাজে? ওয়ারেন্ট আছে আপনাদের কাছে? শেফটন হলের বর্তমান মালিক ফাদার মন্ডন। আর থমাস বোল তাঁর অ্যাবির সামান্য এক চাকর মাত্র।'

'হ্যাঁ, রাজার ওয়ারেন্ট আছে,' বলে রাজকীয় ফরমান পড়ে শোনালেন জ্যাকব স্মিথ উচ্চকণ্ঠে।

শুনে সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল লোকটা, সবাই মিলে কী যেন ফুসুরফাসুর করল কিছুক্ষণ, তারপর আর কিছু না-বলে চলে গেল।

ওদের পিছু নিতে চাইল থমাস বোল। কিন্তু জ্যাকব স্মিথ নিষেধ করে বললেন, 'দরকার নেই। দেখা যাবে তোমার জন্য কোনো জায়গায় ঘাপটি মেরে আছে ওরা, নাগালে পাওয়ামাত্র খুন করবে। অথবা ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দিও করতে পারে। অনেক লোক এসেছে এখানে, প্রয়োজনের মুহূর্তে এদেরকে নেতৃত্ব দিতে তোমাকে দরকার আছে আমাদের।'

বিকেল গড়িয়ে গেল। আর কেউ এল না। সিসিলিরা ধরে নিয়েছিল অ্যাবি থেকে সশস্ত্র সৈন্যরা হাজির হবে, কিন্তু ওরাও এল না। অ্যাবিতে ত্রিশ জনের মতো সৈন্য আছে, খবর পাওয়া গেছে, সঙ্গে আছে জনা বিশেক বিদ্রোহী এবং অল্প কয়েকজন

সন্ন্যাসী। তবে বেশিরভাগ সন্ন্যাসী অবস্থা বেগতিক বুঝে পালিয়েছে। যারা আছে তারা ফাদার মন্ডনের জন্য অপেক্ষা করছে, অ্যাবিতে শীঘ্রই ফিরে আসার কথা তাঁর।

সে-রাতে শেফটন হলের দোতলায়, বড় একটা কক্ষে জ্যাকব স্মিথ আর এমলিনকে নিয়ে আলোচনায় বসেছে সিসিলি, এমন সময় একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল থমাস বোল। দেখে মনে হচ্ছে বিব্রত বোধ করছে লোকটা, লজ্জিত ভাবভঙ্গি তার। পরনে বহু ব্যবহারে ক্ষয়ে-যাওয়া ভেড়ার-চামড়ার কোট।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে থমাস বোলের দিকে তাকাল সবাই।

'আমার পুরনো বন্ধু,' বলল বোল, 'একসময় অ্যাবিতে একসঙ্গে কাজ করতাম আমরা। ফাদার মন্ডনের কাজকর্ম আর এত আন্দোলন-সংগ্রাম দেখে ঘাবড়ে গেছে বেচারা, মন উঠে গেছে ব্লসহোম অ্যাবির মতো আশ্রমগুলোর উপর থেকে। এখন রাজার কাছে নিরাপত্তা আর ক্ষমা চায় সে। ওকে কথা দিয়েছি আমি, কোনো ক্ষতি হবে না ওর, আমাদের সঙ্গে থাকলে নিরাপদে থাকতে পারবে সে।'

'তার মানে আমাদের দলে যোগ দিচ্ছে সে?' জানতে চাইলেন জ্যাকব স্মিথ।

মাথা ঝাঁকাল থমাস বোল।

'ভালো,' বললেন জ্যাকব স্মিথ, 'ওর নাম লিখে নিচ্ছি আমি। আমাদের সঙ্গে যদি বিশ্বাসঘাতকতা না-করে সে তা হলে রাজার নিরাপত্তা আর ক্ষমা দুটোই পাবে সে। ...কিন্তু, ওকে এখানে, মানে এই ঘরে নিয়ে এলে কেন?'

'কারণ আপনাদেরকে কিছু কথা বলতে চায় সে।'

এতক্ষণ উৎসুক দৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখছিল সিসিলি, এবার বলল, 'বলো কী বলার আছে তোমার।'

'মাই লেডি,' বলতে শুরু করল আগন্তুক, 'আমার নাম বেসিল। ব্লসহোম অ্যাবি থেকে পালিয়ে এসেছি আমি। হয়তো

কাজটা ঠিক হয়নি, হয়তো গুরুতর পাপ করে ফেলেছি। কিন্তু আমি আসলে...আর পারছিলাম না। ফাদার মন্ডন বা তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে থাকাটা আর সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। প্রথম থেকেই রাজার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম আমি, এখনও আছি। কিন্তু ফাদারের কাজকর্ম...কী বলবো...আমার সহ্যের বাইরে চলে গেছে। কোথায় যেন ছিলেন তিনি এতদিন, আজ বিকেলে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরে এসেছেন অ্যাবিতে। যতদূর শুনেছি লিঙ্কনে বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়েছে, সম্ভবত তাঁর বাহিনী নাজেহাল হয়েছে রাজার বাহিনীর কাছে, আর সেজন্যই মেজাজ খারাপ হয়ে আছে তাঁর। তবে...আমি আসলে তাঁর ব্যাপারে কিছু বলতে আসিনি, স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিট...

চেয়ার থেকে একলাফে উঠে দাঁড়াল সিসিলি। 'কী হয়েছে ক্রিস্টোফারের? কোথায় আছে সে এখন? বেঁচে আছে না মরে গেছে? বেঁচে থাকলে কেমন আছে?'

'তিনি বেঁচে আছেন, তবে বন্দি হয়ে আছেন ব্লসহোম অ্যাবির পাতাল কারাকক্ষে। তাঁর ভৃত্য জেফরিকেও বন্দি করে রাখা হয়েছে। তাঁদেরকে গত রাতে সেখানে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করা হয়েছে। শুনেছি এক দল বিদ্রোহী গ্রেপ্তার করেছিল তাঁদেরকে।'

'তার মানে গুরুতর আহত হয়নি ক্রিস্টোফার?'

'না, শেষবার যখন দেখেছি তাঁকে তখন সুস্থই ছিলেন তিনি। তবে তাঁর অবস্থা এখন বিড়ালের থাবায় ধরা-পড়া ইঁদুরের মতো। ...আপনি কি বুঝতে পেরেছেন আমি কী বোঝাতে চেয়েছি?'

আবেগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল সিসিলি। 'আমার দোষ, আমার দোষ,' বিড়বিড় করে বলছে সে, 'আমার দোষেই আজ এই অবস্থা ক্রিস্টোফারের। যদি তখন ডাক না দিতাম ওকে! আমি ডেকেছি বলেই ধরা পড়েছে সে বিদ্রোহীদের হাতে, ওরা ওকে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করেছে এমন এক জায়গায় যেখান থেকে সম্ভবত কেউ কখনও বেঁচে আসেনি। ...ইস্‌স্‌! আমার জন্যই পালাতে পারল না

বেচারা। আফসোস, কেন যে ঈশ্বর আমাকে কথা বলার শক্তি দিলেন! ক্রিস্টোফারকে ডাকার আগে কেন যে আমার জিহ্বা অসাড় হয়ে গেল না!'

'কিছু মনে করবেন না লেডি সিসিলি,' বলে উঠল থমাস বোল, 'একটা কথা না-বলে পারছি না। স্যর ক্রিস্টোফার ধরা পড়েছিলেন বলেই কিন্তু এখানে নিরাপদে ফিরতে পেরেছেন আপনি। তাঁকে ধরে নিয়ে গেল বিদ্রোহীরা, নিশ্চয়ই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল ওদের মধ্যে। এত বড় "শিকার" হাতে পেয়ে তখন আপনার বা আমাদের উপর মনোযোগ দেয়ার মতো সময় পায়নি শয়তানগুলো। তাই শেফটনে নির্বিঘ্নে পৌঁছাতে পেরেছি সবাই। এখন আমরা কী করবো সে-সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার মনে হয় স্যর ক্রিস্টোফারকে উদ্ধার করতে যাওয়া উচিত আমাদের। ওরা সব মিলিয়ে ষাট-সত্তর জন হবে, আর আমরা আছি চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। আমরা যদি হামলা করি ব্লসহোম অ্যাবিতে তা হলে লড়াইটা খুব বেশি অসম হবে বলে মনে হয় না। ...আপনি কী বলেন?'

জবাব না-দিয়ে বেসিলের দিকে তাকাল সিসিলি। 'ক্রিস্টোফার কি জানে আমি বেঁচে আছি?'

'আমি...জানি না। দু'-একজন প্রহরী ছাড়া অন্য কারও অ্যাবির পাতালে যাওয়ার অনুমতি নেই। ...আজ সকালে যে-প্রহরী স্যর ক্রিস্টোফারের খাবার নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিল সে ফিরে এসে অদ্ভুত একটা কথা বলেছে আমাকে।'

'কী কথা?'

'তিনি বলেছেন তিনি নাকি ধরা পড়তেন না বিদ্রোহীদের হাতে। আরেকটু সময় হাতে পেলেই পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে, কে যেন...মানে একটা ভূত নাকি তাঁর স্ত্রীর কণ্ঠ নকল করে তাঁকে ডেকেছে, আর সেই ডাক শুনে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ঘোড়া থামিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন

হতবুদ্ধি হয়ে। তখনই তাঁকে ধরে ফেলে বিদ্রোহীরা।'

আর শুনতে পারল না সিসিলি, শুনতে চাইলও না, ঘর থেকে বের হয়ে গেল সে। ওর পিছন পিছন গেলেন এমলিন।

কিন্তু জ্যাকব স্মিথ আর থমাস বোল রয়ে গেলেন ঘরের ভিতরে। দু'জনে মিলে বেসিলের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন। খুঁটিনাটি অনেক কিছু নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ওকে, সে-ও সব প্রশ্নের জবাব দিল। তারপর একসময় চলে গেল বেসিল। এরপর থমাস বোলের সঙ্গে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত কীভাবে কী করা যায় তা নিয়ে পরিকল্পনা করলেন জ্যাকব স্মিথ। মাঝেমধ্যেই ডেকে নিয়ে এলেন সহযোদ্ধাদের কয়েকজনকে, ওদের কাছ থেকে বুদ্ধি-পরামর্শ নিলেন।

পরদিন সকালে সিসিলিকে বললেন তাঁরা, আর দেরি না-করে ব্লসহোম অ্যাবি আক্রমণ করাটাই উচিত কাজ হবে।

'কিন্তু...কিন্তু আমার স্বামী বন্দি হয়ে আছে সেখানে,' প্রতিবাদ করল সিসিলি, 'আমরা হামলা করলে ওরা যদি ওকে মেরে ফেলে?'

'আমরা হামলা না-করলেও মেরে ফেলতে পারে,' বললেন জ্যাকব স্মিথ। 'তাঁর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার নেই বিদ্রোহীদের, বরং যত দিন যাচ্ছে শয়তানগুলোর ঘাড়ে তত বড় বোঝা হিসেবে চেপে বসছেন তিনি। আর সপ্তাহ দু'-এক পার হলে, আমার মনে হয় রাজার সেনাবাহিনীর হাতে ফাদার মল্ডন এবং তাঁর বিদেশি সৈন্যদের অবস্থা আরও খারাপ হবে; তখন যত জায়গায় যত বন্দি আছে সবাইকে শেষ করে দিয়ে পালিয়ে যেতে চাইবে তাঁরা। তা ছাড়া...সত্যি বলতে কী...আমাদেরকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের অনুমতি দিয়েছেন রাজা নিজে, আমরা যাতে শক্তি সঞ্চয় করে বিদ্রোহীদের দমন করতে পারি সে-ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের কৃপায় সে-ব্যবস্থা হয়েও গেছে। এখন যদি আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকি তা হলে কি রাজারটা খেয়ে রাজারটা পরে

তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না? আরও একটা কথা ভেবে দেখুন, লেডি হারফ্লিট। এখন অ্যাবিতে সৈন্য সংখ্যা বেশি হলে ষাট, আর আমরা সব মিলিয়ে পঁয়তাল্লিশ। আমরা যদি হামলা করি তা হলে...বলা যায় না কী হবে। কিন্তু দু'-এক দিন পর যে ফাদারের সৈন্যদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা কী? একইভাবে, আজ যারা আমাদের সঙ্গে আছে তারা যে আগামীকাল চলে যাবে না তা-ই বা জানছি কী করে?'

'হ্যাঁ,' জ্যাকবের সঙ্গে একমত হলেন এমলিন, 'আমার মনে হয় আমরা যদি হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকি, শুধু যদি এই বাড়িটাই আগলে রাখি, তা হলে আজ না হোক কাল চ্যালাচামুণ্ডাদের কাছে ঠিকই খবর পাঠাবেন ফাদার মল্ডন, আরও শক্তি সঞ্চয় করে হামলা করবেন আমাদের উপর যে-রকম করেছিলেন ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে। ইতোমধ্যেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন কি না কে জানে!'

'আমরা যদি হামলা করি তা হলে আরও একটা সুবিধা হতে পারে,' বললেন জ্যাকব। 'কিছু-না-কিছু ক্ষয়ক্ষতি হবেই ফাদারের, এমনকী তিনি মারাও যেতে পারেন। তখন রাজার বিরুদ্ধে সব চক্রান্ত, সব বিদ্রোহ শেষ হয়ে যাবে। নেতা না-থাকলে লড়াই করার মনোবল থাকে না সৈন্যদের। তখন যে যেদিকে পারে পালিয়ে যাবে। আমরা তো বটেই সারা ইংল্যাণ্ড মুক্ত হবে ভিনদেশীদের ষড়যন্ত্র থেকে।'

'যদি তা-ই হয়,' কিছুক্ষণ ভেবে বলল সিসিলি, 'তা হলে হামলা করাটাই মনে হয় ভালো। ক্রিস্টোফারের জীবন ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিলাম আমি, ওর ভাগ্যে যা আছে ঘটবে।'

দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ওরা।

অল্প কয়েকজন রয়ে গেছে শেফটন হল পাহারা দেয়ার জন্য। বাকিরা, এমনকী সিসিলিও, থমাস বোলের নেতৃত্বে বের হয়েছে

ব্লসহোম অ্যাবি দখল আর ক্রিস্টোফারকে উদ্ধারের অভিযানে।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ব্লসহোমের একটা গ্রামে ছাউনি ফেলল ওরা। কয়েকজন সশস্ত্র গ্রামবাসীকে নিয়ে মাদার ম্যাটিল্ডার আশ্রমে চুপিসারে হাজির হলো সিসিলি, একমাত্র "পাহারাদার" কালা মালিটাকে পাকড়াও করতে কোনো অসুবিধাই হলো না ওদের। যেহেতু জানা আছে লোকটা ফাদার মন্ডনের গুপ্তচর, কাজেই ওকে আর ওর বউকে নিয়ে গিয়ে বন্দি করা হলো একটা ঘরে তারপর ভিতর থেকে আটকে দেয়া হলো আশ্রমের সদর-দরজা, যে-ক'জন গ্রামবাসী সঙ্গে এসেছিল তারা পাহারা দিতে শুরু করল।

এদিকে ছাউনিতে ততক্ষণে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসেছেন জ্যাকব স্মিথ আর থমাস বোল। কয়েক জন লোককে নিয়ে অ্যাবির উপর গুপ্তচরবৃত্তি করে এসেছে থমাস বোল, মাথা নাড়তে নাড়তে বলছে, 'কামান দাগলেও পাথরে-বানানো ওই অ্যাবির সুকঠিন প্রাচীর ভাঙা সম্ভব নয়। এবং যেহেতু আমাদের কাছে কোনো কামান নেই, কাজেই অ্যাবিটা আপাতত অজেয় বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। বুঝেশুনে ভালো জায়গাতেই ঘাঁটি গেড়েছেন চতুর ফাদার।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন জ্যাকব স্মিথ। তারপর বললেন, 'তুমি তো অনেকদিন কাজ করেছ সেখানে, তা-ই না?'

মাথা ঝাঁকাল থমাস বোল। 'কেন?'

'কী মনে হয় তোমার? কোনোভাবেই কি হামলা করতে পারবো না আমরা?'

'কোনোভাবেই পারবো না বলাটা ঠিক না। কথায় আছে, প্রত্যেক দুর্গেরই কোনো-না-কোনো ফাটল থাকে, আবার কোনো রাজা যত শক্তিশালীই হোন না কেন তাঁর চেয়ে আরও শক্তিশালী আরেকজন রাজার কাছে পরাজিত হয়ে সাম্রাজ্য ছেড়ে দেন। ...ব্লসহোম অ্যাবিতেও দুর্বল জায়গা আছে। অ্যাবির পিছনদিকে,

আগে যেখানে ভাঁড়ার ছিল, খাবার আর মালসামান রাখা হতো, সেখানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম আমি, বলেছি আপনাকে। এমনিতেই ওই জায়গায় সন্ন্যাসীদের যাতায়াত ছিল কম, তাই নিরাপত্তা প্রাচীর সেভাবে দেয়া হয়নি, তা ছাড়া আগুনে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে জায়গাটার। সুযোগ নিয়ে দেখতে পারি আমরা। জায়গাটা গড়খাইয়ের ভিতরের কিনারায় অবস্থিত। আমি জানি আগুনের কারণে এখানকার দেয়ালের ক্ষতি হয়েছে, এমনকী সন্ন্যাসীরা কোনো কোনো জায়গার পাথর নিজেরাই ভেঙে বাইরে বের হয়ে গড়খাইয়ের পানিতে লাফিয়ে পড়েছিল ওই রাতে।'

'তার মানে এখনও ওরকম ভাঙাই আছে ওই জায়গার প্রাচীর?'

'ভাঙা আছে, তবে সাময়িকভাবে মেরামতের চেষ্টা করেছিলেন ফাদার মন্ডন।'

'কীভাবে?'

'শক্ত আর চোখা কাঠের খুঁটি দিয়ে বানানো বেড়া বসিয়ে দিয়েছেন তিনি ওই জায়গায়। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে দেয়া হয়েছে ডালপালা এবং আরও কিছু জঞ্জাল।'

'ওখানে কি পাহারার কোনো ব্যবস্থা নেই? একেবারে অরক্ষিত?'

'না...একেবারে অরক্ষিত নিশ্চয়ই রাখবেন না ফাদার। অ্যাবির কোনার দিকের একটা টাওয়ার আছে এই জায়গায়, ওই টাওয়ারে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করে থাকতে পারেন তিনি।'

'আমরা যদি গড়খাই পার হয়ে হামলা করতে পারি তা হলে সামাল দিতে পারবো?'

'পারবো কি না জানি না, তবে বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হবে আমাদেরকে। ওই বেড়া বিনা-শব্দে ভাঙতে বা টপকাতে পারবো না আমরা।'

'হুঁ! ...আচ্ছা, বেসিলের কাছ থেকে কি আর কিছু জানা

গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল থমাস বোল। 'সে বলেছে বেশি হলে মাত্র তিন দিনের খাবার মজুদ আছে অ্যাবিতে। লোকসংখ্যা পঞ্চাশের উপরে, তার উপর রসদ সবসময় পাওয়া যায় না, তাই ওদেরকে নাকি কিছুটা কষ্ট করেই চলতে হচ্ছে।'

'তার মানে মাত্র তিন দিন অবরোধ করে রাখতে পারলে...'

'আরও এক দিন বাড়িয়ে ধরুন। চার দিন অবরোধ করে রাখতে পারলেই হয়তো কাজ হয়ে যাবে আমাদের।'

সেদিন সন্ধ্যায় সিসিলিকে নিয়ে আবারও আলোচনায় বসল ওরা। সিদ্ধান্ত হলো, অবরোধ করবে ওরা অ্যাবিটা, সবরকম রসদের চালান বন্ধ করে দেবে। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে যদি হামলা করে বসে সৈন্যরা তখন উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে। ইতোমধ্যে হয়তো আরও লোক পেয়ে যাবে থমাস বোল, আর যদি আরও বিদ্রোহী এসে যায় তা হলে দু'ভাগে ভাগ হয়ে মোকাবেলা করবে শত্রুদের।

'কিন্তু একটা ব্যাপার কি ভেবে দেখেছ তোমরা?' না-বলে পারল না সিসিলি, 'আমরা অবরোধ করলে কিন্তু ক্রিস্টোফার আর জেফরিকেও না-খাইয়ে রাখবে ওরা। নিজেরা যেখানে খেতে পারছে না সেখানে কয়েদিকে খাওয়ানোর প্রশ্নই আসে না।'

'কিছু করার নেই আমাদের, লেডি সিসিলি,' সান্ত্বনা দিলেন জ্যাকব স্মিথ, 'আপনার কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি আমাদের এই সিদ্ধান্তের জন্য। কিন্তু আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে—মাত্র দু'জন লোককে বাঁচাবেন, নাকি সারা ব্লসহোমের অধিবাসীদেরকে, অন্য কথায় ইংল্যাণ্ডের জনগণকে বাঁচাবেন?'

আর কিছু বলল না সিসিলি।

শুরু হলো অবরোধ। যতজন লোক সঙ্গে ছিল সবাইকে নিয়ে রাতের বেলায় গড়খাইয়ের চারপাশে অবস্থান নিল থমাস বোল।

প্রথমদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ফাদার মন্ডনের সৈন্যরা

দেখল অবস্থাটা। শ্রাব্য-অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিতে লাগল ওরা গ্রামবাসীদেরকে, কিন্তু এর বেশি কিছু করল না।

দ্বিতীয়দিন বন্ধ হয়ে গেল ওদের চিৎকার-চেঁচামেচি আর গালিগালাজ, পাথরের দেয়ালের ওই প্রান্ত থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল যত সময় গড়াচ্ছে তত বাড়ছে সশস্ত্র গ্রামবাসীদের সংখ্যা, নতুন যারা আসছে তাদের নাম লিখে নিয়ে শপথ করানো হচ্ছে।

তৃতীয়দিন অনেকটা হঠাৎ করেই নেমে গেল টানাসেতুটা, তরবারি উঁচিয়ে ছুটে এল সৈন্যরা। এ-প্রান্ত থেকে "মার মার" করতে করতে ছুটে গেল গ্রামবাসীরাও; এতজন লোককে একসঙ্গে আসতে দেখে সৈন্যদের মনোবলে ফাটল ধরল, সেতু পার হয়ে আবার আশ্রয় নিল ওরা অ্যাবির ভিতরে, তুলে নিল সেতুটা।

'ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে গেছে ওরা,' মন্তব্য করলেন জ্যাকব স্মিথ, 'বেপরোয়া হয়ে গেছে। আমার মনে হয় শীঘ্রই ওদের পক্ষ থেকে কোনো-না-কোনো প্রস্তাব পাঠানো হবে আমাদের কাছে।'

দেখা গেল, তাঁর অনুমান ঠিক। সূর্যাস্তের আগে, অ্যাবির প্রাচীরের একদিকের পার্শ্বদরজা খুলে বের হয়ে এল এক লোক। মাথার উপর একটা সাদা পতাকা তুলে ধরেছে সে, কিছুক্ষণ পর পর নাড়ছে এদিকে-সেদিকে। এদিকে ধনুক তুলে প্রস্তুত হয়ে আছে গ্রামবাসীরা, এই "শান্তি-প্রস্তাব" যদি ফাদারের কোনো চাল হয় তা হলে উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে।

পতাকাটা মাটিতে নামিয়ে রাখল লোকটা, পিছলে নামল গড়খাইয়ের পানিতে। সাঁতার কেটে এদিকেই আসছে সে। এ-প্রান্তে পৌঁছে নিজের চেষ্টাতেই উঠল শুকনো মাটিতে, তারপর কুকুরের মতো গা ঝাড়া দিল কয়েকবার। দুই হাত মাথার উপরে তুলে জানিয়ে দিল আক্রমণের কোনো উদ্দেশ্য নেই ওর। তারপর হাঁটা ধরল যেদিকে থমাস বোল আর সিসিলিরা দাঁড়িয়ে আছে

সেদিকে।

ক্রিস্টোফারের জন্য দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছে সিসিলি। ঠিকমতো খায়নি সে এই ক'দিন, প্রায়-নির্ঘুম রাত পার করেছে। যে-গুঁড়িতে বেঁধে ওকে পুড়িয়ে মারতে যাচ্ছিলেন ফাদার মন্ডন সেটা পড়ে আছে একদিকে, কারণ কেউ সরায়নি বা সরানোর প্রয়োজন বোধ করেনি, ওই গুঁড়ির উপরই বসে আছে সে উদ্বিগ্ন চেহারায়।

'লোকটা কে?' ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে আগন্তুক, ইঙ্গিতে তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এমলিন।

রোগাটে, দুর্বল দেহের দাড়িওয়ালা লোকটাকে কিছুক্ষণ দেখল সিসিলি। কেমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অসুস্থ ভঙ্গিতে হাঁটছে লোকটা, সম্ভবত ঠিকমতো খেতে পায়নি গত কয়েকদিন।

'চিনি না,' এমলিনের প্রশ্নের জবাবে বলল সিসিলি, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও...কেমন পরিচিত মনে হচ্ছে ওকে...দাড়ির কারণেই কি অন্যরকম লাগছে...আরে, এ তো আমাদের জেফরি!'

'হ্যাঁ, জেফরি, জেফরি স্টকস,' ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন এমলিন। 'কী খবর এনেছে সে আমাদের জন্য?'

জবাব দিল না সিসিলি। উঠে দাঁড়াল সে।

ততক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জেফরি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিসিলির দিকে। মলিন চেহারায় ভাবের কোনো প্রকাশ নেই, শুধু ছলছল করছে দুই চোখ। হাজারটা কথা যেন বলতে চাচ্ছে সে, কিন্তু শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না—বলতে পারছে না কিছুই।

চুপ করে আছে সিসিলিও। এমলিনও নীরব।

'আহ্!' শেষপর্যন্ত বলতে পারল জেফরি, 'কত লড়াই করতে হয়েছে আমাদেরকে! কত অচেনা জায়গায় যেতে হয়েছে! এমনও হয়েছে টানা চার-পাঁচ দিন কিছুই খাইনি। দিনের পর দিন এসব সহ্য করতে করতে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে সম্ভবত।

ইদানীং মাঝেমধ্যে কী মনে হয় জানেন? মনে হয় সম্ভবত বেঁচে নেই আমি—মরে গেছি, নরকে জায়গা পেয়েছি তাই এত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। এই যে ব্লসহোমে ফিরে এসেছি, এটাও বিশ্বাস হয় না মাঝেমধ্যে। লেডি সিসিলি, লেডি অভ ব্লসহোম, আপনাকে যে চোখের সামনে দেখছি তা-ও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি কখনও ভূত দেখিনি, ভূত আছে বলে বিশ্বাসও করিনি, কিন্তু আজ কেন যেন মনে হচ্ছে ভুল করেছিলাম। প্রকাশ্য দিবালোকে জলজ্যান্ত একটা ভূত দেখা মানে...'

আর কিছু না-বলে থেমে গেল সে, আবারও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সিসিলির দিকে। ওর দাড়িতে জমে আছে বিন্দু বিন্দু পানি, সেগুলো মুছে ফেলল হাত দিয়ে। তারপর আবার বলতে লাগল, 'থমাস বোল, শুনেছি আপনি নাকি রাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেন হয়েছেন। যা-ই হয়ে থাকুন, যদি আপনিও একজন ভূত না-হয়ে থাকেন, দয়া করে আমাকে এক টুকরো রুটি আর এক কাপ কড়া মদ দিন। ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করতে পারছি না আমি এবং সম্ভবত মারা যাচ্ছি।'

'জেফরি, জেফরি,' আবেগ আর চেপে রাখতে না-পেরে ফোঁপাচ্ছে সিসিলি, 'তোমার মনিবের খবর কী? কেমন আছেন তিনি? এমলিন, ওকে বলছ না কেন বেঁচে আছি আমরা? সে তো কিছুই বুঝতে পারছে না!'

'তার মানে...আসলেই বেঁচে আছেন আপনারা?' নিঃশব্দে হাসল জেফরি, মলিন চেহারায় কেমন পাগলাটে দেখাল হাসিটা। 'তা হলে লোকে যে বলে আগুনে পুড়ে মরে গেছেন আপনারা, সেটা কি ভুল বলে? মিস্ট্রেস এমলিন, আপনিও কি বেঁচে আছেন? ফাদার মল্ডন তা হলে কোনো ক্ষতি করতে পারেনি আপনাদের?'

'না, পারেনি,' শান্ত গলায় জবাব দিলেন এমলিন, 'স্যর ক্রিস্টোফার কেমন আছেন?'

'বেঁচে আছেন, ভালো আছেন। তিন দিন না খেয়ে থাকলে,

অন্ধকার পাতাল কারাকক্ষে বন্দি হয়ে থাকলে একজন মানুষ যে-রকম থাকে তিনিও সে-রকম আছেন। সেখানে দিনের আলো কখনও ঢোকে না, জানেন? সেখানে বাতাস সবসময় ভেজা ভেজা থাকে। কেউ জোরে নিঃশ্বাস ফেললে সে-শব্দ ঝড়ের মতো শোনায়। ...ও, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম...আমার কাছে একটা চিঠি দেয়া হয়েছে। পানিতে ভিজে যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য মোটা কাপড় দিয়ে ভালোমতো বেঁধে দেয়া হয়েছে চিঠিটা,' পোশাকের ভিতর থেকে চিঠিটা বের করে থমাস বোলের হাতে দিল সে।

লেখাপড়া জানে না থমাস বোল, তাই চিঠিটা ধরিয়ে দিল সে জ্যাকব স্মিথের হাতে।

এমন সময় একটা লোক কিছু মাংস, রুটি আর মদ নিয়ে এল জেফরির জন্য। একবার মাত্র তাকাল সে খাবারগুলোর দিকে, তারপর ক্ষুধার্ত হাউণ্ডের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সেগুলোর উপর। বলতে গেলে না-চিবিয়েই গিলতে লাগল রুটি আর মাংস, এক নিঃশ্বাসে শেষ করল সবটুকু মদ।

'এসো,' যে-লোকটা খাবার নিয়ে এসেছে সে বলল দয়ালু কণ্ঠে, 'আমার সঙ্গে এসো। সাঁতার কেটে এসেছ, তোমার কাপড় ভিজে গেছে, এই আবহওয়ায় এভাবে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ভেজা কাপড় ছাড়ো, গা মুছে ফেলো, শুকনো কাপড় দিচ্ছি তোমাকে।'

রুটি আর মাংস চিবুতে চিবুতেই লোকটার পিছু হাঁটতে শুরু করল জেফরি, চলতে চলতেই মদের কাপে চুমুক দিচ্ছে সে।

মোটা কাপড়ের আবরণ সরিয়ে ততক্ষণে চিঠিটা বের করে ফেলেছেন জ্যাকব স্মিথ। জেফরি চলে যাওয়ার পর পড়তে শুরু করলেন তিনি:

'"রাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেনের প্রতি, ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষ ক্লেমেণ্ট মন্ডনের পক্ষ থেকে,

"আমি জানি না রাজার কোন্ ওয়ারেন্ট আছে তোমার কাছে, জানি না কেন আমাদেরকে এখানে এভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছ তোমরা। পবিত্র ধর্মকে তরবারি দেখিয়ে অপমান করছ তোমরা, মনে রেখো। আমাকে বলা হয়েছে সিসিলি ফোটরেল নাকি আড়ালে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে তোমাদেরকে। যদি তা-ই হয় তা হলে ওই ডাইনিটাকে বলে দিয়ো, যাকে স্বামী বলে ডাকে সে সে-লোক আমার কব্জায়। বলে দিয়ো, যে-লোক ওর জারজ বাচ্চাটার বাবা সে আমার কয়েদি। আজ রাতের মধ্যেই সকল প্রকারের অবরোধ তুলে নিতে হবে ওকে, এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। রাজা এবং কমপক্ষে একজন যথাযথ সাক্ষীর সই-করা একটা দলিল দিতে হবে আমাকে যাতে উল্লেখ করা থাকবে আমার কোনো ক্ষতি করবেন না রাজা, আমাকে আর আমার সব অনুসারীকে ইংল্যাণ্ড ছেড়ে নিরাপদ কোনো জায়গায় চলে যেতে দেবেন, তাঁর এবং তাঁর প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে যা করেছি আমরা তার জন্য প্রতিশোধ নেবেন না আমাদের উপর। যদি তা না-করা হয় তা হলে আগামীকাল ভোরে ক্রিস্টোফার হারফ্লিটকে মেরে ফেলা হবে। এটা কোনো প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড নয়, বরং আমাদের একাধিক সঙ্গীকে খুন করেছে সে, এবং আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছে, তাই শাস্তি হিসেবে এই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে তাঁকে। তাঁর লাশ ঝুলিয়ে দেয়া হবে অ্যাবির টাওয়ার থেকে যাতে আমার কথার প্রমাণ পায় সবাই। আর আমি যা যা চেয়েছি তার সব যদি দেয়া হয় আমাকে তা হলে তাঁর কোনো ক্ষতি করা হবে না, বরং তিনি এখন যেখানে যে-অবস্থায় আছেন সেখানে সে-অবস্থায় তাঁকে রেখে চলে যাবো আমরা। আমি যা বলেছি তার বেশি যদি কিছু জানার থাকে তা হলে ওই চাকর, নাস্তিকদের খাতায় যে নিজের নামটা লিখিয়ে চির-নরকবাস নিশ্চিত করেছে, তাকে জিজ্ঞেস কোরো।"'

পড়া শেষ করে চিঠিটা ভাঁজ করলেন জ্যাকব স্মিথ, তাকালেন

শ্রোতাদের দিকে।

নীরবতা নেমে এসেছে। কেউ কিছু বলছে না।

'চলো কোথাও গিয়ে বসি আমরা,' প্রস্তাব দিলেন এমলিন, 'সবার সামনে আলোচনা না-করে নিজেরা নিজেরা আগে সিদ্ধান্ত নিই।'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সিসিলি, 'সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে আমার। ...থমাস বোল, সাদা পতাকা হাতে দিয়ে একটা লোক পাঠাও ফাদার মন্ডনের কাছে। ওই লোককে বলতে বোলো, আমি বলেছি, ক্রিস্টোফারকে খুন করা তো পরের কথা, ওর গায়ে যদি টোকাও দেয়া হয় তা হলে আমি না-মরা পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে। ক্ষুধার জ্বালায় ওরা অস্থির হয়ে যখন বাইরে আসবে তখন মেরে-কেটে টুকরো টুকরো করে সবার লাশ খাওয়াবো আমি ব্লসহোম জঙ্গলের নেকড়ে দিয়ে। বোলো, আমার এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের জন্য যদি পরে রাজদরবারের বিচারে দশবারও ফাঁসি হয় আমার তা হলে তাতেও রাজি আছি আমি। ...যাও, এখনই যাও। আমি যা যা বলেছি, যেভাবে বলেছি, ঠিক সেভাবে যেন কথাগুলো পৌঁছে ফাদার মন্ডনের কানে।'

নিকটবর্তী একটা কটেজে গিয়ে উঠল ওরা। কটেজটা আপাতত গার্ডহাউস হিসেবে ব্যবহার করছে থমাস বোল। সিসিলির কথাগুলো লিখে ফেললেন জ্যাকব স্মিথ, জায়গামতো স্বাক্ষর করল সিসিলি আর থমাস বোল। রাজা হেনরির কমিশনের একটা অনুলিপি তৈরি করা হলো, সেটার সঙ্গে ওই চিঠিটা দেয়া হলো বিশ্বস্ত আর সাহসী একটা লোককে। পাছে কোনো শয়তানি চাল চালেন ফাদার, এই ভয়ে জামার নীচে বর্ম পরে লোকটা রওয়ানা হলো ওগুলো নিয়ে।

ঘণ্টাখানেক পর, হাঁপাতে হাঁপাতে, ভয়ে সাদা-হওয়া চেহারা নিয়ে ফিরে এসে কটেজে ঢুকল লোকটা। দেখা গেল, ওর জামার পিঠে বিঁধে আছে দুটো তীর

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইলেন জ্যাকব স্মিথ। 'চিঠিটা দিতে পেরেছ?'

মাথা নেড়ে বলল লোকটা, 'আরেকটু হলে মারাই যেতাম। সাদা পতাকা হাতে নিয়ে গিয়ে হাজির হই গড়খাইয়ের তীরে, আমাকে দেখে মই ফেলে ওরা, তার উপর কাঠের পাটাতন বিছিয়ে দেয় যাতে এগোতে পারি আমি। যা-হোক, ওই পাড়ে গিয়ে দেখি, একজন যাজক অপেক্ষা করছে আমার জন্য। জামার ভিতর থেকে চিঠিটা বের করে ওর হাতে দিতে যাবো, এমন সময় আমার মাথার উপর থেকে ভেসে আসে ফাদার মল্ডনের কণ্ঠ, "থামো! তোমাদের কোনো চিঠির দরকার নেই আমার!"

'উপরে তাকিয়ে দেখি, ওয়াচ-টাওয়ারের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। কেমন কালো হয়ে গেছে তাঁর চেহারা, দেখতে সাক্ষাৎ শয়তানের মতো লাগছে।

'চিৎকার করে আমাকে আরও বললেন তিনি, "দূর হও এখান থেকে, চলে যাও তোমাদের ওই ডাইনি আর ওই অভিশপ্ত ঠক থমাস বোলের কাছে। গিয়ে বোলো এত বড় বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমার অভিশাপ থাকল ওর উপর—কোনোদিনও স্বর্গে যেতে পারবে না সে। আগামীকাল ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা সবাই ক্রিস্টোফারের লাশ দেখতে পাবে, টাওয়ার থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হবে ওই নাস্তিকটাকে।"

'এসব শুনে মাথা গরম হয়ে গেল আমার, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চেঁচিয়ে উঠলাম, "এবং আগামীকাল রাত ঘনাবার আগে আপনার আর আপনার সঙ্গীদের লাশ ঝুলিয়ে দেয়া হবে ওই একই টাওয়ার থেকে।" বলে আর দেরি করলাম না, দৌড় দিলাম। তখন পিছন থেকে আমাকে তীর মারল ওরা। ...ভাগ্যিস বর্ম পরে গিয়েছিলাম! পুরনো হলেও কাজে দিয়েছে জিনিসটা।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও এখন,' বললেন এমলিন।

চলে গেল লোকটা।

'থমাস বোল,' বলল সিসিলি, 'তোমাকে বারুদ আনতে বলেছিলাম। আনতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেক আগে ক্যারিয়ার ভ্যানে করে এসে গেছে বারুদের চালান।'

'কতটুকু?'

'দশ গ্যালন পানি ধরবে এ-রকম ছয় পিপাভর্তি। কিন্তু...আপনি কামানের কথাও বলেছিলেন, রাজার সৈন্যরা একটাও দিতে পারেনি আমাদেরকে। ওদের নিজেদেরই নাকি টানাটানি...'

'লাগবে না কামান। আমি কী করতে চাচ্ছি শোনো। আজ রাতে মই ফেলবো আমরা গড়খাইয়ের এ-প্রান্ত থেকে, ও-প্রান্তে গিয়ে ঠেকবে সেটা। তক্তা বিছিয়ে দেবো মইয়ের উপরে যাতে একজন মানুষ হেঁটে যেতে পারে। দুই পিপা বারুদ নিয়ে যাবে লোকটা। এক পিপা বারুদ বসিয়ে দেবে সে টানাসেতুর কাছের সদর-দরজায়, আরেক পিপা অ্যাবির পয়োনালায় যেখানে দেয়ালে কিছুটা হলেও গর্ত আছে। পিপার সঙ্গে সলতে আটকে দেবো আমরা, ওই সলতেয় আগুন লাগিয়ে দিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে।'

'তারপর?' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব স্মিথ। 'ধরুন আগুন লাগিয়ে গড়খাইয়ের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারল লোকটা। কিন্তু তারপর কী হবে?'

'ওদের সদর-দরজাটা উড়ে গেলে সেখান দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়াটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর দরজাটা যদি ভেঙে না-ও পড়ে, নালা-সংলগ্ন প্রাচীরে যে বড় রকমের ফাটল সৃষ্টি হবে তাতে সন্দেহ নেই। এই পাড়ে প্রস্তুত থাকবে গ্রামবাসীরা, সাঁতরে একদল যাবে সদর-দরজার কাছে, আরেকদল নালার কাছে। যে যেদিক দিয়ে পারে ভিতরে ঢুকে হামলা করবে। তিন দিন ধরে ঠিকমতো খেতে না-পেয়ে শারীরিক-মানসিক দুই দিক

দিয়েই কাহিল হয়ে আছে ফাদার মল্ডনের ভিনদেশী সৈন্যরা, আমাদের হামলার উপযুক্ত জবাব ওরা দিতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু এত বড় ঝুঁকি নিয়ে মইয়ের উপর দিয়ে হেঁটে কে যেতে চাইবে অ্যাবির কাছে?'

'আমি।'

'আপনি!' হাঁ হয়ে গেলেন জ্যাকব স্মিথ। 'বলেন কী?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। যদি আজ রাতে ব্যর্থ হই আমরা তা হলে আগামীকাল ভোরে ক্রিস্টোফারকে খুন করে ওর লাশ ঠিকই ঝুলিয়ে রাখবেন ফাদার মল্ডন, সন্দেহ নেই। তিনি জানেন তাঁর পরাজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র, সুতরাং শত্রুর উপর প্রতিশোধের শেষ সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইবেন না তিনি। আর ক্রিস্টোফার মৃত অবস্থায় ঝুলছে—বেঁচে থাকতে এই দৃশ্য দেখতে পারবো না আমি। ব্লসহোমের মানুষ, অন্য কথায় ইংল্যাণ্ডের জনগণকেও বাঁচাতে হবে, আবার ক্রিস্টোফারকেও মরতে দেয়া যাবে না—কাজেই এখন সবার সামনে থেকে হামলার নেতৃত্ব দিতে হবে আমাকেই। আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন আপনারা, আশা করি আমাকে আমার কাজ করতে বাধা দেবেন না কেউ।'

'কিন্তু...আপনি এই শরীরে একা...'

'না, একা না, ঠিক করেছি জেফরি স্টকসকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।'

'তা না হয় বুঝলাম,' বললেন এমলিন, 'কিন্তু পাহারারাদারদের নজর এড়িয়ে অ্যাবির এত কাছাকাছি যাবে কীভাবে?'

'বাতাস,' দূরের জঙ্গলের দিকে ইঙ্গিত করল সিসিলি, 'শুনতে পাচ্ছ, বাতাসের বেগ যে বাড়ছে? রাত যত বাড়বে তত বাড়বে বাতাসের এই বেগ, আমার মনে হয় ঝড় হবে আজ। এই

বাতাসের কারণেই আমার আর জেফরির চলাফেরার সব আওয়াজ ঢাকা পড়ে যাবে। তা ছাড়া যে-জায়গা দিয়ে মই ফেলবো আমরা সে-জায়গা ডুবে থাকবে ঘুটঘুটে অন্ধকারে, অনেক দূরের আরেক জায়গায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে লোক-দেখানো হৈ-হুল্লোড় করতে থাকবে গ্রামবাসীরা, অ্যাবির পাহারাদাররা যাতে মনে করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। ওদের মনোযোগ থাকবে গ্রামবাসীদের উপর, আর ওই সুযোগটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করবো আমরা।'

'কিন্তু উপায়টা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে না?' জিজ্ঞেস করলেন এমলিন।

মাথা ঝাঁকাল সিসিলি। 'হ্যাঁ, হচ্ছে। কিন্তু অন্য কোনো বুদ্ধিও নেই আমাদের কাছে। ...নাকি আ‌ে?'

জবাব দিল না কেউ।

'কিন্তু,' সিসিলিকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন এমলিন। 'ঈশ্বর না করুক যদি কিছু হয়ে যায় তোমার তা হলে তোমার বাচ্চাটার কী হবে?'

'যা হবার তা-ই হবে। ঈশ্বর যদি আমার পাশাপাশি ওর মরণও লিখে রেখে থাকেন তা হলে হাজার চেষ্টা করলেও ওকে বাঁচানো যাবে না। আমি যদি মারা যাই আজ রাতে তা হলে এমলিন তোমার উপর দায়িত্ব থাকল ক্রিস্টোফারকে দেখে রাখার। আমার গহনাগুলো কোথায় আছে জানো তুমি, বড় হলে ওকে সেগুলো দিয়ো যাতে একেবারে ভিক্ষুকের মতো জীবন কাটাতে না-হয় ওকে। আপাতত মাদার ম্যাটিল্ডার কাছে আছে সে, থাকুক সেখানেই।'

দুই ঘণ্টা পর।

ঠিকই বলেছিল সিসিলি। ঝড় শুরু হয়েছে।

জঙ্গলের গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে অদৃশ্য কোনো দানব যেন খেলা করছে ওগুলোকে নিয়ে—একবার এপাশে আরেকবার

ওপাশে কাত হয়ে যাচ্ছে। ঝড়াপাতা, খড়কুটো আর ধুলো সমানে উড়ে বেড়াচ্ছে এদিকে-সেদিকে। বাতাসের একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজে পাঁচ হাত দূরের কোনো শব্দও শোনা যাচ্ছে না। আলকাতরার মতো কালো অন্ধকার যেন গিলে খেয়েছে সবকিছু, বেশ কিছুক্ষণ পর পর আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে শুধু তখনই দেখা যাচ্ছে উড়ন্ত জঞ্জালগুলো।

পোশাকের উপর বর্ম পরে তার উপর কালো আলখাল্লা পরেছে সিসিলি। জুতো পরেনি—মইয়ের উপর বিছানো তক্তায় নিঃশব্দে হাঁটতে পারবে। জেফরি স্টোকসেরও একই অবস্থা।

ওরা দু'জনে দুটো করে দু'বারে মোট চারটা বারুদের পিপা নিয়ে রাখল অ্যাবির একদিকের দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে। দেয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষে বসে থাকল সিসিলি, এদিকে দুটো পিপা গড়াতে গড়াতে নালার কাছে নিয়ে গেল জেফরি। ছিপি খুলে ফেলল সে, ভিতরে সলতে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকাল সদর-দরজার দিকে।

বিদ্যুচ্চমকের আলোয় দেখতে পেল, দরজার কাছে পৌঁছে গেছে সিসিলি। চরম ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে ওকে। দরজার ঠিক উপরেই ওয়াচ-টাওয়ার, এত রাতে জেগে থাকুক বা ঘুমিয়ে থাকুক প্রহরী আছে সেখানে নিঃসন্দেহে। ওরা যদি টের পায় সিসিলির ব্যাপারটা, টাওয়ারের প্রান্ত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তীর মারলেই...। মেয়েটার পুরনো বর্মটা তখন বাঁচাতে পারবে কি না ওকে জানেন শুধু ঈশ্বর...

দুটো পিপারই ছিপি খুলে ফেলল সিসিলি, ভিতরে সলতে ঢুকিয়ে দেরি করল না, আগুন লাগিয়ে আলখাল্লা আর বর্ম খুলে ফেলে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গড়খাইয়ের পানিতে।

আর দেরি করল না জেফরি। সলতেয় আগুন ধরিয়ে দিল সে-ও। আলখাল্লা আর বর্ম খুলে রেখে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে

পানিতে, এমন সময় অ্যাবির সদর-দরজার কাছে ঘটল প্রথম বিস্ফোরণ। কেঁপে উঠল মাটি, লাল আগুনের লেলিহান শিখা একলাফে উঠে গেল ওয়াচ-টাওয়ার পর্যন্ত।

আর কিছু দেখার সুযোগ হলো না জেফরির, একই দিনে দ্বিতীয়বারের মতো গড়খাইয়ের পানিতে সাঁতার কাটছে সে ততক্ষণে।

আঠারো

দেখে মনে হচ্ছে যেন বজ্রপাত হয়েছে অ্যাবির প্রাচীরের উপর।

সদর-দরজা আর নালার কাছে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, গল গল করে উঠছে ধোঁয়া। বিস্ফোরণের আওয়াজের পর এখন বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে মানুষের আর্তনাদ, দেখা যাচ্ছে ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ওয়াচ-টাওয়ারের প্রহরীদের প্রায় সবাই মারা গেছে।

'ভেঙে পড়েছে সদর-দরজা!' চিৎকার করে বলল থমাস বোল। 'মই লাগাও! পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো! আক্রমণ!'

যেন এই নির্দেশের অপেক্ষাতেই ছিল গ্রামবাসীরা। মই আর তক্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা, এবার দলে দলে ছুট লাগাল গড়খাইয়ের পাড়ের দিকে। প্রায় একইসঙ্গে চারটা মই পড়ল এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত, সেগুলোর উপর চটজলদি বসানো হলো তক্তা। যারা সাঁতারে পটু তারা অস্ত্রসহই ঝাঁপিয়ে পড়েছে গড়খাইয়ের পানিতে।

ওয়াচ-টাওয়ার খালি, অ্যাবির ঘুমন্ত সৈন্যরা উঠে প্রতিরোধ গড়ার আগেই বিশ-পঁচিশজন গ্রামবাসী পৌঁছে গেল ওপাড়ে। এদের অর্ধেক অবস্থান নিল সদর-দরজার কাছে, বাকিরা সহায়তা করছে অন্য গ্রামবাসীদেরকে যাতে নির্বিঘ্নে এপাড়ে আসতে পারে ওরা।

'মশাল জ্বালাও,' পৌঁছানোমাত্র আদেশ দিল থমাস বোল, 'অ্যাবির ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।'

প্রায় একইসঙ্গে জ্বলে উঠল বেশ কয়েকটা মশাল।

খোলা সদর-দরজা দিয়ে নগ্ন তরবারি হাতে ঢুকে পড়ল গ্রামবাসীরা। উন্মুক্ত অরক্ষিত চত্বর ধরে এক দৌড়ে হাজির হলো অ্যাবির ভোজনশালার দরজায়। দু'-চারজন একসঙ্গে সজোরে লাথি মারতে লাগল, তিন-চারবার পদাঘাত করার পর হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজাটা। স্রোতের মতো ভিতরে ঢুকে পড়ল সবাই মিলে।

হলটা চওড়া, ছাদ বেশ উঁচু। ভিতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াতে হলো গ্রামবাসীদের। সামনে বেশ কয়েকজন ভিনদেশী সৈন্য, একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠেছে এরা, দু'-একজনের হাতে জ্বলন্ত লণ্ঠন, কারও কাছে তরবারি, কেউ আবার নিরস্ত্র।

একদল আরেকদলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বিমূঢ়ের মতো, তারপরই রণউন্মাদনা পেয়ে বসল সবাইকে। ভয়ঙ্কর গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা প্রতিপক্ষের উপর। শুরু হলো লড়াই।

গ্রামবাসীরা সংখ্যায় বেশি, তা ছাড়া সবাই সশস্ত্র। সৈন্যদের সবার হাতে অস্ত্র নেই, কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। হাতে-ধরা জ্বলন্ত লণ্ঠন ছুঁড়ে মারল ওরা গ্রামবাসীদের দিকে, তারপর নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য উল্টে ফেলল চেয়ার-টেবিল। একহাতে মশাল ধরে রেখে আরেকহাতে তরবারি চালানো যায় না, তাই পড়ে-থাকা

চেয়ার-টেবিলে আগুন লাগিয়ে দিল গ্রামবাসীরা। লড়াইয়ের শুরুতেই ভোজনশালাটা পরিণত হলো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে।

অস্ত্রের বিরুদ্ধে খালিহাতে লড়াই করা যায় না। পিছিয়ে যাচ্ছে সৈন্যরা, হাতের কাছে লাকড়ি বা কাঠ যা-ই পাচ্ছে তা দিয়েই ঠেকানোর চেষ্টা করছে গ্রামবাসীদেরকে। কেউ কেউ অস্ত্র আনার জন্য দৌড়ে বের হয়ে গেছে ঘর ছেড়ে। ইতোমধ্যেই মেঝেতে পড়ে গেছে চার-পাঁচজনের লাশ। চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসেছে কয়েকজন সন্ন্যাসী, যোগ দিয়েছে সৈন্যদের সঙ্গে। একজন সন্ন্যাসীকে দেখা গেল মাটিতে-পড়ে-থাকা এক লোকের বুকের উপর চড়ে বসেছে, হাতের যিশুর-মূর্তি দিয়ে সমানে বাড়ি দিচ্ছে লোকটার মাথায়। কয়েক মুহূর্ত পর দেখা গেল এই সন্ন্যাসী বুকে তীর খেয়ে লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে, কারণ দরজার কাছ থেকে ওকে তীর মেরেছে কেউ।

'ঈশ্বর আর ধর্মের শত্রুদেরকে ধ্বংস করো!' চিৎকার করে বলল একজন সন্ন্যাসী। 'মারো ওদেরকে! মেরে ফেলো!'

'রাজা হেনরি আর স্যর ক্রিস্টোফারের দোহাই!' সমান তালে চেঁচিয়ে বলল গ্রামবাসীদের কেউ। 'মেরে শেষ করো রক্তখাদকদেরকে!'

'ঝাঁপিয়ে পড়ো!' নিজের বিশাল হাতকুড়াল দিয়ে সমানে কোপ মারতে মারতে হুঙ্কার ছাড়ল থমাস বোল, 'ওদের একজনও যাতে বাঁচতে না-পারে!'

হলের ভিতরে গ্রামবাসীদের সংখ্যা আরও বেড়েছে, বেড়েছে সশস্ত্র ভিনদেশী সৈন্যদের সংখ্যাও। জানালার পর্দা, দেয়ালের ট্যাপেস্ট্রি আর মদের পিপায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে গ্রামবাসীরা, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে চারদিক। আগুন ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে, গ্রাস করে নিচ্ছে ছাদের বরগা কাঠগুলোকে। এতজন লোকের বিরুদ্ধে পারবে না বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিল সৈন্যরা, ভিতরের দরজা দিয়ে পালাচ্ছে ওরা।

তরবারি উঁচিয়ে ওদের পিছন পিছন ছুট লাগাল গ্রামবাসীরাও। হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে অনেকেই, আরেকজনের পায়ের তলায় পিষ্ট হচ্ছে, কারও কারও পিঠে আমূল বিদ্ধ হচ্ছে খঞ্জর, কারও মাথায় লাগছে ধারালো তরবারির মরণ-আঘাত।

দরজা পার হয়ে ছোট একটা প্যাসেজ, তারপর সিঁড়ি। নাগালের মধ্যে সৈন্যদেরকে পেয়ে আরও উন্মত্ত হয়ে উঠেছে গ্রামবাসীরা, বেপরোয়া হয়ে গেছে থমাস বোলও। ছোট জায়গায় কুড়ালের কোপ দেয়া যাবে না, তাই সেটা কোমরে ঝুলিয়ে খঞ্জর বের করেছে সে, সেটা দিয়েই গলা কাটছে শত্রুদের।

এমন সময় হঠাৎ করেই কে যেন হাত রাখল ওর হাতে, চিৎকার করে বলল, 'থামো! আর না!'

লোকটাকে ঘুসি মারার জন্য হাত তুলল উন্মত্ত থমাস, কিন্তু চিনতে পেরে বোকা বনে গেল সে। 'লেডি সিসিলি! আপনি কী করছেন এখানে?'

'আমার স্বামীকে খুঁজতে এসেছি।'

'কিন্তু আপনার তো পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ছিল। কথা ছিল, ওই পাড়ে চলে যাবেন...'

সিসিলির ভেজা কাপড় থেকে পানি পড়ছে এখনও। 'গিয়েছিলাম ওপাড়ে, কিন্তু জেফরিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছি।'

'কিন্তু...'

'চলো আমার সঙ্গে। দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই পৌঁছাতে হবে পাতালে। আমি জানি রাস্তা চেনা আছে তোমার।'

'কিন্তু লড়াইয়ের কী হবে? কে নেতৃত্ব দেবে গ্রামবাসীদেরকে?'

'ওদেরকে আর পথ দেখানোর দরকার নেই,' রণ-উন্মাদনায় মত্ত গ্রামবাসীদেরকে ইঙ্গিতে দেখাল সিসিলি, 'বাকিটুকু করে নিতে পারবে ওরা নিজেরাই। ...একটা লণ্ঠন নিয়ে এসো।'

এক দৌড়ে হলঘরে গেল জেফরি, ফিরে এল কয়েক মুহূর্ত

পরই। ওর এক হাতে তরবারি, আরেক হাতে জ্বলন্ত লণ্ঠন। সঙ্গে এমলিন। তাঁকেও দেখা গেল তরবারি নিয়ে এসেছেন, কোনো মৃত সৈনিকের হাত থেকে নিয়েছেন সম্ভবত।

'আমার যাওয়া কি উচিত হবে?' এখনও দ্বিধা করছে থমাস বোল, 'আমি ফাদার মন্ডনকে খুন করতে চাই নিজের হাতে।'

'আগে স্যর ক্রিস্টোফারকে বাঁচাতে হবে, বুঝতে পারছ না কেন?' চিৎকার করে বললেন এমলিন।

কথা আর না-বাড়িয়ে জেফরির হাত থেকে লণ্ঠনটা নিল থমাস বোল। প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে সে। ওর পিছনে বাকি তিন জন।

দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা পার হয়ে কিছুদূর এগোনোর পর সামনে পড়ল আরেকটা বন্ধ দরজা। দেয়ালের একটা আংটায় ঝুলছে চাবি। সেটা নিয়ে দরজার তালা খুলল বোল, ধাক্কা দিয়ে সরাল লোহার গরাদে।

ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। অ্যাবির পাতাল কারাকক্ষে যাওয়ার অনেকগুলো রাস্তার মধ্যে এটা একটা। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। কিছুদূর নেমেই ডান দিকে বাঁক নিতে হলো। খেয়াল করল ওরা, ছাদ আরও নিচু হয়ে এসেছে, বাতাস কেমন গুমোট আর ভেজা ভেজা।

অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে সামনে। দেয়ালের আংটায় ঝুলছে দুটো জ্বলন্ত মশাল, তবে নিভু নিভু হয়ে এসেছে সেগুলো। অনুজ্জ্বল আলোয় একচিলতে প্যাসেজ যেন ঢেকে আছে হাজারটা ছায়ায়। প্যাসেজের শেষমাথায় একটা প্রকোষ্ঠ; তবে প্রকোষ্ঠ না-বলে সেটাকে গর্ত বললেই মানায় বেশি। লোহার গরাদে দিয়ে দরজা বানিয়ে অবরুদ্ধ করা হয়েছে প্রকোষ্ঠটা। গরাদের আড়ালে দেখা যাচ্ছে একজন মানুষকে।

শিকল দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে লোকটাকে।

তিন পায়ার একটা ছোট টুল হাতে নিয়ে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে মাথার উপর তুলে ধরে রেখেছে সে। আরেকহাতে প্রাণপণে নিষ্ফলভাবে টানছে শিকল–দেয়ালের আংটা থেকে আলগা করে ফেলতে চায় শিকলের প্রান্ত। কারাপ্রকোষ্ঠের লোহার দরজাটা ধরে সিসিলিদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন লম্বা আর পাতলা এক যাজক, হাতে নগ্ন তরবারি। গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি, কামানো চাঁদি ফেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে নেমে আসছে তাঁর কপাল আর গাল বেয়ে। তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক আর তিনজন সশস্ত্র সৈন্য।

সিসিলিদের উপস্থিতি টের পায়নি এরা কেউই।

যাজকের মুখোমুখি দাঁড়ানো লোকটা চিৎকার করে বলল, 'আপনার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে, ব্রাদার মার্টিন? আপনি রুখে দাঁড়িয়েছেন আমার বিরুদ্ধে?'

একজন সৈনিক বলল, 'বুঝতে পারছেন না কেন আপনাকে না, ওই নাস্তিক হারফ্লিটকে নরকে পাঠানোর জন্য এসেছি আমরা? পথ ছাড়ুন, ভিতরে ঢুকতে দিন আমাদেরকে, তা না-হলে আবারও আপনাকে আঘাত করতে বাধ্য হবো।'

জবাবে কিছুই বললেন না ব্রাদার মার্টিন, তরবারিটা মাথার উপরে তুলে ধরে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে নাড়লেন। কিন্তু দেখেই বোঝা গেল রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি, বেশিক্ষণ টিকতে পারবেন না চারজন সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে।

কোমর থেকে বিশাল কুড়ালটা খুলে হাতে নিল থমাস বোল।

নড়াচড়া টের পেয়ে চোখ তুলে ওদের দিকে তাকালেন ব্রাদার মার্টিন। তাঁর সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওই চারজনও। এতক্ষণে চেহারা দেখা গেল ওদের।

তিন ভিনদেশী সৈন্য এবং ফাদার মল্ডন স্বয়ং!

সিসিলিদেরকে চিনতে পারামাত্র ঘুরে খরগোসের মতো ছুট লাগালেন ফাদার মল্ডন। দৌড় দিলেন এমলিনও, দৌড়াতে

দৌড়াতেই ফাদার মন্ডনকে লক্ষ করে ছুঁড়ে মারলেন হাতের তরবারিটা। উড়ে গিয়ে সেটা আঘাত করল ফাদারকে, কিন্তু বর্ম পরে আছেন তিনি, তাই কোনো ক্ষতি হলো না তাঁর।

'ধরো,' চিৎকার করে বলে উঠলেন এমলিন, 'ধরো, জেফরি! পালিয়ে যাচ্ছে শয়তানটা।'

দৌড় দিল জেফরি, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। অন্ধকারাচ্ছন্ন পাতালের গোপন কোনো প্যাসেজে গিয়ে আত্মগোপন করেছেন ফাদার।

এদিকে কুড়ালটা নিয়ে আগে বেড়েছে থমাস বোল, ওকে দেখেই স্থাণু হয়ে গেছে সৈন্যরা, ফাদারকে পালাতে দেখে সাহস বিদায় নিয়েছে ওদের মন থেকে। তিনজনে মিলেও কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারল না বোলের বিরুদ্ধে। ব্রাদার মার্টিন যোগ দিলেন বোলের সঙ্গে, দু'জনে মিলে শেষ করলেন তিন ভিনদেশী সৈন্যকে। পাতাল কারাকক্ষের সামনে পড়ে থাকল তিন হতভাগার লাশ।

অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এসেছে প্যাসেজে। হাঁপাচ্ছে জেফরি আর বোল, সেই শব্দ শোনাচ্ছে সাপের ফোঁসফোঁসানির মতো। নেতিয়ে পড়েছেন ব্রাদার মার্টিনও, যে-প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখা হয়েছে ক্রিস্টোফারকে সে-প্রকোষ্ঠের দরজা ঘেঁষে বসে পড়েছেন তিনি, রক্তাক্ত তরবারিটা নামিয়ে রেখেছেন মাটিতে। মাথার উপর এখনও টুল ধরে রেখেছে ক্রিস্টোফার, কিন্তু আক্রমণাত্মক ভঙ্গি বিদায় নিয়েছে ওর চেহারা থেকে, বরং কৌতূহলী হয়ে উঠেছে সে। এত বড় বিপদের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল কারা জানতে ঘাড় সামনের দিকে বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে সে, কিন্তু আলোর অভাবে ব্রাদার মার্টিন ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না সে আপাতত।

একটা ছায়া, ক্ষীণদেহের ছোট্ট একটা ছায়া বড় হতে হতে এসে থামল ওর প্রকোষ্ঠের সামনে, গরাদে ধরে দাঁড়াল। অনুজ্জ্বল

আলোয় ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না ছায়ার মালিককে, তবে বোঝা যাচ্ছে অল্পবয়সী কোনো মেয়ে বা বাড়ন্ত কোনো কিশোর হবে, কারণ এই অ্যাবির সন্ন্যাসী বা সৈনিক সবাই বেশ লম্বা-চওড়া। গরাদে ধরে দাঁড়িয়েই আছে মেয়েটা, তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে, কিছুই বলছে না, দরজার তালা খোলা থাকা সত্ত্বেও ভিতরে ঢুকছে না।

বোধহয় ভুল করে ফেলেছে মেয়েটা, ভাবল ক্রিস্টোফার, অন্য কাউকে খুঁজতে এসে ওর প্রকোষ্ঠের সামনে থেমে দাঁড়িয়েছে। অস্বস্তি বোধ করছে সে, কেন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে দরজায় দাঁড়িয়ে-থাকা ওই মানুষটাকে। যাতে কোনো বিপদ না-ঘটে সেজন্য কঠোর গলায় হুমকি দিল, 'সাবধান! কাছে এলে এই টুল দিয়ে বাড়ি মেরে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেবো, আগেই বলে রাখলাম।'

'ক্রিস্টোফার!' নিচু গলায় ডাকল সিসিলি, 'আমার ক্রিস্টোফার!'

এমনভাবে চমকে উঠল ক্রিস্টোফার যে, দেখে মনে হলো যেন বাজ পড়েছে অ্যাবির পাতাল-প্রকোষ্ঠে। ওর হাত থেকে টুলটা আপনাআপনি পড়ে গেল মেঝেতে।

'আবার!' বিড়বিড় করে বলল সে, 'আবারও! সেই ভৌতিক কণ্ঠ, সেই ভৌতিক ছায়ামূর্তি!' আর কিছু বলতে পারল না সে, ক্ষুধা-তৃষ্ণাজনিত অসুস্থতা আর উত্তেজনা-উৎকণ্ঠায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল সিসিলি। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল স্বামীকে। পাগলের মতো চুমুর পর চুমু খেতে লাগল ক্রিস্টোফারের ঠোঁটে।

ততক্ষণে প্রকোষ্ঠের কাছে এসে জড়ো হয়েছে বাকিরা। রিং থেকে খুলে একটা মশাল নিয়ে এসেছেন এমলিন, প্রকোষ্ঠের ভিতরে এখন যথেষ্ট আলো।

'ক্রিস্টোফার,' স্বামীর জ্ঞানহীন দেহটা ঝাঁকাচ্ছে সিসিলি, 'চোখ খোলো, ভালোমতো তাকিয়ে দেখো। আমি তোমার সিসিলি, ভূত না। আমি মরিনি, তোমারই মতো বেঁচে আছি।'

অজ্ঞান ক্রিস্টোফারের কানে পৌঁছাল না কথাগুলো।

থমাস বোল আর জেফরি মিলে শিকলের বাঁধন থেকে মুক্ত করল ক্রিস্টোফারকে। তারপর দু'জনে দু'দিক থেকে ধরে ওর জ্ঞানহীন দেহটা বয়ে নিয়ে চলল প্যাসেজ ধরে। এমলিন ততক্ষণে এগিয়ে গেছেন ব্রাদার মার্টিনের কাছে, স্কার্টের নীচের প্রান্ত ছিঁড়ে তা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন ব্রাদারের কপালে। জ্ঞান হারাননি ব্রাদার, এমলিনের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, বিড়বিড় করে এমলিনকে ধন্যবাদ দিয়ে প্যাসেজের দেয়াল ধরে ধরে এগোতে লাগলেন বোল আর জেফরির পিছু পিছু।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেছে ওরা এমন সময় একটা শব্দ শুনে চমকে উঠল সিসিলি। আতঙ্কিত গলায় বলল, 'আগুন! গ্রামবাসীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে পুরো অ্যাবিতে।'

তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওরা। দেখল সিসিলির কথাই ঠিক। ধোঁয়া দিয়ে ভরে গেছে পুরো প্যাসেজ যেদিকেই চোখ যায় শুধু আগুন আর আগুন। পুরো জায়গাটা যেন পরিণত হয়েছে নরকে!

'এমলিন,' চেঁচিয়ে বলল থমাস বোল, 'লেডি সিসিলির চেয়ে শক্তিশালী তুমি; এসো এখানে, আমার বদলে ধরো স্যর ক্রিস্টোফারকে। পথ দেখাচ্ছি আমি, আমার সঙ্গে আসুন সবাই, ভাগ্য ভালো হলে বেঁচে যেতেও পারি। অ্যাবির ছাদ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ধসে পড়ে পথ বন্ধ করে দেবে আমাদের।'

প্যাসেজটা বাঁয়ে রেখে তাড়াহুড়ো করে এগোতে লাগল ওরা। হলঘরটা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ধোঁয়ায়, সেদিকে যাওয়া যাবে না। সামনে সরু হয়ে আসছে পথ, আর কোনো কামরা নেই বোঝা গেল, শেষমাথায় শুধু রান্নাঘর। এক লাথি মেরে রান্নাঘরের

দরজা খুলে ফেলল বোল, সবাইকে নিয়ে ঢুকল সেখানে, তারপর দরজাটা আবার লাগিয়ে দিয়ে দৌড় দিল। উল্টোদিকে আরেকটা দরজা, এটা দিয়ে বাইরে বের হওয়া যায়, দরজাটা খুলে দিল সে। খোলা বাতাসে বের হয়ে এল সবাই।

অ্যাবির পরিস্থিতি একনজর দেখেই বলে দেয়া যায়, প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত গ্রামবাসীদের হাতে পরাজিত হয়েছে ফাদার মন্ডনের সৈন্যরা। বিজয়ের পর অ্যাবিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে গেছে গ্রামবাসীরা। কাউকে দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। এতক্ষণ ধরে অজ্ঞান ক্রিস্টোফারকে বহন করে নিয়ে এসেছেন এমলিন আর জেফরি, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন দু'জনই। ওই দায়িত্ব থেকে ওদেরকে অব্যাহতি দিল থমাস বোল, ক্রিস্টোফারের অচেতন দেহটা কাঁধে তুলে নিল সে। তারপর সবার আগে অ্যাবির ধ্বংসপ্রাপ্ত সদর-দরজা দিয়ে বের হয়ে পৌঁছে গেল গড়খাইয়ের প্রান্তে।

অচেতন ক্রিস্টোফারকে নিয়ে আসা হয়েছে মাদার ম্যাটিল্ডার আশ্রমে।

ওর নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলেন এমলিন। হৃদপিণ্ড চলছে, তবে গতি ধীর। গ্রাম থেকে কড়া দেশী মদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো একজন লোককে। মদ এল, একটা বাটিতে খানিকটা ঢেলে নিয়ে চামচ দিয়ে ক্রিস্টোফারকে একটু একটু করে খাইয়ে দিতে লাগল সিসিলি। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল ক্রিস্টোফারের, কিন্তু দেখেই বোঝা গেল কাউকে চিনতে পারছে না সে। এদিক-ওদিক তাকাল সে, চোখের পাতা আস্তে আস্তে ভারী হয়ে আসছে ওর, কয়েক মিনিট পর তলিয়ে গেল গাঢ় ঘুমে।

ওর পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বসে থাকল সিসিলি। মাঝেমধ্যে উঠে এগিয়ে যায় জানালার কাছে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে

দেখে পুড়ে ছাই হচ্ছে ফাদার মন্ডনের সাধের ব্লসহোম অ্যাবি। এর আগে থমাস বোলের লাগানো আগুনে পুড়ে গিয়েছিল অ্যাবির ডরমেটরি আর গোলাঘর, আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে সব।

রাত তিনটার দিকে ধসে পড়ল অ্যাবির ছাদ, এবং ভোরের কিছু আগে পোড়ানোর মতো আর কিছু না-পেয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল আগুন।

সূর্য উঠি উঠি করছে, এমন সময় সিসিলি আর ক্রিস্টোফার যে-ঘরে আছে সে-ঘরে ঢুকলেন এমলিন। বললেন, 'একটা লোক তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, সিসিলি।'

'আমি এখন কারও সঙ্গে কথা বলতে পারবো না,' কিছুটা বিরক্ত হয়েই জবাব দিল সিসিলি, 'ক্রিস্টোফারের ঘুম না-ভাঙা পর্যন্ত এই ঘরের বাইরেও যাবো না।'

'কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর সঙ্গে কথা বলা উচিত তোমার। তিনি না-থাকলে, চারজনের বিরুদ্ধে একা রুখে না-দাঁড়ালে আজ বেঁচে থাকতে পারতেন না স্যর ক্রিস্টোফার। হ্যাঁ, ব্রাদার মার্টিনের কথাই বলছি আমি। তরবারির আঘাত লেগেছে তাঁর মাথায়, চেষ্টা করেও তাঁকে সুস্থ করে তুলতে পারিনি আমরা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো মারা যাবেন তিনি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চিরবিদায়ের আগে তোমার সঙ্গে তাই কয়েকটা কথা বলতে চান ব্রাদার।'

বাইরে এল সিসিলি, যে-ঘরে শুইয়ে রাখা হয়েছে মুমূর্ষু ব্রাদার মার্টিনকে সে-ঘরে ঢুকল সিসিলির পিছু পিছু।

পুরনো একটা চৌকিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে ব্রাদারকে অত্যন্ত দুর্বলভাবে জীবনের শেষ শ্বাসগুলো নিচ্ছেন তিনি। মাথার ক্ষত থেকে এখনও রক্ত বের হচ্ছে, এমলিনের বাঁধা ব্যাণ্ডেজটা ভিজে আছে রক্তে। এত রাতেও গ্রাম থেকে ডাক্তার নিয়ে এসেছিল থমাস বোল, লাভ হয়নি।

ব্রাদার মার্টিনের চৌকির পাশে গিয়ে দাঁড়াল সিসিলি। ওর

দিকে ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ব্রাদার, কিছু বলছেন না।

'আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেবো জানি না,' কথা শুরু করতে হলো সিসিলিকেই, 'আপনি না-থাকলে...

'ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই,' দুর্বল গলায় থেমে থেমে বললেন ব্রাদার মার্টিন, 'পাপ করেছিলাম, আপনার স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা করে সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ পেয়েছি বলে আমিই বরং ধন্যবাদ জানাই ঈশ্বরকে।'

'পাপ?' ভ্রূ কোঁচকাল সিসিলি। 'কীসের পাপ, ব্রাদার?'

'গত শীতের কথা। আপনার স্বামীকে তখন আহত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে অ্যাবিতে, তাঁর শুশ্রূষার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমার উপর। তিনি বেঁচে ছিলেন, তাঁকে সুস্থ করে তোলা যেত, তারপরও একজন খাঁটি ব্রাদার হিসেবে সে-কাজ না-করে শুধু ফাদার মন্ডনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে স্যর ক্রিস্টোফারকে নিয়ে চড়ে বসি স্পেনগামী একটা জাহাজে। আমার পাপের শাস্তির শুরুটা হয় সেখান থেকেই। একদল তুর্কি জলদস্যু হামলা করে আমাদের জাহাজে, স্পেনে পৌঁছানো তো দূরের কথা, জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। জাহাজের সব যাত্রীকে আটক করে জলদস্যুরা, তাদের মধ্যে আমি, আপনার স্বামী আর জেফরিও ছিল। পরে ওদের জাহাজে দাঁড় টানার কাজে বাধ্য করে। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ি আমি, কিন্তু আপনার স্বামী আমার শুশ্রূষা করে, আমাকে সুস্থ করে তোলে। তাঁর স্বভাব-চরিত্র মুগ্ধ করে আমাকে বুঝতে পারি ধর্মান্ধ হয়ে ফাদার মন্ডনের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে কত বড় ভুলটাই না করেছি! তখন নিজের কাছে শপথ করি, যদি কোনোদিন সুযোগ পাই স্যর ক্রিস্টোফারের ওই উপকারের প্রতিদান দেবো।

'সুযোগ এল যেভাবেই হোক আপনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু দলিল আমার হাতে পড়ল, সেগুলো আপনার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য

ছদ্মবেশে হাজির হয়ে গেলাম মিস্ট্রেস এমলিনের কাছে। একটা চিঠিও লিখলাম।

'গত রাতে আমার সামনেই স্যর ক্রিস্টোফারকে হত্যা করার আদেশ দিলেন ফাদার মল্ডন। জীবনে কোনোদিন তরবারি নিইনি আমি, কালই প্রথম তুলে নিলাম, স্যর ক্রিস্টোফারের প্রকোষ্ঠের সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকের বিরুদ্ধে যতটা ভালোভাবে লড়াই করা সম্ভব করলাম। ফাদার মল্ডন তখন খবর পেয়ে আমাকে শায়েস্তা করার জন্য গিয়ে হাজির হলেন পাতালে। তারপরের ঘটনা দেখেছেন আপনারা।

'এই পৃথিবীটা খুব খারাপ জায়গা, লেডি সিসিলি। ভালোমানুষের কোনো দাম নেই এখানে। যাদের মাথায় কূটবুদ্ধি আছে, যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তারা যেভাবেই হোক দুর্বলদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, ভবিষ্যতেও নেবে। আমরা, সাধারণ মানুষরা, সবসময় লড়াই করতে পারবো না ওই দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে। আমরা শুধু বিশ্বাস রাখতে পারি ঈশ্বরের উপর, প্রার্থনা করতে পারি তাঁর কাছে যাতে আমাদের পাপ ক্ষমা করেন তিনি, আমাদেরকে সাহায্য করেন।

'লেডি সিসিলি, আপনার সঙ্গে, স্যর ক্রিস্টোফারের সঙ্গে অন্যায় করেছি আমি, রাজা হেনরির প্রতিও বিশ্বস্ত থাকতে পারিনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ভেবেছিলাম আমি যা করছি তাতে ধর্মের উপকার হবে। ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কিছু করিনি। যদি সম্ভব হয়...আমাকে ক্ষমা করবেন।'

ব্রাদারের কথা শুনতে শুনতে সিসিলির চোখে পানি এসে গেছে। চোখ মুছল সে। বলল, 'আপনার কথাগুলো বলবো আমি ক্রিস্টোফারকে...যদি সে বেঁচে থাকে।'

'ওহ্!' হাসার চেষ্টা করলেন ব্রাদার মার্টিন, কিন্তু সেই হাসি দেখে বোঝা গেল তাঁর সময় আরও ফুরিয়েছে, 'তিনি বেঁচে থাকবেন। আমি জানি তিনি বেঁচে থাকবেন। অনেক কষ্ট করতে

হয়েছে আপনাকে, অনেক দুঃখ পেয়েছেন আপনি। আমার মন বলছে আপনার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। মানুষের দিন একরকম যায় না সবসময়, দুঃখকষ্টের পর সুখশান্তি আসেই। এখন আপনার সুদিন। ...ভালো থাকুন...বিদায়...' আর কিছু বললেন না তিনি, চোখ বন্ধ করলেন।

স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সিসিলি। চলে যাওয়া উচিত, বুঝতে পারছে সে, কিন্তু যেতে পারছে না। কোমল হৃদয়ের ব্রাদার মার্টিনের কথাগুলো স্পর্শ করেছে ওকে, আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছে সে।

হঠাৎ করেই চোখ খুললেন ব্রাদার মার্টিন। নিচু গলায়, যেন গোপন কোনো কথা বলছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'যদি সম্ভব হয়, আমি জানি কাজটা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে আপনার জন্য, ক্ষমা করে দেবেন ফাদার মন্ডনকে। সন্দেহ নেই তিনি খারাপ লোক, এবং নিষ্ঠুরও বটে। তিনি আসলে...এককথায় যদি বলি...জঘন্য উপায়ে ভালো একটা কাজ করতে চেয়েছিলেন। রাজা হেনরি প্রথম থেকেই দেখতে পারতেন না পোপ এবং পোপের অনুগত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে আশ্রমগুলোকে। ফাদার মন্ডন উদ্যোগী হয়ে এই আশ্রমগুলোকে রক্ষার চেষ্টা করেন। যেহেতু তিনি স্প্যানিশ, স্পেনের রাজদরবার তাঁর এই কাজের সঙ্গে সুদূরপ্রসারী বদমতলব জুড়ে দেয়...আমি কী বলতে চাচ্ছি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। টাকা আর ক্ষমতা পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেন ফাদার। কিন্তু দেখুন, আপনাকে যখন হাতের নাগালে পেয়েছিলেন তিনি, তখন ইচ্ছা করলেই খুন করাতে পারতেন, কিন্তু করেননি কাজটা। কারণ, জানেন কি না জানি না, আপনাকে মনে মনে মেয়ের মতো ভালোবাসেন তিনি, বলা ভালো এককালে ভালোবাসতেন।'

কোনো মন্তব্য করল না সিসিলি।

'আমি মারা যাচ্ছি,' বলে চললেন ব্রাদার, 'এই অবস্থায় যদি

কিছু একটা চাই আপনার কাছে, দেবেন, লেডি অভ ব্লসহোম?'

'কী?' সিসিলির গলার কাছে কী যেন আটকে আছে শক্ত হয়ে, বার বার ঢোক গিলেও সেটা নীচে নামাতে পারছে না সে।

'আপনাকে সাহায্য করেছি আমি, আপনার উপকার করেছি; কথা দিন, আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন সেভাবে সাহায্য করবেন ফাদার মল্ডনকেও, তাঁর যাতে ক্ষতি না-হয় সে-ব্যবস্থা করবেন,' বলতে বলতে বালিশের উপর থেকে মাথাটা উঁচু করলেন ব্রাদার মার্টিন, উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সিসিলির দিকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাঙা গলায় বলল সিসিলি, 'কথা দিলাম।'

হাসলেন ব্রাদার মার্টিন, তাঁর মাথাটা আবার এলিয়ে পড়ল বালিশের উপর। আর কোনো কথা বললেন না তিনি, চোখ বন্ধ করলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনেক বিবর্ণ হয়ে গেল তাঁর চেহারা, থেমে গেল তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস।

ব্রাদারের নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলেন এমলিন, বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে চাদরটা টেনে দিলেন তাঁর চেহারার উপর।

চোখের পানি মুছতে মুছতে ক্রিস্টোফারের কাছে ফিরে এল সিসিলি।

কিছুটা আশ্চর্যই হতে হলো ওকে। বিছানার উপর বসে আছে ক্রিস্টোফার, পাশে দাঁড়িয়ে হাসছেন মাদার ম্যাটিল্ডা আর কী যেন বলছেন ওকে। ক্রিস্টোফারের এক হাতে মদের কাপ, আরেক হাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রেখেছে শিশু ক্রিস্টোফারকে, আদর করছে।

সিসিলিকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল সে, চিনতে পেরে মিষ্টি করে হাসল। চোখের ইশারায় ডাকল কাছে। ছুটে গেল সিসিলি।

তিন দিন পর।

শেফটন হলের বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছে ক্রিস্টোফার আর সিসিলি। শারীরিক শক্তি এখনও পুরোপুরি ফিরে পায়নি ক্রিস্টোফার, তবে সেরে উঠছে ধীরে ধীরে।

সূর্য ডুবি ডুবি করছে, চমৎকার একটা বিকেল মিলিয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যায়, প্রকৃতিতে শীতের আগমনী বার্তা।

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল ওরা দু'জন। আসলে ক্রিস্টোফার বলছে আর সিসিলি শুনছে। মেয়েটাকে নিজের রোমাঞ্চকর অভিযানের গল্প শোনাচ্ছে ক্রিস্টোফার, বলছে, 'আমাদেরকে তুলে দেয়া হলো গ্রেট ইয়ারমাউথে। তুর্কি জলদস্যুরা আক্রমণ করল জাহাজে, বন্দি করল আমাদেরকে। নিয়ে তুলল ওদের জাহাজেই, দাঁড় টানার কাজে নিযুক্ত করল। ভাগ্য ভালো, আমি, জেফরি আর ব্রাদার মার্টিন সবসময় একসঙ্গে ছিলাম। কাজ করতে করতে অসুস্থ হয়ে গেলেন ব্রাদার, তখন তাঁর সেবা করি আমি। পরে তিউনিসের এক বন্দরে ভেড়ে জাহাজটা, বেশ কিছুদিন ধরে অবস্থান করতে থাকে সেখানে। ইতোমধ্যে গ্র্যানাডার রাজা চার্লস তিউনিস আক্রমণ করেন, পতন হয় শহরটার, ঈশ্বরের কৃপায় আমরা তিনজনসহ আরও যত খ্রিস্টান দাস ছিল বিভিন্ন জাহাজে তাদের সবাইকে উদ্ধার করা হয়।

'আমরা তখন ধরেই নিয়েছি তুমি মারা গেছ। কাজেই ইংল্যাণ্ডে ফেরার তাড়া বোধ করছিলাম না। কিন্তু ব্রাদার মার্টিন বলেন যে, তাঁকে ফিরতে হবে। তাই তাঁর কাছে তোমার গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলো দিয়ে দিই, বলি তোমার উত্তরাধিকারী হিসেবে যাকে মনোনীত করা হয়েছে তাঁর হাতে যেন তুলে দেয়া হয় সেগুলো।

'ব্রাদার মার্টিন রওনা হয়ে গেলেন, আমরা দু'জন তখন ভাবছি কী করা যায়। খবর পাই, স্প্যানিশরা তুর্কিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে। ভিড়ে গেলাম স্প্যানিশদের দলে।

যুদ্ধ শুরু হলো, আমি আর জেফরি যোগ দিলাম। একসময় শেষ হলো যুদ্ধ। তখন খবর পেলাম ফাদার মন্ডন নাকি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছেন। তৎক্ষণাৎ ছুটে আসতে হলো ইংল্যাণ্ডে। আসতে না আসতেই নিজের হারফ্লিট নামের কারণে গ্রেপ্তার হতে হলো একদল বিদ্রোহীর হাতে। আমাদেরকে লিঙ্কনে নিয়ে গেল ওরা। রাজা হেনরির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে নাজেহাল হলেন ফাদার, ওই বিদ্রোহীদেরকে আদেশ দিলেন ব্লসহোমে আসতে যাতে অ্যাবিটা দখলে রাখা যায়। আমরা পালালাম, আর আমাদের পিছু ধাওয়া করে এল লোকগুলো। বাকিটুকু জানা আছে তোমার।'

'হ্যাঁ, বাকিটুকু জানা আছে আমার, এবং জীবনেও ভুলবো না,' বলল সিসিলি। 'কিন্তু আমার মনে হয় এখন আর এখানে না-থেকে বাসায় যাওয়া উচিত আমাদের। এই আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে যাবে তোমার।'

হাসল ক্রিস্টোফার। 'ক্র্যানওয়েল টাওয়ারে ফাদার মন্ডনের লোকরা হামলা চালিয়েছিল আমাদের উপর, মাথায় তলোয়ারের কোপ খেয়েছিলাম আমি। ওই অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছি, অবশ্য এজন্য ঈশ্বর, ব্রাদার মার্টিন আর জেফরিকে সারাজীবন ধন্যবাদ দেবো। জলদস্যুদের জাহাজে অথবা তিউনিসের বন্দরে কত কষ্টের মধ্য দিয়ে যে দিন কেটেছে আমাদের তা যদি দেখতে তা হলে আজ আবহাওয়ার কথা বলতে না। হাতে-পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় প্রায় উলঙ্গ করে জাহাজের ডেকে ফেলে রাখা হতো আমাদেরকে, তখন মনে হতো সূর্যের তাপে গায়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে। রাতে নামত বৃষ্টি, সারারাত ধরে সেই বৃষ্টিতে ভিজতে হতো। শীতকালে গরম জামা বলতে ছিল চটের বস্তা—যার যার শরীরের সঙ্গে মিল করে ওরা কেটে দিত আমাদেরকে, আমরা গায়ে জড়াতাম। ওদের কোনো কথার প্রতিবাদ করা দূরে থাক, ওরা কোনো কাজের আদেশ দিলে পালন করতে যদি এক মুহূর্তও

দেরি হতো আমাদের তা হলে পিঠে পড়ত চাবুকের বাড়ি। হ্যাঁ, হালের বলদকে যেভাবে পেটায় কৃষকেরা, আমাদেরকে সেভাবেই পিটিয়েছে জলদস্যুরা। ...চাবুকের বাড়ির দাগ এখনও আছে আমার পিঠে, জামা সরালেই দেখতে পাবে।'

'ঈশ্বর! তুমি একজন ইংরেজ, একজন জমিদারের সন্তান। তোমাকে এভাবে মেরেছে ওরা? আর মুখ বুজে সব সহ্য করলে তুমি?'

'করতে হয়েছে। আসলে...এত কষ্টের সময়ে ব্রাদার মার্টিন ছিলেন আমার বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। যতবার ভেঙে পড়েছি আমি ততবার আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন তিনি। যতবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছি ততবার আশার কথা শুনিয়ে আমাকে বিরত করিয়েছেন। ...ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন। দুটো বাক্য, বিশ্বাস করো, ব্রাদার মার্টিনের মাত্র দুটো বাক্যের মাধ্যমে আমার সমস্ত যন্ত্রণা লাঘব হয়ে যায়: "দুঃখকষ্টের পর সুখশান্তি আসবেই" এবং "ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস হারিয়ো না",' আবেগে বুজে এল ক্রিস্টোফারের কণ্ঠ।

ওর কাঁধে হাত রাখল সিসিলি, সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল। বলল, 'যদি পারি, ব্রাদার মার্টিনের সমাধির উপর একটা সৌধ বানিয়ে দেবো আমি। সত্যিই তিনি ভালোমানুষ ছিলেন।'

নিজেকে সামলে নিল ক্রিস্টোফার, প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আমাদের চরম শত্রু ফাদার মন্ডনের কী হলো শেষপর্যন্ত?'

'আমি...' ইতস্তত করছে সিসিলি, 'কোনো খবর পাইনি এখন পর্যন্ত।'

'এ-পর্যন্ত গরুখোঁজা খোঁজা হয়েছে লোকটাকে। কিন্তু পাওয়া যায়নি। আশ্চর্য! বাতাসে মিলিয়ে গেল নাকি? ব্লসহোম থেকে বের হওয়ার সব রাস্তায় পাহারা বসানো হয়েছে, কোনো লাভ হয়নি। তবে যেখানেই গিয়ে থাকুক সে, একা গেছে, কাউকে সঙ্গে নিতে পারেনি সম্ভবত। কারণ তার সব ভাড়াটে বিদেশি সৈন্য হয় মারা

গেছে, অথবা বন্দি হয়েছে।'

'আমার মনে হয়...' ব্রাদার মার্টিনের কাছে করা প্রতিজ্ঞার কথা ক্রিস্টোফারকে বলতে পারছে না সিসিলি, আবার চাচ্ছেও না এই প্রসঙ্গটা নিয়ে অসুস্থ অবস্থায় ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকুক ক্রিস্টোফার, 'আগুনে পুড়ে মারা গেছেন ফাদার মল্ডন।'

মাথা নাড়ল ক্রিস্টোফার। 'না, আগুনে পুড়ে মরার লোক না সে। অ্যাবির পাতাল কক্ষগুলো যে-কারও চেয়ে ভালো চেনে সে, জানে কোন্ পথে কোন্ দিকে গেলে জান বাঁচানো যাবে। আমার বিশ্বাস, এখনও বেঁচে আছে লোকটা, আমাদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজছে। ...ইস্‌স্! যতক্ষণ পর্যন্ত না শয়তানটার টুঁটি চেপে ধরতে পারছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার খঞ্জরটা আমূল ঢুকাতে পারছি ওর বুকে, ততক্ষণ শান্ত পাচ্ছি না।'

চুপ করে আছে সিসিলি। কী বলবে বুঝতে পারছে না সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকাল সে ক্রিস্টোফারের দিকে এবং চমকে উঠল।

হঠাৎ করেই পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে ক্রিস্টোফার, একচুল নড়ছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের ঝোপজঙ্গলের দিকে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল সিসিলিও।

রাত ঘনিয়ে এসেছে। একটু আগেও পাখির কলকাকলিতে মুখরিত ছিল চারদিক, এখন সবকিছু কেমন নিথর হয়ে গেছে। পাতলা কুয়াশায়-ঢাকা শেষ-হেমন্তের আকাশে অস্তমিত সূর্যের লালিমা দেখা যায় কি যায় না। মৃদুমন্দ বাতাসে থেকে থেকে কাঁপছে অনতিদূরের কিছু জলপাই গাছের পাতা, বুকে কাঁপন তুলে দিচ্ছে সে-আওয়াজ। প্রদীপ হঠাৎ নিভিয়ে দিলে যে-অবস্থা হয়, প্রকৃতির অবস্থা হয়েছে ঠিক সে-রকম—যেন দপ করে নিভে গেছে দিনের আলো। দূরের ঝোপজঙ্গলে কিছু একটা, বলা ভালো কেউ একজন লুকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে

ক্রিস্টোফারের চোখে।

অনুসরণ করার পর দীর্ঘ সময় ধরে ঘাপটি মেরে শিকারের জন্য অপেক্ষা করে বাঘ, তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে বের হয় আড়াল ছেড়ে—ঠিক সে-রকমভাবে লাফিয়ে উঠল ক্রিস্টোফার, চমকে গেল সিসিলি। একলাফে কয়েক হাত দূরে চলে গেল সে, তারপরই ছুটতে শুরু করল যত জোরে সম্ভব। দূরের ওই ঝোপগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকা লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর অনেক কাছে চলে গেল ক্রিস্টোফার। যতক্ষণে পালানোর জন্য ছুট লাগিয়েছে লোকটা ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। বোঝা গেল বয়স বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক দুর্বল হয়ে পড়েছে লোকটা, যেখানে ঠিকমতো হাঁটতেই পারছে না সেখানে দৌড়ানোটা ওর জন্য প্রায়-অসম্ভব একটা কাজ।

আরও কিছুদূর দৌড়ে গিয়ে ওর উপর ক্ষুধার্ত বাঘের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রিস্টোফার। লোকটাকে নিয়ে মাটিতে পড়ল সে, একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরল ওরা, গড়াগড়ি করল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ করেই ক্রিস্টোফারের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলল লোকটা

স্থাণু হয়ে সব দেখছে সিসিলি। কিছু করতে পারছে না, চেঁচিয়ে কাউকে ডাকতেও পারছে না স্রেফ যেন জমে গেছে।

এদিকে ওই লোকটা উঠে বসেছে ততক্ষণে, ক্রিস্টোফারের মুখে ঘুসি মারল সে। কিন্তু আগেই বোঝা গেছে যে-কোনো কারণেই হোক তার শরীরে জোর নেই, তাই ঠিকমতো মারতে পারেনি ঘুসিটা। আঘাতটা হজম করল ক্রিস্টোফার, গড়িয়ে সরে গেল কিছুদূর, তারপর উড়ে দাঁড়াল। কয়েক কদম এগিয়ে এসে সজোরে লাথি মারল হামলাকারীর বুকে। ছিটকে গিয়ে কয়েক হাত দূরে পড়ল বেচারা, কিন্তু হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল আবার। ততক্ষণে ওর অনেক কাছে চলে গেছে ক্রিস্টোফার, সর্বশক্তিতে ঘুসি মারল সে লোকটার চোয়ালে। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মাটিতে

আছড়ে পড়ল লোকটা। কিন্তু লড়াই করার ইচ্ছা যায়নি ওর, আবারও উঠতে যাচ্ছে সে, এগিয়ে গিয়ে এবার ওর মাথায়, কানের পাশে জোরে লাথি মারল ক্রিস্টোফার। হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা, আর নড়ল না।

জামা ধরে টেনে লোকটাকে তুলল ক্রিস্টোফার, হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে এল সিসিলির কাছে। 'দেখো,' হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে বলল সে, 'সাপটাকে ধরেছি আমি। বলেছিলাম না আমাদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজছে শয়তানটা? দেখো, আমার কথা ঠিক হয়েছে। আমাদেরকে খুন করার জন্য হাজির হয়ে গেছে সে শেফটন হল পর্যন্ত! কিন্তু শেষপর্যন্ত ওকে পাকড়াও করতে পেরেছি!'

'ফাদার মল্ডন!' কোনোরকমে উচ্চারণ করতে পারল সিসিলি।

হ্যাঁ, ফাদার মল্ডন। কিন্তু তাঁর হৃষ্টপুষ্ট শরীরটা পাল্টে গেছে অনেক। শুকিয়ে গেছেন তিনি, দুই চোয়াল ঢুকে গেছে ভিতরে, জামা খুললে পাঁজরের হাড় গোনা যাবে সম্ভবত। গায়ের রঙ আরও ময়লা হয়েছে। চোখের নীচে কালি পড়েছে। মার খাওয়ার কারণে হোক বা আতঙ্কিত হয়ে পড়ার কারণে হোক, দুই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন তিনি, দেখে মনে হচ্ছে কোটর ছেড়ে যেন বের হয়ে আসবে চোখ দুটো। চেহারা ঢেকে গেছে পরিচর্যাবিহীন দাড়ি-গোঁফে। পরনের জামা ধুলিধূসরিত। বর্ম পরে আছেন তিনি, পরে আছেন না-বলে বর্মটা তাঁর দেহে হাস্যকরভাবে ঝুলে আছে বললে মানায় বেশি। এক পায়ের জুতো উধাও, আরেক পায়ের জুতো ছিঁড়ে বের হয়ে এসেছে বুড়ো আঙুল।

লোকটার গলা দুই হাতে চেপে ধরে রেখেছে ক্রিস্টোফার, আস্তে আস্তে চাপ বাড়াচ্ছে। রাগে লাল হয়ে গেছে ওর চেহারা। চিৎকার করে বলল সে, 'তোর কাছে অস্ত্রশস্ত্র যা আছে সব বের কর্। না-হলে গলা টিপে এখানেই মেরে ফেলবো তোকে।'

'কিন্তু...তাঁর গলা এভাবে টিপে ধরে রাখলে তিনি অস্ত্র বের করবেন কীভাবে?' অভিযোগের সুরে বলল সিসিলি। 'তিনি তো দমই নিতে পারছেন না!'

ফাদার মন্ডনের গলা ছেড়ে দিয়ে কয়েক হাত দূরে সরে গেল ক্রিস্টোফার। শব্দ করে দম নিতে লাগলেন ফাদার। দুই হাত হাঁটুতে রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, কিছুক্ষণ পর চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে বসে পড়লেন। শব্দ করে হাঁপাতে লাগলেন।

দূরে সরে গেছে সিসিলিও। ব্রাদারের মার্টিনের কাছে করা প্রতিজ্ঞাটা আবারও মনে পড়ল ওর। ফাদারকে খানিকটা সময় দেয়ার জন্য বলল, 'এখানে এলেন কেন? আমরা সবাই ধরে নিয়েছিলাম পালিয়ে গেছেন আপনি।'

'টানা তিন দিন তিন রাত কিছুই খাইনি,' উবু হয়ে বসে থেকে ভাঙা গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ফাদার, 'জঙ্গলের একটা গর্তে শিয়ালের মতো দিন কাটিয়েছি। কিন্তু সেখানেও থাকতে পারলাম না, কারণ চারদিকে আমাকে খুঁজছে সবাই। ভেবে দেখলাম, এই জায়গায় যদি আসতে পারি তা হলে সবচেয়ে ভালো হয় আমার জন্য, কারণ আমি শেফটন হলের কাছাকাছি আছি কল্পনাও করতে পারবে না কেউ। এলাম, লুকিয়ে থাকলাম সারা দিন, রাত ঘনাচ্ছে ভেবে খাবার খুঁজতে বের হয়েই ধরা পড়ে গেলাম।'

কিছু বলল না সিসিলি। মুঠি পাকাল ক্রিস্টোফার, ওর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে চেপে বসেছে একটা আরেকটার সঙ্গে।

'জানি ক্ষমা চেয়ে লাভ নেই,' বলে চললেন ফাদার মন্ডন, 'দেশের রাজা আমাকে হত্যা করতে চান, তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও। আমিও আর পারছি না, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সহ্য করতে করতে পাগল হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে আমার। তাই তোমাদের কাছে প্রার্থনা করি, মেরে ফেলো আমাকে।'

কোমরে আটকানো খঞ্জর বের করার জন্য হাত তুলল ক্রিস্টোফার।

'থামো!' মিনতি করল সিসিলি। 'ব্রাদার মার্টিনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি আমি, ক্ষমা করে দেবো ফাদার মন্ডনকে, প্রাণ ভিক্ষা দেবো তাঁকে। তুমি কিছু করলে ভঙ্গ হবে আমার প্রতিজ্ঞা!'

রাগে চেহারা আবারও লাল হয়ে গেল ক্রিস্টোফারের। রক্তচক্ষু মেলে তাকাল সে সিসিলির দিকে। 'কাকে ক্ষমা করতে বলছ তুমি? যে আমাদের রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে যাতে স্পেনের রানি দখল করতে পারেন এই দেশটা? যে তিন দিন তিন রাত না-খাইয়ে রাখার পর আমাকে নিজের হাতে খুন করার জন্য হাজির হয়ে গিয়েছিল ব্লমহোম অ্যাবির পাতাল কারাকক্ষে? যে আগুন লাগিয়ে ছাই করেছে আমার ঘরবাড়ি, মুমূর্ষু অবস্থায় আমাকে জাহাজে তুলে দিয়েছে যাতে দূর দেশে গিয়ে মরতে পারি আমি আর সে-খবর জানতে না-পারে কেউ? এই শয়তানটা কি আমার ছেলেকে খুন করার জন্য গুডি মেগসকে পাঠায়নি? তোমাকে ডাইনি অ্যাখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে মারার আয়োজন করেনি? তোমার বাবাকে খুন করে লাশ ফেলে রাখেনি জঙ্গলে? এরপরও কীভাবে তাকে ক্ষমা করার কথা বলছ তুমি?'

'ব্রাদার মার্টিন মারা গেছেন, তিনি মারা যাওয়ার আগে তাঁর কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি...'

'মারা গেছে মার্টিন?' বলে উঠলেন ফাদার মন্ডন। 'মরে বেঁচেছে ব্যাটা। ভালোই হয়েছে একদিক দিয়ে।'

ঘৃণায় ফাদারের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল ক্রিস্টোফার। সিসিলির উপর চরম বিরক্তি বোধ করছে সে। বলল, 'ব্রাদার মার্টিন মরার আগে তাঁর কাছে তুমি কী প্রতিজ্ঞা করেছ না-করেছ আমি শুনিনি। কাজেই এসব ফালতু প্রতিজ্ঞার কোনো দাম নেই আমার কাছে। এখন তোমার সামনে যে-লোক কুকুরের মতো উবু হয়ে বসে আছে তাকে যদি ছেড়ে দিই তা হলে আবার দল

পাকাবে সে, শক্তি সঞ্চয় করবে, আবার আঘাত করবে আমাদের উপর। এবং ওকে হাতের নাগালে পেয়ে ছেড়ে দিলে আমার বিশ্বাস রাজা হেনরির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তোমার বিপদের সময় এত বড় উপকার করেছেন তিনি, আজ এমন কিছু করা কি ঠিক হবে যাতে অসন্তুষ্ট হন তিনি?'

'রাজাকে অসন্তুষ্ট করবো না আমরা,' দৃঢ় গলায় বলল সিসিলি। 'ভেবে দেখো, তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না ধরা পড়েছেন ফাদার। এখন আমরা যদি চেপে যাই ব্যাপারটা তা হলে জানাজানি হবে না।'

'কিন্তু...আমি বুঝতে পারছি না সিসিলি...কেন এত বড় সুযোগ হাতে পেয়েও...'

মাটিতে বসে-থাকা ফাদারের দিকে তাকাল সিসিলি। অনেক আগে, যখন খুব ছোট ছিল সে, কখনও কখনও অ্যাবিতে গেলে ওই লোকটা পরম মমতায় কোলে তুলে নিতেন ওকে, কার সন্তান তা ভুলে গিয়ে-নিজের মেয়ের মতো আদর করতেন। আদর্শগত কারণে রাজা হেনরি, স্যর জন, ক্রিস্টোফার বা ওর ছেলেকে মেনে নিতে পারেননি তিনি, মেনে নিতে পারেননি সিসিলির বিয়েটাও। কিন্তু যে-ক'মাস বন্দি করে রেখেছিলেন ওকে মাদার ম্যাটিল্ডার আশ্রমে সে-ক'মাস একদিনের জন্যও না-খাইয়ে রাখেননি; এমনকী কয়েকবার হুমকি দেয়া সত্ত্বেও এমলিনকে আলাদা করেননি ওর কাছ থেকে। এবং, কেউ বুঝুক বা না-বুঝুক, শেষপর্যন্ত হাজির হয়ে গেছেন সিসিলির কাছেই, সারা ব্লসহোমের একমাত্র কোথায় আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে বুঝতে পেরে।

'আমি পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলবো,' শান্ত গলায় ক্রিস্টোফারকে বলল সিসিলি, 'ব্রাদার মার্টিনের কাছে আমার প্রতিজ্ঞা করার মানে তোমারও প্রতিজ্ঞা করা। ...এখন, আমার কথা শোনো, যত তাড়াতাড়ি আমরা এখান থেকে বিদায় করে দিতে পারবো ফাদার মল্ডনকে, আমাদের জন্য তত ভালো হবে।

সবাই জানে উধাও হয়ে গেছেন তিনি, কেউ কেউ মনে করে আগুনে পুড়ে মরেছেন, তবে যে যা ভাবে ভাবুক, তাঁর সঙ্গে আমাদের আজকের সাক্ষাতের কথাটা কাউকে বলবো না আমরা। ঠিক আছে?'

জবাব দিল না ক্রিস্টোফার। হিংস্র দৃষ্টিতে ফাদার মন্ডনের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'আর আমাদের ক্ষতির কথা যদি বলো,' বলে চলল সিসিলি, 'ব্যাপারটা ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিলাম আমি। তিনি যদি ফাদারকে দিয়ে আমার সর্বনাশ করাতে চান তা হলে তা-ই হবে। আর তিনি যদি আমাদেরকে রক্ষা করতে চান তা হলে দশজন ফাদার মন্ডনেরও সাধ্য নেই আমাদের কিছু করে। মনে আছে, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে বলে গেছেন ব্রাদার মার্টিন?'

এবারও চুপ করে থাকল ক্রিস্টোফার।

ফাদার মন্ডন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সিসিলির দিকে। নিজের কানে যা শুনছেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না সম্ভবত।

তাঁর দিকে তাকাল সিসিলি। 'শুনুন, ফাদার। আমাদের এখানে একটা সামার-হাউস আছে—খড় দিয়ে ছাওয়া, এবং এই আবহাওয়ার জন্য যথেষ্ট উষ্ণ। সেখানে চলে যান আপনি। আপনার জন্য খাবার, মদ আর পরিষ্কার জামাকাপড় পাঠিয়ে দেবো আমি। কাকে দিয়ে পাঠালে ভালো হয় তা দেখছি। তবে যে-ই যাক, লোকটা কোনো প্রশ্ন করবে না আপনাকে, আপনিও দয়া করে ওকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আপনি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে খবর পাবো আমি, তখন কোনো এক সকালে দেখতে পাবেন সামার-হাউসের সামনে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে একটা তেজী স্বাস্থ্যবান ঘোড়া, পিঠে টুকটাক জিনিসপত্র। লিঙ্কন পর্যন্ত পৌঁছাতে তখন আপনার দরকার পড়বে শুধু বুদ্ধির, সেটা যে বেশ ভালো পরিমাণেই আপনাকে দিয়েছেন ঈশ্বর তা আমি

জানি। তবে একটা কথা বলে রাখি, আপনি লিঙ্কনের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাওয়ার পর আপনার ভাগ্যে ভালো-মন্দ যা-ই ঘটুক তার দায়িত্ব আমার বা আমাদের উপর বর্তাবে না। ...যান এবার।'

কিছু বলতে চাইলেন ফাদার, কিন্তু হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিল সিসিলি। বলল, 'দয়া করে কিছু বলবেন না আমাকে। আপনার পক্ষ থেকে আর কিছু শুনবো না আমি। শুধু জেনে রাখুন, আপনাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম, এবং প্রার্থনা করি যাতে ঈশ্বরও আপনাকে ক্ষমা করে দেন। আশা করবো, যদি সম্ভব হয় আপনার পক্ষে, নিজেকে শুধরে নেবেন আপনি এবং বাকি জীবন মানুষের উপকার করার চেষ্টা করে যাবেন। ...বিদায়। ...এসো, ক্রিস্টোফার।'

চলে গেল ওরা। হতবুদ্ধি হয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকলেন ফাদার মন্ডন। হাত ধরাধরি করে হেঁটে চলে যাচ্ছে সিসিলি আর ক্রিস্টোফার, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন তিনি, কিন্তু কিছুই যেন বুঝতে পারছেন না, কী করতে হবে জানা থাকা সত্ত্বেও করতে পারছেন না। আবেগে উথাল-পাথাল করছে তাঁর বুকের ভিতরটা, কিন্তু সে-আবেগ প্রকাশ করতে পারছেন না তিনি, এবং সম্ভবত পারবেনও না কোনোদিন। তাঁর সেই আবেগের কথা কোনোদিন জানতেও পারবে না কেউ।

কয়েক মাস পর।

শান্তি ফিরে এসেছে ব্লসহোমে। বিদ্রোহের আগুন সরে গেছে আরও উত্তরে, এবং যত দিন যাচ্ছে রাজার সেনাবাহিনীর হাতে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহীদের পরাজয়ের তত খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ফাদার মন্ডনের আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তিনি লিঙ্কন পর্যন্ত যেতে পেরেছেন কি না জানে না কেউ। ক্রিস্টোফারের ধারণা, ইংল্যাণ্ডে থাকার মতো দুঃসাহসিকতা বা

বোকামি করবেন না ফাদার, সোজা স্পেনে চলে গেছেন তিনি। কিন্তু এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো, কারণ একদিন এমলিন, যিনি ইতোমধ্যে ক্রিস্টোফারের সঙ্গে ফাদারের সেই সাক্ষাতের ঘটনাটা বিস্তারিত শুনেছেন সিসিলির কাছ থেকে, খবর নিয়ে এলেন, স্কটিশ সীমান্তে বেশ বড় একদল বিদ্রোহীকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ফাদার, সেখানে রাজার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ চলছে ওদের।

সিসিলির দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচাল ক্রিস্টোফার। 'এবার কী বলবে তুমি?'

'আমার কিছুই বলার নেই আসলে। যা বলার তা অনেক আগেই বলে গেছেন মনীষীরা: কয়লা ধুলে ময়লা যায় না। রাজা হেনরিকে উৎখাত করার জন্য এদেশে এসেছিলেন ফাদার মল্ডন, ওই কাজ শেষ না-করা পর্যন্ত অথবা নিজে না-মরা পর্যন্ত থামবেন না তিনি। থামানো যাবে না তাঁকে। যা-হোক, এসব নিয়ে আমরা বরং আর কথা না-বলি। যা হওয়ার তা হবে। এমলিন, আজ তোমার বিয়ে, আর দেরি না-করে তুমি সেজেগুজে প্রস্তুত হও। জ্যাকব স্মিথ তোমার জন্য লণ্ডন থেকে সাজপোশাক পাঠিয়েছেন। চারটার মধ্যে ব্লসহোমের গির্জায় পৌঁছে যাবেন যাজক, আর আমার তো মনে হয় অনেক আগেই সেখানে গিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে বেচারা থমাস বোল।'

মৃদু হাসলেন এমলিন, চওড়া কাঁধ দুটো ঝাঁকালেন, কিছু একটা বললেন বিড় বিড় করে যা শুনলে হয়তো ক্ষেপে যেত থমাস। ঘুরে চলে গেলেন নিজের কাজে।

তিনি যাওয়ার পর সিসিলিকে বলল ক্রিস্টোফার, 'একটা কথা বলতে চাই তোমাকে। কীভাবে নেবে কথাটা বুঝতে পারছি না।'

'কী কথা?' উৎসুক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল সিসিলি।

'আমি চাই...বিয়ের পর স্বাধীনভাবে থাকতে শুরু করুক থমাস বোল আর এমলিন। এখন একসঙ্গে আছি আমরা,

আমাদের ছেলেও যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে, সার্বক্ষণিক দেখাশোনার জন্য লোকের দরকার আছে কি?'

মাথা নাড়ল সিসিলি। 'আসলে আমিও সে-রকম ভাবছিলাম। কিন্তু ওদের কী হবে ভেবে কিছু বলিনি তোমাকে।'

'ওরা কি কোনো ব্যবস্থাই করে নিতে পারবে না?'

'পারবে না এমন না, তবে কতখানি পারবে তা হলো আসল কথা। থমাস বোলকে খুব কম ভাড়ায় একটা ম্যানর ফার্ম দেয়ার ইচ্ছা আছে আমার। আর জ্যাকব স্মিথের যেহেতু কোনো উত্তরাধিকারী নেই, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সব সম্পত্তি এমলিনই পাবে। তা ছাড়া দু'জনের বিয়ে উপলক্ষে কিছু সাহায্য করছেন তিনি। ...আচ্ছা, এখন যাও, প্রস্তুত হয়ে নাও, বিয়েতে যেতে হবে আমাদেরকে।'

গ্রামবাসীদের অনেকেই এসেছে বিয়েতে। ইদানীং খুশির কোনো ঘটনা ঘটেনি ব্লসহোমে, তাই এই বিয়ে যেন শীতের প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনের মতো আনন্দ নিয়ে এসেছে পুরো এলাকায়। থমাস বোল আর এমলিন স্টোয়ারের মধ্যে যে গোপন প্রেম ছিল তা-ও জানত না অনেকে, তাই খবরটা প্রচারিত হওয়ায় লোকজনের উৎসাহ আরও বেড়েছে। গির্জায় জড়ো হওয়া অতিথিদের মুখে একই কথা, বাল্যকালে কত ঘনিষ্ঠ ছিল থমাস বোল আর এমলিন, ফাদার মল্ডন কীভাবে আলাদা করে দিলেন দু'জনকে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কীভাবে বুড়ো স্টোয়ারের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হলো এমলিনকে, থমাস বোলের সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাকে বাধ্য করা হলো মেষপালক হিসেবে অ্যাবিতে কাজ করতে, এবং সবশেষে এতদিন পর কীভাবে আবার রূপকথার মতো দু'জনের কাছে এল ওরা দু'জন।

ক্রিস্টোফার আর সিসিলির বিয়ের অনুষ্ঠান যেমন পরিচালনা করেছিলেন ফাদার নেকটন, এই বিয়ে পরিচালনার দায়িত্বও

একইভাবে পড়েছে তাঁর উপর। এবং দায়িত্বটা পেয়ে যথেষ্ট খুশি মনে হচ্ছে বৃদ্ধ যাজককে।

এই চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে বিয়ের বিশাল গাউন পরে অস্বস্তি বোধ করছেন এমলিন। যথাসম্ভব সেজেগুজে এসেছে থমাস বোলও, এবং জীবনে প্রথমবারের মতো এত পরিপাটি হতে পেরে অস্বস্তি বোধ করছে সে-ও।

বিয়ে পড়াতে শুরু করলেন সাদা চুল আর দয়ালু চেহারার ফাদার নেকটন। প্রথমে বর-কনে দু'জনকেই আশীর্বাদ করলেন তিনি, বিয়েতে এমলিনের পূর্ণ সম্মতি আছে কি না জিজ্ঞেস করলেন, এমলিন হ্যাঁ বলার পর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করলেন দু'জনকে। থমাস বোল চুমু খেল এমলিনকে, তারপর ভোজনপর্ব শেষে ম্যানর-ফার্মের দিকে রওয়ানা হলো দু'জনে।

বাকি জীবন এখানেই থাকবে ওরা, সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কথা বলতে বলতে হাঁটছে দু'জনে, ওদের পিছন পিছন আসছে ওদের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবী আর শুভাকাঙ্ক্ষী।

ছোট্ট নদীটা পার হলো ওরা, এখন যে-জায়গা দিয়ে যাচ্ছে সে-জায়গা বড় বড় ঝোপজঙ্গলে ছাওয়া। বসন্তকাল চলছে, এখানে-সেখানে ফুটে আছে বন্য ড্যাফোডিল আর লিলি, বাতাসে ফুলের সুঘ্রাণ।

হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন এমলিন, স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই জায়গাটা কি তোমার মনে আছে, থমাস?'

'ভুলি কী করে?' মিষ্টি হেসে বলল থমাস বোল। 'এই জায়গাতেই তোমাকে প্রথমবারের মতো প্রেম নিবেদন করেছিলাম, এই জায়গাতেই রক্তচক্ষু মেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ফাদার মল্ডন। এর আগেও এই জায়গার কথা আমাকে বলেছিলে তুমি—মাদার ম্যাটিল্ডার আশ্রমে, ছোট্ট ওই গির্জার ভিতরে যখন হাজির হয়েছিলাম গোপন পথ ধরে। আর সেই স্মৃতিই আমার পুরনো প্রেম জাগিয়ে তোলে, ভয়-কুসংস্কার

সব ভুলে তোমার কথামতো ফাদার মন্ডনের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগি আমি...'

পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে উঁচু হলেন এমলিন, চুমু খেলেন থমাসকে। 'চলো, পিছনে সবাই হাসাহাসি করছে আমাদেরকে নিয়ে, ম্যানর-হাউসে যাই।'

'চলো। ...আচ্ছা, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ?'

'কী?'

'রাজার সেনাবাহিনীর কয়েকজন সৈনিক আমাদের পিছন পিছন আসছে?'

'হ্যাঁ, গির্জা থেকে বের হওয়ার পর পরই লক্ষ করেছি ব্যাপারটা। কিন্তু...ব্যাপার কী, বলো তো? ওরা আমাদের সঙ্গে আসছে কেন?'

'কী জানি!' বলে হাঁটতে শুরু করল থমাস।

জঙ্গল পার হয়ে একটা ঢালের মাথায় চড়লেন তাঁরা। থেমে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকালেন বাঁ দিকে। পঞ্চাশ কদম দূরে দেখা যাচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত অ্যাবিটা। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সেটা, পোড়া অবশেষগুলো সেভাবেই রয়ে গেছে, কেউ সরায়নি এখনও। রাজার সৈন্যদেরকে দেখা যাচ্ছে সেখানে, গেটওয়ে-টাওয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন করছে ওরা।

ক্রিস্টোফার, সিসিলি, জেফরি স্টকস, মাদার ম্যাটিল্ডা আর তাঁর আশ্রমের নানরা এসে দাঁড়িয়েছেন থমাস বোল আর এমলিনের পাশে। বাকিদের কেউ কেউ চলে গেছে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে অনতিদূরে।

সিসিলি খেয়াল করল, অ্যাবির ধ্বংসপ্রাপ্ত গেটওয়ে-টাওয়ারের উপর গোলাকার কালো কী যেন দেখা যাচ্ছে। তার মানে ব্লসহোমের বাসিন্দাদেরকে দেখানোর জন্য সেখানে কিছু একটা রেখেছে রাজার সৈন্যরা।

'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করল সিসিলি।

জবাব দিল না কেউ, কারণ এত দূর থেকে ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না।

ঠিক তখন শেষবিকেলের অস্তগামী সূর্যের নিস্তেজ লাল আলো গিয়ে পড়ল ওই জিনিসটার উপর।

ফাদার ক্লেমেণ্ট মন্ডনের কাটা-মাথাটা চিনতে এবার আর সমস্যা হচ্ছে না কারও।

***

অনুবাদ

দ্য লেডি অভ ব্লসহোম

মূল: হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

স্যর হ্যাগার্ডের আর একটি অসাধারণ সৃষ্টি।
জমিদার স্যর জন ফোটরেলের কিছু জমি দখল করতে চান
ব্লসহোম অ্যাবির অধ্যক্ষ ক্লেমেণ্ট মল্ডন।
প্রতিবাদ করতে গিয়ে নৃশংসভাবে খুন হয়ে গেলেন স্যর জন।
তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে সিসিলি জানে না কী করতে হবে।
শুধু জানে, এবার ওর পালা—হয় মারা পড়তে হবে বাবার মতোই,
নয়তো আজীবন বন্দি থাকতে হবে ব্লসহোম অ্যাবি-সংলগ্ন আশ্রমে।
আপন বলতে মাত্র দু'জন আছে মেয়েটার—
পালক-মা এম্‌লিন স্টোয়ার আর প্রেমিক স্যর ক্রিস্টোফার হারফ্লিট।
শুরু হলো প্রচণ্ড ক্ষমতাবান ক্লেমেণ্ট মল্ডনের বিরুদ্ধে
ওদের তিনজনের সংগ্রাম। শুরুতেই আহত হলেন স্যর ক্রিস্টোফার।
এখন সাহায্য করার মতো বলতে গেলে কেউ নেই।
পদে পদে বাধা, বিপদ আর মৃত্যুর হাতছানি।
কী হলো শেষপর্যন্ত?
ষোড়শ শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইংরেজ পল্লীসমাজের পটভূমিতে
লেখা এই উপন্যাস সম্পর্কে *ভায়োলেটবুকস.কম*-এ
হ্যাগার্ড-গবেষক জেসিকা অ্যামাণ্ডা স্যামনসনের মন্তব্য:
বিষয়বস্তু ইতিহাসনির্ভর এবং এককথায় অতুলনীয়!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০